বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৪৭-২০০০) : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

শরীফ মুহাম্মদ ইউনুছ

রেজিঃ নং ৫২/১৯৯৯-২০০০

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library

449659

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

প্রফেসর ও চেয়ারম্যান

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সেপ্টেম্বর, ২০১০।

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল. গবেষক জনাব শরীফ মুহাম্মদ ইউনুছ কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **"বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৪৭-২০০০): একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইত:পূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

4496

২৫/৯/১০

(ড. এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, 'বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৪৭-২০০০): একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণাকর্মটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম আনম আবদুল মান্নান খান, সাবেক অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর ইনতিকালের পর আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। আমি এর পূর্ণ বা অংশবিশেষ কোথায়ও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করিনি।

শরীফ মুহাম্মদ ইউনুছ
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং ৫২/১৯৯৯-২০০০
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৪৭-২০০০): একটি পর্যালোচনা

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	প্রত্যয়ন পত্র	০১
	ঘোষণাপত্র	০২
	সূচীপত্র	০৩
	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	০৬
	শব্দ সংকেত	০৮
	ভূমিকা	০৯
১	*প্রথম অধ্যায়: ভাষা ও সাহিত্য*	১৩
১.১	**প্রথম পরিচ্ছেদ: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য**	
	১. ভূমিকা	১৩
	২. বাংলা ভাষার উৎপত্তি	১৩
	৩. বাংলা শব্দের উৎপত্তি	১৫
	৪. সাহিত্য	১৭
	৫. সাহিত্যের উদ্দেশ্য	২০
	৬. ধর্ম ও সাহিত্য	২১
	৭. সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ	২৩
১.২	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী সাহিত্য**	২৩
	১. ভূমিকা	২৩
	২. ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা	২৪
	৩. ইসলামী সাহিত্যের উদ্দেশ্য	২৭
	৪. ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য	২৮
	৫. ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু	৩২
	৬. ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৩৬
	৭. ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য	৪০
১.৩	**তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী সাহিত্যের সূচনাপর্ব**	৪২
	১. ইসলামী সাহিত্যের সূচনাপর্ব	৪২
	২. সূচনা পর্বে ইসলামী সাহিত্যের কিছু নমুনা	৪৩
	রাসূল (সাঃ), চার খলীফা	৪৩
	হাসসান বিন ছাবিত, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহ,	৪৬
	লাবিদ বিন রাবিয়া, কা'ববিন যুহাইর	৪৮
২	*দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য*	৫০
২.১	**প্রথম পরিচ্ছেদ: বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনার ইতিহাস**	৫০
২.২	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সূচনাকারী কবি সাহিত্যিকগণ**	৫৫
	১. শাহ মুহাম্মদ সগীর	৫৫
	২. কবি জৈনুদ্দিন	৫৮
	৩. সৈয়দ আলাওল হক	৬০
	৪. সৈয়দ সুলতান	৬৩
	৫. হাজী মুহম্মদ ৬. নসরুল্লাহ খান	৬৯
২.৩	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সূচনায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকার ভূমিকা	৭১
২.৪	চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে বিভিন্ন আমল	৮০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩	*তৃতীয় অধ্যায়: ১৯৪৭-২০০০ এর মধ্যে ইসলামী সাহিত্য বিকাশের ধারা*	৯০
	ভূমিকা	৯০
৩.১	প্রথম পরিচ্ছেদ: মৌলিক রচনা	৯০
	মৌলিক রচনাসমূহ	৯০
	ক. প্রবন্ধ সাহিত্য	৯০
	খ. গল্প	৯৪
	গ. উপন্যাস	৯৪
	ঘ. দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সাহিত্য	৯৫
৩.২	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অনুবাদ	৯৫
	১. ভূমিকা	৯৫
	২. আল কুরআন বিষয়ক	৯৬
	৩. আল হাদীস বিষয়ক	৯৬
	৪. ফিক্‌হ, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ক	৯৭
	৫. সীরাত বিষয়ক	৯৮
	৬. অনুবাদক মন্ডলী	১০৩
৪	*চতুর্থ অধ্যায়: ১৯৪৭-২০০০ এর মধ্যে ইসলামী গদ্য সাহিত্য বিকাশের পর্যালোচনা*	১০৫
৪.১	ভূমিকা	১০৫
৪.২	সাহিত্যিক ও সাহিত্যের পর্যালোচনা	১০৬
	১. মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১০৬
	২. এস ওয়াজেদ আলী	১০৭
	৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১০৮
	৪. অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ	১১২
	৫. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	১১৩
	৬. আবুল মনসুর আহমদ	১১৫
	৭. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	১১৬
	৮. কাজী নজরুল ইসলাম	১১৭
	৯. গোলাম মোস্তফা	১১৮
	১০. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক	১১৯
	১১. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন	১২১
	১২. ডক্টর আবদুল কাদির	১২২
	১৩. আবদুল মওদুদ	১২৩
	১৪. সৈয়দ আবদুল মান্নান	১২৪
	১৫. মনির উদ্দিন ইউসুফ	১২৫
	১৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	১২৬
	১৭. তালিম হোসেন	১২৭
	১৮. সৈয়দ আলী আহসান	১২৮
	১৯. সৈয়দ আলী আশরাফ	১২৯
	২০. গোলাম সাকলায়েন	১৩০
	২১. ড. কাজী দীন মুহম্মদ	১৩১
	২২. আবদুস সাত্তার	১৩২
	২৩. মুহম্মদ আবু তালিব	১৩৪
	২৪. অধ্যাপক আবদুল গফুর	১৩৫
	২৫. শফী উদ্দীন সরদার	১৩৬
	২৬. মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ	১৩৭
	২৭. আবদুল মান্নান তালিব	১৩৯
	২৮. শাহাবুদ্দীন আহমদ	১৪১
	২৯. আল মাহমুদ	১৪২
	৩০. অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান	১৪৪
	৩১. আবদুল মান্নান সৈয়দ	১৪৫
	৩২. অন্যান্য সাহিত্যিক	১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৫	*পঞ্চম অধ্যায়: ১৯৪৭-২০০০ এর মধ্যে ইসলামী ভাবপুষ্ট কবিও কাব্যের পর্যালোচনা*	১৫২
৫.১	১. ভূমিকা	১৫২
৫.২	২. কবি ও কাব্যের পর্যালোচনা	১৫৩
	১. কায়কোবাদ	১৫৩
	২. শাহাদাৎ হোসেন	১৫৮
	৩. গোলাম মোস্তফা	১৬৪
	৪. কাজী নজরুল ইসলাম	১৭০
	৫. বে নজীর আহমদ	১৮৪
	৬. ফররুখ আহমদ	১৯৫
৬	*ষষ্ঠ অধ্যায়: রাসূলের শানে নিবেদিত বিভিন্ন কবির কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা*	২১৩
৬.১	১. ভূমিকা	২১৩
৬.২	২. রাসূলের শানে নিবেদিত কবিতার বর্ণনা	২১৪
৬.৩	৩. আধুনিক সময়ে	২১৪
৬.৪	৪. তুলনামূলক আলোচনা	২১৬
	১. কাজী নজরুল ইসলাম	২১৭
	২. গোলাম মোস্তফা	২২৪
	৩. সূফী জুলফিকার হায়দার	২২৫
	৪. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	২২৬
	৫. আনম বজলুর রশীদ	২২৬
	৬. শাহাদাৎ হোসেন	২২৭
	৭. পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীন	২২৮
	৮. আজিজুর রহমান	২২৮
	৯. ফররুখ আহমদ	২২৯
	১০. সাবির আহমদ চৌধুরী	২৩২
	১১. সৈয়দ আলী আশরাফ	২৩৩
	১২. আবদুল হাই মাশরেকী	২৩৪
	১৩. আবদুল লতিফ	২৩৫
	১৪. সৈয়দ শামসুল হুদা	২৩৬
	১৫. পঞ্চাশ দশকের কবিগণ	২৩৭
	১৬. ফজল এ খোদা	২৩৮
	১৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ	২৩৯
	১৮. আবদুল মুকিত চৌধুরী,	২৪০
	১৯. মাওলানা রুহুল আমিন	২৪০
	২০. মতিউর রহমান মল্লিক	২৪১
	২১. আব্দুল হাই শিকদার	২৪২
	২২. সোলায়মান আহসান	২৪৩
	২৩. হাসান আলীম	২৪৪
	২৪. মোশারফ হোসেন খান	২৪৪
	২৫. আসাদ বিন হাফিজ	২৪৫
৭	*সপ্তম অধ্যায়: ইসলামী সাহিত্য বিকাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান*	২৪৭
	ভূমিকা	২৪৭
৭.১	প্রথম পরিচ্ছেদ: সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৪৭
	১.বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন	২৪৮
	২.বাংলা একাডেমী	২৫১
৭.২	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৫৩
৮	উপসংহার	২৫৯
৯	গ্রন্থপঞ্জি	২৬১

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াসসালামু 'আলা সায়্যিদিল মুরসালীন, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়াআসহাবিহী আজমাঈন। আল্লাহ তায়ালার অযুত কোটি শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে **'বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৪৭-২০০০) ঃ একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক শিরোনামে অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন। তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় অসাধ্য। তাই কবির ভাষায় "যতগুণগান, হে চির মহান, তোমারি অন্তর্যামী"।

আমার এ গবেষণা কর্মের জন্য শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্যার **মরহুম অধ্যাপক আনম আব্দুল মান্নান খান, অধ্যাপক ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান**, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ছিলেন আমার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর পরামর্শ, দিকনির্দেশনা, সাহচার্য, সময়দান আমার গবেষণা কর্মের পাথেয় স্বরূপ। তিনি আজ নেই। তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করুন।

প্রথম তত্ত্বাবধায়কের ইনতিকালের পর উত্তপ্ত মরুভূমিতে চলন্ত পথিক উট হারিয়ে যেভাবে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করে আমিও দিশেহারা পথিকের মত হন্য হয়ে ঘুরি। তখনই আমার আলোর দিশারী হয়ে এগিয়ে আসেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্যার **জনাব ডঃ এবি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**। তিনি পরমযত্নে আমার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনের পরও তিনি আমার জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তার নিরন্তন উৎসাহ, অনুপ্রেরণা সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সহজ হয়েছ। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আমাকে হাতে কলমেও শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার আলোকে আমি গবেষণা সম্পন্ন করি।

এ গবেষণা কর্মের তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায়- উপঅধ্যায়ের বিন্যস্থকরণ, অবয়ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি সার্বক্ষণিক সহায়তা করণের জন্য আমি তাঁর নিকট চিরঋণী। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সফল কর্মময় জীবনের কামনা করি । আমি আরো কৃতজ্ঞচিত্রে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় স্যার আ ত ম মুসলেহ উদ্দীন, ড. প্রফেসর আ ফ ম আবু বকর, ড. প্রফেসর আবু বকর সিদ্দিক, ড. প্রফেসর ফজলুর রহমান, ড. প্রফেসর আব্দুল মাবুদ, ড. প্রফেসর আ স ম আবদুল্লাহ, ড. ফখরুদ্দীন স্যারসহ বিভাগীয় অন্যান্য স্যারকে। যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণাকর্মের জন্য আমি বিশিষ্ট গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ, মুহম্মদ মতিউর রহমান, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, আবদুল মান্নান তালিব, আলমাহমুদ, আসাদবিন হাফিজসহ দেশবরেণ্য কবি সাহিত্যিকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁদের সাথে আমি সাক্ষাত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পেয়েছি।

আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ লাইব্রেরী, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ লাইব্রেরী, সরকারি মহিলা কলেজ লাইব্রেরীসহ অন্যান্য লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানদের যাঁদের সহায়তায় বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিতে পেরেছি।

ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সহযোগিতা ও উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন এক সময়ের সহকর্মী জনাব মহিউদ্দীন মোঃ শাহজাহান ভূঞা, সহকারী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, এমসি কলেজ, সিলেট, মোঃ হাবিবুর রহমান প্রভাষক, গণিত, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ, আমার বন্ধু আলমগীর হোসাইনসহ অন্যান্য বন্ধুবর্গ। তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার মা আবিদা খাতুনকে, যিনি আমাকে এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন ও সফল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে সার্বক্ষণিক দুআ করেছেন। আমার শ্বশুর মাষ্টার মোঃ আবুল কালাম ভুঞাঁ, শ্বাশুরী জোস্না বেগমের নিকটও কৃতজ্ঞ তাঁরা আমাকে এ বিষয়ে তাকিদ ও উপদেশ দিয়েছেন।

আমার প্রিয়তমা স্ত্রী **কামরুননাহারকে** লাখো কোটি ধন্যবাদ। কেননা সে আমাকে পারিবারিক সকল ব্যস্ত তা থেকে মুক্ত করে নির্বিঘ্নে গবেষণা করার সকল আয়োজন করে দিয়েছে। স্নেহের সাদিয়া ও সা'দ এর প্রতি মুবারকবাদ। কেননা গবেষণাকর্মে ব্যস্ততার কারণে পিতা হিসেবে তাদেরকে অনেক স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি।

সর্বোপরি আমার এ গবেষণাকর্মে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের নাম অনুল্লেখ থাকলেও কৃতজ্ঞচিত্তে তাদেরকে স্মরণ করছি। আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমার চেষ্টা সাধনা কবুল করুন। আমীন।

শরীফ মুহাম্মদ ইউনুছ

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স. সা. = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাঃ = রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু / আনহুমা/ আনহুম/ আনহা।

রঃ = রহমতুল্লাহ আলাইহি / আলাইহা / আলাইহুম।

আঃ = আরবী/ আলাইহিস সালাম/ আলাইহিমুস সালাম।

খ্রিঃ = খ্রিস্টাব্দ।

ইং = ইংরেজী।

বাং = বাংলা/বঙ্গাব্দ।

হিঃ = হিজরী।

ইফাবা = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

পৃ. = পৃষ্ঠা।

খ. = খন্ড।

সং = সংস্করণ।

ড. = ডক্টর।

বা এ = বাংলা একাডেমী।

বা. স. প. = বাংলা সাহিত্য পরিষদ।

ঢাঃ বিঃ = ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রাঃ বিঃ = রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বি. দ্র. = বিশেষ দ্রষ্টব্য।

জ. = জন্ম।

৫.৩ = প্রথম সংখ্যা আল কুরআনের সূরা নং, দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াত নং।

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা ঃ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম কে মনোনীত করলাম।" (আল কুরআন, ৫ঃ৩) ইসলাম সর্বকালে সর্বযুগে সকল মানুষের জন্য শাশ্বত ও পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। ইসলামী জীবন দর্শনে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রয়েছে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের ফালগুধারা। সাহিত্য মানব জীবনের সাথে ওতোপোৎ ভাবে জড়িত একটি বিষয়। সাহিত্য মানব হৃদয়ের অনুভূতি, সমাজের দর্পণ, পরোক্ষ ইতিহাস, একটি যুগের প্রতিচ্ছবি। জীবন ও জগতের অন্তর্গত উপলব্ধি, ভাবের ব্যাকুলতায় রূপ চিত্রময় ভঙ্গি ও শিল্প সম্মত প্রকাশের নামই সাহিত্য। ইসলাম সাহিত্য কে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই কোন কোন বর্ণনার মধ্যে রয়েছে যাদু এবং কবিতার মধ্যে রয়েছে কৌশল ও প্রজ্ঞা।" (বুখারী, আবুদাউদ ও তিরমিযী শরীফ) নবী করীম (সঃ) বলেছেন : "তোমরা কাব্যের মাধ্যমে অমুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের সমালোচনার জবাব দাও। নিশ্চয়ই মুমিন নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি : তোমরা কবিতার মাধ্যমে তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে যেন তাদেরকে ছত্র ভঙ্গ করে দিচ্ছ।" (সিলাসিলাতুল আহাদীস আসসহীহহে নাসির উদ্দিন আলবানী, ২য় খন্ড, হাদীস নং ৮০২) রাসূলের কবি নামে খ্যাত হযরত হাসসান বিন ছাবিত আল আনসারী (রা) এর জন্য মসজিদে নববীতে বিশেষ আসনের ব্যবস্থা ছিল। মহানবী (সঃ) কাব্য তথা সাহিত্য চর্চায় সাহাবীদেরকে উৎসাহ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি ভাল কবিতা বারবার পড়েছেন, কবিতা শ্রবণে ইসলামের দুশমনকেও ক্ষমা করেছেন ।

ইসলামী সাহিত্য বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যপী সমাজতন্ত্রের অপমৃত এবং পুঁজিবাদের চরম ব্যর্থতার প্রেক্ষিত মানুষ এখন গ্রহণযোগ্য একমাত্র বিধান আলইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে । ইসলাম একটি কালজয়ী আদর্শ । অনুরূপ ভাবে ইসলামী সাহিত্য বিশ্বজনীন ও ব্যপকতা লাভ করেছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যেভাবে বিশ্বব্যাপী মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের বার্তা বহন করে, তেমনি ইসলামী সাহিত্য অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে মুক্ত করে কল্যাণের পথে ধাবিত করে ।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা । ইসলাম এ ভাষার সাহিত্য সংস্কৃতিকে খুবই সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষাকে যে সমৃদ্ধ ও শোভন অবস্থায় আজ আমরা দেখেছি তার পেছনে রয়েছে মুসলমানদেরই

Dhaka University Institutional Repository

গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। অতীতের শাসক হিসেবে তারা বাংলাভাষাকে মর্যাদা দিয়ে সাহিত্য রচনা ও অনুবাদ কাজে লেখকদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। সাহিত্যের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মুসলিম সুলতানদের উৎসাহ উদ্দীপনায় সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী সাহিত্যকর্ম । ইসলাম ধর্মীয় ও তৎকালীন অন্যান্য মুসলিম দেশীয় শব্দসম্ভার বাংলা ভাষাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে, করেছে খুবই সমৃদ্ধ।

উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের আগমনের পূর্বে বাংলাভাষা ও সাহিত্য অপমৃত্যুর দ্বারা প্রান্তে উপনীত হয়েছিল। তদানিন্তন হিন্দু শাসকবর্গ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করেছিল। রাজপুরুষদের দেখাদেখি ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা ফতোয়াজারি করল: **"আষ্টাদশ পুরণানি রামস্যচৌর তানিচ ভাষায়ং মানবং শ্রুত রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।"** অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ যে মানব রচিত বাংলা ভাষায় শ্রবণ করবে, সে রৌরব নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করার হীন প্রায়স চালায়। তাই রামাই পন্ডিত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বঙ্গের মুসলিম বিজয়কে স্বর্গীয় আর্শীবাদ হিসাবে উল্লেখ করে মুসলমানদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদেশে মুসলিম শাসকদের আগমনের পর বাংলা সাহিত্য প্রচুর সংখ্যক কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। কবি সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্য নতুনত্বের ধারা প্রবর্তন করেন। শুধু বন্দনা স্তুতি বা গুণকীর্তনের মাঝে সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের ব্যাপকতার পাশাপাশি সাহিত্যেরও ব্যাপকতা সূচনা করেন । উপমহাদেশে মুসলিমদের আগমন থেকে ব্রিটিশ শাসনাধীনের পূর্ব পযর্ন্ত ব্যাপকভাবে মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ সাহিত্য চর্চা করেন । ব্রিটিশ শাসনকালীন সময়ে মুসলমানগণ শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পরে। পরবর্তীতে ১৯৪৭সালে পৃথক মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের সূচনা হয়। নবউৎসাহ উদ্দীপনায় মুসলিম সাহিত্যিকগণ স্বকীয় সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন। ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, নবী জীবনীভিত্তিক ও ইসলামের বিভিন্ন পর্বকেন্দ্রীক সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, কাব্য, মহাকাব্য ইত্যাদি রচিত হতে থাকে। কলকাতার পরিবর্তে ঢাকা হয় সাহিত্যের প্রাণ কেন্দ্র । '৫২ এর ভাষা আন্দোলন সাহিত্যের গতিকে আরো বেগবান করে। ১৯৭১সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইসলামী সাহিত্যের আরো ব্যপক প্রসার ঘটে । ইসলামী আন্দোলনের পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্য আন্দোলনের সংঘবদ্ধ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকে বিভিন্ন সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, গান, হামাদ, নাত লিখিত ও প্রদর্শিত হতে থাকে। ইসলামের বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী, সাহিত্য গোষ্ঠী, লেখক ফোরাম গঠিত হতে থাকে। বাংলাবাজার, মগবাজার, কাটাবনসহ সারা দেশে প্রচুর ইসলামী প্রকাশনী গড়ে উঠে। যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর বই প্রকাশ করতে থাকে। ইসলামী সাহিত্য নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় ইসলামী বই-পুস্তক প্রর্দশনীর আয়োজন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্রের অংশ বিশেষ হল ১৯৪৭-২০০০খিঃ পর্যন্ত সময়কাল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের থেকে পৃথক মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে আমরা একবার স্বাধীনতা অর্জন করি। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণের প্রেক্ষিতে আমরা ১৯৭১সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভ করি। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এ সময়ে উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে অপসংস্কৃতির সয়লাভও বৃদ্বি পায়। আবার ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়। মুসলিম লেখকগণ দু'ধরনের লেখালেখিতে বিভক্ত হয় পড়েন। এক পক্ষ সাহিত্যের নামে নারী, প্রেম-প্রণয়, যৌন সুরসুরি, নারী দেহের বিবস্ত্র বর্ণনা ইত্যাদিকে সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে পরিণত করে। অপরপক্ষ ইসলামের সীমানা অতিক্রম না করে মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য অবজ্ঞনে সৃজনশীল, রুচীসম্মত, নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য সাধনা করেন। দ্বিতীয় পক্ষের সাহিত্য কর্মের বিশ্লেষণই আমার আলোচ্য বিষয়। কেননা তাঁদের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হবে। যাঁরা ইসলামী সাহিত্যর পথ উন্মোচন করেছেন, তাদের নির্দেশনায় পরবর্তী প্রজন্ম ইসলামী সাহিত্যের নবদিগন্তের সূচনা করবেন এ প্রত্যাশার প্রেক্ষিতেই এই সময়ের কবি-সাহিত্যিকের ইসলামী সাহিত্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে প্রয়াসী হই।

১৯৪৭- ২০০০ এর মধ্যে যাঁরা ইসলামের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাদের সমগ্র সাহিত্যকর্মের পর্যালোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, আল মাহমুদ, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল মান্নান তালিব, আসাদ বিন হাফিজ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকগণ নিয়ে পৃথক পৃথক গবেষণাকর্মের দাবী রাখে। তাই আমি তাঁদের কিছু সাহিত্যকর্ম নিয়ে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেছি। কালজয়ী আদর্শ ইসলামের আলোকে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে ।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির ভাব- সৌন্দর্য অবয়ব সুন্দর ও সুচারু-রূপে সম্পন্ন এবং বিষয়ের গভীরতা অনুধাবনের জন্য **অভিসন্দর্ভকে সাতটি অধ্যায়ে** বিভক্ত করেছি। প্রথম **অধ্যায়ে রয়েছে ৩টি অনুচ্ছেদ**। প্রথম অনুচ্ছেদে **বাংলা ভাষা ও সাহিত্য,** দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে **ইসলামী সাহিত্য** এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে **ইসলামী সাহিত্যর সূচনা** ও সূচনাপর্বের কিছু ইসলামী সাহিত্যর নমুনা উপস্থাপনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়কে তিনটি অনুচ্ছেদে** বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনার ইতিহাস অলোচনা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনাকারী কবি সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন পত্রিকার অবদানের কথা এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে বিভিন্ন আমলের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়ে **১৯৪৭ -২০০০ এর মধ্যে ইসলামী সাহিত্য বিকাশের ধারা প্রসঙ্গে** আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে দুটো পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে **মৌলিক সাহিত্য কর্ম** নিয়ে আলোচনা এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছোদ বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্য সমৃদ্ধকরণে অনুবাদ কর্মের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে **১৯৪৭-২০০০ এর মধ্যে ইসলামী গদ্য সাহিত্য বিকাশের পর্যলোচনা** করা হয়েছে। এখানে দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাদের ইসলামী সাহিত্যকর্মের নাম দেয়া হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯৪৭-২০০০এর** মধ্যে ইসলামী ভাবপুষ্ট কবি ও কাব্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে কবি কায়কোবাদ, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, বে নজির আহমদ ও ফররুখ আহমদের ইসলামী কাব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী কাব্যের নমুনা হিসেবে **রাসূলের শানে নিবেদিত বিভিন্ন কবির কাব্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা** করা হয়েছে। **সপ্তম অধ্যায়ে** বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার** কথা আলোচিত হয়েছে। বিশেষত: সরকারী ও বেসরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা, সংঘ, সমিতি, স্মৃতি সংসদ ও প্রকাশকদের অবদানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। **উপসংহারে** গবেষকের নিজস্ব মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। সর্বশেষে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত-বই পুস্তকের সাহায্য নেয়া হয়েছে সে সকল **বইয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে।**

শরীফ মুহাম্মদ ইউনুছ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : ভাষা ও সাহিত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলা ভাষা

১.১. ভূমিকা :

আল্লাহ তা'য়ালার সৃজিত জীবসমূহের মধ্যে 'মানুষ' শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ:) কে আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি শিক্ষার প্রধান বাহন হল ভাষা। মহান আল্লাহর ঘোষণা : [১] خلق الانسان علمه البيان তিনি (আল্লাহ) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ভাব প্রকাশের ভাষা। মানুষকে সৃষ্টির পর মানুষের মনের ভাব প্রকাশের পদ্ধতি ও তার মাধ্যম 'ভাষা' আল্লাহ তা'য়ালই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

তাই ভাষার আদি স্রষ্টা আল্লাহ। [২]

'বাংলা' আমাদের মাতৃভাষা পৃথিবীর ভাষাসমূহের অন্যতম একটি হল বাংলা ভাষা। মাতৃভাষা বাংলা আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের একটি। [৩] কবির ভাষায় 'মাতৃভাষা, বাংলা ভাষা খোদার সেরা দান বিশ্ব-সভায় এ ভাষারই আসন মহীয়ান।' (ফররুখ আহমদ)

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনার পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

১.২. বাংলা ভাষার উৎপত্তি :

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ইউরোপের মধ্যভাগ হতে দক্ষিণ-পূর্বাংশ অবধি যে ভাষার প্রচলন ছিল তাকে 'ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা' (Indo European Parent Speech) রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এ মূল ভাষার দু'টি ভাগ-ক 'কেন্তুম' (Centum) এবং খ. 'শতম' (Statam), আলবানী ও বলেটাশ্লাভোনিক ভাষা ব্যতীত ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার অন্যতম ভাষাগুলো 'কেন্তুম' বিভাগ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আর 'শতম' বিভাগ থেকে উৎপন্ন হয়েছে আর্য ভাষা। আর্য শাখার দু'টি প্রশাখা রয়েছে। যথা- ইরানিক ও ভারতিক। ভারতীয় আর্য প্রশাখা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে বাংলা ভাষা। [৪]

---

১. আল কুরআন , ৫৫:২-৩

২. মুহম্মদ মতিউর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি; (ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৫), প্রথম প্রকাশ, পৃ: ১৪।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১২

৪. আজহার ইসলাম, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের প্রদত্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে 'ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা' থেকে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ দেখানো হলো।[৫]

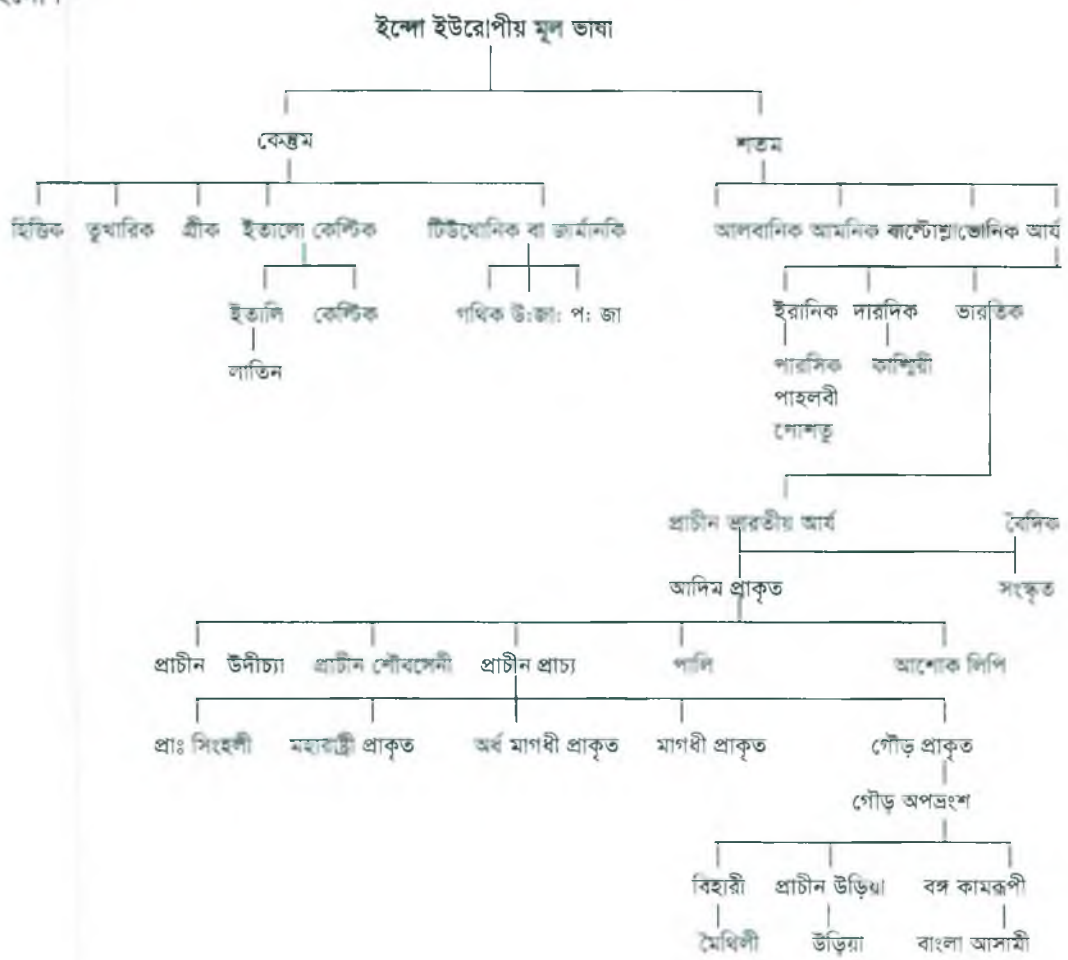

বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জর্জ গ্রিয়াসন প্রমুখ পণ্ডিত মনে করেন বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে এ ভাষার পূর্ববর্তী উৎস স্থল গৌড় অপভ্রংশ।[৬] সাধারণ অর্থে তাকে অপভ্রংশ বলেই মনে করা হয়।

[৫]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬,৭।
[৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রদত্ত নব্য ভারতীয় ভাষার মানচিত্র, [৭]

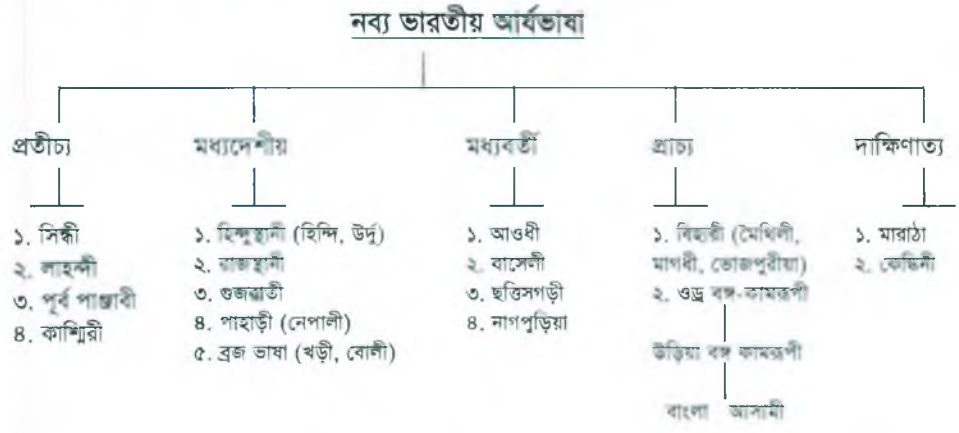

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে অপভ্রংশের যুগের আরম্ভ হয় ৫০০ খ্রিস্টাব্দেরও আগে। ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় তিনি প্রমাণ করেছেন যে, অপভ্রংশ থেকে প্রথম উৎপন্ন হয় বিহারী। এ ভাষা পৃথক হয়ে যায়, পরে উড়িয়া ও বঙ্গ-কামরূপী ভাষা উৎপন্ন হয়। বঙ্গ-কামরূপী ভাষার বিভিন্ন রূপ হচ্ছে বাংলা ও আসামী।[৮]

১.৩. 'বাংলা' শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি :

বাংলা শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি নির্ণয়ে পন্ডিতদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল:

সুকুমার সেনের অভিমত :

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক ও লেখক ড. সুকুমার সেন 'বাংলা ও বাঙালি' বিষয়ে তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। যথা: "বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকারকালের গোড়ার দিকেই চলিত হইয়াছিল। ফারসী "বঙ্গালহ্" হইতে পোর্তুগিস Bengla ও ইংরেজী Bengal আসিয়াছে। মুসলমান অধিকরের আগে 'বাঙ্গালা' দেশের কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এদেশ সমগ্রভাবে সাধারণ 'গৌড়' অথবা 'গৌড়দেশ' বলিয়া উল্লিখিত হইত। তাহার আগে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নাম পরিচত ছিল।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দে মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলি পূর্ব ভারতরে তিনটি বিভাগ উল্লেখ করেয়াছিলেন- অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম। অধুনা অঙ্গের বেশিভাগই বিহারে পড়িয়াছে, অল্প ভাগ-মালদহ,

---

[৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
[৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম- বাঙ্গালায়। বঙ্গ হইল জলময় অঞ্চলগুলি। সুহ্ম বীরভূমের উত্তরাংশ বাদে বর্ধমান বিভাগ। রঘুর দিগবিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস যে তিন অঞ্চলের উল্লেখ করিয়াছেন সে হইল সুহ্ম, বঙ্গ ও কামরূপ। তাঁহার উল্লেখিত কামরূপের মধ্যে উত্তরপূর্ব বাঙ্গালার খানিকটা পড়ে। 'বঙ্গ' (যাহা হইতে 'বঙ্গালহ' আসিয়াছে) ছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অনূপ অঞ্চল, এখনকার সুন্দরবন-যশোর-খুলনা-ফরিদপুর-ঢাকা-ময়মনসিংহ। বঙ্গের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-আধুনিক ত্রিপুরা-সিলেট-নোয়াখালী অঞ্চল 'সমতট' নামে পরিচিতি থাকিলেও সাধারণত বঙ্গের মধ্যে ধরা হইত। উত্তর ও উত্তরমধ্য বঙ্গের নাম ছিল পুণ্ডবর্ধন। পুণ্ডবর্ধনের সীমানা ছিল গঙ্গার দক্ষিণ তীর। উত্তর তীরস্থ অঞ্চল পরে "বরেন্দ্র" বা "বরেন্দ্রী" নাম পায়।"

"বঙ্গ" নামটির অর্থ লইয়া পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, নামটির মূলে ছিল চীন-তিব্বতী-গোষ্ঠীর কোনো শব্দ। ইহারা নদীনামের "অং" অংশের সঙ্গে 'গঙ্গা" 'হোয়াংহো', ইয়াংসিকিয়াং' ইত্যাদি নদী নামের "অং" অংশের সমত্ব ধরিয়া অনুমান করিয়াছেন যে শব্দটির মৌলিক অর্থ ছিল জলাভূমি। (আড়াইহাজার- তিনহাজার বছর আগে বাঙ্গালা দেশের বেশির ভাগই জলাভূমি ও জঙ্গল ছিল।) (বিশেষ করিয়া ভাগীরথীর পূর্ব ও পূর্বোত্তর পাড়) এ অর্থ অত্যন্ত আনুমানিক নিশ্চয়ই, তবে অসম্ভব নয়। 'বঙ্গ' শব্দ ঋগবেদে নাই। ইহা সর্বপ্রথম মিলিতেছে ঐত্যরেয়-আরণ্যকে (২-১-১-৫)। "প্রজা হতিস্রো অত্যারমায়ন" (অর্থ্যৎ তিনটি জীব অথবা মানব জাতি বিনষ্ট হইয়াছিল)- এই ঋগবেদীয় শ্রোকাংশের ব্যাখ্যারূপে সেখানে বলা হইয়াছে, "যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রে' অত্যায়মাবংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গ বগধাশ্বেরপাদাঃ",

অনেক মনে করেন যে 'বাঙ্গাল' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ "আল" প্রত্যায় যোগে গঠিত, তাহা অসম্ভব নয়। শব্দটি অর্বাচীন নয়। মনে হয় রাখাল, গোয়াল, গোষাল , সাঁওতাল" ইত্যাদির মতো 'বঙ্গাল' শব্দও "পাল" অন্তক সমাসনিস্পন্ন শব্দের তদ্ভব রূপ। অর্থাৎ "বঙ্গপাল" (বঙ্গদেশের বা জলাভূমির রক্ষক, বাসিন্দা) হইতে "বঙ্গাল" উদ্ভূত। [৯]

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের মতে, ভোট-চীনের তিব্বতী ভাষায় বং বা বন (জলাভূমি) থেকে নামের উৎপত্তিপূর্বকালে সুন্দরবনের উত্তর ও পূর্ব ভূখণ্ডটি ছিল এই বিস্তৃত বনাঞ্চল। সেই বন কেটেই মানুষ বসতি করেছে ও গাঁ বসিয়েছে। আমাদের মনে হয় এই প্রাগ্রসর বনই বঙ্গের আদিরূপ ও বৃদ্ধ প্রপিতামই। [১০]

---

৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, (কলকাতা : ঈস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭০), পঞ্চম সংস্করণ-১-৪।
১০. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গা ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ: ১১।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজলের মতে, "প্রাচীনকালে বঙ্গের রাজারগণ ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ চওড়া আল নির্মাণ করতেন এবং সেই আল থেকে বাঙ্গাল নামের উৎপত্তি। আমরা মনে করি বঙ্গ শব্দের সঙ্গে 'আল' যোগ করে বাঙ্গল/বাঙ্গাল বলতে বঙ্গের অধিবাসীকেই বুঝাত। আর সেই বাঙ্গালদের দেশ আরবি-ফার্সি ভাষায় বানজালা বাঙ্গালা রূপ নিল।" [১১]

অধ্যাপক মাহবুবুল আলমের মতে, "বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে মনে করা হয়, যে অঞ্চলে 'বং' গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত তারাই এ নামে পরিচি। সংস্কৃত 'বঙ্গ' বা 'বঙ' গোষ্ঠীর নাম। 'বং' গোষ্ঠীভূক্ত মানুষের বাসভূমি ছিল ভাগীরথী নদীর পূর্বতীর থেকে আসামের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত।" [১২]

মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ বিখ্যাত ঐহিাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেশ বাচক 'বাংলা' শব্দের ব্যবহার করেছেন। তিনি এর উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন: এদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ এর সাথে বাধ বা জমির সীমা বাচক 'আল' (অলি-আইল) প্রত্যয়যোগে বাংলা শব্দ গঠিত হয়েছে। তাঁর মতে, চট্টগ্রাম থেকে গর্হি (রাজমহল) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ।" [১৩]

উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

- সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি নয়।
- গৌড় প্রাকৃত/ গৌড় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়।
- 'বাংলা' শব্দটি 'বঙ্গ' শব্দ থেকে রূপান্তরিত হয়ে "বাংলা" শব্দের রূপ লাভ করে।
- 'বাংলা ভাষা' মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত।
- 'বাংলাভাষা' পৃথিবীর জীবন্ত ও বর্ধনশীল ভাষার অন্যতম একটি।

১.৪ সাহিত্য :

সাহিত্য 'সহিত' শব্দ থেকে উদ্ভূত। আবার অনেকের মতে, সহিত+ষ্ণ থেকে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। আবার কেহ বলেন: স+হিতযুক্ত।[১৪] সংসদ বাঙালা অভিধানের বর্ণনা মতে, সহিত, ভাব,

[১১]. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গা ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, (বাংলা একাডেমী; ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা-১১,১২।
[১২]. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, একাদশ সংস্করণ, জুলাই ২০০৯), পৃষ্ঠা ২২।
[১৩]. মাহবুবুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
[১৪]. এ. এম. ফজলুল উদ্দীন ভূইয়া, সাহিত্য তত্ত্ব মীমাংসা, (ঢাকা: মীর প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

মিলন, যোগ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত।[১৫] আবার কেহ কেহ সাহিত্য শব্দটিকে সম্মিলন অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ সম্মিলন মানেই হচ্ছে মনে মনে, আত্মায় ও হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন।[১৬] সাহিত্য শব্দের সাথে হিত, কল্যাণ, মঙ্গল ও সম্পর্কযুক্ত। বিখ্যাত ইতালীয় ক্রোচে বলেছেন: সাহিত্য হল রূপায়ণ (Expression), তবে রূপায়ণ সার্থক হওয়া চাই।[১৭]

সাহিত্যের আরবী প্রতিশব্দ الأدب যার অর্থ শিষ্টাচার, ভদ্রতা, মার্জিত-সাহিত্য ইত্যাদি।

বিখ্যাত আরবী অভিধান المجمع الوسيط এর বর্ণনা অনুসারে।[১৮]

১. الأدب رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغى ।

মানুষের হৃদয় মনকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রফুল্ল ও সুশোভিত করণ।

২. جملة ما ينبغى لذى الصناعة او الفن ان يتمسك به -

৩. الجميل من النظم ووالنثر

গদ্য/ পদ্যে সুষমান্ডিত ব্যাক্যই সাহিত্য।

রুশীয় মনীষী ও সাহিত্যিক টলস্টয়ের মতে,[১৯] "সাহিত্যের কাজ হচ্ছে জ্ঞাপন (Communication)। তিনি বলেন, 'কোন ভাবানুভূতি যখন মনকে ভারাক্রান্ত করে, তখন সে প্রকাশের বেদনায় পীড়িত হয়। সেই ভাবানুভূতি অপরকে সাগ্রহে জানানোর জন্য মানুষ লিখে, গান গায় ও ছবি আঁকে। এ পথে মানুষ যখন কলার কারবারী তখনই সে কবি ও সাহিত্যিক। তিনি আরো বলেন:[২০] A man having experienced a Feeling intentionally transmits it to others is an act of art, when it is in words it is literature when it is in Movement it is dance, when it is in tune it is music etc.[২১]

-যখন মানুষ তার ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতাকে ইচ্ছা পূর্বক অন্যকে জানাতে চায় তখন তা হয় শিল্প। এটিই কথায় হল সাহিত্য, আন্দোলনে নাচ সুরে হল গান, ইত্যাদি।

ম্যাথি ও আর্নল্ডের মতে, Literature is the criticism of life সাহিত্য হচ্ছে জীবনের সমালোচনা।[২০]

বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবদুস শহীদ নাসিমের ভাষায়: "জীবন ও জগতের অন্তর্গত উপলব্ধিকে ভাবের ব্যাকুলতায় রূপ চিত্রময় ভঙ্গি ও শিল্প সম্মত প্রকাশের নামই সাহিত্য।[২১]

---

[১৫]. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭), একবিংশতম সংস্করণ, পৃ. ৬৮৬।
[১৬]. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বাংলা ভাষায় ইসলাম সাহিত্য চর্চা, এম ফিল অভিসন্দর্ভ, উর্দু বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭ (অপ্রকাশিত) পৃ: ২।
[১৭]. আল মু'য়জামুল ওয়াসিত, দারুদ দাওয়াত, তুরস্ক, প্রকাশকাল ১৯৮৯, পৃ. ৯।
[১৮]. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
[১৯]. মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪।
[২০]. আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭), পৃষ্ঠা. ১৮৪।
[২১]. আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭), পৃষ্ঠা. ১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব বলেন: হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্য।[২২]

হৃদয়ের অনুভবকে অলংকার, রূপক ছন্দ এবং ভাষা ও শব্দের কারুকার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করাই সাহিত্য। আর যিনি প্রকাশ করেন তিনি সাহিত্যিক। সাহিত্যিক পরিপার্শ্বিকতার অবলম্বনে গড়ে উঠেন। পরিপার্শ্বিকতার সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন হয়। তাই সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক নিভিড়।

অনেকের মতে, হৃদয় মনের অনুভূতির ভাষাগত রূপায়ণকেই সাহিত্য বলে। আবেগ ও অনুভূতির চেতনাকে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্ত করাই সাহিত্য। তা যেমন বক্তৃতা ও ভাষণ রূপ প্রকাশিত হতে পারে, তেমনি কাব্য ও কবিতায় ছন্দময় পরিচ্ছদেও সজ্জিত হতে পারে।

সুসাহিত্যিক *শ্রীশচন্দ্র দাস* তার সাহিত্য সন্দর্শন গ্রন্থে উল্লেখ করেন: "সাহিত্যিক যখন আত্ম প্রকাশ করেন তখন তিনি হয়তো নিজের অন্তর পুরুষকে প্রকাশ করেন বা বাহ্য জগতের রূপ-রস গন্ধ স্পর্শ শব্দকে আত্মগত অনুভূতির রসে স্নিগ্ধ করে প্রকাশ করেন অথবা তার ব্যক্তি অনুভূতি নিরপেক্ষ বিশ্বজগতে বস্তু সত্ত্বাকে প্রকাশ করেন। নিজের কথা পরের কথা বা বাহ্য জগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝংকৃত হয় তা শিল্প সঙ্গত প্রকাশই সাহিত্য।"[২৩]

একজন সাহিত্যিক একজন শিল্পী। সাহিত্যিক মনের পাতায় জীবনের ছবি আঁকেন। সে ছবির সাথে তার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি ও ঝোক প্রবনতা শিল্পীয় সাহিত্য রূপদান করে।

সাহিত্যিক সমাজ থেকে তার সাহিত্যের সাহিত্যিক উপাদান গ্রহণ করে থাকেন। আবার তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে সাহিত্যের আকারে সমাজে ফেরৎ দেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়: "বহি: প্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং গানেই সাহিত্য। [২৪] তিনি সাহিত্যিকের করণীয় সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "অন্তরের জিনিসকে বাইরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ।"

সাহিত্য হচ্ছে যুগের প্রাণ ও বাস্তবতার আয়না। প্রত্যেক যুগের সাহিত্য সমসাময়িক সমাজের সাধারণ চিত্র।

সাহিত্য মানব মনের আয়না, সমাজের দর্পণ, সমাজের পরোক্ষ ইতিহাস, একটি যুগের ছবি। সাহিত্য সমাজের দেহ স্বরূপ। একটি দেহকে দেখে একটি প্রাণী বা মানুষকে যেমন অনেকটা বুঝা

---

[২২]. আব্দুল মান্নান তালিব, ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান, (ঢাকা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১), দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪।

[২৩]. শ্রীশচন্দ্র দাস সাহিত্য সন্দর্শন, (ঢাকা:ফাতেমা বুক সেন্টার, ২০০১), নতুন সংস্করণ, পৃ-২০।

[২৪]. আবদুস শহীদ নাসিম, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

যায়, অনুরূপ ভাবে একটি দেশের সাহিত্যকে দেখে ও সেদেশের সামাজিক অবস্থা অনুধাবন করা যায়।[২৫]

সাহিত্য শুধু মনের আয়না ও সমাজের দর্পণই নয়। বরং উহা পরিবেশ পরিস্থিতির ও দর্পণ। মানুষ যে পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে সে পরিবেশ তাকে আলোড়িত করে। সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলি নানা তরঙ্গে মানব মাঝে আছরিয়ে পড়ে, তখন মনের মাঝে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটা সৃষ্টি হতে থাকে। কোটি কোটি মানুষের মনে কতইনা ভাব অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু এসব ভাবের যথাযথ বহি: প্রকাশ ঘটে মাত্র কয়েকজনের। বাকীরা থাকে নীরব-নিশ্চুপ।

পরিশেষে সাহিতের কাব্যিক সংজ্ঞা দিয়ে সাহিত্যের আলোচনায় ইতি টানা যায়-

"সাহিত্য সমাজ নদীর প্রশান্ত সলিল
জীবনের সূক্ষ্মাতীত বাস্তব দলিল।"[২৬]

১.৫ সাহিত্যের উদ্দেশ্যে :

- সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা:-
- প্রমথ চৌধুরীর মতে, "সাহিত্যের উদ্দেশ্যে সকলকে আনন্দ দেয়া, কারো মনোরঞ্জন নয়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের ভাবে জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ।" [২৭]
- নন্দন তাত্ত্বিকগণ বলেন, Art for art's sake সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য।
- বস্তুবাদী ও মানবতাবাদীদের মতে Art for human's sake সাহিত্য মানবতার জন্য।
- কারো মতে, সাহিত্য নিছক অবসর বিনোদনের মাধ্যম।
- কারো মতে, সাহিত্য হচ্ছে নিছক আনন্দের উপাদান।
- কারো মতে, সাহিত্য হচ্ছে নিছক রস উদ্দীপক।
- কারো মতে, সাহিত্য হচ্ছে নিছক ভাষার অলংকার।
- সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল মানুষকে অভিজাত ও সুরুচীবান করা।
- সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

---

[২৫]. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, সাহিত্যের ইসলামী রূপরেখা,(ঢাকা: বিশ্বপ্রকাশনী, ২০০২), প্রথম সংস্করণ, পৃ-৯।
[২৬]. ড: ওসমান গনী, কাব্য কানন, ইসলামী বাংলা ও বাংলার পুঁথি, (কলকাতা: রত্নাবলী প্রকাশনী ২০০০), প্রথম প্রকাশ-, পৃষ্ঠা-২
[২৭]. এ. এন. এস. সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

- সাহিত্য মতবাদ প্রচার ও দৃষ্টিভঙ্গি হাতিয়ার।
- বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনবোধের ধারক ও বাহক
- মানুষকে অকল্যাণ থেকে কল্যাণের পথে ধাবিত করা।
- মানুষকে প্রকৃত মানুষ ও সচ্চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করা।
- সাহিত্য নিছক নীতি ও উপদেশ প্রচারের বাহন।
- সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল মানুষ প্রকৃত সত্য ও সুন্দরের পথ নির্দেশ করা।
- সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল: সামজ কল্যাণ ও মানব কল্যাণ, ইত্যাদি। [২৮]

সাহিত্যের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে যেসব মতামত উল্লেখ করা হল, এগুলো প্রায় সবই খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। সেগুলোর সমন্বিত অভিধাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। প্রকৃত পক্ষে মানুষের জীবন যেমন উদ্দশ্যহীন নয়, অনুরূপ ভাবে সাহিত্যের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হতে হবে মানবতার পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধন।

১.৬. ধর্ম ও সাহিত্য :

যুগে যুগে ধর্ম ও সাহিত্যের মাঝে একটি সেতু বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। "ধর্মকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সাহিত্য ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্রোড়ে লালিত হয়েছে।" [২৯]

সাহিত্য বিশারদ ডঃ আবদুল বাছেত বদর বলেছেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম হিসেবে যদি গ্রীক কাব্যের ইতিহাসকে গণ্য করা হয়, তাতেও আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় যে, গ্রীক কাব্য মূলত ধর্মীয় ভাব ধারার অবলম্বনেই সৃষ্টি হয়েছে। [৩০]

ডঃ মুহাম্মদ গাল্লাব বলেন, "যখন প্রাচীন গ্রীকে তাদের দেবতাদের প্রশংসায় বীরত্ব সূচক কবিতা ও ধর্মীয় সঙ্গীতের সূচনা হয় তখনই গীতি কবিতার সূচনা হয়।[৩১]"

প্রাচীন গ্রীসের রসাত্মক ও বিয়োগাত্মক সাহিত্যের ধারা তাদের ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে।"[৩২]

---

[২৮]. আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯২, ১৯৩।
[২৯]. বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা, পূর্বোক্ত, পৃ-৩।
[৩০]. ডঃ আবদুল বাছেত বদর, মুকাদ্দামাতুন লি নাজরিয়াতিল আদাবীল ইসলামী, বাইতুল মানারাহ, জিদ্দাহ, ১৪০৫ হিজরী, ১৯৮৫ খ্রিঃ, পৃ-২৫।
[৩১]. মুহাম্মদ গাল্লাব, আল আদব আল হিলিয়ানী, দারু ইহয়াউল কুতুব আল আরাবীয়া, কায়রো: ১৯৫২, ২য় খন্ড, পৃ-৬২।
[৩২]. ডঃ আবদুল বাছেত বদর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য বিশারদ ওমর আল দাসুকী বলেন, "গ্রীক সাহিত্য থেকে অনূদিত আরবী নাটকসমূহ যা মুলত গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাস ও তাদের দেব-দেবীদের গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। তা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, যুগে যুগে সাহিত্যের সাথে ধর্মের নিভিড় সম্পর্কে ছিল। [৩৩]"

প্রাচীন রোমান সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব- তাদের সাহিত্য ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। রোমান সাহিত্যের ইতিহাসবিদ জি. ডি ডেফ বলেন, "জাতীয় কর্মকান্ডে নিবেদিত হওয়া সত্ত্বেও রোমান সম্প্রদায় তাদের সাহিত্য কর্মে প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় উপাসনা, আদর্শ সুবিন্যস্ত করণ এবং সঙ্গীতে অতীতকে স্থায়ীকরণের বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন।[৩৪]"

ল্যাটিন সাহিত্য থেকে উৎসারিত ইউরোপীয় সাহিত্য বিশেষত: মধ্য যুগীয় ইংরেজি সাহিতের দীর্ঘ কবিতাও ধর্ম ও বীরত্ব কেন্দ্রীক ছিল।

ফরাসী সাহিত্য বিশারদ ফাইল ফাইল তিগাম এর মতে, "কবিতা হল ধর্মের একটি অংশ যা ধর্মীয় অন্যান্য উপাদানের মতই সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। [৩৫]"

আরবী সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন তথা জাহেলী যুগের আরবী সাহিত্য পর্যালোচনা করে গ্রীক, পারসিক, মিসরীয় ঐতিহাসিগণ সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন যে, "সে কালের আরবী কবিতাও তৎকালীন ধর্মীয় ভাবধারাকে অতিক্রম করতে পারেনি।[৩৬]

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের রচয়িতা সরহপা, লুইপা, প্রমুখ তেইশ জন পদকর্তার সাতচল্লিশটি পদ চর্যাপদে অন্তভুর্ক্ত। এসব পদকর্তাকে সিদ্ধাচার্য বলা হয়। কেননা তাঁরা গুরু প্রদত্ত তন্ত্র মতে দীক্ষিত এবং আধ্যাত্মিক ও তান্ত্রিক সাধনায় স্বসিদ্ধ। তাঁদের প্রায় চর্যা গীতিতে ধর্মীয় ভাব পরিসফুটন হয়েছে। যথা কবি লুইপার পদ-

"রাগপট মঞ্জরী
কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইটা কাল।"

ধমণ চমণ বেণি পিন্ডি বইটা।"

---

[৩৩]. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ-৪।
[৩৪]. জিডি ডেফ, তারিখ আলআদাব আল রোমানী, ড: মুহাম্মদ সালেম অনূদিত, মিসর, ১৯৬৪, পৃ-৮১।
[৩৫]. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।
[৩৬]. ড: মাহফুজুর রহমান, পি. এইচ ডি থিসিস, মাওকিফিল ইসলাম মিনাল আদাবী ওয়াল ফান্নি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, (অপ্রাকশিত) কুষ্টিয়া, পৃ-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বাংলা :

শরীর শ্রেষ্ঠ তরু, তার পাঁচটিই ভাল। চঞ্চল চিত্তেকাল প্রবেশ করে। দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাপ করো। লুই বলেন, গুরুকে জিজ্ঞেস করে জানো। সকল কেন করা হয়। সুখ-দুঃখে নিশ্চিত মৃত্যু হয়। ছন্দোবন্ধ কপট ইন্দ্রিয়ের আশা ত্যাগ করো। শূন্যতাপক্ষ ভিত্তি করে নৈকট্য গ্রহণ করো। লুই বলেন, আমি ধ্যানে দেখেছি। ধমন চমনের যুক্ততাকে পিঁড়ি করে তাতে বসেছি।[৩৭]

উল্লেখিত আলোচনায় প্রেক্ষিতে বলতে পারি:

- ধর্ম মানুষের চিরায়ত বিশ্বাসের বিষয়।
- ধর্ম ঐতিহ্য লালনের লিলাভূমি।
- ধর্ম ও সাহিত্যের সম্পর্ক সুগভীর ও অবিচ্ছেদ্য।
- জগৎদ্বিখ্যাত কাব্য/ মহাকাব্য/ সাহিত্য ধর্ম কেন্দ্রীক গড়ে ওঠেছে।
- প্রতি যুগের সাহিত্য কর্মে ধর্মের প্রভাব লক্ষনীয়।
- ধর্ম কেন্দ্রীক সাহিত্যের ধারা বর্তমানে অব্যাহত আছে।
- ধর্ম ভিত্তিক সাহিত্য চর্চা অনাগত ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

১.৭ সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ :

সকল যুগ পরিক্রমা ও ভাষারগন্ডি পেরিয়ে সকল সাহিত্য চর্চাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।[৩৮] যথা:

১. ইসলামী সাহিত্য: ইসলামের সঠিক চিন্তার রূপরেখার আওতায় জীবন, জগত ও মানুষ সম্পর্কিত সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

২. বৈধ সাহিত্য: যা ইসলামী চিন্তা ধারার বিরোধী নয় এমন সাহিত্য।

৩. ইসলামী চিন্তা-চেতনা বিরোধী সাহিত্য: যে সব সাহিত্য ইসলামী আদেশ-নিষেধ ও মূলনীতি বিচ্যুত যা বিভ্রান্ত মতবাদের নিকৃষ্ট ফসল এবং কুফুরি-নাস্তিকতার অবৈধ সন্তান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী সাহিত্য

২.১ ভূমিকা :

ইসলামী সাহিত্য বর্তমান সময়ের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় মানব জীবনের সকল দিক ও বিষয়ের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেহেতু সাহিত্য মানব জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর ইসলামে মানব জীবনের

---

৩৭. আজহার ইসলাম, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-২৯।
৩৮. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-১০।

সকল বিষয় রয়েছে, সেহেতু ইসলামে সাহিত্যের ব্যাপকতা রয়েছে। ইসলামী সাহিত্য জীবনের সমগ্র আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিশেষ ধরনের সাহিত্য কর্ম নয়। বরং সমগ্র জীবনের সাথে এর সমান সম্পর্ক। জীবনের সমস্ত বিভাগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারসাম্যপূর্ণ, কল্যাণকামী সাহিত্য সৃষ্টিই এর কাজ।

২.২. ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা ঃ

ইসলামী সাহিত্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ দুরূহ বিষয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) বা সাহবায়েকিরাম থেকে স্পষ্ট কোন সংজ্ঞা আসেনি। তবে বিভিন্ন সময়ে ইসলামী সাহিত্য বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইসলামী সাহিত্যের পথিকৃৎ মিসরের ***ডঃ নজীব কিলানী*** তাঁর মাখদাল ইলাল আদাব আল ইসলামী গ্রন্থে বলেন:

" أن الادب الإسلامى تعبير فني جميل مؤثر نابع من ذات مؤمنة مترجما عن الحياة والانسان والكون وفق الأسس العقائدية المسلم ، وباعث للمتعة والمنفعة ، ومحرك للوجدان والفكر ، ومحفز لاتخاذ موقف ، القيام بنشاط ما "

ইসলামী সাহিত্য হচ্ছে মুমিনের অন্তর থেকে উৎসরিত প্রভাবশালী সুন্দর শৈল্পিক বর্ণনাভঙ্গি, যাতে জীবন জগত এবং মানুষ সম্পর্কে একজন মুসলমানের ঈমান-আকীদার প্রতিবিম্ব ঘটবে, যা হবে বিনোদন ও কল্যাণমুখী এবং আবেগ ও কল্পনা সঞ্চারকারী আর যা কোন ভূমিকা ও কর্ম তৎপরতা গ্রহণের দাবী রাখে।[৩৯]"

প্রফেসর মুহাম্মদ আল মাজজুব বলেন:

" ويعرف الأستاذ محمد المجذوب بأنه " الفن المصور للشخصية الإنسانية من خلال الكلمة المؤثرة "

প্রফেসর আবদুর রহমান রাফাত আল বাশা বলেন: [৪০]

" هو التعبير الفني الهادف عن وقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأديب تعبيرا ينبع من التصور الإسلامى للخالق عزوجل ، ومخلوقاته ولا يجافى القيم الإسلامية "

---

[৩৯]. ডঃ নাজীব কিলানী, মাদাখিল ইসলাম আদাব আল-ইসলাম, (কাতার: কিতাবুল উম্মাহ, ১৪০৭ হিজরী) পৃ.২৬।

[৪০]. আবু জামাল মুহাম্মদ কুতুবুল ইসলাম ও আহমদ আবদুল আজিজ, আল মাজাল্লা আল আরাবিয়া, ৮ম সংখ্যা, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০০২, পৃষ্ঠা-১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সাহিত্যের রূপকার আল্লামা সাইয়্যেদ কুতুব এর মতে, [৪১]

" الأدب هو التعبير عن تجربة وشعورية صورة موحية. "

"সাহিত্য হচ্ছে নির্দেশক আঙ্গিকে আবেগিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ"

ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক **মুহাম্মদ কুতুব** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মানহাজুল ফাননিল ইসলামী গ্রন্থে' বলেন: [৪২]

" الفن الإسلامى ، والأدب باب من أبوابه ، فقال : إن الفن الإسلامى ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن الاسلام ، وهو علي وجه اليقين ليس الوعظ والارشاد والحث على اتباع الفضائل . انما هو الفن الذى يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود ، هو التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان "

আবু জামাল মুহাম্মদ কুতুবুল ইসলাম ও আহমদ আবদুল আজিজদ্বয়ের যৌথ নিবন্ধ مفهوم الادب এ الاسلامى والدعوان السابقون الى هذا الادب উল্লেখ করেন ঃ [৪৩]

" إن الادب الإسلامى ليس كل ما ورد فيه ذكر الإسلام ، وإنما مصطلح نقدي ، له خصائصه ، ومميزاته ، وله في كل رؤية أدبية متميزة ، وجهه نظر خاصة . إن الأدب الإسلامى يمزج في إبداع نتاجه الحس الإسلامي بالحس الأدبي الفي . "

ডঃ সালেহ আদম বাইলু বলেনঃ মানব হৃদয়কে আন্দোলিত করে এবং জীবন ও জগতের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় করে এমন একটি সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত কতিপয় শাশ্বত নীতি আদর্শের জীবন্ত ও নান্দনিক উপস্থাপনা ইসলামী সাহিত্য বলে।" [৪৪]

ডঃ সাদ আবুরেদা বলেনঃ "শিল্পী যখন ইসলামী ধ্যান ধারনার মাধ্যমে জীবনের মোকাবিলা করে ইসলামী মূল্যবোধের কাঠামোর আওতায় প্রতিক্রিয়া ও আবেগ এবং সেই অভিজ্ঞতার সুন্দর বর্ণনা ভঙ্গিতে প্রকাশ করে, তখন সে সাহিত্যকর্ম কবিতা হোক, কাহিনী হোক, কিংবা নাটক হোক তখন তা ইসলামী সাহিত্যের আওতাভুক্ত হয়।" [৪৫]

---

৪১. সাইয়্যেদ কুতুব, আন নাকদুল আদাবী উসলুহু ওয়ামানা হিজুহু দারুল শুরুক, কায়রো পৃষ্ঠা-৭।
৪২. মুহাম্মদ কুতুব মানহাজুল ফাননি আল ইসলামী, (বৈরুত: দারুস শুরুক, হিজরী-১৪০৭) পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৫।
৪৩. ড: মুহাম্মদ আদিল হাশিমী, ফিল আদবে আল ইসলামী তাজরুবু ওয়ামাওয়াকিফ, (দামেশক: দারুল কলম, হিজরী ১৪০৭), প্রথম সংস্করণ পৃ-৩৭-৩৮।
৪৪. ডঃ সালেহ আদম বাইলু, মিন কাদ্বায়া আল আদাব আল ইসলামী, (জিদ্দাহ, দারুল মানার প্রকাশনী), প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ-৫১।
৪৫. এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ আদনান রেদা আন-নাহওয়ী বলেছেন, ইসলামী সাহিত্য হচ্ছে, কোন ঘটনায় মানব প্রকৃতিতে চিন্তা ও আবেগের প্রতিক্রিয়ার ঝলক বা বিচ্ছুরণ। সাহিত্য প্রতিভা ঐ বিচ্ছুরণকে ভাষার বর্ননা শৈলীর মাধ্যমে শিল্পীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করে এবং তা মানব মনের মণিকোঠার আবেগ থেকে শুরু করে জীবন, জগত এবং দুনিয়া ও আখেরতের সর্বত্র সম্প্রসারিত হয়। তাতে শিল্পীয় উপাদান বিদ্যমান থাকে এবং তা শিল্পীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়। ফলে সাহিত্য জাতির প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন, পৃথিবীর আবাদী, পবিত্র ঈমানী সভ্যতা এবং নিস্কলুষ মানব জীবন গঠনে অবদান রাখে। আর এসকল ক্ষেত্রে সাহিত্য হয় আল্লাহর পরিপূর্ণ সত্যরিধান কোরআন ও হাদীসের অনুসারী।[৪৬]

উপরোক্ত আলোচনায় ইসলামী সাহিত্যের দু'টো অপরিহার্য দিকের কথা ফুটে উঠেছে:

১. সাহিত্যের উপকরণ, যাতে সৌন্দর্যের পিপাসা পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে।

২. সাহিত্যের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামী চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটতে হবে।

লক্ষ্ণৌ ভিত্তিক বিশ্বইসলামী-সাহিত্যলীগ ইসলামী সাহিত্যের নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছে ঃ "ইসলামী চিন্তা চেতানার পরিধির ভিতর জীবন, জগত ও মানুষ সম্পর্কে শিল্পীয় বর্ণনাকে ইসলামী সাহিত্য বলা হয়।"[৪৭]

বিশ্বালোকের সবকিছুই এক আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ এবং মানুষের সর্ব প্রকারের শক্তি সামার্থ্য ও প্রতিভা আল্লাহ তায়ালাইর দান। মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন চিন্তা-বিবেচনা-জ্ঞান-গবেষণার প্রতিভা, দিয়েছেন মনের ভাবধারা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাষা, বাক ও লিখনী শক্তি। আল্লাহর এই অনন্য ও মহাদানের বিনিময়ে শুকরিয়া স্বরূপ এই সব কিছুকেই এক আল্লাহর ইবাদতে, কেবল তাঁরই তারীফ-প্রশংসায় এবং তারই দেওয়া আদর্শ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস, রীতি/ নীতি, বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিয়োজিত করা একান্ত কর্তব্য। সাহিত্যের পর্যায়ে এটাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ। যে সাহিত্যে এই দৃষ্টিকোণ সুস্পষ্ট ও বলিষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে, তাকেই আমরা ইসলামী সাহিত্য অবিধায় ভূষিত করতে পারি।[৪৮]

ইসলামী কবিতা ও গল্প হচ্ছে এমন এক পর্যায়ের সাহিত্য যার পিছনে সক্রিয় চিন্তাধারা ও মনমস্তিক ইসলামী চিন্তার সীমা রেখাকে মেনে নিয়েছে। এ সাহিত্যের বিষয়বস্তু উপস্থাপনা বর্ণনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম আরোপিত নৈতিক বিধি নিষেধকে নিজের জন্য অবশ্য পালনীয় গণ্য করেছে।

---

৪৬. ডঃ মোহাম্মদ সালেহ আশশানীাতী, পূর্বোক্ত, অনুবাদ এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩।

৪৭. সাপ্তাহিক আদদাওয়াহ, সংখ্যা ১৫২৪, ৪ জানুয়ারি ১৯৯৬, রিয়াদ, সৌদি আরব, অনুবাদ এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩।

৪৮. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, সাহিত্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৯৮৮ ইং), ২৪বর্ষ সংখ্যা-১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সাহিত্যে মানুষের সাধারণ আশা-আকাঙ্খা মুর্ত হয়ে ওঠে, যার ফলে তা একটি সৎ ও সুন্দর জীবন পদ্ধতিতে গঠনের সহায়ক ক্ষেত্রে তৈরী হয়।

যে সাহিত্য মানবতাকে অনৈতিক মূল্যবোধ থেকে ফিরিয়ে নৈতিক ও ইসলামী মূল্যবোধের দিক আহবান জানায় তাকেই ইসলামী সাহিত্য বলে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক **আবদুল মান্নান তালিব** বলেন ঃ "ইসলাম যে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে সাহিত্য সেগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, যে সাহিত্যে এই মূল্যবোধগুলো পত্র পাল্লবে শাখা প্রশাখায় চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেটিই ইসলামী সাহিত্য।"[৪৯]

ইসলামী সাহিত্য তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে জীবনের এমন সব নীতিও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে যেগুলো ইসলাম মানবতার জন্য কল্যাণ পদ গণ্য করেছে এবং যার মধ্যে এমন সব মতবাদের বিরোধীতা করা হয়, যেগুলো ইসলাম মানবতার জন্য ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করেছে।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ইসলাম একটি কালজয়ী জীবন্ত আদর্শ। এ আদর্শের প্রতিফলন যে সাহিত্যে হবে সে সাহিত্যেই ইসলামী সাহিত্য। এসাহিত্য পৃথিবীর যে কোন ভাষায় রচিত হতে পারে। যে কোন ধর্মের লোকের লিখনীতে ফুটে ওঠতে পারে। মুসলিম হওয়া আবশ্যক নয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পবিত্র কুরআনোর আমপারা (ত্রিশপারা) অবলম্বনে চমৎকার কাব্য রচনা করেছেন।

"মধ্যদিনের আলোর দোহাই
নিশার দোহাই ওরে
..... প্রভু তোরে কখনো যাসনি ছেড়ে।"

অল্প কথায়, ইসলামী জীবন দর্শনের যথার্থ উপস্থাপন যে সাহিত্যে বিদ্যমান সে সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য।

২.৩ ইসলামী সাহিত্যের উদ্দেশ্য :

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একটি পূণার্ঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল মানবতার কল্যাণে ও সর্বাঙ্গীন মুক্তি সাধন। তাই ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হল মানবতার

[৪৯]. আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান, (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১ ইং) দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃ-১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণ সাধন। মানুষকে তার ইহ ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করাই ইসলামী সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য।

ডঃ সা'দ আবু রেদার মতে, [৫০]

أما الدكتور سعد أبو الرضا فيفرد مبحثا خاصا يناقش فيه مفهوم الأدب الإسلامى ، ويستهل ذلك بتعريف ، مفادة :عند ما يلتقى الفنان الحياة من خلال التصور الإسلامى لها ، وينفعل بها فى إطار قيم الإسلام . ومبادئه ثم يصوغ هذه التجربة صياغة جميلة معبرة موحية حينئذ يمكن ان يشكل هذا الجنس الأدبى بخصائصه شعرا كان أو قصة أو مسرحية – شيئا من سمات الأدب الإسلامي -٥

২.৪ ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মহান আল্লাহ আল কুরআনের সূরা আশশুয়ারা ২২৪-২২৭ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন। [৫১]

والشعراء يتبعهم الغاون - ألم تر أنهم فى كل واد يهمون - وانهم يقولون ما لا يفعلون – إلا الذين امنوا وعملوالصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا – وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون -

আয়াতগুলোতে কবি সাহিত্যিকদের দুটি বিপরীত ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। একটি শয়তানি বৈশিষ্ট্যের পংকিলধারা, আর অপরটি ঈমানি বৈশিষ্ট্যের পবিত্রধারা। আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে একজন খ্যাতনামা তফসীরকার লিখেছেন, "অনৈসলামী কবিত সাহিত্যিক এবং তাদের আসরের অবস্থা হলো ঃ সেখানে কোথাও প্রেম চর্চা ও শরাব পানের বিষয় আলোচিত হচ্ছে এবং শ্রোতাবর্গ লাফিয়ে লাফিয়ে তাতে বাহবা দিচ্ছে। কোথাও দেহ পশারিণী অথবা কোন পুরনারী বা গৃহ-ললনার সৌন্দর্যের আলোচনা চলছে এবং শ্রোতারা খুব স্বাদ নিয়ে নিয়ে তা শুনছে। কোথায় অশ্লীল কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সমগ্র সমাবেশের ওপর যৌন কামনার প্রেত চড়াও হয়ে বসেছে। কোথাও মিথ্যা ও ভাঁড়ামির আসর বসেছে এবং সমগ্র আসর ঠাট্টা-তামাশায় মশগুল হয়ে গেছে। কোথাও কারো দুর্নাম গাওয়া ও নিন্দাবাদ করা হচ্ছে এবং লোকেরা তাতে বেশ মজা পাচ্ছে। কোথাও কারো অযথা প্রশংসা করা হচ্ছে এবং শাবাশ ও বাহবা দিয়ে তাকে আরো উসকিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার

---

[৫০]. আবু জামাল মুহাম্মদ কুতুবুল ইসলাম ও আহমদ আবদুল আজিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৮।
[৫১]. আলকুরআন, ২৬:-২২৪-২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

কোথাও কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তা শুনে মানুষের মনে আগুন লেগে যাচ্ছে।"

তিনি লিখেছেন, এসব কবি সাহিত্যিকের অবস্থা হলোঃ

"তাদের নিজস্ব চিন্তা ও বাকশক্তি ব্যবহার করার কোন একটি নির্ধারিত পথ নেই। বরং তাদের চিন্তার পাগলা ঘোড়া বল্গাহারা অশ্বের মতো পথে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র উদভ্রান্তে মতো ছুড়ে বেড়ায়। আবেগ, কামনা-বাসনা বা স্বার্থের প্রতিটি নতুন ধারা তাদের কণ্ঠ থেকে একটি নতুন বিষয়ের রূপে আবির্ভূত হয়। চিন্তা ও বর্ণনা করার সময় এগুলো সত্য ও ন্যায়সংগত কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার কোন প্রয়োজনই অনুভব করা হয়না। কখনো একটি তরংগ জাগে, তখন তার সপক্ষে জ্ঞান ও নীতিকথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কখনো দ্বিতীয় তরংগ জাগে, সেই একই কণ্ঠ থেকে এবং একেবারে পুঁতিগন্ধময় নীচ, হীন ও নিম্নমুখী আবেগ উৎসারিত হতে থকে। কখনো কারোর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে আকাশে চড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কখনো নারাজ হলে সেই একই ব্যক্তিকেই পাতালের গভীড় গর্ভে ঠেলে দেয়া হয়। কোন কঞ্জুশকে হাতেম এবং কোন কাপুরুষকে বীর রুস্তম গণ্য করতে তাদরে বিবেকে একটুও বাধেনা, যদি তার সাথে তাদের কোন স্বার্থ জড়িত থাকে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি তাদেরকে কোন দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে তার পবিত্র জীবনেক কলংকিত করার এবং তার ইজ্জাত-আবরু ধূলায় মিশিয়ে দেবার বরং তার বংশধরার নিন্দা করার ব্যাপারে তারা একটু লজ্জা অনুভব করেনা। আল্লাহ বিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদিতা ও আধ্যাত্মিকতা, সদাচার ও অসদাচার, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা-অপরিচ্ছন্নতা, গাম্ভীর্য ও হাস্য-কৌতুক এবং প্রশংসা ও জিন্দাবাদ সবকিছু একই কবির একই কাব্যে পাশাপাশি দেখা যাবে।"

পক্ষান্তরে মুমিন কবি সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট হলো ঃ

একঃ তারা মুমিন অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবগুলো তারা মানেন এবং আখিরাত বিশ্বাস করেন।

দুইঃ নিজেদের কর্মজীবনের তারা সৎ, তারা ফাসেক, দুস্কৃতিকারী ও বদকার নন। নৈতিকতার বাঁধন মুক্ত হয়ে তারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেননা।

তিন ঃ আল্লাহকে তার বেশী বেশী করে স্মরণ করেন, নিজেদের সাধারণ অবস্থায়, সাধারণ সময়ে এবং নিজেদের রচনায়ও । তাদের ব্যক্তি জীবনে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে। তাদের কবিতা পাপ-পংকিলতা, লালসা ও কামনা রসে পরিপূর্ণ নয়। আবার এমনও নয় যে, কবিতায় বড়ই প্রজ্ঞা ও গভীর তত্ত্বকথা আওড়ানো হচ্ছে কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর স্মরণের কোন চিহ্ন নেই। আসলে এ দু'টি অবস্থা সমানভাবে নিন্দানীয়। তিনিই একজন পছন্দনীয় কবি যার ব্যক্তি জীবন

Dhaka University Institutional Repository

যেমন আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ তেমনি নিজের সমগ্র কাব্য প্রতিভাও এমন পথে উৎসর্গীকৃত যা আল্লাহ্ থেকে গাফিল লোকদের নয় যারা আল্লাহকে জানে, আল্লাহকে ভালোবাসে ও আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের পথ।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলোঃ তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কারোর নিন্দা করেনা এবং ব্যক্তিগত, বংশীয় বা গোত্রীয় বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালায় না। কিন্তু যখন যালিমের মোকাবিলায় সত্যের প্রতিসমর্থন দানের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তার কণ্ঠকে সেই একই কাজে ব্যবহার করে যে কাজে একজন মুজাহিদ তার তীর ও তরবারিকে ব্যবহার করে। সবসময় আবেদন নিবেদন করতেই এবং বিনীতভাবে আর্জি পেশ করেই যাওয়া মুমিনের রীতি নয়।" [৫২]

বিশিষ্ট ইসলামী দার্শনিক শাইখ ইমাম আলগাজ্জালীর মতে,

ويتحدث عن شمولية هذا الأدب الشيخ محمد الغزالي فيقول : أنا أميل إلى الفهم الموسع لكلمة الأدب الإسلامي فهى ممتدة إلى ساحة الكون والنفس ، والحياة والتاريخ .... تدعم المعروف ، وتنفر من المنكر . وفى القرآن الكريم إشارات إلى الجمال ، وغرسه في النفس الإنسانية .... والأدب العالمي - أي أدب إنساني - إذا خدم الجمال ، وحرك الفطرة الإنسانية ، وتجاوب معها فإنى – كمسلم – لا ستطيع إن استنكره بل إني لا عتره خادما للحق ، ومرشد للفطرة.[৫৩]

সাহিত্য হচ্ছে, মনের বিভিন্ন অবস্থার নাম এবং তা মানব মনের ইচ্ছা, আগ্রহ প্রয়োজন ও সংঘাত প্রকাশের বাহন। ইসলামী সাহিত্যের মাঝে জীবন, জগত ও মানুষ সম্পর্কিত ধারনা ব্যাপক যা স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তির উপাদান। তাতে ইসলামী চিন্তাধারার আলোকে আবেগের স্থান রয়েছে, রয়েছে রূপপ্রিয়তা । ইসলামী সাহিত্যে ব্যাপকতা, পরিপূর্ণতা, ইতিবাচক দিক, জীবন্ত উপলব্ধি, গতিশীলতা ও বাস্তবতার যথাযোগ্য স্থান রয়েছে।

ডঃ মোহাম্মদ সালেহ্ সানাতী বলেন ঃ

১. জীবন, জগত ও মানুষের প্রতি ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা। ইসলামী আকীদার অন্যতম দিক হল একত্ববাদ। তা আবার দু'প্রকারঃ ক) উপাস্যভিত্তিক একত্ববাদ।

---

[৫২]. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, ১০ম খন্ড, সূরা আশশু'রায়, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪), ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৪৩-১৪৬।

[৫৩]. আবু জামাল মুহাম্মদ কুতুবুল ইসলাম ও আহমদ আবদুল আজিজ, পূর্বোক্ত পৃ-১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র আল্লাহর উপাসনাই করতে হবে এবং এ উপাসনা মানুষসহ সকল সৃষ্টির করণীয় কর্তব্য । অর্থাৎ তাতে উলুহিয়াত ও উবুদিয়াত এ দুটো পরিভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

খ) রুবুবিয়াত বা প্রতিপালন ভিত্তিক একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের মাধ্যমেই সকল অস্তিত্বশীল বস্তু ও প্রাণী টিকে আছে। তিনি তাদের জন্ম-মৃত্যু, আইন-শাসন, রিজক, হায়াত-মাউত সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। মোটকথা, মুসলিম সাহিত্যিক ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের মৌলিক বিষয় ও সীমানা থেকে বের হতে পারবে না। ফলে মুসলিম সাহিত্যিককে ইসলামের নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়।

২. জীবন ও মানুষের সাথে ইসলামের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের সাথে কঠোরতা করা যাবে না। সৃষ্টির প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করতে হবে।

৩. মুসলিম মিল্লাতের সমস্যার সমাধান এবং উম্মাহর প্রতিরক্ষায় কলম ধরতে হবে। উম্মাহর আশা-আকঙ্খা, দুঃখ-দুর্দশা ও অনুভূতিকে তুলে ধরতে হবে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মুসলমানের পক্ষে সোচ্চার হতে হবে এবং সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিষয়ে ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে উম্মাহসহ বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

৪. জগতের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং তাতে আল্লাহর কুদরত, নিদর্শন ও শক্তির প্রকাশ ঘটাতে হবে।

৫. পাখি, প্রাণী ও দুর্বল মানুষের ব্যাপারে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভালবাসা প্রকাশ থাকতে হবে।

৬. সাহিত্যিককে সৃজনশীলতা ও নতুনত্বের সুযোগ দেয়া। সাহিত্যিক শব্দের রূপ, অর্থ ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন। ইসলাম কোন সাহিত্যিকের শিল্পকারিতাকে কেড়ে নেয় না কিংবা বিশেষে কোন ধরনের প্রকাশভঙ্গি ও চিত্র অংকনে বাধ্য করে না।[৫৪]

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামী সাহিত্যের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিস্ফুটন হয়ঃ

১. এ সাহিত্য পাঠককে এক আল্লাহমুখী করে। পাঠকের অন্তরে পরম আল্লাহ প্রীতি ও চরম আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে। পাঠককে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অনুসারী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

২. এ সাহিত্য পাঠককে রিসালাতের আদর্শের অনুগমন ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. এ সাহিত্যে পাঠকের মধ্যে পারলৌকিক মুক্তির তীব্র চেতনা সৃষ্টি করে। আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের চেতনা ও এবং আল্লাহর পুরস্কার লাভের তীব্র আকাঙ্খা সৃষ্টি করে।

---

৫৪. এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম, সাহিত্যে ইসলামী রূপরেখা, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইসলামী সাহিত্য মানবতাবোধোত্তীর্ণ সাহিত্য। এ সাহিত্য মানবতার ঐক্যপ্রয়াসী। বর্ণ, গোত্র সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাববার প্রবণতা সৃষ্টি করে।

৫. এ সাহিত্য মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও পরিত্রাণের সন্ধান দেয়। এ সাহিত্য ভ্রাতৃত্ববোধের আহবায়ক।

৬. এ সাহিত্য মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ নির্দেশ দান করে। মানব কল্যাণই ইসলামী সাহিত্যের মূল ধারা।

৭. এ সাহিত্য মানুষের প্রতি দয়া, মায়া সহানুভূতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে।

৮. ইসলামী সাহিত্য অনাবিল আনন্দ-রসের বাহক। নোংরামি, লাম্পট্য ও মানবতার মর্যাদা হানিকর সবকিছুই এখানে অপাংক্তেয়।

৯. ইসলামী সাহিত্য সুন্দর ও বিকাশিত জীবন গড়ার হাতিয়ার।

১০. ইসলামী সাহিত্য মানুষকে হতাশা, নিরাশা ও নিরানন্দের জীবন থেকে মুক্তি দেয় এবং আশাবাদী আনন্দময় জীবন দান করে।

১১. ইসলামী সাহিত্য শিরক, বিদাআত ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার অনুপ্রেরণা সঞ্চারক।

১২. ইসলামী সাহিত্য উন্নত সংস্কৃতি ও মানবিক সভ্যতার প্রেরণা সঞ্চারক, হিংসা, বিদ্বেষ, দুর্নীতি ও গোঁড়ামির স্থান এ সাহিত্যে নেই।

১৩. ইসলামী সাহিত্য একই সাথে দেহ মন ও আত্মার বিকাশক।

১৪. ইসলামী সাহিত্য ইসলামী সংস্কৃতির বাহক। এ সাহিত্যে অশ্লীলতা অপাংক্তেয়।

১৫. সত্য ও সৌন্দর্য ইসলামী সাহিত্যের অনিবার্য অংগ। এ সাহিত্য মূলত সত্য ও সুন্দরের আহবায়ক।

সাহিত্যের প্রতিটি শাখা অর্থাৎ কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্পসহ সাহিত্যের সমস্ত ধারা যখন উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্টকে ধারণ করে রচিত ও নির্মিত হবে, তখনই তা হবে ইসলামী সাহিত্য তথা মানব কল্যাণের সাহিত্য।

২.৫ ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু ঃ

ইসলামী সাহিত্য সমগ্র মানব জাতির কল্যাণকামী । এ সাহিত্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবরকমের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর। ইসলামী সাহিত্যিক এক দিকে যেমন ইসলামের ওপর পূর্ণবিশ্বাসী অন্যদিকে তিনি হবেন পুরোপুরি সমাজ সচেতন। মানুষ ও মানুষের সমাজের সমস্যাগুলো সে হৃদয়

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে অনুভব করবে। মানবতার কল্যাণ আকাঙ্খা তার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে অনুরণিত হবে। ইসলামী সাহিত্য নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুসমূহ প্রতিফলনে প্রত্যয়ী।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গবেষক **আবদুল মান্নান তালিব** তাঁর 'ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান' নামক গ্রন্থে ইসলামী সাহিত্যের ৭টি বিষয়বস্তুর কথা আলোপকাত করেছেন। যথা [৫৫]

এক. মৌলিক বিশ্বাসের উপস্থাপনঃ

ইসলামের তিনটি মৌলিক বিশ্বাস-তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিনটি বিষয়বস্তুকে কবিতা, গল্প, উপন্যাসে এমন ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা সমগ্র পরিবেশ কে প্রভাবিত করে। এ মৌলিক বিশ্বাস তিনটিকে একটি বিশ্বজনীন জীবন দর্শনের চিন্তাগত ভিত্তি হিসাবে পেশ করতে হবে। এ বিশ্বাসসমূহের আলোকে ব্যক্তি সমাজ ও পরিবেশের ধারা পরিবর্তন করতে হবে।

দুই নৈতিকতার বিকাশ ঃ

ইসলামী সাহিত্যে কবি, গল্পকার, প্রবন্ধকার/ উপন্যাসিক তাদের লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি উপস্থাপন করবেন, সে সব ঘটনা মানুষের মাঝে নৈতিক ও উন্নত গুণাবলি বিকাশিত করে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "বুয়িছতু লিউতামিমা মাকারিমা আখলাক' আমি সর্বোত্তম চরিত্র বিকাশ সাধনে প্রেরিত হয়েছি। ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব হচ্ছে লেখনি মাধ্যমে সমাজ দেহে উত্তম গুণাবলিকে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

তিন. পরিবেশের পরিবর্তন ঃ

আমাদের মানসিক চিন্তাগত নৈতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন । এসব পরিবেশের সাথে চিন্তাগত বিরোধ সুস্পষ্ট। এসব পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা ও ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ইসলামী সাহিত্য সক্রিয় ভূকিকা পালন করবে।

চার. নারীর যথাযথ মূল্যায়ন ঃ

বর্তমান সময়ে নারীকে সাহিত্যের মূল উপজীব্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ হল প্রেম বিরহ, অশ্লীল, যৌন সুরসুরী মুখরোচক বর্ণনা। বস্তুবাদী সমাজের চিন্তা চেতনায় অবগাহনে নারীরা আজ অবহেলিত।

ইসলামী সাহিত্যের নারীদেরকে তদের আওতাধীন রেখে মার্জিত পরিবার, সুসভ্য জাতি গঠনে যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা যায় সে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটবে।

---

[৫৫]. আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামী সাহিত্য মূলবোধ ও উপাদান, (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১), দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২০-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. বিভিন্ন মতবাদগত পার্থক্য উপস্থাপন ঃ

পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম আধুনিক জাহেলিয়্যাতের নব্য দুসন্তান। আর ধর্ম নিরুপেক্ষতাবাদ ধর্মহীনতার নামান্তর । এসব মতবাদের মুখরোচক বুলি পদদলিত করে ভারসাম্য পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা নির্মাণে ইসলাম সদা সক্রিয়। ইসলামী সাহিত্যে ঐসব মানব রচিত মতবাদের অসারতা আর আল্লাহ প্রদত্ত সুমহান ইসলামের সার্বজননীতা পরিস্ফুটন করবে।

ছয় সাম্য :

ইসলাম সাম্যের ধর্ম। ধনী, গরীব, বাদশাহ ফকির, ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবায় কাঁধে কাঁধ মিলে এক সাথে আল্লাহর সমীপে দাঁড়ায়। ইসলামে ভাষা, বর্ণ, বংশের কোন আভিজাত নেই। ইসলামী সাহিত্যে সাম্যের সুমহান দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হবে। যেমন জেরুজালেমে যাবার পথে ইসলামী রাষ্ট্রের মহান প্রেডিডেন্ট হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ভৃত্যের সাথে সে সাম্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তা কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়।[৫৬]

"আরাম সুখের, মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা।
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা !
ভৃত্য চড়িল উটেল পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি, মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধূলায় নামিল শশী।"

সাত. ইসলামের সার্বজনীন রূপদান ঃ

ইসলাম বিশ্বমানবতার সর্বময় কল্যাণকামী চিরন্তন ধর্ম। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের নীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হলেই ইসলামের সার্বজনীন সুফল সবায় ভোগ করতে পারবে। বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের সার্বজনীন রূপ দানই মুসলিমের মূল দায়িত্ব। আর কবি সাহিত্যিকগণ লেখনির মাধ্যমে ইসলামের সার্ব জনীনতার দিকে মানুষকে জাগ্রত করাই ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্যের ইসলামী রূপরেখা' গ্রন্থে ইসলামী সাহিত্যের তিনটি বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

ক. জগত খ. মানুষ গ. জীবন

ক) জগতঃ

মোহাম্মদ কুতুব বলেছেন : [৫৭] "জগত বলতে চোখের দৃষ্টি সীমানায় প্রসারিত সকল স্থানকে বুঝায়। এর মধ্যে রয়েছে পৃথিবী, আকাশ, সকল সৃষ্টি ও দিগন্ত। একজন মুসলিম সাহিত্যিক জগতের যে কোন সৃষ্টির সাথে স্বীয় মানসিকতার আলোক ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কিন্তু নির্ধারিত সীমা লংঘন করেন না। তিনি শুধু প্রকৃতির বর্ণনা পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকেন না। বরং তিনি

[৫৬]. কাজী নজরুল ইসলাম, ওমর ফারুক, জিঞ্জির, নজরুল রচনাবলী, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী), (১ম খন্ড), পৃ-৪৬৯।
[৫৭]. মুহাম্মদ কুতুব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পীয় ভঙ্গিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি স্বীয় আবেগ অনুভূতিকে উজাড় করে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য ও বিজ্ঞতার পরিস্ফুটন ঘটান। কেননা, আল্লাহর সৃষ্টি জগতে রয়েছে অফুরন্ত রূপপ্রিয়তা ও সৌন্দর্যঘেরা রহস্য । জাগতিক রহস্য প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ-

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং সাগরে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন তা দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং মেঘমালা যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে। সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা আল বাকারা-১৬৪)

আয়াতে জাগতিক দৃশ্যের এক রূপময় রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ জাতীয় সকল জিনিস সাহিত্যিকের খোরাক।

খ. মানুষ : মানুষ মানুষের পরিচয় প্রসঙ্গে চিন্তাবিদ **মুহাম্মদ কুতুব বলেন** ঃ [৫৮] "ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে দুটা উপাদানের নাম এবং একই সত্ত্বায় যেগুলোর সংমিশ্রণ ঘটেছে। মানুষ হচ্ছে এক মুষ্টি মাটি এবং আল্লাহর একটি ফুঁ মাত্র। মানুষের মধ্যে মাটির পার্থিব উপাদান যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ইত্যাদি রয়েছে। অপরদিকে রূহের মধ্যে রয়েছে খাঁটি আত্মার ঐজ্জ্বল্য বোধশক্তি এবং ইচ্ছা শক্তি। এ দুটো উপাদানের সমন্বয়ে মানুষ সৃষ্টি । মানুষের মাঝে যেমন রয়েছে জৈবিক চাহিদা-কামনা, বাসনা, প্রেম, ভালবাসা, বিরহ, বেদনা তেমনি রয়েছে সততা, নিষ্ঠ্য, আল্লাহভীতি ইত্যাদি। মানুষের এই সামগ্রিক জীবন চিত্র সাহিত্যের বিষয়বস্তু। তবে জৈবিক ও আত্মিক সত্তার অবশ্যই সমন্বয় থাকতে হবে।

গ. জীবন ঃ

সময়ের সমষ্টিই জীবন। জীবন সম্পর্কে **মোহাম্মদ কুতুব বলেন:** [৫৯] জীবন হচ্ছে বৃহত্তম সৃষ্টি মোজেজা বা অলৌকিকত্ব। এর সকল আকার আকৃতি মনোমুগ্ধকর। মানব জীবন কোন অনর্থক সৃষ্টি নয়। একটি লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধানের জন্য আল্লাহ তায়ালা মানব জীবন সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সাথে

---

[৫৮]. মুহাম্মদ কুতুব, মানহজুল ফানিল ইসলাম, দারুল শারুক, কায়রো, প্রকাশকাল, ১৯৯৩, পৃ. ৩৩

[৫৯]. মোহাম্মদ কুতুব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে স্থাপনের মাধ্যমে স্রষ্টার সানিধ্য লাভ। জীবন কে সুন্দর উপমায় সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে। তাই জীবন ও জগত সাহিত্যেরর উপজীব্য বিষয়।

উল্লেখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা শেষে ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্ধারণে আমরা বলতে পারি যে,

- মহান আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা।
- শিরক, কুফর জাহেলিয়্যাতের মূলোৎপাটন
- নৈতিকতার বিকাশ সাধন
- রিসালাত ও আখিরাত চিত্র উপস্থাপন
- মানবীয় মতদর্শের সাথে ইসলামী মতাদর্শের পার্থক্য নির্ণয়
- মানবীয় মতাদর্শের চেয়ে ইসলামী মতাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ।
- সাম্য মৈত্রী, উদারতা, সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ইত্যাদি সদগুণাবলির বিকাশ সাধন।
- বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতা অনুধাবন
- বিশ্বসৌন্দর্যের শৈল্পিক প্রকাশ
- জীবন ও জগতের সুন্দরতম উপস্থাপনা ইত্যাদি।

২.৬ ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন, "আলেমের (জ্ঞানীর) কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতে উত্তম।" (হাদীসটি অবশ্য দুর্বল) সাহিত্য কর্ম, নিঃসন্দেহে এ হাদীসের অন্তর্ভূক্ত হবে। শহীদ নিজের সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ জীবনকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়ে দ্বীনের বিরাট খেদমত করে সর্বাধিক মর্যাদা পান। পক্ষান্তরে, জ্ঞান-গুণী ব্যক্তিদের লেখনী তাদের জীবিত অবস্থায় যেমন দ্বীনের সেবা করে, তেমনি মৃত্যুর পরও একই ধরনের সেবা অব্যাহত থাকে। তাদের লেখনীর সেবার জন্য সময়ের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা বা ভৌগলিক সীমানা নেই। যুগ ও স্থানের সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে উঠে সে লেখনী কল্যাণের হাতছানি অব্যাহত রাখে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

"নিশ্চয়ই বর্ণনার মধ্যে রয়েছে যাদু এবং কবিতার মধ্যে রয়েছে কৌশল ও প্রজ্ঞা।" (বোখারী, আবু, দাউদ, ইবনে মাজাহ)

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনাকারী লেখক কিংবা বক্তা যেই হোক না কেন, তার বর্ণনাভঙ্গীতে যাদুর মত প্রভাব বিদ্যমান থাকে। কবি-সাহিত্যিকের এ শক্তিকে মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে নিয়োজিত করা বিরাট সৌভাগ্য।

মিসরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ **মোহম্মদ কুতুব বলেছেনঃ** "আজকের যুগে ইসলামের শত্রুরা বর্তমান প্রজন্মকে বিভ্রান্ত এবং নৈতিকতাহীনতার প্রসারের লক্ষ্যে সাহিত্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।" [৬০]

একজন মুসলিম সাহিত্যিক সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গণে কল্যাণমুখী ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে সাহিত্য আন্দোলনকে পুত-পবিত্র করবে এবং নৈরাজ্যবাদী সাহিত্যিকদরকে হতাশ করে দেবে।

এমন কোন মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক দর্শন নেই যা সে দর্শন বিস্তারে এবং সমর্থক সংগ্রহে সাহিত্যকে ব্যবহার করেনি। তাই **আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী** বলেছেনঃ "আজকের বিশ্বকে কলম ও শব্দ পরিচালিত করছে"।[৬১]

সত্যিই তলোয়ার অপেক্ষা কলম বেশী শক্তিশালী। তলোয়ার কেবলমাত্র কাছে আঘাত হানতে পারে, দূরে নয়। পক্ষান্তরে কলম কাছের ও দূরের ব্যবধান ভেদ করে আঘাত করতে সক্ষম। তাই কলমের শক্তি অধিক বিশ্বস্ত। কলম দ্বারাই শিরক, বিদআত, নাস্তিকতা ও কুফরী এবং শয়তানী আর্দশের দুর্গে আঘাত হানতে হবে।

ইসলামী সাহিত্য মানুষকে মর্যাদার দিকে উদ্বুদ্ধ করে, উন্নত চরিত্রের আহবান জানায় এবং মন্দ কাজের পথ ত্যাগ করার জন্য উৎসাহিত করে। চাই সেটা কবিতা হোক, কিংবা কাহিনী অথবা প্রবন্ধ হোক।

রাসূল (সাঃ) নিজে নিরক্ষর ছিলেন, অথচ নিজ প্রকাশ ভঙ্গিতে উন্নতমানের সাহিত্য রস সিঞ্চন করেছেন। তিনি অল্প শব্দে অধিক অর্থবোধক বাক্য প্রকাশ, উত্তম সম্বোধন প্রক্রিয়া এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। **আল্লামা আবুল হাসান আলী নদওয়ী** বলেছেনঃ "আমি সাহিত্যকে এমন এক জীবন্ত সত্ত্বা মনে করি, যার রয়েছে স্নেহময় অন্তর, সচেতন মন ও সংবেদনশীল হৃদয়। এর থাকবে মজবুত আকীদাহ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। দুঃখের কারণ থাকলে তাতে দুঃখ এবং সুখের উপকরণ থাকলে সুখের প্রকাশ ঘটবে। যদি সে রকম না হয়, তাহলে সে সাহিত্যকে রূঢ় সাহিত্য বলা হবে যা মৃত, যাকে পাহলোয়ানের নড়াচড়া কিংবা দৈহিক ব্যায়ামের কসরতের সাথে তুলনা করা যায়। সাহিত্য শুধু বিনোদনের উপকরণ কিংবা উদাসীনতার হাতিয়ার অথবা সময় কাটানোর মাধ্যমে নয়,

---

[৬০]. সাপ্তাহিক আদ দাওয়াহ, ১ এপ্রিল ১৯৯৩, রিয়াদ, সৌদি আরব।

[৬১]. এ.এন.এম সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

বরং সাহিত্য হচ্ছে, মহান লক্ষ্য পৌঁছার এবং মানব মনে প্রভাব বিস্তারের এক বিরাট হাতিয়ার। আল্লামা ইকবালের সাহিত্য এ মহান লক্ষ্যের অভিসারী তাঁর কাব্যে ইসলামী দর্শনের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল।"[৬২] মুসলিম শরীফে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমার কোরাইশ কবিদের নিন্দার জবাব দাও। এটা তাদের জন্য তীর নিক্ষেপ অপেক্ষাও কঠোরতর। তারপর নবী (সঃ) আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার কাছে লোক পাঠান এবং তাঁকে কোরাইশদের নিন্দা জবাব দানের নির্দেশ দেন। তিনি তাদের নিন্দা করেন। কিন্তু তা সন্তোষজনক ছিল না। তারপর তিনি কা'ব বিন মালিক এবং হাস্‌সান বিন সাবিতের কাছে লোক পাঠান। হাস্‌সান তাঁর কাছে প্রবেশ করে বলেনঃ "এখন তোমরা লেজ দিয়ে আঘাতকারী সিংহের মাধ্যমে তোমাদের কথা পাঠাতে পার।" তারপর তিনি নিজ জিহ্বা নাড়াতে শুরু করেন এবং বলেনঃ 'সে আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তাদেরকে আমরা জিহ্বা দিয়ে চামড়ার মত টুকরো টুকরো করে ফেলবো। (অর্থাৎ কাঠোর ভাষায় নিন্দার জবাবা দেবো) তখন নবী (সঃ) বলেন, তাড়াহুড়া কর না। আবু বকর কোরাইশ বংশনামা সর্বাধিক জ্ঞাত। কোরাইশ বংশের সাথে আমার বংশের সম্পর্ক রয়েছে, আবু বকর (রা:) আমার বংশকে সেখান থেকে চিহ্নিত করে পৃথক করে দেবে। হাসান (রা:) আবু বকরের কাছে আসেন এবং পরে ফিরে গিয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! তিনি আপনার বংশকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে আটার খামীর থেকে যেভাবে চুল বের করে আনা হয় সেভাবে কোরাইশ বংশ থেকে বের করে আনবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ তুমি যে পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিরক্ষায় তাদের নিন্দার জবাব দেবে, সে পর্যন্ত জিবরীল (আঃ) তোমার সাহায্যে নিয়োজিত থাকবে।" আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, হাস্‌সান তাদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত নিন্দাগাঁথা গেয়েছে এবং রাসূল (সঃ) নিজেও তৃপ্ত হয়েছেন।"[৬৩]

নবী করিম (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা কাব্যের মাধ্যমে অমুসলিম কবি সাহিত্যিকদের সমালোচনার জবাব দাও। নিশ্চয়ই মোমিন নিজের জাল-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছিঃ তোমরা (কবিতার মাধ্যমে) তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর যেন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছ।" (সিলসিলাতুল আহাদীস, আস-সহীহহে নাসেরুদ্দিন আলবানী, ২য় খন্ড, হাদীস নং-৮০২)

সহীহ হাদীসটি অনৈসলামিক সাহিত্যের মোকবিলায় ইসলামী সাহিত্য ও শাখার চর্চার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। একই সাথে তা সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্য শাখাকেও উৎসাহিত

[৬২]. এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২১।
[৬৩]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩

Dhaka University Institutional Repository

করছে। মহানবী (সাঃ) কাব্য চর্চা তথা সাহিত্য কর্মে সাহাবীগণকে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি ভাল কবিতা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। কোথাও উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। আবার কোথাও আগ্রহভরে এবং মনোযোগ সহকারে কবিতা আবৃত্তি শ্রবণ করেছেন। সে সব কবিতা আবৃত্তি করতে সাহাবী কবিগণকে নির্দেশ দিয়েছেন কখনও বিভিন্নভাবে তাঁদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উৎসাহ প্রদান করে বলেছেনঃ

إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق فلا خير فيه .[৫৭]

"কবিতা সুসামঞ্জস্য কথামালা"। যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ, সে কবিতাই সুন্দর। আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে, সে কবিতায় কোন মঙ্গল নেই।[৬৪]

নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন ঃ

الشعر بمنولة الكلام ، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام .[৫৮]

কবিতা কথার মতই। ভাল কথা যেমন সুন্দর, ভাল কবিতাও তেমনি সুন্দর; আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ।[৬৫]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) বিভিন্নভাবে কবিদের সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন করেছেন। আবার কোথাও কবিদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া মহানবী (সা:) নিজেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবিতা আবৃত্তি করেছেন, কখনো বেদনা লাঘব করে মনকে হালকা করতে কবিতা পড়েছেন, কখনো কৌতুক করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। আবার কখনো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কবিতার মাধ্যমে দুআ করেছেন। এর দ্বারা ইসলামী ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন কবি ও উত্তম কবিতা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মনোভাব প্রতিভাত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাব্য প্রেরণা সাহাবীগণকে দারুণভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছে।[৬৬]

---

[৬৪]. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১ম সংস্করণ), পৃ. ২৩।

[৬৫]. ইবন রাশীক আল কয়রাওয়ানি আল উমাদা (মিসর, ১৯০৭) ১ম খন্ড, দায়েরাতুল মাারিফ আল ইসলামিয়া, (লাহোর, ১৯৭৫), ১৫শ খন্ড, পৃ-৫২৯।

[৬৬]. মনসুর আহমদ, সাহিত্য সংস্কৃতিতে রাসূল (সা:) এর অবদান, (ঢাকা: দৈনিক সংগ্রাম, ১০ আগস্ট ১৯৯৫), পৃষ্ঠা-১২।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় খুলাফায়েরাশিদীন সহ বহু উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী তাবিঈ, ফকীহ প্রমুখ ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য চর্চা করেছেন। বর্তমানেও এ সাহিত্য চর্চার ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং ভাবিষ্যতেও থাকবে। তাতে ইসলামী সাহিত্যের অনস্বীকার্যতা চিরস্বীকৃত।

২.৭ ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য ঃ

ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্যের মধ্যে সীমা রেখা টানা প্রয়োজন। মুসলিম সাহিত্য শুধু মুসলমানদের সৃষ্ট সাহিত্য, আর ইসলামী সাহিত্য মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার সৃষ্ট সাহিত্য। মুসলিম সাহিত্যের গন্ডি একান্তই সীমাবদ্ধ। আর ইসলামী সাহিত্য অনেক ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী।

যে কোন মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য মুসলিম সাহিত্য নামে খ্যাত। চাই সে সাহিত্য নীতি গর্হিত সাহিত্য বা ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত সাহিত্য হোক। মুসলিম সাহিত্য যেখানে একটি জাতীয় সাহিত্য সেখানে ইসলামী সাহিত্য হচ্ছে একটি আদর্শবাদী ও উদ্দেশ্যমুখী সর্বজনীন সাহিত্য। যে সব মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য গড়ে ওঠে সেগুলো যেমন ব্যাপক ও বিশ্বজনীন ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপ্তিও তেমন বিশ্বজনীন। ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার আরো একটা দিক হচ্ছে সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য এর সুস্পষ্ট আবেদন রয়েছে। ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবোধগুলো যে কোন সাহিত্যের আদর্শ হতে পারে। মানবতার কল্যাণ, সামাজিক সাম্য ও সুবিচার সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সকল দেশের সম্পদ। ইসলাম সে সব বিষয় নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রয়াসী।

মোহাম্মদ কুতুব 'মানহাজুল ফাননিল ইসলামী বইতে আয়ারল্যাণ্ডের জন মিলিংটন সিং-এর লেখা 'সমুদ্রের আরোহী' নাটকে ইসলামী চিন্তা-চেতনা লক্ষ্য করেছেন। ডঃ এমাদুদ্দিন খলীল তাঁর 'মিনান্ নাকদিল ইসলামী আল মোআসের' বইতে গ্রীক লেখক লিখানদ্রে কাসনার 'বন্দর বিহীন যানবাহন' নাটককে ইসলামী নাটকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেছেন। প্রখ্যাত ইসলামী সাহিত্যিক **নাজীব কিলানী** তাঁর 'মাদখাল ইলাল আদাব আল-ইসলামী' বইতে লিখেছেন, ইসলামের পক্ষে যা লেখা হয় কিংবা যা ইসলামী সাহিত্যের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা ইসলামী সাহিত্যের অংশ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জাহেলিয়াত যুগের কবি লবীদের একটি কবিতা খুব বেশি পছন্দ করতেন। সেটি হচ্ছে- الا كل شيئ ماخلا الله باطل "জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই বাতিল।[৬৭]

[৬৭]. এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

এটি যে ইসলামী চেতনার রসে সিঞ্চিত তা দিবালোকের মত পরিস্কার। ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য অমুসলিমদের লেখাকে ইসলামী সাহিত্যের অংশ মনে করার ব্যাপারে এটি হচ্ছে প্রমাণ।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ার, মিল্টন, ইলিয়ট প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকের কিছু সাহিত্যকর্ম যা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে অংশকে ইসলামী সাহিত্য বলতে কোন দ্বিধা সংকোচ নেই।

এভাবে, ইসলামী সাহিত্য পূর্ণ আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে। ইসলামী সাহিত্য যেকোন সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। দুনিয়ার যেকোন ভাষাতেই ইসলামী সাহিত্য তৈরী হতে পারে এবং সেটার প্রয়োজনও রয়েছে। ইসলামী সাহিত্য ভাষা ও ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। ভাষা, বর্ণ ও ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে উঠে সার্বজনীন সত্যের দিকে ডাক দেয়াই ইসলামী সাহিত্যের লক্ষ্য।

ইসলাম একটি কালজয়ী আদর্শ, এ আদর্শের প্রতিফলন ঘটে যে সাহিত্যে তাই ইসলামী সাহিত্য। এ সাহিত্য পৃথিবীর যে কোন ভাষায় হতে পারে। যে কোন ধর্মের লোক ইসলামী সাহিত্য রচনা করতে পারেন। রাসূল (সা:) জাহেলী যুগের একজন কবির কবিতা খুব পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন: কবি উমাইয়া বিন আবি সালত তার কবিতার মাধ্যমে মুসলিম হবার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি জাহেলী যুগের একজন কবি, জাহেলী যুগের তার মৃত্যু হয়। তার কবিতার মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও পরকালের সুস্পষ্ট ধারনা বিদ্যমান থাকায় রাসূল (সা:) তার কবিতা পছন্দ করেছেন।[৬৮]

মুসলিম সাহিত্য একটি জাতিগত সাহিত্য। আর ইসলামী সাহিত্য সার্বজনীন সাহিত্য। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ ওসমানগনী এ বিষয়ে একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন, "ইসলামী সাহিত্য রেল লাইনের মত, একটি নির্দিষ্ট লাইনে চলে। মুসলিম সাহিত্য বাসের মত যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে। ইসলামী সাহিত্য একটি আদর্শ, একটি স্থির লক্ষ্য। মুসলিম সাহিত্য মনগড়া মানব খোরাক। মুসলিম সাহিত্য হতে পারে একটি গোষ্ঠীগত জাতীয় সাহিত্য। কিন্তু ইসলামী সাহিত্য সর্বজনীন যা সর্বমানবের কল্যাণাভিমুখী।[৬৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী সাহিত্য স্থান, কাল পাত্র, গোত্র, বর্ণ, আঞ্চলিকতা ভাষা ইত্যাদির উর্ধ্বে। নিঃসন্দেহ উহা বিশ্বজনীন সাহিত্য।

---

৬৮. প্রাগুক্ত, ৯৬

৬৯. ড: ওসমান গনী, ইসলামী বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি, (কলকাতা: রত্নাবলি, ২০০০), প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী সাহিত্যের সূচনা পর্ব

৩.১ ইসলামী সাহিত্যের সূচনা পর্বঃ

ইসলামী সাহিত্যের সূচনা ইসলামের সুচনা লগ্ন থেকে। প্রফেসর ডক্টর আবদুল মাবুদ বলেনঃ "আধুনিক কালে ইসলামী সাহিত্য কথাটি বেশ জোরে শোরে সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে। এ সাহিত্যের উৎপত্তি কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নয়, আবার অতি প্রাচীন কালেও নয়। বরং মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সাথে এর চলা শুরু। মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়। স্বাভাবিক ভাবে ইসলামী সাহিত্যের সূচনাও সেখানে হয়েছে। হিরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা ও অভিজ্ঞাতার বর্ণনা সম্বলিত রাসূলুল্লাহর (সা:) হাদীছটি যাকে 'হাদীছুল গার' বলা হয়। সেটাকেই ইসলামী সাহিত্যের প্রথম নমুনা ধরা যেতে পারে। তেমনি ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে রাসূল (সা:) তাঁর গোত্রের লোকদের সমবেত করে তাদের সামনে ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরে প্রথম যে খোতবাটি (ভাষণ) দেন সেটিও ইসলামী সাহিত্যের প্রথম নমুনার মধ্যে পড়ে। [৭০]

"ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের পাশাপশি সাহিত্য সম্প্রসারিত হয়। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভাষায় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কবি সাহিত্যিকগণ তাদের প্রতিভাকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এভাবে ইসলামী সাহিত ও আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে।" [৭১]

ডঃ মোস্তফা মুহাম্মদ ইউনুছ বলেনঃ [৭২]

صور الدكتور مصطفى محمد يونس تاريخ الأدب الإسلامي الطويل بكلمات موجزة جميلة ، نقتبس هنا شيئا منها : إن الأدب الإسلامى ليس بالأدب الجديد المحدث ، وليس بالأدب القديم المغرق في القدم ، بل هو أدب قديم حديث ، وركب الدعوة الإسلامية منذ أن كشفت عن نفسها فى مكة ، وانتقل معها إلى يثرب في موطنها الجديد ، رافقها فى مسيرتها الطويلة إلى بلاد فارس، والروم ، والأندلس ، وعاش معها إلى هذه المسيرة أيامها الجميلة ولياليها القاتمة ، وكان في كل يسجل أمجادها ، ويها جم أعداءها ويزود عن حما ها.

---

[৭০]. ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৩), ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১।

[৭১]. প্রাগুক্ত, পৃ-২।

[৭২]. ডঃ আবদুল মাবুদ, আল আদাবুল ইসলামী বাইনান নাজরিয়াতি ওয়াততাত্ত্বাবিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আরবী বিভাগ, আল মাজাল্লাতুল আরাবিয়া, সংখ্যা-২, জুন-১৯৯৬, পৃ-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর আবদুল মাবুদ বলেনঃ [৭৩]

فى الواقع أن الإسلام منذ بدء دعوته في مكة قد حورب بكل سبيل ، وبكل سلاح ، وكان الأدب والبيان من أهم هذه الأسلحة ، استخدمت في حربه ، فكان لا بد من أن يستخدم السلاح ذاته ليرد كيد الكائدين ، وعناد المعاندين ، منذ ذلك القوت صار الأدب أداة فتحم بها الإسلام القلوب ليعمرها بنوره ، ومنذ ذلك الوقت صار الأدب أداة دفاع ، ومواجهة يردبها عادية العادين ، استخدم الإسلام الأدب عموما ، من جانبه النثري كخطبة ، وحكمه ، ومثل ، ووصية ، ورسالة وقصة ، وكلها الوان كانت معروفة وممتدا ولة – ومن جانبه الشعرى

على ضوء هذا التعريف المناقشة نجدنا أمام خضم ضخم من الأدب الإسلامى يمتد في الزمان والمكان من ظهور الإسلام حتى يومنا ، وفى الأدب العربي وغير العربي كالفارسي التركي مثلا، كما يتجلي في مختلف الأنواع والفنون الأدبية من شعر ، وقصة ، ومسرح ومقالة ، وخطبة ، ورحلة ، وسيرة ، ونقد أدبي ، ودراسة ولسناها هنا بسبيل استقصاء أبعاد هذا الخير الكبير .

৩.২ সূচনাপর্বের ইসলামী সাহিত্যের কিছু নমুনা ঃ

হযরত বারাআ বিন আজিব (রা:) থেকে বর্ণিত, হুনাইন [৭৪] যুদ্ধে যখন শত্রুপক্ষ হাওয়াজিন গোত্রের তীরের আঘাতের ফলে মুসলিম সৈনিকদের কতিপয় সৈন্য পিছু হটে গিয়েছিল, তখন মহানবী (সাঃ) একটি সাদা খচ্চরের ওপরে আরোহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর কাব্যিক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করলেনঃ (কাব্যে অনুবাদ)

'আমি কিন্তু নবী, মিথ্যাবাদী নই
আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর হই।'[৭৫]

হযরত বারাআ বিন আজিব থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আহযাবের [৭৬] যুদ্ধের দিন রাসূল (সাঃ) কে মাটি বহন করতে দেখলাম, তাঁর বুক ছিল ধূলায় ধূসরিত। এমন অবস্থায় তিনি আবৃত্তি করলেনঃ (কাব্যে অনুবাদ)

"কসম আল্লাহর ! তিনি যদি না থাকতেন সাথে

---

[৭৩]. প্রাগুক্ত, পৃ-১১৪, ১১৫

[৭৪]. হুনাইন একটি স্থানের নাম

[৭৫]. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ-১২

[৭৬]. হিযবুন শব্দের বহুবচন, বাংলা অর্থ দল, পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত একটি যুদ্ধ। যার অপরনাম খন্দকের যুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

না থাকিতাম তার পথে ও সালাত সাদাকাতে
নাযিল করুন মোদের ওপর শান্তি ও রহমত
শত্রুর মোকাবিলায় মোদের দৃঢ় করুন পদ।[৭৭]"

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় পরিখার নিকট আগমন করলেন, তখন মুহাজির ও আনসারগণ প্রচন্ড শীতের সময় প্রত্যুষে পরিখা খনন করছিলেন, রাসূল (সাঃ) তাদের তৃষ্ণা ও শীতের কাতরতা দেখে কবিতা আবৃত্তি করলেন: (কাব্যে অনুবাদ)

"আখিরাতের জীবন ছাড়া অন্য জীবন ছাই
আনসার আর মুহাজিরের রহমত তোমার চাই।"

প্রতি উত্তরে সাহাবীগণ বললেন ঃ

"শপথ নিলাম মোরা মুহাম্মদের হাতে
করব জিহাদ জীবন যদ্দিন থাকে।"

রাসূল (সাঃ) পুনরায় তাদের সান্তনা স্বরূপ আবৃত্তি করলেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালার আসল কল্যাণ আখিরাতে
আনাসার ও মুহাজিরের ধন্যকরুন বারাকাতে।"[৭৮]

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

"আল্লাহর নামে শুরু করি এই কাজ
যাঁর উছিলায় পেলাম পথের দিশা
ইবাদত তাঁর ছাড়িলে হবে অপমান লাজ'
নামিয়া আসিবে দু'র্ভোগে অমানিশা।"[৭৯]

হযরত আনাস (রাঃ) এর এক ভাই আবু উমায়ের তার পোষা পাখী নুগায়ের মারা যাওয়ার খুবই বিষন্ন অবস্থায় ছিল, তখন নবীজি তাকে বলেনঃ

"হে আবু উমায়ের
কি করিলে নুগায়ের?" [৮০]

---

৭৭. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ-১২।
৭৮. মোঃ আব্দুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭।
৭৯. ইবনে কাসির, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৯৬।
৮০. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা হযরত উমর (রা:) কবিতা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন এবং নিজেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি মহানবী (সা:) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেনঃ[৮১]

الحمد لله ذى المن الذى وجبت * له علينا إياد ما لها غير

نبى صادق اتى بالحق من ثقة * وافى الامانة ما فى عوده خور

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি অনুগ্রহকারী, তাঁরই প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য, অন্য কারো নয়। আমরা মিথ্যায় ডুবেছিলাম, তারপর তিনি সত্য কথা বললেন। তিনি যে নবী তাঁর কাছে তো সকল খবর আছে। তিনি সত্য নবী, পূর্ণ আশ্বাসে পূর্ণ ভরসায় তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন। তার পথে কোন জুলুম নেই।" খলীফা হযরত উমর (রা:) যখন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তখন অধিকাংশ সময় নিম্নোক্ত চারণ আবৃত্তি করতেন ঃ [৮২]

خفض عليك فإن الأمر * ربك الأله مقاديرها

"তোমার নিজের উপর কোমল আচরণ কর, কেননা সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রণাধিকার ও পরিমাণ নির্ধারণ মহান আল্লাহর হাতে।"

পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করেনঃ[৮৩] (অনুবাদ)

"তুমি কি দেখছ না যে, আল্লাহ পাক তাঁর দীন (ইসলাম) কে সকল দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইতোপূর্বে তারা সঠিক রাস্তা থেকে দূরে ছিল। পরে রাসূলুল্লাহ (সা:) এলেন, যাঁর সাহায্য খুবই শক্তিশালী, আর তাঁর শত্রুরাও এলো যাদের বহু নিহত এবং পলায়নকারী।"

হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাঃ) ছিলেন আসাধারণ প্রতিভাধারী কবি। তাঁর কবিতা সার্বজনীন বাণী ও শিল্প সৌন্দর্যে কালোত্তীর্ণ। তাঁর অনবৈদ্য সৃষ্টি **'দেওয়ান-ই-আলী'**। তিনি এ গ্রন্থে ইসলামের অনুপম সত্য ও সুন্দর উপস্থাপনা, মানবীর চেতনতার উন্মেষ, নশ্বর পৃথিবীর মোহভঙ্গে চিরন্তন জীবনের আহবান সর্বোপরি স্রষ্টাও সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি তত্ত্বসন্ধানী ও শিল্প রসিক মানুষের জন্য মূল্যবান উপহার।

কিছু নমুনা ঃ

বংশ, অহমিকা যে অসার ও ভিত্তিহীন সে কথা তিনি এভাবে বলেছেন ঃ [৮৪]

---

[৮১]. ইবন হিশাম, আল সীরাহ আননাববিয়া, (কায়রো: ১৪০৮ হিঃ, ১৯৮৭ খিঃ), ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪৩।
[৮২]. ইউসুফ কান্দালবী, হায়াতুল সাহাবা (লাহোর তাঃ বিঃ) ৩য় খন্ড পৃ-৩৬।
[৮৩]. ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি (সংকলিত) (ঢাকা: ইফাবা,১ম প্রকাশ ২০০৪), পৃ-৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

الناس من جهة التمثال اكفاء * ابو هم ادم والام حواء
وانما امهات الناس اوعية * مستودعات وللأحساب اباء
فإن يكن لهم من اصلهم شرف * يفاخرون له فالطين والماء -

"আকার আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান তাদের পিতা আদম এবং মা হাওয়া মায়েরা ধারনের পাত্র স্বরূপ, আর পিতারা বংশের জন্য। সুতরাং মানুষের গর্ব ও অহংকারের যদি কিছু থাকে তাহল কাদা ও পানি।"

পৃথিবী নশ্বরতা ও নিত্যতাকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করে বলেন। [৮৫]

إنما الدنيا فناء ليس الدنيا ثبوت * انما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت
ولقد يكفيك ايها الطالب قوت * ولعمرى عن قليل كل من فيها يموت

"নিশ্চয়ই দুনিয়া নশ্বর, এর কোন স্থায়িত্ব নেই, এ দুনিয়ার উপমা হল মাকড়সার তৈরী করা ঘর। ওহে দুনিয়ার অন্বেষণকারী। দিনের খোরাকই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমার জীবনের শপথ খুব শিগগীরই এ দুনিয়ার বুকে যারা আছে, সবাই মারা যাবে।"

জ্ঞান বিদ্য বুদ্ধির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি বলেনঃ [৮৬]

افضل قسم الله للمرء عقله ** فليس من الخيرات شيئ يقاربه
إذا اكمل الرحمن للمرء عقله * فقد كملت اخلاقه ومارية - -

মানুষের জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ হল তার বোধ ও বুদ্ধি, তার সমতুল্য অন্য কোন ভাল জিনিস আর নেই। দয়াময় আল্লাহ যদি মানুষরে বুদ্ধি পূর্ণ করে দেন, তাহলে তার নীতি নৈতিকতা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে।

হাসসান ইবন ছাবিত (রাঃ)

"শায়িরু রাসূলিল্লাহ"- রাসুলুল্লাহর কবি হলেন- হযরত হাস্‌সান বিন ছাবিত আল আনসারী (রাঃ)। এ প্রতিভাবান কবি ইসলামের আর্বিভাবের ফলে তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন। ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রতিউত্তর প্রদানের জন্য রাসূল (সা:) তাঁকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন। মসজিদে নববীতে তাঁর জন্য বিশেষ আসন ছিল।

---

[৮৪]. ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩২।
[৮৫]. ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, পূর্বোক্ত, পৃ-৩২,৩৩
[৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কবিতার নমুনা:

হযরত আবু সুফিয়ান (রা:) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও ইসলামের নিন্দা করে কবিতা রাচনা করেন। হযরত হাস্‌সান বিন ছাবিত (রা:) প্রতিউত্তরে অনবৈদ্য কাসিদা রচনা করেন:[৮৭]

هجوت محمدا فأجبت عنه * وعند الله فى ذالك الجزاء

هجوت مباركا برا حنيفا * امين الله شيمته الوفاء

أتهجوولست له بكفو * فشركما لخير كما الفداء

فإن ابى ووالده وعرضى * لعرض محمد منكم وقاء

১। তুমি মুহাম্মদের নিন্দা করেছ, আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আর এর প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে।

২। তুমি নিন্দা করেছ একজন পবিত্র পুণ্যবান ও সত্যপন্থী ব্যক্তির- যিনি আল্লাহর পরম বিশ্বাসী এবং অঙ্গীকার পালন করা যাঁর স্বভাব।

৩। তুমি তাঁর নিন্দা কর? অথচ তুমি তো তাঁর সমকক্ষ নও। তাই তোমাদের দু'জনের মধ্যে নিকৃষ্টতর ব্যক্তি তোমাদের উৎকৃষ্টতার জন্য উৎসর্গ হোক।

৪। অতএব, আমার পিতা এবং আমার মান-ইজ্জত মুহাম্মদের মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত হোক।

হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহ (রা:) এর কবিতা যা রাসূল (সা:) খন্দকের যুদ্ধের সময় বার বার আবৃত্তি করেছেন:[৮৮]

والله لولا الله ما اهتدينا * ولاتصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام إن لاقينا

ان الأولى قد بغوا علينا * اذا ارادوا فتنة ابينا

"হে আল্লাহ, তোমার সাহায্যে না হলে আমরা হিদায়াত পেতামনা, আমরা যাকাত প্রদান ও সালাত আদায় করাতামনা।

তুমি আমদের ওপর প্রশান্তি নাযিল কর, যুদ্ধে আমদের কে অটল রাখ।

যারা আমাদের ওপর জুলুম করেছে, তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করলে আমরা অস্বীকার করব।

---

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৫০, ৫১।

৮৮. ডক্টর মুহাম্মদ আবুদল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৩), প্রথম প্রকাশ, পৃ-৮৪,৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

কবি লাবীদ ইবন রাবী 'আ

কবি লাবীদ ইবন রাবী 'আ ছিলেন' 'মু আল্লাকা'[৮৯] রচয়িতাদের অন্যতম। তাঁর রচিত বিভিন্ন কাব্যে ইসলামী ভাবধারা পরিস্ফুটন হয়েছে। যেমন:[৯০]

الحمد لله اذا لم يأ تنى أجلى ** حتى اكتسيت فى الإسلام سربلا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কারণ, ইসলামী জীবনের পরিচ্ছদ না পরা পর্যন্ত আমার মৃত্যু আসেনি।

কবি লাবীদের অন্য কাসিদায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ও অনন্ত আখিরাতের বাস্তবতা তুলে ধরেন : [৯১]

ألا كل شيئ ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل

وكل اناس سوف تدخل بينهم * دويهية يصرف منها الأنال

وكل امرئ يوما سيعلم سعيه * اذا كشف عند الإله المحاصل

১। "ওহে জেনে রাখ, এক আল্লাহ ছাড়া সবই অসার, মিথ্যা, আর নিশ্চয়ই সকল সুখ সম্পদ অস্থায়ী ও বিলীয়মান।

২। সকল মানুষ, অতি শীঘ্র তাদের মধ্যে মৃত্যু প্রবেশ ঘটবে। আর তাতে আঙ্গুলের অগ্রভাসমূহ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।

৩। প্রতিটি মানুষ একদিন তার চেষ্টা সাধনাকে জানতে পারবে। যখন আল্লাহর নিকট তার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।"

---

৮৯. মু'আল্লাকা আরবী গীতি কাব্যের বিশেষ নাম। উহা উলকুন ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ মূল্যবান বস্তু, প্রতিটি বস্তুর সুন্দর অংশ । ক্রিয়াপদে এর অর্থ ঝুলানো। রূপক অর্থে সেই দামী বস্তু যা লাভের তীব্র বাসনা জাগে। এ কবিগুলো সকলের নিকট সমাদৃত বলে এবং পবিত্র কাবা গৃহে ঝুলানো হয়েছিল বলে এ গুলোর নাম মুয়াল্লাকা। আতম মুসলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস। ইফাবা, ঢাকা, পৃ-৪৮-৪৯।

৯০. ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ-১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনার ইতিহাস

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনা পর্বের আলোচনার পূর্বে এ ভাষার সাহিত্য চর্চার আদিপর্ব যৎসামান্য আলোচনা প্রয়োজন। সমগ্র বাংলা তথা উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দু শাসকদের একক আধিপত্য ছিল। হিন্দু শাসকশ্রেণী বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিত। আর এ সংস্কৃত ভাষা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিলনা। উহা শুধু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত ছিল। সংস্কৃত ভাষাকে 'দেব' ভাষা বলা হত। দেব ভাষা সংস্কৃত ব্যতীত দেশীয় ভাষায় শাস্ত্রালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফতোয়া জারি করা হয়:

"অষ্টাদশ পুরাণাদি রামস্য চরিতানিচ।
ভাষায়ং মানব শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজ্যেৎ।"[১]

অর্থাৎ : অষ্টাদশ, পুরাণ, রামচরিত ইত্যাদি ধর্ম শাস্ত্র লোকভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায় আলোচনা ও শ্রবণ করলে তার স্থান হবে রৌরব নাম নরকে।

খ্রিস্টীয় ৬৫০ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয়। এটা বাংলা ভাষার সৃজ্যমান কাল। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ রচিত হয়। চর্যাপদ রচিয়তাগণ ছিলেন বৌদ্ধ সম্পাদায়। একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে সেন বংশীয় আর্য ব্রাহ্মণগণ বাংলা রাজত্ব বিস্তার করে। তারা বৌদ্ধ ধর্ম, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি ধ্বংস করে। বৌদ্ধদেরকে ও গণহারে হত্যাকরে। বৌদ্ধদেরকে নির্মূল করার জন্য রাজা শশাঙ্ক ঘোষণা করেন:

"আ-সে তোর আতুষারাদ্রর যোদ্ধা নং বৃদ্ধ বালকান।
যোন হান্ত স সন্তাব্যো ভৃত্যান্ ইত্য শিষন্ নৃপ:"

অর্থাৎ : সেতুবন্ধ হতে হিমালয় পর্যন্ত যেখানে যত বৌদ্ধ আছে তাদের বৃদ্ধ ও বালকদেরকে যে হত্যা না করবে সে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হবে, রাজাদিগের প্রতি রাজার এই আদেশ।[২]

বৌদ্ধদের শোচনীয় পরাজয়ের পর বাংলা সাহিত্যের প্রায় অপমৃত্যু ঘটে। হিন্দু রাজান্যবর্গ কোন অবস্থাতেই বাংলা সাহিত্যের সাহায্য সহায়তা করেনি। এ প্রসঙ্গে **ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন** অপকট ভাবে স্বীকার করেছেন। "হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকলে বাংলা ভাষা রাজদরবারে কোন দিনই

[১]. শেখ তোফাজ্জল হোসেন (সম্পাদিত) বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৯৭।
[২] শেখ তোফাজ্জল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

আসন লাভের সুযোগ পেতনা। মুসলিম শাসক ও অন্যান্য আমীর ওমারার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদারগণ পরিশেষে বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন।"[৩]

মুসলমান শাসকদের উদার পরিবেশ, সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে সযত্নে লালিত হয়ে বাংলা ভাষার এই অসহায় ভ্রুন শিশু" অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয় ধীরে ধীরে বর্ধিত হতে থাকে।

হিন্দু সম্প্রদায়গণ বাংলা ভাষাকে 'সংস্কৃত' তে রূপান্তর করার চেষ্টা করেন। তারা বাংলা ভাষা থেকে বিদেশী ভাষাসমূহ দূর করে সংস্কৃত বলয়ে বাংলা ভাষা গড়ে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হন।

তারা জনগণের মুখের ভাষা বাদ দিয়ে নতুন বাংলা ভাষা প্রবর্তনের মগ্নহন। তাদের চেষ্টায় কলম হল 'লেখনী', কাগজ হল ভুর্জপত্র, দোয়াত হল 'মস্যাধার।[৪]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের ভাষায়:

সেন আমলে রাজ-ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কারো সংস্কৃত চর্চা ও বেদ পাঠের অধিকার ছিল না। ফলে ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর হিন্দুদের (অহিন্দুদের তো প্রশ্নই উঠে না) ধর্ম-চর্চা, বেদ-পাঠ, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চার কোন সুযোগই ছিল না। অপর দিকে সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়। সাধারণ মানুষ ধর্ম-চর্চা, জ্ঞান-চর্চা ও মেধা বিকাশের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। একমাত্র ব্রাহ্মণদের পদসেবা ও বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের আদেশ শিরোধার্য করাই সাধারণ মানুষের ধর্ম-কর্ম-কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হতো।" এ অবস্থা সম্পর্কে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান আরো বলেনঃ

"দেশের জনসাধারণ এইভাবে প্রথমে মাতৃভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ হারাইল। মাতৃভাষার পরিবর্তে যে ভাষার মহিমা তাহাদের কাছে কীর্তিত হইল সে ভাষারও চর্চা করিবার অধিকার সকলে পাইল না। নুতন বিদেশী ভাষা (সংস্কৃত) দেশের জনসাধারণকে শিখাইবার উপযুক্ত শিক্ষায়তন স্থাপিত হইল না। যাহা হইল তাহা শুধু শ্রেণী বিশেষের জন্য। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন বক্তব্য না থাকায় চিন্তা হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইল। শাস্ত্র বাক্য ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়া বিনা তর্কে মানিয়া লইবার অভ্যাসের ফলে বুদ্ধি ও কল্পনার উৎকর্ষ হইতে পারিল না। সুতরাং দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে তাহাদের কোনরূপ কৃতিত্বই সম্ভব হইল না।"[৫]

---

৩. ড: ওসমান গণী, ইসলামী বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি, (কলকাতা: রত্নাবলি প্রকাশনী, ২০০০,) প্রথম প্রকাশ,পৃঃ ৩২

৪. তোফাজ্জল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮।

৫. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, বাঙ্গলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, (ঢাকা: ১৯৯১), ৩য় সং, পৃ. ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার জনগণের এইরূপ দৈন্যদশা ও ক্লান্তিলগ্নে দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী দিল্লী অধিকার করে উভয় ভারতে মুসলিম রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর পর কুতুবুদ্দীন আইবেক দিল্লীর শাসনকর্তা হয়ে বিহার অধিকার করে মুসলিম শাসনকে তৎকালীন গৌড় অধিপতি লক্ষণ সেনের রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ইতো:পূর্বে ৭১২ খ্রি: সেনাপাতি মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে তদাঞ্চালে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। কুতুবুদ্দীন আইবেকের সহযোগিতায় তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ খ্রি: মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে লক্ষণ সেনের নদীয়াস্ত রাজপ্রাসাদে অতর্কিত আক্রমন করে বাংলার মুসলিম রাজত্ব কায়েম করেন।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম শাসনামলে বাঙালীরা ধর্মের ক্ষেত্রে পেল অসংখ্য জাতি-ভেদ বিশিষ্ট, মানুষের মনগড়া প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম বা ধর্মসমূহের পরিবর্তে স্রষ্টার মনোনীত এক উন্নত সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিপূর্ণ মানবিক ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম। সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা পেল ইসলামের সাম্য, শান্তি, ন্যায়নীতি ও সকল প্রকার অন্যায়, পাপাচারমুক্ত এক কল্যাণময় সমাজ, যেখানে মানুষ একমাত্র তার মহান স্রষ্টার গোলাম, অন্য কারো নয়। এভাবে, মানুষের এক অসাধারণ মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সংস্কৃতি বলতে আগে যেখানে ছিল অশ্লীল গান-বাজনা, অবাধ যৌন-সম্ভোগ ও কামোত্তেজনাকারী নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং নীতি-নৈতিকতাবিবর্জিত আচার, সেখানে তার পরিবর্তে ইসলাম নিয়ে এল স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, পরকালের প্রতি আস্থাপূর্ণ এক পরিচ্ছন্ন, নির্মল, সুরুচিপূর্ণ সুষ্ঠ জীবনা চারবিশিষ্ট এক উন্নত মানবিক সংস্কৃতি যার স্পর্শে সমগ্র জীবনায়নে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হলো।

'এ ধরনের পাপাচারক্লিষ্ট, শোষণ-নিপীড়নমূলক একটি দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে মুসলমানদের শাসন কায়েম হবার সাথে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে একটি পরিবর্তনের শুভ সূচনা হলো তাতে সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হলো। তারা প্রাণভরে এই পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানালো। এ সময়কার একটি কবিতায় এর খানিকটা পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

"ধর্ম্ম হৈলা জবনরূপি মাথা এত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার

Dhaka University Institutional Repository

মুখেতে বলেত দম্বদার।

যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক মন

আনন্দেত পরিল ইজার।।

ব্রাহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বার

আদম হৈল সুলপানি

গণেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি

ফকির হইল্যা জত মুনি।

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক

পুরন্দর হইল মলনা।

চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে

সভে মিলি বাজার বাজায় বাজনা

আগুনি চন্ডিকা তিহঁ হৈলা হায়া বিবি

পদ্মাবতী হল্যা বিবি নূর

জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন

প্রবেশ করিল জাজপুর।"[৬]

এভাবে মুসলিম শাসনামলের শুরুতে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে যে পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত হয় তার একটি বর্ণনা উপরোক্ত কবিতায় পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম ঘটে। সেন আমলে যে ভাষার কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। যে ভাষায় সাহিত্য চর্চা নিষিদ্ধ ছিল, মুসলিম শাসনামলে সে ভাষা ও সাহিত্য অর্গলমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। মুসলিম রাজা-বাদশাগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এ সম্পর্কে **ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন** লিখেছেনঃ

"ব্রাহ্মণগণ প্রথমত ঃ ভাষা গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা 'সর্ব্বনেশে' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বরগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর-এর ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইত। .....

৬. বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান, পূর্বোক্ত পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? ... আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"[৭]

ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও *ডক্টর সুকুমার সেন* যে সত্য আড়াল করার চেষ্টা করেছেন, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র কিছুটা ইতস্ততঃ করে হলেও সে সত্য উদঘাটনে কুণ্ঠাবোধ করেননি। পরে অবশ্য তিনি নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সাথেই বলেনঃ[৮] It was the Muslim Sultan rather than the Hindu raja that encouraged vernacular litera ture.

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ "যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশে আরো কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত প্রায় হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।" [৯]

বিশিষ্ট গবেষক সুখময় মুখোপাধ্যায় স্বাধীন সুলতানী আমলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ[১০] "এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে। কয়েকজন দিকপাল কবি এই পর্বেই আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করেন তঁদের অনেকেই বাংলার রাজা ও রাজ-কর্মচারীদের কাছে পৃষ্ঠপোষকাত লাভ করেছিলেন। কাজেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচ্য এই পর্বটি সব দিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই পর্বে যেসব সুলতান বাংলাদেশের শাসন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ ছিলেন।" (সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল, গ্রন্থকারের নিবেদন, প্রথম সংস্করণ)।

ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুর রহীম আরো সুস্পষ্টভাবে বলেন ঃ "মুসলিম বিজয় ছিল বাংলার প্রতি বিরাট আর্শীবাদ স্বরূপ। যা বাংলা ভাষাভাষী লোকদেরকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে, বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। কেবল এই বিরাট সংহতি এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার গুণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়। যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশ আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তাহলে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত হয়ে অতীতের গর্বে নিমজ্জিত হতো।[১১]

---

৭. দীনেশ চন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃ-৭৩-৭৫।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৫।
৯. ডক্টর এম. রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫০।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনাকারী কবি সাহিত্যিকগণ

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনাপর্বে কবি সাহিত্যিকদের অন্যতম হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত উজির বাহরাম খাঁন, মুহাম্মদ কবির, সাবিরিদ খান, দোনাগাজী, দৌলতকাজী, আলওল প্রমুখ। মুসলমান কবিগণ ইসলামী ভাবধারায় উন্মচিত হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তারা বাংলা সাহিত্যকে আরবী, ফারসী, হিন্দি, সংস্কৃতি সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে নতুন ঐতিহ্যের প্রবর্তন করেছেন। [১২]

বাংলাদেশে ইসলামী ভাবধারার সহিত্যের কথা ভাবলে খ্রিষ্টীয় চতুদর্শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর অন্ত কালীন সময় পর্যন্ত সাত'শ বছরের সাহিত্য ইতিহাসের কথা ভাবতে হয়। সুতরাং এ পরিধি মহাসাগরের পরিধি না হলেও মহানদীর পরিধি।[১৩]

বিগত প্রায় সাতশ বছরে সৃজিত ইসলামী সাহিত্যের বিপুল ভান্ডার স্বল্প পরিসরে বর্ণনাতীত। প্রত্যেক কবি সাহিত্যকের ইসলামী সাহিত্যকর্ম নিয়ে পৃথক পৃথক গবেষণা কর্ম সম্ভব। ক্রমানুক্রমিক ভাবে কয়েকজন কবি-সাহিত্যেকের কিয়দংশ সাহিত্য কর্ম নিয়ে এ গবেষণা কর্মের প্রয়াস।

১. শাহ মুহম্মদ সগীর

শাহ মুহম্মদ সগীরই সম্ভবত ইসলামী ধ্যান ধারনা পুষ্ট-প্রথম মুসলিম কবি। [১৪] **ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হকের** মতে বাংলার মুসলমান কবিগণের মধ্যে ইনিই প্রাচীনতম[১৫]। **ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ** বলেছেন, মধ্যযুগের আদি লেখক বড়ুচন্ডী দাস, তৎপরে শাহ মুহম্মদ সগীর এবং তৃতীয় লেখক কৃত্তিবাস [১৬]।

শাহ মুহম্মদ সগীর প্রথম ইসলামী চিন্তাধারাপুষ্ট সাহিত্যের যাত্রা শুরু করেন[১৭]। তিনি যে কাব্য রচনা করেন তার নাম "য়ুসুফ জলিখা"। কাব্যটি সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহে (১৩৮৯-১৪১০) রাজত্ব কালে রচিত। কুরআনে বর্ণিত এ কাহিনীটি একটি রোমাঞ্চকর প্রেম কাহিনী মাত্র নয়। সততা, নিষ্ঠা, সত্য প্রিয়তা, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসের একটি আনন্দ সুন্দর উদাহরণ মাত্র।[১৮] মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা আল্লাহর ইচ্ছাকে অতিক্রম করতে পারেনা। এ কাহিনীর মাধ্যমে কুরআন আমাদের সেই শিক্ষাই

---

[১৩] মাহবুবুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

[১৪] শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলামী ভাবপুষ্ট বাংলাভাষার কবি সাহিত্যিক, সম্পাদনা : শেখ তোফাজ্জল হোসেন, (ঢাকা: ইফাবা,২০০৩), ১ম সং, পৃ. ১০২

[১৫], প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[১৫] ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (ঢাকা: মাওলাব্রাদার্স, ১৯৯৮), ২য় সং, পৃ. ৪৪

[১৬] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যিক কথা, ২য় খন্ড, প্রথম সং, ঢাকা-১৩৭১ বাং

[১৭] শাহাবুদ্দিনআহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০২

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছে। কবি যে এ কাহিনীটিকে তাঁর বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আল কুরআনের সূরা ইউসুফ এর আলোকে এ কাব্য নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। আলকুরআন এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য নিঃসন্দেহে ইসলামী সাহিত্য। যে আলকুরআন থেকে এ কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তা তাঁর উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয়। কবির উক্তি [১৯] ঃ

"কিতাব কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইউসুফ জলিখা কথা অমৃত বিশেষ।।
কহিব কেতাব চাহি সুধারস পূরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি।।
দোষ ক্ষেম গুনধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ ছগীর ভনে প্রেমক বচন।।"

ডঃ ওয়াকিল আহমদ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, "মুহম্মদ সগীর কুরআনকে ভিত্তি করে ইসলামী শাস্ত্র, ইরানের আধ্যাত্মিক কাব্য ও ভারতের লোক কাহিনীর মিশ্রণে 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নির্মাণ করেন।[২০]

মুহম্মদ সগীর আল কুরআনের সূরা ইউসুফের কাহিনী কাব্যে রূপায়ণ করেন। নিম্নে কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হল।

আল কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, "যখন ইউসুফ পিতাকে বলল: পিতা আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশ্যে সিজদা করতে দেখেছি। [২১]

কবি উদ্ধৃত আয়াতের কাব্যিক রূপ দিয়েছেন:

একাদশ নক্ষত্র আওর রবিশশী।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভূমিতল পশি।।[২২]

জুলিখা হযরত ইউসুফ (আঃ) কে নিভৃত্য কক্ষে নিয়ে প্রেম নিবেদন করেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। আলকুরআনে আল্লাহ বলেন: আর সে (ইউসুফ) যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে (মহিলা) বলল: শুন। তোমাকে বলি, এদিকে আস! সে বলল: আল্লাহ রক্ষা করুন।[২৩]

---

[১৯] আজহার ইসলাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), ১ম সং, পৃ. ১৭।
[২০]. মাহবুবুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১
[২১] আল কুরআন, ১২:৪
[২২] মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, (ঢাকা: নতুন পাবলিশার্স, ১৯৬৫), ২য় সং, পৃ. ১৪৪।
[২৩] আলকুরআন, ১২:২৩

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মুহম্মদ সগীর এ দৃশ্যের বর্ণনা দেন:

"হেন এক মন্দির রচিত সুরচিত।
জীবন নক্ষত্র পুরিআ সমুদিত।
ইতুক জলিখা কেলি চিত্র লিখি আর।
অঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গল যে বিবিধ প্রকার।।
রতি সুখ কেলিবঙ্গে হৈব মতি ভোর"।।[২৪]

ইউসুফ (আঃ) জুলিখার মোহনীয় প্রেম নিবেদন প্রত্যাখান করার পরবর্তী দৃশ্যপট "তারা উভয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছনে দিক থেকে ছিড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল: 'যে তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে? ইউসুফ (আঃ) বললেন: সে-ই-আমাকে আত্মসংবরন না করতে ফুসলিয়েছে।' মহিলার পরিবারের জনৈক"[২৫] (শিশু) সাক্ষ্য দিল যে, "যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যা বাদী। আর যদি তার (মহিলা) জামা পিছনের দিক থেকে ছিড়া থাকে তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে (পুরুষ) সত্যবাদী।[২৬]

কবি বর্ণনা করেন-

"শিশু বোলে, মুঞি নহোঁ নবির চরিত।
কার তরে কার বাক্য ন কহি বিদিত ।।
কাহার অগ্রত ভাগে বিদার বসন।
তার কথা মিথ্যা জান প্রলাপ বচন।।
জার পৃষ্ঠগত বস্ত্র বিদার প্রমাণ।
সেহি সত্যবাদী ধর্মশীল অনুমান।"[২৭]

মিসরের বাদশাহর অদ্ভুদ স্বপ্ন দর্শন ও তার যথার্থ ব্যাখ্যা ঃ

কবির ভাষায়-[২৮]

---

[২৪]. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮
[২৫]. জনৈক বলতে সে পরিবারের এক দুগ্ধপুস্য ৩ মাসের শিশু। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাফসীরে মাবিদুল কুরআন, পৃ.৬৬৪।
[২৬]. আলকুরআন, ১২:২৫:২৭।
[২৭]. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।
[২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১, ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

রাজার স্বপ্ন দর্শন

"সপ্ত বৃষ হৃষ্টপুষ্ট অতি সুবলিত।
আর সপ্ত বৃষ কৃষ তনু দুর্বলিত।।
খীনবল সপ্তবৃষ বলবন্ত হৈ আ
এহি সপ্ত বৃষ খাইতে গেল যে ধাইয়া।।"

স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ইউসুফ (আঃ) বলেন:

"দেখিলা যে সপ্তবৃষ পুষ্ট অঙ্গ তার।
সপ্তছড়া গোহোম তন্ডুল পূর্ণ আর।
সেহি সপ্ত ছড়াতে সংযোগ হৈব কাল।
সপ্ত অব্দ পৃথিবী পুরিত শস্য ভাল।।
আর সপ্ত বৃষ কৃষ তনু দূর্বলিত।
আর সপ্ত গোহোম জে তন্ডুল বর্জিত।।
সেহি সপ্ত বরিখ দুর্ভিক্ষ হৈব কাল।
জলশূণ্য পৃথিবী শুকাইব খাল নাল।।"

উদ্বৃত কাব্য রূপ সূরা ইউসুফের ৪৩-৪৯ নং আয়াত।

এভাবে শাহ মুহম্মদ সগীর আল কুরআনের ঐতিহাসিক কাহিনী রোমান্টিক কাব্যে রূপায়িত করে ইসলামী সাহিত্যের ধারা উম্মোচন করেন। তাই তিনি ছিলেন রোমান্টিক কবি, প্রেমিক রসোত্তীর্ন সাহিত্যিক ও বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের শুভ সূচনাকারী।

২. কবি জৈনুদ্দিন

কবি জৈনুদ্দিন চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[২৯] তিনি পনের শতকের একজন মুসলিম কবি। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ্য "রসূল বিজয়"। তিনি গৌড়ের সুলতান য়ূসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ইং) সভা কবি ছিলেন।[৩০] "রসূল বিজয়" একখানি যুদ্ধকাব্য তবে কাহিনী কাল্পনিক ।[৩১] হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীগণ সৈন্য সামন্ত নিয়া ইরাকের রাজা জয়কুমকে আক্রমণ করেন। মদীনা হতে জোকুম রাজার রাজ্য ছয়মাসের

[২৯]. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
[৩০]. ডঃ এনামূল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা, ১৯৯৮), দ্বিতীয় সং, পৃ. ৪৭।
[৩১]. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১

Dhaka University Institutional Repository

পথ।[৩২] ইসলামের বিজয়বার্তা দিকদিগ ছড়িয়ে দেয়া ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্যে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুদ্ধ সজ্জার বিবরণী কবি চমৎকার ভাষায় পরিস্ফুটন করেন:

তার পাছে সজিলো সাজ নবী রাজেশ্বর।।
মুকুতা মন্ডিত তাজ অতি মনোহর।।
লাল কাবাই শোভে জিনি দিবাকর।
প্রভুর পরম সখা পরম সুন্দর।।
নবীর কিঙ্কর ছিল নামে যে বিলাল।
বিধির বিধানে অশ্ব সাজ এ ততকাল
সুচারু ধবল অশ্ব সুবর্ণ মন্ডিত
হীরার লাগাম জীন মুকুতা শোভিত।।[৩৩]

যুদ্ধে মুসলিম বীর সেনাদের বীরত্ব ব্যঞ্জক আচার আচরণ

গজে গজে যুদ্ধ হৈল দন্ত পেশাপেশি।
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল দুই মেশমেশি।।
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন।।
অস্ত্রজালে ভরিগেল গগন মন্ডল।
বীরের গর্জনে ভূমি কার টলমল।।[৩৪]

যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত আলী (রাঃ) এর দুর্জয় শক্তি শৌর্যবীর্যের বর্ননা: [৩৫]

শতে শতে বীরেন্দ্র ধরিয়া হায়দর।
মারেন্ত আছাড়ি সব ভূমির উপর ।।
অতিকোপে ধরি শত করিবর দন্ত।
ভ্রমাই ক্ষেপন্ত সৈন্য মারন্ত অনন্ত।।
যদি কভু সম্মুখে দেখন্ত গিরিবর।
উপাড়ি ক্ষেপন্ত বীর বিপক্ষ সৈন্য পর।।

---

[৩২]. ড: এনামুল হক, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮।
[৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
[৩৪] আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিশ্বস্ত সৈনিকেরা জয় কুম রাজ্যের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে আনেন। শত্রুরা রণভঙ্গদিয়ে পালিয়ে যায় করির বর্ননায়- [৩৬]

"ত্রাশ পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ।

পদ্মাকূল বা এ যেন উল্টে তরঙ্গ।।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিভীষিকাময় যুদ্ধের ডামাঢোল পেটানোর জন্য আবির্ভূত হননি। মানুষকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। দয়ার সাগর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কৃপায় বহু বিধর্মী ইসলামে দীক্ষিত হন। যখনই কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকটে' তখনই কাফেরদের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের উপদেশ[৩৭]

"বিলম্ব করহ কেনে কাফিরেরগণ।

অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ।।"

"রসূল বিজয়" কাব্য রচনায় জৈনুদ্দিন ভাব ও ভাষার বিচারে সিদ্ধ শৈল্পিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের বিজয় কাহিনী বর্ণনা ধারা পরবর্তী প্রজন্মকে উৎসাহিত করেছেন। তার এ বিজয় কাহিনী কাব্য নিঃ সন্দেহে ইসলামী সাহিত্য।

৩. সৈয়দ আলাওল হক (১৬০৭-১৬৮০)

কবি সৈয়দ আলাওল হক বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত নাম। মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য চর্চার তিনি কীর্তি স্তম্ভস্বরূপ।[৩৮] উন্নত জীবনবোধ নির্মাণের পরিপোষক ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানা দিকের বিকাশে তিনি ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্বের নিদর্শন। ভাষা জ্ঞানে তাঁর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। শিক্ষা ও জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন মহাসাধক এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিংবদন্তীর সব্যসাচী। ভাষাবিদ **ডঃ মুহম্মদ শহীদুলাহ** তাঁর সম্পর্কে বলেন- 'বাস্তবিক এ মুসলসান কবির সমকক্ষ ভাষাবিদ সেই যুগে কোন কবি ছিলেন না, এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে।' [৩৯]

"বহুমুখী জ্ঞানের দিক দিয়া তিনি বিদ্যপতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। বিদ্যপতির জ্ঞান সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা ও কয়েকটি লৌকিক আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলাওল হিন্দু ও ইসলাম এই উভয়বিধ জ্ঞান বিষয়ে সমান পারদর্শী। [৪০]

---

[৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৩৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৩৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৩৯] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, (ঢা বা-১৩৭১ বাং), ২য় খন্ড ১ম সং, পৃ-১৩৩।

[৪০] ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাদ্যাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারা , আদি মধ্য , আধুনিক যুগ একত্রে, (কলিকাতা, ১৯৬৩, বর্ধিত সং প্রথম অংশ), পৃ:১২৮-১২৯

Dhaka University Institutional Repository

কবিগুরু মহাকবি আলাওল আরাকান রাজসভার অন্যতম কবি হিসেবে আবির্ভূত হলেও মধ্যযুগের সমগ্র বাঙ্গালী কবির মধ্যে "শিরমণি আলাওল রূপে শীর্ষস্থানে অধিকারী।" [৪১]

কবির জন্মস্থান ও কাল নিয়ে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুলাহর মতে ফতেহাবাদের জামালপুর বর্তমান ফরিদপুর, আর ডঃ এনামুল হকের মতে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে তাঁর জন্ম। [৪২]

আলাওল রচিত পুস্তক সংখ্যা অনেক। কিন্তু অনেক গ্রন্থ আবিস্কৃত হয়নি। আজ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে তাদের আনুষঙ্গিক তথ্যবলি একটি ছকে বিন্যস্থ করেছেন ডঃ আহমদ শরীফ ছকটি নিম্নরূপ [৪৩]

ক্রমিক নং	রচনার নাম	মূল লেখক/উৎস	আদেষ্টা/অমাত্য	রচনাকাল
১	পদ্মাবতী	মলিক মুহম্মদ জায়সী	মাগন ঠাকুর	১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ
২	সয়ফল মুলুক বদিউজ্জামান	আলিফ লায়লা	শ্রীমন্ত সোলেমান ও সৈয়দ মূসা	১৬৫৮ ১৬৫৯
৩	সপ্তপয়কর	নিজাম গঞ্জভী	সৈয়দ মুহম্মদ খান	১৬৬৩
৪	তোহফা	ইউসুফ গদা	শ্রীমন্ত সোলেমান	১৬৬৪
৫	সেকান্দর নামা	নিজাম গঞ্জভী	নবরাজ মজলিশ	১৬৭৩

মহাকবি আলাওলের পঞ্চম গ্রন্থ 'তোহফা'। ইহা মূলত আনূদিত কাব্য গ্রন্থ। তোহফা গ্রন্থের মূল লেখক শেখ ইউসুফ চিত্তশী আল হুসাইনী (রাঃ) ওরফে শেখ ইউসুফ গদা। তিনি উত্তর ভারতের খ্যাতনামা সাধক ও কামেল ওলী ছিলেন। তিনি হাদীস, ফিকাহ শাস্ত্রে পন্ডিত ছিলেন। পুত্রের শিক্ষাদান কালে তিনি উপদেশ মূলক ফারসী তোহফাতুন নসায়েহ' গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৪] ৭৭৪ হিঃ মৃত্যু বরণ করেন। এই ফারসী গ্রন্থ সৈয়দ আলাওল (১৬৬৩ - ৬৪) খ্রিঃ অনুবাদ করেন। [৪৫] আলাওল ইসলাম ধর্মের তরিকত মাফিক তোহফার পয়তাল্লিশটি বাব বা অধ্যায়কে ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নানা বিষয়ের তোরণদ্বার রূপে সজ্জিত করেন। তাওহীদ, ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, শাহাদাত, জান্নাত,

[৪১] মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,পৃ-২৬০।
[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১
[৪৩] মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩
[৪৪] ডঃ গোলাম সাকলায়েন, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, (ঢাকা: নওরোজকিতাবিস্থান, ১৯৬৭), পৃ-২৬-২৭
[৪৫] আযহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের মুসলিম কবি, (ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), প্রথম সং, পৃ-১৬২

Dhaka University Institutional Repository

জাহান্নাম, দান খয়রাত, জায়েজ-নাযায়েজ ইত্যাদি বিষয়ে এতে প্রাধান্য পেয়েছে। এ কাব্য গ্রন্থটি ধর্মীয় নীতির আলোকে সুসজ্জিত। আলাওল এ গ্রন্থখানি অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

কিছু নমুনা

চতুর্থ বাব ইলম

সর্বশাস্ত্র শিখ আগে পড়িয়া কোরআন।
সংসারে মহিমা তার স্বর্গেতে পয়ান।।[৪৬]

ষষ্ঠ বাব ইবাদত

শীঘ্র গুজারিব হৈলে নামায সমএ।
নামায তরকে আদি অন্তে ভাল ন-এ।।[৪৭]

দুআ কবুল সম্পর্কে[৪৮]

ভক্ষবস্ত্র শুদ্ধ হৈব মিথ্যা না কহিব।
নিন্দাচর্চা ভন্ডবাক্য সকল তেজিব।।
তবে দোয়া পড়িয়া মাগিলে পায় বর।
বাক্য সিদ্ধি পরীরূপ ধরে দুই পর।।
মিথ্যা বাক্য নষ্ট ভক্ষ্য পক্ষী উড়ি যাএ।
ভাঙ্গিলে সে দুই পাখা যে মাগে সে পাএ।।

এই স্থানে লক্ষ্য করবার বিষয় 'বাক্য সিদ্ধি পক্ষী রূপ ধরে দুই পর' ইত্যাদি অংশ মারফত কবি আলাওল বলতে চান যে, বাক্য-সিদ্ধি (দোয়া কবুল) পাখীর দুটি পাখা আছে। আর একটি 'মিথ্যা বাক্য' এবং অপরটি 'নষ্টভক্ষ্য' (হারাম খাদ্য)। এই পাখা দুটি ভাঙ্গলে, যে মাগে সে পাএ'। পক্ষান্তরে ফারসী 'তোহ্ফা'য় শেখ ইউসুফ গদা বলেছেন যে, দোয়া বা প্রার্থনা-পাখীর দুটি পাখা আছে। তার একটি হলো 'সদকে দিল' (কুটিলতাহীন সরল প্রাণ) এবং দ্বিতীয়টি হালাল বা হালাল খাদ্য। এই দুটি পাখা ভাঙ্গলে প্রার্থনা-পাখীর খোদাতালার কাছে উড়ে গিয়ে পৌঁছা সম্ভবপর নয়- অর্থাৎ তার দোয়া কবুল হয় না।

'কাতরের কাকুতি শুনহ করতার।
দোষ ক্ষমি কৃপাকর, সেবক তোমার।।

---

[৪৬] ২গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩
[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

কৃপা সিন্ধু তুমি এক ত্রিজগৎ পতি

বিনুলক্ষ্য মহিমা-উজ্জ্বল জগ-জ্যোতি।।

দৈব মহাপাপী আমি নহি পুণ্যে আশা।

কেবল করিম কৃপা পাপীরে ভরসা।।[৪৯]

কবি আলাওল তার বিমূর্ত শিল্প কৌশলে বাংলা রোমান্টিক কাব্যের ধারায় মানবীয় প্রনয় কাহিনীতে যেমন মাত্রা সংযোজন করেছেন, তেমনি তারঁ চেতনালব্ধ, আধ্যাত্ম প্রেম, প্রেম সাধনায় স্বকীয় সৎকর্মে মানব জীবনকে উচ্ছমার্গে পৌঁছবার পথ নির্দেশ করেন। তাঁর রচিত পদে তিনি সেই অভিব্যঞ্জনার নিদর্শন রেখে গেছেন:

দীনবন্ধু, কর পরিত্রান।

তুমি বিনে দুর্গতের গতি নাহি আন।।

ভুলিয়া সংসার রঙ্গে তোমা পাসরিলুম।

অনুরূপ প্রতিফল হাতে হাতে পাইলুম।।

না চাহি পরমপদ চাহিলুম সম্পদ।

নিজ দোষে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ এ আপদ।।[৫০]

৪. সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮)

কবি সৈয়দ সুলতান মুসলিম বাংলার মধ্য যুগীয় কবিদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন। ১৫৫০-১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৫১] বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাঁর রচিত পুস্তকাদি বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। এযাবৎ তার নিম্ন লিখিত গান ও পুস্তকসমূহের সন্ধান পাওয়া গেছে।[৫২]

ক. নবী বংশ

খ. শব-ই-মিরাজ

গ. রসূল বিজয়

ঘ. ওফাৎ-ই-রসূল

---

[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

[৫১] ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), ২য় সংস্করণ, পৃ:৯৬

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. ইবলিশ নামা

চ. জ্ঞান চৌতিশা

ছ. মারফতীগণ

জ. পদাবলী

পুস্তকগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইসলামী সাহিত্যের কিছু নমুনা:

ক. নবী বংশ:- "নবী বংশ কাব্যটিকে সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থগুলোর মধ্যে ম্যাগনাস ওপাস (Magnus Opus) বা কবির শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম গ্রন্থ বলতে পারা যায়। ইহা বিষয় বিচিত্র ও আকারে সপ্তকান্ড "রামায়ণ" কে ও হার মানাইয়াছে।" শরীয়তী বা শাস্ত্রীয় ইসলাম বিরুদ্ধ ধারনা লইয়া "নবী বংশের " আরম্ভ বলিয়া মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কেননা নবীর প্রতিশব্দ অবতার বলে তিনি স্বীকার করেন। একথা আদৌ সঠিক নয়। কারন তাঁর 'নবী বংশ

"তোমার সবের মুঞি জান হিতকারী।
ইমা ইছলামের কথা দিলাম প্রচারি।।
যে রূপে সৃজন হৈল এ তিন ভুবন।[৫৩]
যেরূপে সৃজন হৈল সুরাসুরগণ।।
যেরূপে আদম হাওয়া সৃজন হইল।
যেরূপে যতেক পয়গম্বর উপজিলা।।
বঙ্গেত এসব কথা কেহ না জানিল।
নবী-বংশ পাঁচালীতে সকলে শুনিল।।"[৫৪]

(খ) শব-ই-মিরাজ:- কবির কাব্যগুলির মধ্যে এই গ্রন্থের একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। কবির যে আত্ম বিবরণী গোড়ায় উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা এই 'শব-ই-মিরাজ' গ্রন্থেরই ভূমিকা বা প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ। ইহা হইতে দেখা যায়, কবি সয়্যিদ সুলতান ৯৯৪ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত এই কাব্য রচনা কালে বাংলা ভাষায় ধর্মের কথা প্রকাশ করার জন্য কবি যে সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাও তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও ইহার শিক্ষা -দীক্ষার একটি উজ্জ্বল চিত্র।

"মুঞি সঙ্গে ন থাকিতুম যদি সেই কালে।
দহিত তাহার অঙ্গ জ্বলন্ত আনলে॥
ফেরাউন যখন মুছার লাগ লৈল।

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্রের কূলে নিয়া মারিতে চাহিল॥

মুঞি ন থাকিতুম যদি তাহার সহিত।

সাগরেত বাহাল ন হৈত কদাচিত॥

মুঞি যে আছিলুং ইছা পয়গম্বর সনে।

যখনে মারিতে গেল ইহুদের গণে॥

মুঞি তানে ইঙ্গিতে করি থুইলু।

ইহুদের হাথেত ইহুদ কাটাইলু॥

পৃথিবীত যথেক রছুল হইয়াছে।" [৫৫]

মুঞি সে আইসম যাম সভানের কাছে॥

মোর নাম জিব্রাইল জান মহাশয়।

আল্লার ফর্মানে আইলুম তোমার আলয়॥" [৫৬]

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিরাজগমন কুরআন হাদীসদ্বারা স্বীকৃত। মিরাজের ঘটনা বর্ণনা দানই এ কাব্যের মুখ্য বিষয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বৃত্তান্ত আরম্ভ করে মিরাজ পর্যন্ত বহু ঘটনা কবি এই কাব্যের অঙ্গীভূতই করেছেন।

বোরাকের বর্ণনায় কবি বলেন:

সেই তুরঙ্গের নাম বোরাক আছিল॥

বোরাকের মুখমুন্ড নরের আকার।

চিকুর লম্বিত অতি নারীর বৈভার॥

বোরাকের দুই কর্ণ উটের চরিত।

নরের বচন কহে অতি সুললিত॥

অশ্বের আকার পৃষ্ঠ চলন গম্ভীর।

চলিলে বিজুলি যেন রহিতে সুধীর॥

নীলা কষা জমরুদের বরণ তাহার।

দেখিতে সুন্দর অতি বড় শোভাকার॥[৫৭]

ওফাৎ-ই-রসূল

ওফাৎ-ই-রসূল সৈয়দ সুলতানের বৃদ্ধ বয়সের রচনা।[৫৮]

---

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[৫৬] ডক্টর এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

[৫৭] আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ:৬৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ধর্ম প্রচারের পরবর্তী তিরোভাব হতে খুলাফাই রাশিদীনের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের ঘটনার সমাবেশ এ কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। হযরতের প্রাণ নেয়ার জন্যে হযরত আজরাইল (আঃ) এর অবির্ভাব ও প্রাণ ত্যাগকালে প্রিয় উম্মতের জন্য নবীর ভাবনা এসব বিষয়ের করুন কাহিনী কবি শৈল্পিক তুলিতে চিত্রায়িত হয়েছে। যথা:

"আজ্রাইল মহামতি আইল বায়ুর গতি
রছুলের পুরিব দুয়ারে।
রছুলের নাম ধরি ডাকি কহি ভক্তি করি
আজ্ঞা মাগে যাইতে অন্তঃপুরে ॥
পএগাম্বরে ফাতেমারে কহিলেন্ত দেক্ষিবারে
দ্বারেত আসিছে কোন জন।
কি কারণে অন্তপুরে ডাকি কহি আসিবারে
বুঝ গিয়া তার বিবরণ॥
রছুলের আজ্ঞা পাই ফাতেমা গেলেন্ত ধাই
দেক্ষিলা আরব একজন।
বিবি ফাতেমারে দেখি সতত চরিত্র লক্ষি
ছালাম করিলা সেই ক্ষণ।"[৫৯]

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দাফন কর্ম সমাধার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ পর্যায়ক্রমে খলীফা চতুসদ্বয়ের কার্যভার গ্রহণের বিবরণ বর্ণনায় কবি বলেন:

" তবে যদি পয়গম্বব শরীর এড়িল।
সবে মিলি আবুবকরেরে রাজ্য দিল॥
এ দুই বছর তিন মাস দুই দিন।
রাজ্য দেশ পালিলেন্ত হইয়া প্রবীণ॥
যদি সে নিধন আবুবকর হইলা।
উমর খত্তাব তবে পৃথিবী পালিলা ॥
পাঁচ দিন ছয় মাস এ দশ বছর।

[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
[৫৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে অধিকারী আছিল উমর॥

উমর খত্তার যদি শহীদ হইল।

তার পাছে আমীর ওছমান রাজ্য পাইল॥

ওছমান নৃপতি ছিল দ্বাদশ বৎসর।

পরস্তাব তাহান আছএ বহুতর ॥

ভিন্ন এক পুস্তক রচিতে পারি যবে।

কদাচিত সেই কথা কহিতে পারি তবে॥

অধিক উত্তম কথা কিতাবে দেখিয়া।

আলিম সভাতে দিল বাঙ্গলা রচিয়া॥

আলিম সকলে জানি ন জানে ইহারে।

সেই পাপে ধরিবে আলিম সবেরে॥

পীর সব চরণে সহস্র প্রণাম।

সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম॥[৬০]

ইবলিস নামা ঃ ইহা একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। পদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশত এবং আদ্যন্ত পয়ারছন্দে রচিত। শয়তানের অপকীর্তিই এ কাব্যের মূল বিষয়। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি দুটো উপদেশ দিয়েছেন। ক. গুরু যতই খারাপ কাজ করুক, শিষ্যের শ্রদ্ধার পাত্র খ. অহংকার পতনের মূল।[৬১]

মারফতীগান ঃ মারফতী গানের মাধ্যমে নিজকে সমর্পণের চেষ্টা সাধনা তার অনেক গানে ফুটে ওঠেছে। যথা-

[৫৮] রাগ-ধানসি কেদার

রে মন! কব না কহিমু, কত নিবেদিমু,
কত চেতাইমু তোকে।
দিনের ভিতরে, নাম নিরঞ্জন,
বারেক না লইলু মুখে ॥
পুত্র পরিজন সব অকারণ
ভুলি রৈলু মায়া-মোহে।
যেন আঁখি ঠার, লোভ আদি সার,
ঘোরময় বাজী শোহে॥

[৬০] ডক্টর এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ সহায়, সুখ ব্যবসায়,
প্রভুপদ না সেবিলে।
গতি গুরু ভার যেহেন কান্ডার॥
পঙ্কময় আটকিলে।
কহে ছোলতান, জীবন স্বপন,
মরণ জানি সার।
সে পন্থ ছাড়িয়া, অসারে মজিয়া
ভুলি রৈলু অনিবার ।" [৬২]

পদাবলী ঃ তিনি শুধু মারফতী গান রচনা করেই ক্ষান্ত হন নাই, সে সময়ের সাহিত্যিক রেওয়াজ অনুযায়ী বহু পদাবলী রচনা করেন। বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মের ও তত্বজ্ঞানের কথা প্রচার করাই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

কবির আর্তি:

" কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন।
ন বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন ॥
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা।
প্রস্তাব [৬৩] পাইয় সব ভুলিয়া রহিলা॥[৬৪]

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের অমীয় বাণী মানুষের নিকট পৌঁছানোই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ধর্মের কথা মানুষকে জানাইতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন-

"যাতে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষ তাহার অমূল্য রতন॥ " [৬৫]

সুতরাং বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মের কথা প্রচার করতে হবে। আর তজ্জন্য তিনি উল্লেখিত গ্রন্থাবলি রচনা করেন। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানগণ তাকে মুনাফিক[৬৬] বলে আখ্যা দেয়। কবির ভাষায় :

" যে সবে আপনা বোল ন পারে বুঝিতে।
পঞ্চালী রচিলুং কবি আছএ দোষিতে॥

---

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
[৬৩] প্রস্তাব অর্থ প্রেমোপাখ্যান ও গাল গল্প লইয়া ডুবিয়া থাকা।
[৬৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭, ১০৮
[৬৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
[৬৬]. আরবীশব্দ, যার অর্থ কথায় ও কাজের মিল না থাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মোনাফেক বলে মোরে কিতাবেত পড়ি।

কিতাবের কথা দিলুম হিন্দুয়ানী করি।[৬৭]

কিন্তু কবি তার সাধনা মহান স্রষ্টার সন্তুষ্ব লাভের জন্য নিবেদন করেছেন। কবির ভাষায়[৬৮]

"মোহর মনের ভাব জানে করতারে।

যথেক মনের কথা কুহনু কাহারে॥"

অতএব, পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মধ্যযুগের এ মহান সাধক, এ কবি বাংলা ভাষায় ইসলামের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হয়েছেন। ইসলামের বিবিধ বিষয় নিয়ে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি স্বার্থক স্রষ্টা।

৫. হাজী মুহম্মদ

হাজী মুহম্মদ মধ্যযুগীয় একজন মুসলিম কবি। তিনি শেখ পরান (১৫৬০-১৬২৬খ্রিঃ) ও সৈয়দ সুলতানের (১৫৫০-১৬৪৮খ্রিঃ) সমসাময়িক কবি, [৬৯] তিনি নূর জামাল ও সবৎনামা নামে দুখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তার দ্বিতীয় গ্রন্থটি এখনো আবিস্কৃত হয়নি। নূর জামাল শরীয়ত, তরিকত ও মারিফাত সম্বন্ধীয় কাব্য গ্রন্থ। কবি তৌবার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেন:

"এবাদত কর হেন জান সে আপন।

বিনি তওবায় ফলনহে কদাচন॥

যে করিলা গুনাহ খাতা তওবা কর তারে।

আশা ন করিহ পরে তওবা করিবারে॥

তওবা করিলে গুনাহ বকশিব আল্লায়।

যদি আর সেই গুনাহ ন করে বান্দায়॥" [৭০]

৬. নসরুল্লাহ খান (১৫৬০-১৬২৫)

নসরুল্লাহ খান ষোড়শ শতাব্দীর একজন মুসলিম কবি। ডক্টর এনামুল হক ১৫৬০-১৬২৫ খ্রিঃ তাঁর আবির্ভাবের সময়কাল হিসেবে নিরুপণ করেছেন।[৭১]

তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন তন্মধ্যে চারটির সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রন্থসমূহ হল: ক. জঙ্গনামা, খ. মুসার সওয়াল, গ. শরীয়ৎনামা, ঘ. হিদায়িতুল ইসলাম।

---

[৬৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
[৬৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
[৬৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
[৭০] ডক্টর এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০-১১১
[৭১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

"জঙ্গনামা" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে যেসব গৌরবদীপ্ত বিজয় অর্জন করেছেন তার বর্ণনাই এ কাব্যের মুখ্য বিষয়। উহা রসূল বিজয় জাতীয় কাব্য গ্রন্থ।

একটি নমুনা:

মহীপাল এইবোল শুনি সৈন্যগণ
সাজরণ সর্বজন হৈল ততক্ষণ॥[৭২]

মুসার সওয়াল: ইহা একটি ক্ষুদ্র কাব্য। হযরত মূসা (আঃ) বিবিধ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে যে কথোপকথন হয়েছিল সেই আলাপ প্রশ্নোত্তর রূপে এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সময়ে বান্দাহ যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চায় তাহলে পাঁচওয়াক্ত নামাজ সময়মত নিয়ম মাফিক পড়লে এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে দীদার ও আলাপচারিতা হয়। কবি তার কাব্যের উপসংহারে সেই বর্ণনা দিয়েছেন। যথা:

বাক্য আলাপিতে যদি চাহ প্রভু সঙ্গে।
হৃদ মন কোরানে দেহ মনোরঙ্গে॥
পঞ্চগানা নমায পড়হ এক মন।
সভা করি বস নিত্য নমাজীর সন॥
শাস্ত্র বুঝিবারে বহু নমাজীর গুণে
একে একে কহিলাম শুন গুনিগণে॥[৭৩]

শরীয়ৎনামাঃ কবির প্রবীন বয়সে রচিত কাব্য। ইসলাম ধর্মের পালনীয় ও বর্জনীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনা দিয়ে শরীয়ৎনামা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মুসলমান হতে হলে আল্লাহর আদেশ (আমর) সমূহ পালন এবং নিষেধ (নিহী) সমূহ বর্জন আবশ্যক। কবি ছন্দময় কাব্যে এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন:

বিচমিল্লাহির রাহমানের রাহিম
শরীয়ৎনামা বাণীকর অবধান।
অবশ্য মানিব যেই হয় মুছলমান॥
মুছলমান মুছলমানী কর্ম ন করিলে।
মুছলমান নহে হেন শাস্ত্র মাঝে বলে॥
আমর আর নিহী যত আছে শরীয়তে।
সার সব কহি আমি শুন রঙ্গচিতে॥[৭৪]

---

[৭২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
[৭৩] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

কবির এসব কাব্যিক বর্ণনা নিঃসন্দেহ ইসলামী সাহিত্যের অংশ বিশেষ।

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে শাহ মুহম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন, ষোড়শ শতকে সাবিরিদ খান, শেখ কবীর দৌলত উজির বারাম খান, শেখ ফয়জুল্লাহ, শেখ পরান, আফজল আলী, সৈয়দ সুলতান শেখ চান্দ, দোনাগাজী চৌধুরী, মুহম্মদ কবীর, মুজাম্মিল, হাজী মুহম্মদ, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে মুহম্মদ খান, শেখ মুত্তালিব, মীর মুহাম্মদ সফী, মুহম্মদ ফসীহ, আবদুল হাকিম, সৈয়দ মর্তুজা, আলাউল , অষ্টদশ শতকে হায়াত মাহমুদ, ফকীর গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখ কবি সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামী সাহিত্যের সূচনাপর্বের পত্র পত্রিকার ভূমিকাঃ

ভূমিকাঃ সংবাদপত্র, সাময়িকী একটি জাতির দর্পণ। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশ হয়। বিশেষতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকরা সচেতন ভাবে মতামত প্রকাশ করে থাকেন। জাতীয় জীবনে অগ্রগতিতে সাময়িক পত্র-পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য।

উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, শিক্ষা-বিস্তার, সাহিত্য সংস্কৃতিতে অগ্রসর, বিভিন্ন অজ্ঞতা দূরীকরণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে মুসলমান সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষতঃ মুসলমানদের নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য বিকাশ সাধনে এসব পত্র পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার বিবরণ দিতে গিয়ে ডঃ **আনিসুজ্জামান "মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র"** গ্রন্থে ১৪০ টি পত্র-পত্রিকা নাম উল্লেখ করেন।[৭৪]

জাতীয় উন্নতি সাহিত্যের প্রচার সাপেক্ষ্য জাতীয় জীবনের মঙ্গলের লক্ষ্যে সকল মুসলমান কবি সাহিত্যিক পত্র পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। মুসলিম সাহিত্যিকদের এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' নামক গ্রন্থে ডঃ **কাজী আবদুল মান্নান** বলেনঃ তখনকার দিনে অসীম নিষ্ঠা, ধৈর্য ও আগ্রহ নিয়ে গুটিকয়েক মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের জাগাতে চেয়েছিলেন। 'হীনপ্রভ বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের' মধ্যে পবিত্র ধর্মের বিমল জ্যোতি বিকীরণের জন্য তাঁরা চেয়েছিলেন ধর্মগ্রন্থের অভাব মোচন করতে, ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাহায্য করতে পারে এমন ঘটনা অনুসন্ধান ও প্রচার করতে; জাতীয় জীবনের স্বার্থপরতা এবং এক হীনতা দূর করে সাহিত্য চর্চার আকাঙ্খা উদ্দীপ্ত করতে

---

[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[৭৫] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মাহবুবুল আলম, (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ২০০৪), দ্বাদশ সং, পৃ. ৪২৮।

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রাণপণ প্রয়াসে অনুশীলন ও গবেষণা প্রবৃত্তির স্ফূর্তি সাধন করতে। এক কথায় তাঁরা চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সাধন করতে এবং পত্রিকা প্রকাশকে মনে করেছিলেন 'সামাজিক কার্য'। আর নূতন নূতন পত্রিকার প্রচার করে তারা সে সামাজিক কার্য সম্পাদন করেছিলেন।' [৭৬]

পত্রিকাসমূহের প্রকারভেদ : মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাসমূহ নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা :

ক. সাপ্তাহিক

খ. পাক্ষিক

গ. মাসিক

ঘ. ত্রৈমাসিক

ঙ. বার্ষিক

ক. সাপ্তাহিক

একালের বাঙ্গালী মুসলমান সম্পাদিত প্রথম এবং সাপ্তাহিক হিসেবেও প্রথম সাময়িক পত্রিকা হল 'সমাচার সভরাজেন্দ্র।' [৭৭] কলকাতার কলিঙ্গা লেন থেকে শেখ আলীমুল্লাহের সম্পাদনায় ৭ মার্চ ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ উহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকা বাংলা ও ফারসী দ্বি-ভাষিক ছিল। [৭৮]

মুসলিম বাংলার দ্বিতীয় সাময়িক পত্রের নাম "জগদুদ্দীপক ভাস্কর" (THE INDIAN SUN) উহা ১৮৪৬ সালের ১১ জুন বৈঠক খান স্ট্রীট কলকাতা থেকে প্রকাশ হয়। সম্পাদক ছিলেন মৌলভী রজব আলী। পত্রিকাটি ইংরেজি, বাংলা, উর্দূ, ফারসি ও হিন্দি এই পাঁচ ভাষায় প্রকাশিত হত। [৭৯] পরিতাপের বিষয় পত্রিকাটি দেড়মাসের মাথায় বন্ধ হয়ে যায়। [৮০]

সুধাকর

সাময়িক পত্রের মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে অন্যতম ছিল সাপ্তাহিক সুধাকর। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস ১৮৮৯ খ্রি. সুধাকর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদনার

[৭৬] আধুনিক বাঙলা সাহিত্য মুসলিম সাধনা, কাজী আবদুল মান্নান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল ১৯৬১

[৭৭]. মাহবুব আলম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ২০০৪), দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ৪২৮

[৭৮]. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, (কলকাতা : ১৯৯৯), পৃ. ১৬৮

[৭৯]. প্রাগুক্ত-১৬৮

[৮০]. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, কলিকাতা ১৩৪৬, পৃ:-১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বে ছিলেন মৌলভী মোহম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ, পরে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন শেখ আবদুর রহীম। [৮১]

সুধাকর কে জাতীয় সংবাদ পত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ পত্রিকার মাধ্যমেই বাঙালি মুসলমানেরা বাংলা ভাষায় তাঁদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্য, ঐতিহ্য এবং গৌরব কীর্তি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হয়েছিলেন। এ পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতর পারস্পরিক ভাব বিনিময় হয়েছিল, এছাড়া ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার এবং স্বদেশ ও স্বাজাত্য চেতনার বহুল প্রচার হয়েছিল।[৮২] সাহিত্যের ইতিহাসে 'সুধাকর' যে কারণে অমর স্থান অধিকার করে রইবে তা হল এর মাধ্যমেই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে নগরকেন্দ্রিক সংবাদপত্র ও সাহিত্য সাধনার শুরু হয়েছিল। [৮৩]

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে আরো যে সব সাপ্তাহিক পত্রিকা ভূমিকা রেখেছে তাদের কিছু উল্লেখযোগ্য হল: [৮৪]

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	প্রকাশ কাল
১.	মুহাম্মদ আখবার	কাজী আবদুল খালেক	১৯ মার্চ ১৮৭৮৬ইং
২.	মুসলমান	মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ	১৮৮৪ ইং
৩.	টাঙ্গাইল হিতকারী	মোসলেম উদ্দিন খান	১৮৯২ ইং
৪.	মিহির ও সুধাকর	শেখ আবদুর রহীম	১৮৯৫ ইং
৫.	মোহাম্মদী	মোঃ আকরাম খাঁ	১৯০৮ ইং
৬.	মোসলেম হিতৈষী	শেখ আবদুর রহীম	১৯১১ ইং
৭.	সত্যাগ্রহী	মুঃ আবদুল্লাহেল কাফী	১৯২৪ ইং
৮.	খাদেম	মুজিবুর রহমান	১৯২৬ ইং
৯.	মুসলিম বাণী	আবুল কাসেম	১৯২৬ ইং
১০.	সওগাত	মোঃ নাসির উদ্দিন	১৯২৮ ইং

[৮১]. মাহবুবুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৯
[৮২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯
[৮৩] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে, পৃ. ৪২৪
[৮৪]. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৭৫ বাংলা), পৃ. ২২৫,২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

পাক্ষিক পত্রিকা [৮৫]

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	প্রকাশ কাল
১.	ফরিদপুর দর্পণ	আলাহেদাদ খান	১৮৬১ ইং
২.	পারিল বার্তাবহ	আনিছুদীন খান	১৮৭৪ ইং
৩.	আহমদী	আবদুল হামীদ খান ইউসুফ জায়ী	১৮৮৬ ইং
৪.	হিতকারী	মীর মশাররফ হোসেন ও এস কে এম মুহম্মদ রওশান আলী	১৮৯০ ইং
৫.	নাজাত	মোঃ সেকান্দার আলী	১৯২৫ ইং
৬.	নকীব	নূর আহমদ	১৯২৬ ইং
৭.	দরদী	সৈয়দ জাহিদুল হক	১৯২ ৬ইং

মাসিক [৮৬] বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে মাসিক পত্রিকাসমূহ সর্বাধিক অবদান রেখেছে কয়েকটির নাম :

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	সম্পাদক	প্রকাশকাল
১.	আজিজন নাহার	মীর মশাররফ হোসেন	১৮৭৪ ইং
২.	আখবারে ইসলামিয়া	মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন	১৮৮৪ ইং
৩.	ইসলাম	একিন উদ্দীন আহমদ	১৮৮৫ ইং
৪.	হিন্দু মোসলমান সম্মিলনী	মুন্শী গোলাম কাদের	১৮৮৭ ইং
৫.	ইসলাম প্রচারক	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন	১৮৯১ ইং
৬.	মিহির	শেখ আবদুর রহীম	১৮৯২ ইং
৭.	হাফেজ	শেখ আবদুর রহীম	১৮৯৭ ইং
৮.	কোহিনূর	এস, কে এম মহম্মদ রওশন আলী	১৮৯৮ ইং
৯.	প্রচারক	মধু মিয়া	১৮৯৯ ইং
১০.	ইসলাম	আবদুর রসিদ	১৮৯৯ ইং
১১.	ইসলাম	মধুমিয়া	১৯০০ ইং
১২.	লহুরী	মোজাম্মেল হক	১৯০০ ইং

[৮৫] প্রাগুক্ত,২২৬
[৮৬] প্রাগুক্ত,পৃঃ-২২৬-২২৭-২২৮

Dhaka University Institutional Repository

১৩.	নূর আল ইমান	মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	১৯০০ ইং
১৪.	মোসলেম পত্রিকা	মাহতাব উদ্দিন	১৯০১ ইং
১৫.	সোলতান	এম. নাজিরুদ্দীন	১৯০১ ইং
১৬.	সোলতান	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদ	১৯০২ ইং
১৭.	নবনূর	সৈয়দ এমদাদ আলী	১৯০৩ ইং
১৮.	মোহাম্মদী	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১৯০৩ ইং
১৯.	সুহৃদ	এ. ডি. খান	১৯০৪ ইং
২০.	ইসলাম সুহৃদ	শেখ আবদুস সোবহান	১৯০৬ ইং
২১.	মোসলেম প্রতিভা	মেখ আবদুর রহীম ও মোজাম্মেল হক	১৯০৭ ইং
২২.	বাসনা	শেখ ফজলুল করীম	১৯০৮ ইং
২৩.	আল এসলাম	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১৯১৫ ইং
২৪.	ইসলাম দর্শন	শেখ আবদুর রহীম	১৯১৬ ইং
২৫.	সওগাত	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	১৯১৮ ইং
২৬.	সাধনা	আব্দুল করিম সাহিত্যি বিশারদ ও আবদুর রশিদ সিদ্দিকী	১৯১৯ ইং

দ্বিমাসিক [৮৭]

মাসিক পত্রিকার নাম	সম্পাদক	প্রকাশকাল
আল হক	মনিরুদ্দীন আহমদ	১৯১৯ ইং
সোনার ভারত	মোহাম্মদ জোবেদ আলী	১৯২৩ ইং
তরুণ	এম. মেছের আলী	১৯২৮ ইং

ত্রৈমাসিক[৮৮]

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	১৯১৮ইং
বকুল	ওয়ারেস উদ্দীন	১৯২০ ইং

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

Dhaka University Institutional Repository

আল বুশরা	সৈয়দ মোঃ আবদুল ওয়াহেদ	১৯২১ ইং
সাম্যবাদী	মোঃ ওয়াজেদ আলী	১৯২৩ ইং

নিম্নে কয়েকটি পত্রিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল :

১. আজীজন নেহার

মুসলিম সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক সাময়িকীসমূহের সূচনা পর্বের অন্যতম ছিল **'আজীজন নেহার'**।[৮৯] সম্পাদক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন, ১৮৭৪ সালে এপ্রিল মাস থেকে প্রকাশ শুরু হয়। হুগলি কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবকের উদ্যোগে চুঁচুড়া থেকে মাসিক হিসাবে এর প্রচার হয়েছিল। ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে কাঙাল হরিনাথ পরিচালিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য-'উহাতে যে কয়েকটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি উপাদেয় ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।[৯০] ভাষা অতি মনোরম। মুসলমান লিখিত বলিয়া মনে হয় না; এমন কি অনেক আধুনিক হিন্দু লেখকের লিপি চাতুর্যকে ইহার নিকট বলিদান দিতে পরামর্শ দি।"

২. আখবারে এসলামিয়া

তদানিন্তন ময়মনসিংহ বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার করটিয়া থেকে ১৮১৩ইং সালে **'আখবারে এসলামিয়া'** নামক মাসিক সাহিত্য পত্র প্রকাশ শুরু হয়। সম্পাদক ছিলেন বাংলা ভাষায় আল কুরআনের প্রথম অনুবাদক[৯১] মৌলভী মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন। পত্রিকাটি হানাফী সম্প্রদায়ের ধর্মান্দোলনের মুখপত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। খ্রিষ্টান ও বিভিন্ন সম্প্রদায় হতে মুসলমানদের ধর্মকর্ম, সমাজ, সাহিত্য সংরক্ষণ ছিল উহার মূল লক্ষ্য।

৩. ইসলাম প্রচারক

ইসলাম ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ছিল "ইসলাম প্রচারক", বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রকাশ শুরু হয়। এর আদর্শ ছিল- 'ইসলাম প্রচারক যাহাতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারকের কার্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে যত্ন-চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।' তৎকালীন শিক্ষিত অশিক্ষিত মুসলমানেরা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইসলামের অতীত ঐতিহ্য এতে প্রতিফলিত হয়েছিল। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মৌলভী আলাউদ্দিন আহমদ, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন, মৌলভী

৮৯. মাহবুবুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০

৯০. মাহবুবুল হক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ২০০৪) দ্বাদশ সংস্করণ পৃ. ৪২৮

৯১. আলকুরআনের প্রথম অনুবাদক ছিলেন মৌলভী নঈমুদ্দীন সাহেব। তিনি একজন আলেম ও ধর্মীয় নেতা ছিলেন। ভাই গিরিশ চন্দ্রসেন কে প্রথম অনুবাদক ধরা হয় প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত অনুবাদক হিসাবে।

Dhaka University Institutional Repository

ওসমান আলী, নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী, শেখ ফজলুল করিম, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মোহাম্মদ নজিবর রহমান, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ এমদাদ আলী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ।[৯২]

হাফেজ

অধপতিত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করার জন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারী থেকে 'হাফেজ' নামক মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৯৩] পত্রিকায় মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন কেদারনাথ রায়। কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ হত।[৯৪] আবদুর রহীমের মানসজাত ইসলামী ভাবধারা পত্রিকাটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল। মোজাম্মেল হক, মীর মশারফ হোসেন ও কায়কোবাদ সহ প্রতিযশা সাহিত্যিকগণ ইহাতে লিখতেন। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, ' বঙ্গীয় মুসলমানভ্রাতাগণ ঘোর আলস্য-শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরে তাঁহারা যে একেবারে ধ্বংস- সাগরে নিমজ্জিত হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' তাই ' ভোগ বিলাস সুখাবিলাসী নিদ্রিত' বঙ্গীয় মুষলমানদের পূর্বপুরুষদের 'অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্মের পবিত্র রীতিনীতি' অবহিত করার জন্য এই পত্রিকার প্রকাশ। ইসলাম ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে পত্রিকার উদ্দেশ্য বাস্ত বায়নের চেষ্টা চলে। হাফেজ পত্রিকা ও তার লেখকগোষ্ঠী ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং হিন্দু মুসলমানদের মিলনকামী। স্বীয় ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতা থাকলেও পরধর্ম বা প্রতিবেশীর প্রতি তাঁদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। পত্রিকাটি এক বছরে বেশী চলেনি।[৯৫]

হাফেজ পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে ১৮৯২ সালে ২০নভেম্বর মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়। চার বছর পর ১৮৯৭ সালে জানুয়ারী মাসে মাসিক পত্র হিসাবে পুনবাবির্ভূত হয়। দ্রঃ ডঃ ওয়াকিল আহমদ উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ-৪৫৬।

৫. কোহিনূর

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালনকারী পত্রিকা ছিল মাসিক 'কোহিনূর'। ১৩০৫ বাংলা আষাঢ়, ১৮৯৮ সালে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থেকে এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন এস.কে.এম. মহম্মদ রওশন আলী।

---

[৯২]. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, প্রকাশকাল,১৯৬৯), পৃ. ১৪৭-১৪৮

[৯৩] ড. কাজী আবদুল মন্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।

[৯৪] প্রাগুক্ত,১৭১

[৯৫]. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, প্রকাশকাল-১৯৬৯) পৃ. ১৪৭-১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার শিরোনামায় উল্লিখিত রয়েছে- 'কোহিনূর মাসিকপত্র ও সমালোচন হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত'। এই দিক থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকের মন্তব্য "হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতা অনাথ আশ্রমের সাহায্যার্থে 'কোহিনূর' প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।"[৯৬]

সমকালীন মুসলিম সাহিত্যজগতে 'কোহিনূর' একটি বিশেষ মর্যাদাবান ও সমৃদ্ধিশালী পত্রিকা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বহু স্বনামধন্য সাহিত্যিক এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদের জন্যেই এই পত্রিকার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। অমুসলমান লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: সুরেন্দ্রনাথ গোস্বমী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ক্ষীরদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রামপ্রাণ গুপ্ত, শশঙ্কমোহন সেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পাচকড়ি দে, কালিদাস রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ।

মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দের মধ্যে স্মর্তব্য হলেন: কায়কোবাদ, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ ওসমান আলী, মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন , ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, নূরন্নেসা খাতুন, সৈয়দ এমদাদ আলী, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, শেখ হাবিবুর রহমান খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকগণ। ১৩০৫ সালে শ্রাবণ সংখ্যা থেকে কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান মহাকাব্য এ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়। ধর্ম, সমাজ, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে এতে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। পত্রিকাটিতে একটি চমৎকার সাহিত্যিক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল। প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটেছিল কোহিনুর পত্রিকায়। মানুষের জীবনে ও জীবনের মুক্ত-চিন্তার অগ্রদূত ছিল এই পত্রিকা।[৯৭]

৬. নবনূর

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে শিক্ষা সাহিত্য, সংস্কৃতিতে পতিত মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে যে সব সাহিত্য সাময়িকী জাগরণী বার্তা নিয়ে এসেছিল নবনূর তাদের অন্যতম। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ১৩০৯ সালে কলিকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ এমদাদ আলী। সম্পাদক পত্রিকার সূচনাতে বলেছিলেন, 'মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাদপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনে অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।..... পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার, একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য।' সম্পাদক এই উদ্দেশ্যে সফল করার জন্য মুসলমান, হিন্দু এবং অন্তঃপুরস্থ প্রত্যেক মহিলাকে সাহিত্য সাধনার জন্য নবনূরে আহবান

[৯৬], প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
[৯৭] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়েছিলেন। 'নবনূর' পত্রিকার পরিচালকগণ লিখেছিলেন, নবনূর যদি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সাহিত্য চর্চার আকাঙ্খা উদ্দীপ্ত করিতে পারে, তবেই তাহার প্রচার সার্থক হইবে এবং ইহার পরিচালকগণ ধন্য হইবেন। পৌনে চার বৎসর নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমান সমাজে নবনূর বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছিল। এই পত্রিকার লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি কায়কোবাদ, শেখ ফজলল করিম, কাজী ইমদাদুল হক, মতীয়র রহমান, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ জমিরুদ্দিন, রেয়াজউদ্দিন আহমদ, মিসেস আর, এস, হোসেন প্রমুখ। [৯৮]

৭. বাসনা

রংপুর জেলার কাকিনা, শাহারিয়া প্রিন্টিংওয়ার্কস থেকে শেখ ফজলুল করীমের সম্পাদনায় ১৩১৫ বাংলা বৈশাখ মাস ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে **বাসনা** পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। শিরোনামে লেখা থাকত মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। এতে তৎকালীন বিভিন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিক নিয়মিত ভাবে লিখতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ। ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান দর্শন, জীবনী, সমালোচনা ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে পত্রিকায় প্রবন্ধ কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হত। সম্পাদকের উদ্দেশ্য মহৎ। এ সম্পর্কে পত্রিকার মন্তব্য- "যে কোন উন্নতিই বলনা কেন সকলই শিক্ষাসাপেক্ষ। অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা গ্রহণ এবং সৎ আদর্শের অনুকরণ করাই উন্নতি লাভের প্রধান সহায়।" এবং- "আমরা বাক্য চাহি না, সুর সোর চাহি না, প্রকান্ড পাগড়ি চাহি না, আমরা চাহি আদর্শ জীবন। " [৯৯]

৮. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

ত্রৈমাসিক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা বাঙলা ১৩২৫ সালে বৈশাখ ইংরেজি ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম কলকাতা ৪৭/২ নং মীর্জাপুর স্ট্রীট থেকে তারপর ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ হয়। সম্পাদক ছিলেন জ্ঞান তাপস বহু ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ভোলা নিবাসী জাতীয় মঙ্গলের কবি মোজাম্মেল হক। ইহা ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র।

১৯১১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কলিকাতা ৯নং আন্তনি বাগান লেনে মৌলভী আবদুর রহমান খানের বাড়িতে এক সাহিত্য সভা হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরমখাঁ, মোহাম্মদ

[৯৮] মাহবুবুল আলম, পূর্বোক্ত-পৃ. ৪৩২
[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

Dhaka University Institutional Repository

মোজাম্মেল হক, মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, ইয়াকুবআলী চৌধুরী, মুনশী হাতিম আলী, মুনশী শেখ আবদুর রহীম, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রওশন আলী চৌধুরী, মৌলভী মুজিবুর রহমান (দি মুসলমান সম্পাদক) মৌলভী আহমদ আলী, ডা: আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ কবি সাহিত্যিক। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সম্মেলন করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সাহিত্য সভা সম্মেলনের মাধ্যমে মুসলমানদের কে সাহিত্য সংস্কৃতিতে অগ্রসর ও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়। সৃজনশীল সাহিত্য সম্ভার নিয়ে ত্রৈমাসিক "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "[১০০]

প্রকাশিত প্রবন্ধ কবিতা গল্প বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই, প্রথম সংখ্যায় মৌ: ফজলুর রহমানের 'আঁধার যুগের আরব', মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'সমাজ' কাজী ইমদাদুল হকের 'স্বর্গের জ্যোতি', দ্বিতীয় সংখ্যায় সৈয়দ এমদাদ আলীর "বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান, মৌঃ মোহাম্মদকে চাঁদ এর বিদ্যায় মুসলমানদিগের মৌলিকতা ও পান্ডিত্য, কবি কায়কোবাদের বিবেক (কবিতা), চতুর্থ সংখ্যায় মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর মানবতায় হযরত মোহাম্মদ, লুৎফুর রহমানের "জাতির উত্থান" ফররুখ আহমদের বীজগনিতে মুসলমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'বাঙ্গলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য', খলিলুর রহমান মুহাম্মদ নূরুল ইসলামের শিক্ষা ও কুরআন ইত্যাদি প্রবন্ধ, কবিতা ইসলামী সাহিত্যের অংশ বিশেষ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে বিভিন্ন আমল

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের অধিক কালের ও পুরোনো । এই দীর্ঘ ইতিহাসের পেছনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে সংস্কৃত সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য ফারসি ও ইংরেজি সাহিত্য।[১০১] বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের অবর্তমানে বাংলা ভাষার উদ্ভব কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত এখনো দ্বিধা বিভক্ত। তবে এ ভাষা পূববর্তী কোন ভাষার অপভ্রংশ রূপ একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন: "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাবিদগণ নিঃসন্দেহ ভাবেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, আধুনিক বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত তথা গৌড়ী প্রাকৃতেরই বিবর্তিতরূপ"।[১০২] ইহা যে সরাসরি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নহে, বাংলা ভাষাই তাহার প্রধান প্রমাণ।[১০৩]

---

[১০০]. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আপথিক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী: ২০০৬, পৃ. ৯,১১,১২।
[১০১] অধ্যাপক মাহবুবুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
[১০২]. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।
[১০৩]. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ৬৫০-১২০০ খ্রি:

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের সূচনার দিন তারিখ অজানা থাকলেও গবেষকগণ চর্যা পদকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্যাপদ থেকে শুরু। আর চর্যাপদের রচনা কাল ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রি:।

চর্যাপদের সূচনা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। [১০৪]

ক. প্রাচীন যুগ : ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রি:

খ. মধ্যযুগ: ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রি:

গ. আধুনিক যুগ: ১২০১ থেকে বর্তমান

আবশ্য অনেক ১২০০-১৩৫০ সময়কে অন্ধযুগ বলে অভিহিত করেছেন।

ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে যুগ বিভাগ করেছেন তাহল: [১০৫]

ক. প্রাচীন বা মুসলমান পূর্বযুগ: ৬৫০-১২০০খ্রি:

খ. তুর্কি বিজয়ের যুগ: ১২০০-১৩০০ খ্রি:

গ. আদি মধ্যযুগ: ১৩০০-১৫০০ খ্রি:

ঘ. অন্ত্য মধ্যযুগ: ১৫০০-১৮০০ খ্রি:

ঙ. আধুনিক যুগ: ১৮০০ বর্তমান

ড: আহমদ শরীফ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। [১০৬] **যথা -**

ক. প্রাচীন যুগ: মৌর্যগুপ্তপাল- সেন শাসনকাল

খ. মধ্যযুগ: তুর্কি আফগান-মোগল শাসনকাল

(১) আদি মধ্যযুগ ১৩০০-১৪০০ শতক

(২) মধ্য যুগ ১৫০০-১৮০০ শতক

গ. আধুনিক যুগ: ব্রিটিশ শাসনকাল

ঘ. বর্তমান যুগ: স্বাধীনতা উত্তরকাল।

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মধ্যযুগকে ২ ভাগে বিভক্ত করেছেন [১০৭]

ক. পাঠান আমল: ১২০১-১৫৭৬ খ্রি:

খ. মোগল আমল: ১৫৭৭-১৮০০ খ্রি:

ক. প্রাচীন যুগ:

---

[১০৪]. অধ্যাপক মাহবুবুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
[১০৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
[১০৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
[১০৭]. প্রাগুক্ত, পৃ:-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ যুগ অপভ্রংশ স্তর থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার গঠনের কাল সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে বাংলা সাহিত্যের তো দূরের কথা বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপটি ও সৃষ্টি হয়নি। এ সময়ের সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ কতগুলো প্রহেলিকা পূর্নপদ পাওয়া যায়। যা বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের রচিত। এগুলোকে "চর্যাপদ" বলা হয়।[১০৮]

এ সময়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোন ইসলামী সাহিত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায়নি।

খ. মধ্যযুগ: ১২০১-১৮০০ খ্রি:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রি: পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত। এ সময়ের মধ্যে১২০১-১৩৫০ খ্রি: পর্যন্ত সময়কে তথাকথিত "অন্ধকার যুগ" বলে একটি বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমান শাসনামলের সূত্রপাতের প্রেক্ষিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি অনুমান করে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মুসলমান শাসনের সূত্রপাতে দেশে রাজনৈতিক অরাজকতার অনুমান করে কোন কোন পন্ডিত অন্ধকার যুগ চিহ্নিত করেছেন। **ডঃ সুকুমার সেনের মতে** "মুসলমান অভিযানে দেশের আক্রান্ত অংশে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল।[১০৯] গোপাল হালদারের মতে" তখন বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি তূর্ক আঘাতে ও সংঘাতে ধ্বংস ও অরাজকতায় মূর্ছিত অবসন্ন হয়েছিল।[১১০]

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের মতে, "তথাকথিত অন্ধকার যুগে এদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা বিবেচনা করলে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাদের অনীহা বা বিরূপতার কোন কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনা। বরং নানা কারণে নির্যাতিত জনগণের প্রতি শাসকদের যেমন সহানূভূতি ছিল তেমনি অবহেলিত সাহিত্যের প্রতি উদার সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। এ কারণে অন্ধকার যুগের বিতর্কটি নিতান্তই অর্থহীন মনে করা উচিত।"[১১১] মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বাঙলীর নতুনতর আত্মবিকাশের চিহ্ন বিদ্যমান। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে লখনৌতী হইতে বিতাড়িত করে বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া, বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।[১১২] বঙ্গে মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমে বাংলা

---

১০৮. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান, শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৩), পৃ. ২৮
১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
১১১. প্রাগুক্ত-পৃ. ৮০
১১২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার প্রাণ সঞ্চার সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের সম্পৃক্ততা গভীর হয়। ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্যের সূচনা হয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন: "এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির সহিত ইসলামী পরিবেশ গড়িয়া উঠিতে থাকে। তুর্কীরা বাংলায় শুধু রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধ বিগ্রহ করেন নাই, তাহারা ইসলাম বিস্তৃতির সাহায্যে দেশে একটি ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হইয়া ওঠেন।"[১১৩]

গ. সুলতানী আমল :

মুসলমান শাসকগণের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিমুখর হয়েছিল। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষায়: "বাংলা সাহিত্যে ও চারুকলার পরিপোষক আবহাওয়া সৃষ্টিতে একটির পর একটি করিয়া মুসলিম সুলতানদের নিরবিচ্ছিন্ন রাজত্ব প্রবল অনুপ্রেরণা যুগাইতে থাকে।" [১১৪]

বস্তুত, ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন, তার পরিণামে ক্রমসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এই ঐতিহ্য নবতর প্রাণ-প্রাচুর্যে আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে সুলতান জালাল- উদ-দীন মুহম্মদ শাহর কালে, পরবর্তী ইলিয়াস শাহ্ বংশীয়দের রাজত্ব কালে ও হোসেন শাহী আমলে। 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' সুলতানদের অবদান প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্য হচ্ছেঃ "এই সময়ে গৌড়ের শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নীরব অভিযানের আর এক ধাপ সুদৃঢ় করিয়া রচিত হইল। ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গৌড় দরবারে প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এইবার এই স্বীকৃতির ভিত্তি আরও ব্যাপক ও সুদৃঢ় হইল।" [১১৫]

হেসেন শাহী সুলতানদের অবদান প্রসঙ্গে ডক্টর হক বলেনঃ "১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাদশাহ হইলেন। বাংলার ইতিহাসে হুসেনী বংশের ৪৫ বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫৩৮) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার জন্য, অধিকন্তু সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চিরবিখ্যাত। এই বংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। বাংলায় 'ব্রজবুলি ভাষায় ' পদ রচনা করিবার রেওয়াজও হুসেন শাহের সময় প্রবর্তিত হইল। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের বিশেষ করিয়া ধর্ম সাহিত্যের বাংলা ভাষায় অনুবাদ হুসেন শাহের আর এক বড় কীর্তি"। এ প্রসঙ্গে

---

[১১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[১১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[১১৫] আসকার ইবনে শাইখ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

আরো তিন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই।[১১৬] **ডক্টর হাসান জামান বলেনঃ** "মুসলিম আমলের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনও নজীর পাওয়া যায় না। অবশ্য, বৌদ্ধ যাজকেরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাংলার লৌকিক ও কথ্য ভাষায় ধর্ম প্রচার ও ধর্মগ্রন্থ রচনা করতেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম ও দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মন্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে বৌদ্ধদের সে ধর্ম-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাকে ব্রাহ্মনেরা ইতর বা নীচুদের ভাষা বলতেন। মুসলিম সম্পর্কের ফলে ইসলামের তওহীদ ও সাম্য নীতির সংস্পর্শে বৌদ্ধ দোঁহার এ বাংলা ভাষা ও তুর্কী মুসলিমের সংযোগে এক নতুন ভাষার উৎপত্তি হলো, যা বাংলা ভাষার প্রথম স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক সাহিত্যিক রূপ।"

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ "যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশে আরো কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত প্রায় হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।"

বিশিষ্ট গবেষক **সুখময় মুখোপাধ্যায়** স্বাধীন সুলতানী আমলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ "এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে। কয়েকজন দিকপাল কবি এই পর্বেই আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধসম্পন্ন করেন, তাঁদের অনেকেই বাংলার রাজ ও রাজ-কর্মচারীদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কাজেই বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য এই পর্বটি সব দিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই পর্বে যেসব সুলতান বাংলাদেশের শাসন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ ছিলেন।" (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল, গ্রন্থকারের নিবেদন, প্রথম সংস্করণ)।

মুসলিম শাসনামলে শুধু ভাষা, সাহিত্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, বাংলার সার্বিক জীবনায়নে যে সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয় সে সম্পর্কে কতিপয় বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের কিছু মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হলোঃ যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।" (ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ঃ বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, পৃ.২২)।

[১১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮,১৯

Dhaka University Institutional Repository

এন. এন. ল' সমগ্র উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের যে সার্বিক বর্ণনা দিয়েছেন বাংলায় মুসলিম শাসন সম্পর্কে তা সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেনঃ "... that the Mohammedan invasion of india marked the begining of momentous changes not only in the social and political spheres, but also in the domain of education and vearing" (N. N. Law: Promotion of Learning during Mohammedan Rule, P.XIX).

ডক্টর মুহম্মদ আব্দুর রহীম আরো সুস্পষ্টভাবে বলেনঃ "মুসলিম বিজয় ছিল বাংলার প্রতি বিরাট আশীর্বাদ স্বরূপ। যা বাংলা ভাষাভাষী লোকদের একটি রাজনৈতিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে, বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। কেবল এই বিরাট সংহতি এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার গুনেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি উৎসাহিত হয়। যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশে আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তাহলে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।[১১৭]

মধ্যযুগের হিন্দু লেখকদের রচিত সমস্ত সাহিত্যই একান্ত ধর্মকেন্দ্রিক। একমাত্র মুসলিম লেখকগণই মানুষের সুখ দুখঃ, প্রেম-প্রীতি ও রোমান্টিক কাহিনী কাব্য সাহিত্যের প্রবর্তন করেন। যে সাহিত্যে তৎকালীন সমাজ মানসের প্রতিচ্ছবি বর্ণাঢ্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। পনের শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর এ ধারার প্রাচীনতম কবি। তাছাড়া ও আরো একজন ছিলেন কবি জৈনুদ্দিন।

ষোল শতকে শাহবারিদ খান, দৌলত উজির বাহরাম খান, শেখ ফয়জুল্লাহ, শেখ পরান, আফজাল আলী, সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, সোনাগাজী চৌধুরী, মুহাম্মদ কবির, মুজাম্মিল, হাজী মুহাম্মদ প্রমুখ।

সতের শতকে কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদল, মুহাম্মদ খান, নসরুল্লাহ খান, শেখ মুত্তালিব, শেখ শাকির, আবদুল হাকিম, সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর, মহাম্মদ নওয়াজি খান, কমর আলী, আবদুল নবী, শেখ শেরবাজ চৌধুরী প্রমুখ কবি বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্য শ্রীবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

আঠার শতকে এ ধারা অব্যাহত থাকে। এসময় দু'ভাষী পুঁথি নামক আরবী ফারসী, উর্দু , হিন্দী মিশ্রিত ভাষায় এক নতুন কাব্যধারা সৃষ্টি হয়। এ ধারার অন্যতম কবি ছিলেন কবি ফকির গরীবুল্লাহ, হায়াত মাহমুদ, সৈয়দ হামজা। এযুগের সাহিত্য যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মুহাম্মদ কাশিম, কাজী

[১১৭] আসকার ইবনে শাইখ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মনসুর, মুহাম্মদ ওজীর আলী, শেখ শাদী, আলী রাজা, মোহাম্মদ রাজা, সমশের আলী, শাব্বির মাসুদ, আব্বাস করিম খন্দকার, সৈয়দ নূরউদ্দিন, মুহম্মদ মুকীম, মুহম্মদ নবী, মুহাম্মদ আলী, গোলাম রসূল, বোরহান উল্লাহ প্রমুখের নাম অক্ষয় রয়েছে।[১১৮]

ইংরেজ/ব্রিটিশ আমলঃ

উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। আঠার শতক পর্যন্ত সে ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিপর্যস্ত ও দুর্দশায় আচ্ছন্ন হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী যেমন মেঘ-রৌদ্র, আলো-আধারের খেলা চলে, ক্ষমতাধারী মুসলিম জাতিও যে সেই নিয়মের অনুবর্তী হয়ে ঘনীভূত আধারের গ্রাসে পরিণত হল। ১৭০৭ খ্রিঃ প্রতাপশালী মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুর পর মুসলিম সাম্রাজ্যে নেতৃত্বের সংকটই দেখা দেয়। মুসলিম রাজশক্তির নানা পর্যায়ে ভাঙ্গন শুরু হয়। আর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ মদদ যুগিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবদী ইংরেজ জাতি। ব্রিটিশ বেনিয়ারা ব্যবসার ছলে এদেশের রাজনীতিতে আগ্রাসী হস্তক্ষেপ চালায়। এদেশীয় কতিপয় পা চাটা লোকদেরকে তারা বশীভূত করে। তারা বাংলার শাসন ক্ষমতা তাদের করায়েত্বে নেয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে সিরাজের সাথে তাদের অসম যুদ্ধে তাদের সকল ষড়যন্ত্র সফল হয়। মুসলমান শাসক থেকে শাষিতদের পর্যায়ে উপনীত হয়। যার ফলে মুসলিম সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।

পরাজিত মুসলমানগণ ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকার করে। তারা নির্বিবাদে ইংরেজদের শাসন শোষণ মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা নানা ভাবে নানা স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আন্দোলন শুরু করল। ইংরেজদের আগ্রাসী সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে উঠল। ব্রিটিশ জাতি মুসলমানদের দুশমন। তাদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি মুসলিম জীবনের অনুপযোগী। আমাদের দেশ, জাতি, সমাজ, শিক্ষাও সংস্কৃতির বিরোধী। ইংরেজগণ মুসলমানদেরকে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ব্যবসা, বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে বিরত রেখে গোলামী জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখার জন্য প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু করল। ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হল। মুসলমানগণ দুঃখ ও ক্ষোভে ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষা থেকে দূরে সরে রইল। এ সুযোগে হিন্দুগণ ইংরেজদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। তাদের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আয়ত্ব করতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম পরিহার করে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। বিভিন্ন কৌশলে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। দ্রুত ইংরেজগণ অনুধাবন করতে পারল যে, শুধু অস্ত্র বলে বা পেশী শক্তি দ্বারা কোন

[১১৮] ড:কাজী দীন মুহম্মদ, আগ্রপথিক অমর প্রকুশ সংখ্যা, (ঢাকা: ইফাবা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০)

Dhaka University Institutional Repository

জাতিকে পরাধীন রাখা যায়না। বিশেষতঃ পূর্বতন শাসক জাতিকে পদানত করে রাখতে হলে তাদের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে সমূলে ধ্বংস সাধন করতে হবে। আর এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা এক দিকে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজিকে এদেশের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিল। অন্যদিকে আরবী ফারসী মিশ্রিত ও ইসলামী ভাবধারা সমন্বিত বাংলা গণ-সাহিত্যকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সংস্কৃত বহুল হিন্দু ভাবধারা প্লাবিত সাহিত্য সৃজনের পথ প্রশস্ত করল। আর এ উদ্দেশ্যে সাধনে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হল। ১৭৭৮ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ পাল্টে গেল।[১১৯] কলেজের নবনিযুক্ত হিন্দু সংস্কৃত পন্ডিতগণ বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী-ফার্সী-তুর্কী-উর্দু ভাষার শব্দরাজি পরিহার করে সে স্থলে দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দরাজি আমদানী করে তারা সংস্কৃতবহুল এক নতুন কৃত্রিম বাংলা ভাষা চালু করেন। এ ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা করে এবং ব্যাকরণ তৈরী করে ছাত্রদেরকে এ কৃত্রিম বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে থাকনে। ধীরে ধীরে শিক্ষিত মহলে এবং সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এ ভাষাই চালু হয়। এ নতুন ভাষার নাম হলো সাধু ভাষা। 'যাবনিক শব্দ ও সনেচ্ছ স্বর' বর্জিত এ সাধু ভাষার কিঞ্চিৎ ননুনা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' থেকে পেশ করছি ঃ

"অকারাদি ক্ষকারান্তাক্ষরমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যকা এক পশ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণনাবলী বিন্যাস বিশেষবশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানা দেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষা বিশেষবশতঃ অনেক প্রকার ভাষা বৈচিত্র শাস্ত্রতো লোকতর প্রসিদ্ধ আছে। যেমন কুঞ্চরধ্বনি তুল্যধ্বনি নিষাদ স্বর। গোরবানুকারী ঋষভ স্বর।" ইত্যাদি।[১২০]

শাসন ক্ষমতা হারানোর ক্ষোভে এদেশের মুসলমান বিভিন্ন অংশে অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে ওঠে। রাজ্য হারা শিক্ষা বঞ্চিত মুসলিম জাতি আন্দোলনমুখী হওয়ায় মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটে মুখামুখি হয়।[১২১] যে কোন ভাবেই বিচার করা হোক না কেন, একথা স্পষ্ট যে, উনিশ শতকের মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এ সময়ের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত উক্তিতেঃ

---

[১১৯] ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান অগ্রপথিক, ইফাবা, একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস সংখ্যা-১৯৯০

[১২০] অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৮), পৃ. ২৫

[১২১] হোসেন মাহমুদ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০০), ১ম সং, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

"Their Political Powers were exterminated forever and Their aristocracy almost wholly decimated One of the devastations was that they lost their self-reliance and began to seek," [122]

মুসলমানরা যে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসের শিকার হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। আঠারশতকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলে মুসলমানদের উপর আর্থিক আঘাত আসে। এর সম্ভাব্য প্রতিকার হতে পারতো নতুন সরকারের অধীনে বিভিন্ন চাকরি গ্রহণপূর্বক অর্থোপার্জনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজভাষা রূপে ফারসীর স্থলে ইংরেজীর প্রবর্তন তাদেরকে একেবারে পঙ্গু করে দেয়। রাজভাষা হিসেবে ফারসীর স্থলে ইংরেজী প্রবর্তনের মধ্যে কোন কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর জাতক্রোধ প্রকাশ পেয়েছিল। এ রকম একটি মত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

" First and foremost the hoitiness of the javans- will be brought low which will be of much service to us." [১২৩]

ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী প্রকিকুলতা ছিল ঠিকই। কিন্তু সে সাথে মুসলমানদের তরফ থেকেও যে ইংরেজী শিক্ষায় খুব একটা আগ্রহ দেখা যায়নি সে কথাও সত্য। william Hunter তাঁর " Indan Mussalmans" গ্রন্থে বলেছেনঃ

"Our system of public education which was awakened the Hindus from the sleep of centuries and quickened thair inert masses with some of the noble impulses of a naton is opposed to the traditions unsuited to the requirments and hateful to the religion of the Mussalmans." [১২৪]

রাজশক্তির সাথে সর্বপ্রকার সংশ্রব ত্যাগকারী মুসলমান সমাজের তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নের বক্তব্যেঃ

"Their economic condition had fast deteriorated. Doors of employment under the Government were closed; Independent professional carriers "were unavailable because religious taboos against English education' land owners has lost much of their property as a punishment for rebellion ;trade

---

[১২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[১২৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

[১২৪]. উইলিয়াম হাণ্টার, দি ইণ্ডিয়ান মুসলিমস, ঢাকা, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

and business were traditionally unsuitable ; arts and been crushed by the competition of English factories and the unholy policies of the British rulers."[১২৫]

বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজত্ব শুরু হবার পর খ্রিস্টানগণ খৃষ্টবাদ প্রচারে ব্রতী হয়। অশিক্ষা, নিজ ধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস, আর্থিক সঙ্কট ও পরিবেশগত কারণে অনেক মুসলমান খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ শুরু করে। বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম খৃষ্ট ধর্মের প্রচারনার মুখে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ইসলাম ধর্মের এ বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও লেখকরা উপলব্ধি করলেন যে, মিশনারীদের প্রচার কার্য মোকাবিলা করতে হলে ইসলামের গৌরব মহিমা ব্যাখ্যা করে মুসলিম জাতীয় মানসকে উজ্জীবিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে মুসলিম সমাজ নেতারা ধর্ম প্রচার ব্যাখ্যায় ব্রতী হন। তারা ধর্মের আশ্রয় মুসলমানদের ঐতিহ্যমূলক সাহিত্য সৃষ্টিতেও অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকেন। এসময়ে মুসলমানদের সমিতি গঠন, সভা অনুষ্ঠান, পত্র পত্রিকা প্রকাশ ও বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশ খৃষ্ট ধর্মের প্রসার এবং আক্রমণের প্রতিবাদে প্রথম কলম ধরেছিলেন যশোর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭)। মুসলমান সাধারণ শ্রেণীর আর্থিক দারিদ্র্য ও অভাবের সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা অর্থ প্রদান ও নানাবিধ সুবিধা দেয়ার লোভ দেখিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের (আধুনিক পশ্চিম বঙ্গের) নদীয়া, যশোর প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু মুসলমানকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়। কর্মবীর মেহেরুল্লাহ্ খৃষ্টান পাদরীদের প্রতিরোধকল্পে হাটে-বাজারে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। খৃষ্টধর্মের দুর্বলতা খুঁজে বের করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম সহকারে তিনি বাইবেল অধ্যয়ন করেন । শুধু বক্তৃতা নয়, গ্রন্থ রচনাতেও তিনি প্রবৃত্ত হন। তাঁর সুপ্ত সাহিত্য প্রতিভা ধর্মীয়, সমাজ ও জাতিগত প্রয়োজনে এভাবেই বিকশিত হয়েছিল।

মূলত খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই সাহিত্য ক্ষেত্রে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ আবির্ভাব। তাঁর গ্রন্থগুলি সে কারণেই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে খৃষ্টানদের বিরূপ প্রচারণা ও অপব্যাখ্যার জবাব এবং খৃষ্টধর্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য রচিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে **'খৃষ্টান ধর্মের অসারতা'** (১৮৮৭) **'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম' 'জওয়াবোন্নাসারা' (১৮৯৮), 'মেহেরুল এসলাম' (১৮৯৭)** প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।[১২৬] এ সঙ্গে স্মরণীয়, সমকালে হিন্দু সমাজের কোন কোন অংশ থেকেও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজ আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল [১২৭]

---

[১২৫]. ড. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।
[১২৬]. হোসেন মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
[১২৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' (১৮৯৮, ২য় সং), 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' (১৮৯৪) সে আক্রমণের প্রত্যুত্তর হিসেবে রচিত।

মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ভাঙ্গন রোধকল্পে মুন্সী মেহেরুল্লাহর বক্তৃতা এবং গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রকৃত অর্থে, সে সময়ে খৃস্টধর্মের ব্যাপক আগ্রাসনের মুখে তিনি প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি না করলে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অবস্থা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াতো তা বলা মুশকিল। যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে খৃষ্টধর্মের প্রচার তিনি রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। 'খৃষ্টান ধর্মের অসারতা' গ্রন্থের সূচনায় তিনি বলেছেনঃ

"..... খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারকগণকে যেরূপ অপর ধর্মের প্রতি নিন্দা ও দ্বেষ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, সেরূপ আর কোন সম্প্রদায়ক দেখা যায় না। তাঁহারা অপর ধর্মের সামান্য দোষকে বর্ণনায় পর্বত সমান ও আপন ধর্মের সামান্য গুণকে অলঙ্কারে পর্বত সমান করিয়া তুলেন। তারা বলেন, এই পুথিবীতে বাইবেল শাস্ত্র ব্যতীত ঈশ্বরদত্ত অন্য কোন পুস্তক নাই; আরও বলেন, এ জগতে কোন মানুষ নিস্পাপ নহে, সকলেই পাপাসক্ত; কেবল প্রভূ যীশুই নিস্পাপ ও নিস্কলঙ্ক; সেই মহাত্মা ব্যতীত পরিত্রাণ দিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। কেবল যাহারা ঈশ্বরের ত্রিত্বকে বিশ্বাস করিবে তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে; প্রায়ই খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক পাদ্রীগণ এরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা কিঞ্চিৎ গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা নিশ্চই বুঝিতে পারিবেন যে, খৃষ্টীয়গণ যাহা প্রচার করেন ও যাহা শিক্ষা দেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন।" [১২৮]

এরপরে তিনি বাইবেল থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদিতা এবং তার অসারতা প্রমাণ করেছেন। 'রদ্দে খৃষ্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম' গ্রন্থে তিনি কুরআন ও বাইবেল থেকে উদ্ধৃত সংগ্রহ করে বাইবেলের ভ্রান্তি ও অপকৃষ্টতা এবং কুরআনের সত্যতা ও উৎকৃষ্টতার কথা আলোচনা করেছেন।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইংরেজ / ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম সর্বপরী মুসলমানদের জন্য এক চরম দুর্দিন ছিল। যার প্রেক্ষিতে মুসলমানগণ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ আন্দোলনে অগ্রসর হন।

[১২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ১৯৪৭- ২০০০খ্রিঃ সময়ে ইসলামী সাহিত্য বিকাশের ধারা

ভূমিকা ঃ ১৭৫৭- ১৯৪৭ খিঃ দীর্ঘ একশত নব্বাই বছরের ব্রিটিশ শাসন অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে । ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। মুসলমানগণ দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিত স্বাধীন মুসলিম ভূমি অর্জন করে। স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা করবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এ সময়ে আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে শুরু হয় রশি টানাটানি। মাতৃভাষার প্রশ্নে সৃষ্টি হয় '৫২' এর ভাষা আন্দোলন । খুন রাঙিয়ে রাজ পথ রক্তে রঞ্জিত হয় । মাতৃভাষার জন্য রফিক, জাব্বার, সালাম, বরকত প্রমুখ বীরসেনানী জীবন দান করেন । তাঁদের আত্মদানের বিনিময়ে আমরা মাতৃভাষার অধিকার অর্জন করি । তখন থেকে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। অবশ্য এ সময়ের আগেই কাজী নজরুল ইসলাম, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা করেছেন । তবে '৫২' এর ভাষা আন্দোলন আমাদের সাহিত্য চর্চার বিশাল মাইলফলক স্বরূপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ মৌলিক রচনা

১৯৪৭- ২০০০ এর মধ্যে মৌলিক ইসলামী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । এ সময়ে বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য মুসলিম সাহিত্যিকের আর্বিভাব হয়। ইসলামের সার্বজনীন রূপ ধরে বিভিন্ন ভাবে ইসলামী সাহিত্য চর্চা হতে থাকে। এ সময়ের মৌলিক সাহিত্য কর্মকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায় ।

ক. প্রবন্ধ সাহিত্য

খ. গল্প

গ. উপন্যাস

ঘ. দর্শন

ঙ. বিজ্ঞান

চ.ইতিহাস

ছ.কবিতা ইত্যাদি।

ক. প্রবন্ধ সাহিত্যঃ

পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ মানবমুক্তির একমাত্র শাশ্বত ধর্ম আলইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রচুর ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়েছে। প্রায় মুসলিম লেখকই ইসলামের কোননা কোন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন।

তাঁদের সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ স্বল্পপরিসরে দুঃসাধ্য। শুধু এ বিষয়ে পৃথক পৃথক গবেষণাকর্ম হতে পারে । এখানে সংক্ষেপ কিছু প্রবন্ধকার এবং তাঁদের প্রবন্ধ বইয়ের নাম উল্লেখ করা হল।

১। *মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫ -১৯৫০)ঃ* 'ভারতে মুসলিম সভ্যতা' (১৯১৪), 'ভারতে ইসলাম প্রচার,' 'মুসলমানের অভ্যুত্থান', ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, ইসলামের পূণ্যকথা ইত্যাদি ।[১]

২। *মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮ ১৯৬৮)ঃ* মোস্তফা চরিত(১৯২৫), উম্মুল কেতাব (১৯২৯)।[২]

৩। *খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫)ঃ* বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' (১৯১৮), 'হযরত মুহাম্মদ' (১৯৩১), 'পেয়ারা নবী, (১৯৪০) কুরাআনের শিক্ষা (১৯৪১), ইসলামের মহতী শিক্ষা (১৯৬৩)।

---

১. শেখ তোফাজ্জল হোসেন (সম্পাদিত) পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪। *শেখ আবদুল জাব্বার(১২৮৯-১৩২৬বাং)*ঃ ইসলাম চিত্র ও সমাজ চিত্র আদর্শ রননী (১৩৩৯বাং), হযরতের জীবনী(১৯১৪ইং)।

৫। *খান বাহাদুর রহমান (১৮৮৯-১৯৬৪)*ঃ শেষ নবী, ইসলাম পরিচিতি, ইসলামী তমুদ্দন ও পাকিস্তান।[৩]

৬। ডঃ *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)*ঃ শেষ নবীর সন্ধানে (১৯৬১), ছোটদের রাসূলুল্লাহ (১৯৬২), ইসলাম প্রসঙ্গ(১৯৬৩) ইত্যাদি।

৭। *মুহাম্মদ এমদাদ আলী (১৮৯১-১৯৬৯)*ঃ তরীকুল ইসলাম (১৯১৭), মোসলেম মালা (১৯২০) উয়াজে ইসলাম (১৯৩০) ইত্যাদি।

৮। *মোহাম্মদ ওয়েজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)*ঃ দিমুসলমান, মরুভাস্কর,

৯। *গোলম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)*ঃ বিশ্বনবী (১৯৪২), ইসলাম ও জিহাদ (১৯৪৭), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৯), মুরুদুলাল (১৯৪৮)।

১০।*কাজী আকরাম হোসেন (১৯৮৯-১৯৭৩)*ঃ ইসলাম কাহিনী, ইসলামের ইতিকথা।

১১। *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)*ঃ পারস্য প্রতিভা (১৯৩২), মানুষের ধর্ম (১৯৩৪), কারবালা (১৯৫৭), নবী গৃহ সংবাদ (১৯৬০)।

১২। *শইখ শরফুদ্দীন (১৯০০-১৯৮৪)*ঃ পবিত্র জীবন (১৯৭৮), বাংলাদেশে সুফী প্রভাব ও ইসলাম প্রচার ইত্যাদি ।

১৩। *মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২)*ঃ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম (১৯৪৮), মুসলিম বাংলা সাহিত্য (১৯৫৭)।

১৪। *শামসুর রহমান চৌধুরী (১৯০২-১৯৭৭)*ঃবেহেশেতর সওগাত (১৯২৯), ইসলাম প্রচার ইত্যাদি।[৪]

১৫। *মুহম্মদ মনসুরুদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭)*ঃ বাংলা সাহিত্য মুসলিম সাধনা (১৩৭১ বাং), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১-৩য় খন্ড) (১৯৮১) ইত্যাদি।[৫]

১৬। *দেওয়ানে মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯)*ঃ তমুদ্দনের বিকাশ (১৯৪৯), সভ্যের সৈনিক আবুজর (১৯৫২), জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম (১৯৫৯)

১৭। ডঃ *এম আবদুল কাদের (১৯০৬-১৯৮৪)*ঃ ইসলাম ও বহু বিবাহ (১৯২৯), ইসলাম। পর্দা (১৯৩০), ইসলামের নীতি (১৯৫০) ইত্যাদি।[৬]

১৮। *মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬)*ঃ মরুভাস্কর, ওমর ফারুক, কবি ইকবাল ইতিহাসের আহবান ইত্যাদি।

১৯। *আবদুল মওদুদ(১৯০৮-১৯৭০)*ঃ হযরত ওমর (১৯৬৭), ওহাবী আন্দোলন (১৯৬৯)।

২০।*আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)*ঃ মুসলিম সাধনার ধারা(১৯৪৪)।

২১।*মুজিবুর রহমান খা (১৯১০-১৯৮৪)*ঃ সাহিত্যের সীমানা, মহানবী (১৯৮০)।

২২। *সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯১৪)*ঃ ইসলাম পরিচিতি(১৯৬৩), সংঘাতের মুখে ইসলাম (১৯৬৩), ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা (১৯৬৩),ইসলামের মুক্তপন্থা ইত্যাদি।[৭]

২৩। *মনিরুদ্দীন ইউসুফ (১৯১৭-২০০০)*ঃআমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি (১৩৮৫বাং) বাংলা সাহিত্যে সুফীপ্রভাব ইত্যাদি ।

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
৫. বাংলা একাডেমী চরিতাবিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯-৩০০।
৬. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

২৪। *মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭)*ঃ ইসলাম রাজনীতির ভূমিকা, ইসলামের অর্থনীতি, মহাসত্যের সন্ধানে, পরিবার ও পারিবারিক জীবন সুন্নত ও বিদয়াত, ইসলামের মানবাধিকার, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম ইত্যাদি।

২৫। *সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)*ঃ মহানবী (১৯৯৫)।

২৬। *সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৯)*ঃ বাংলা সাহিত্য মুসলিম ঐতিহ্য (১৯৬১)।[৮]

২৭। *গোলাম সাকলায়েন (১৯২৬)*ঃ মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৯৬৭),বাংলা সাহিত্য মুসলিম অবদান(১৯৬৯)।

২৮। *ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭)*ঃ সাহিত্য ও আদর্শ (১৯৭০), ইসলামী সংস্কৃতি (১৯৭০), মানব জীবন (১৯৭০) বাংলাদেশে ইসলাম আবির্ভাব (১৯৯০), মানব মর্যাদা (১৯৫৮) ইত্যাদি।[৯]

২৯। *মুহম্মদ আবু তালিব (১৯২৮)*ঃ মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা (১৯৬৬)।বাংলাভাষাও সাহিত্য কুরআনের প্রভাব (১৯৮১), খুলনা জেলায় ইসলাম (১৯৮৮), যশোর জেলায় ইসলাম (১৯৯১) ইত্যাদি।[১০]

৩০। *আবদুল গফুর (১৯২৯)*ঃ আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম।

৩১। *মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ (১৯৩৬)*ঃ বাংলা কাব্য মুসলিম ঐতিহ্য (১৯৮২), বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা প্রীতি (১১৮০), গোলাম মোস্তফা (১৯৮৭) ইত্যাদি।

৩২। *আবদুল মান্নান তালিব (১৯৩৬)*ঃ ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান (১৯৮৪), তার মোট ২৪টি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে।

৩৩। *শাহাবুদ্দীন আহমদ (১৯৩৬)*ঃ ইসলাম ও নজরুল ইসলাম (১৯৮১), তার মোট ১৩টি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে।

৩৪। *অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান (১৯৩৭)*ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি ইবাদত, মহানবী(সঃ) সহ মোট ১০টি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে।

৩৫। *আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)*ঃ বাংলা সাহিত্য মুসলমান (১৯৯৮), ফররুখ আহমদ জীবন ও সাহিত্য (১৯৯৩), তার মোট ৪০টি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে।

উল্লেখিত সাহিত্যিকগণ ব্যতীত আরো যে সব সাহিত্যিকগণ গদ্য সাহিত্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেনঃ আবদুল কাদির, বে নজীর আহমদ, সুফী জুলফিকার হায়দার, সৈয়দ আবদুস সুলতান, সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন, আসকার ইবনে শাইখ, কাজী আবুল হোসেন, এম আকবর আলী, আবুল কাসেম, শাহেদ আলী, মোস্তাফিজুর রহমান, ডক্টর মুহম্মদ আবদুল্লাহ, এবনে গোলম সামাদ , 496 59
আশরাফ সিদ্দিকী,সানাউল্লাহ নূরী মোবারক হোসেন খান, আবুল আসাদ, আফজাল চৌধুরী, মাওলানা আখতার ফারুক, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মওলানা আমিনুল ইসলাম, মওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী, মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, মওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, এজেড শামসুল আলম, কাজী গোলাম আহমদ, মোসলেম উদ্দীন, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন, জামান মনির, হুমায়ুন খান, আবদুল আজীজ আল আমান, আখতার উল আলম, মীজানুর রহমান, মাহবুবুল হক, নজরুল হক, সাবির উল আলম, খালেদ মাসুকে রসুল, হাসান আবদুল কাইয়ুম, আজিজুল হক বান্না, মসউদ উশ শহীদ, হোসেন মাহমুদ, আবু সাঈদ জুবেরী,প্রমুখ ।[১১]

---

৮. বাংলা একাডেমী চরিতাবিধান, পৃ. ২১৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪০।

১১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলামী ভাবপুষ্ট বাংলা ভাষার কবি- সাহিত্যিক, (বাংলাভাষায় মুসলমানদের অবদান গ্রন্থে সংকলন) (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৩), ১ম সং, পৃ. ১১৪, ১১৫।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

খ. গল্প

বাংলা ভাষায় রচিত গল্প সংখ্যা অগণিত । স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তর কালে মুসলিম লেখকদের দ্বারা বহুগল্প রচিত হয়েছে। এসব গল্প পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, ট্রাজেডী, প্রেম-প্রণয়, বিরহ-বেদনা, মিলন, আনন্দ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত । তুলনামূলক ভাবে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে খুব কম সংখ্যক গল্প রচিত হয়েছে। তবে ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক গল্প ও রচিত হয়েছে। নিম্নে কিছু গল্প ও গল্পকারের নাম দেয়া হল ঃ

এম ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)ঃ মাওকের দরবারে (১৯৩০), সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯১৪-১৯৮০)ঃ সোনালী যুগের কাহিনী (১৯৫৬), আবদুল মান্নান তালিব (১৯৩৬)ঃ সত্য সমুজ্জল (১৯৮১), আল মাহমুদ (১৯৩৬)ঃ পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)ঃ সত্যের মত বদমাশ(১৯৬৮), মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা (১৯৭৭), শাহেদ আলীঃ নতুন জমিদার, জামেদ আলীঃ মুধুচন্দ্রিমা, মোহাম্মদ লিয়াকত আলীঃ জীবন যেমন মিন্নাত আলীঃ রক্তের ঋণ ইত্যাদি ।

গ. উপন্যাস

উপন্যাস জাতীয় জীবনের আয়ণা স্বরূপ। জীবন প্রবাহে ঘটমান বিষয়াবলি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিবিধ বিষয় উপন্যাসে রূপ রস ও শৈল্পিক ভাষায় প্রকাশ হয়। বাংলা সাহিত্যে প্রচুর উপন্যাস রচিত হয়েছে। তবে ইসলামী জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে তুলনামূলক ভাবে স্বল্প সংখ্যক উপন্যাস রচিত হয়েছে। মুসলিম লেখকবৃন্দ ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলি বিশেষতঃ ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে কিছু উপন্যাসের নাম দেয়া হল।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)ঃ সত্য মিথ্যা (১৯৫১), আবে হায়াত (১৯৬৮), সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯১৪-১৯৮০)ঃ যেমন কর্ম তেমন ফল (১৯৫৫), শেষ প্রান্তর (১৯৬৩), মরণ জয়ী (১৯৬৪), খুন রাঙা পথ, ভেঙ্গে গেল তলো য়ার (১৯৬৫)ঃ (শেষ চারটি অনুদিত)।

শফিউদ্দীন সরদার (১৯৩৫)ঃ তিনি বাংলা সাহিত্যের বর্তমান সময়ের একজন বিশিষ্ট উপন্যাসিক বিশেষতঃ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি এ সময়ে সর্বাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন। তার লিখিত উপন্যাসসমূহ ইসলামী ঐতিহ্য অবলম্বনে রচিত। যথাঃ বখতিয়ারের তলোয়ার, গৌড় থেকে সোনার গাঁয় বেলা অবেলায়, 'বিদ্রোহী জাতক' 'বার পাইকারের দুর্গ', রাজ বিহঙ্গ, শেষ প্রহরী, বিষন্ন প্রহর, পথ হারা পাখি, আন্তরে প্রান্তরে, মুসাফির, দাবানল, ঠিকানা, ঈমানদার, দখল, গুনাহগার ইত্যাদি ।[১২]

আল মাহমুদ (১৯৩৬)ঃ সাহিত্যিক কবি উপন্যাসিক । উপন্যাসসমূহঃ ডাহুকী (১৯৯২), কাবিলের বোন(১৯৯৫), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫) ইত্যাদি ।[১৩]

জামেদ আলী লাল শাড়ী অরন্যে অরুনোদয় ইত্যাদি।

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ আলাহর পথের সৈনিক রক্ত রঞ্জিত পথ (দুটোই উপন্যাস অনূদিত) নূরমোহাম্মদ মলিক জেগে আছি আবদুল হালিম খাঁ শাহজালালের জায়নামায এছাড়াও শাহাদাৎ হোসেন শেখ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ কাসেম, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান গোলাম মোস্তফা প্রমুখ সাহিত্যিকগণ অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন।

---

[১২]. সম্বর্ধিত গুণীজনদের পরিচিতি, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

[১৩]. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে মাত্র কয়কজনের নাম উলেখ করা হল এদের ব্যতীত আরো অনেক রয়েছেন যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয় উপন্যাস রচনা করেছেন।

ঘ. দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান অন্যান্য

১৯৪৭ -২০০০খ্রিঃ সময়ের মধ্যে দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্মসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক ভাবে ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়েছে । বিশেষতঃ স্বাধীনতা পরবর্তী কাল থেকে বর্তমান অবধি এইসব বিষয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু প্রকাশনী বিভিন্ন লেখকের অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। প্রতি বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনীতে এসব বিষয়ে অসংখ্য বইয়ের সমারোহ ঘটে। নিম্নে এ জাতীয় কিছু বই এবং লেখকের নাম দেয়া হল:

মাওলানা মোহাম্মদ অকরম খাঁ (১৮৬৮- ১৯৬৮)ঃ এসলাম দর্শন, মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (১৯৬৫)। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)ঃ ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩) এম ওয়াজেদ আলী (১৮৯০১৯৫১)ঃ সভ্যতা ও সাহিত্য মুসলমানদের দান (১৯৫৮), ইসলামের ইতিহাস ইত্যদি। গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)ঃ ইসলাম ও জিহাদ (১৯৪৭), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৯) ইত্যদি।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)ঃ মানুষের ধর্ম, কারবালা (১৯৫৭)। আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)ঃ ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া, মাওলানা সলবুদ্দীন ইসলাহীঃ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ, ইসলামের সমাজ দর্শন। এ জেড এম শামসুল আলমঃ ইসলামী রাষ্ট, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, আশরাহ মুবাশশরা, খন্দকার আবুল খায়েরঃ দীন প্রতিষ্ঠার ধারা, কুরবানীর শিক্ষা, ঈমানের দাবী ও মুমিনের, পরিচয়, ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামের রাজদণ্ড, শহীদে কারবালা, ইসলামী সমাজ দর্শন সহ ৫১টি পুস্তিকা রচনা করেন।[১৪]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমঃ আল কুরআনে রাষ্ট ও সরকার, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, ইসলামের অর্থনীতি, শিক্ষা সাহিত্যও সংস্কৃতি, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ইসলাম ও মানবাধিকার, খিলাফতে রাশেদা, ইসলামের নীতি দর্শন জাতি ও জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও জিহাদ, বিজ্ঞান জীবন ও বিধান, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী ও ইসলাম সহ প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেন।[১৫]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অনুবাদ

ভূমিকা ঃ অনুবাদ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখে। অনুবাদের দ্বারা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় একজাতি থেকে অন্য জাতির নিকট সাহিত্য কর্ম বিকাশিত হয় । ব্যক্তির সাহিত্য কর্ম বিশ্বজনীনতার মাঝে আত্মপ্রকাশ লাভ করে । ইংরেজি ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিক টি এস ইলিয়ট মন্তব্য করেছেন ঃ[১৬]

" Every generotion must translate for itself" ভিন্ন সাহিত্যের যুগ, কাল, গতিধারা ও রূপ বৈচিত্র একমাত্র অনুবাদের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও সাহিত্য কর্মকে সমৃদ্ধ করার জন্য অনুবাদের অপরিহার্যতা চিরস্বীকৃত। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ মূলে অনুবাদের অসীম ভূমিকা রয়েছে। ১৯৪৭-২০০০খ্রিঃ সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে অনুবাদ সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । বিশেষতঃ আলকুরআন, তাফসীর, আল হাদীস, ফিকহ, মাসআলা মাসায়িল, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সীরাত সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী বাংলাভাষায় অনুবাদের ফলে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যকে খুবই সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কে সমৃদ্ধ করার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জাতির সাহিত্য, সংস্কৃতির সাথে বাংলা ভাষাভাষী লোকদের সাথে সমন্বয় সাধনও পারস্পরিক ঐতিহ্য বিনিময়ের

---

[১৪]. পুস্তক তালিকা, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক, (ঢাকা ঃ ২০০৮), পৃ. ২৬-২৭।
[১৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩১
[১৬]. মওজুদ পুস্তক তালিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বিভিন্ন ভাষার পুস্তকাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বিশেষতঃ আরবী, উর্দূ, ফার্সি, সংস্কৃত, ইংরেজি, তুর্কী, স্পেনিশ, ইতালি, জাপানি, ইত্যাদির ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়। যেহেতু ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে আরবী উর্দু ফার্সি, ও তুর্কী ভাষা সরাসরি সম্পর্কিত, তাই এসব ভাষার গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় বেশী পরিমাণে অনূদিত হয়। নিম্নে আরবী, উর্দু, ফার্সি ভাষা থেকে বহুল প্রচলিত বিষয় ও গ্রন্থাদি সম্পর্কে সংক্ষেপ আলোচনা করা হল।

আল কুরআন

আরবী থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহঃ[১৭]

ক্রমিক	মূল তাফসীরের নাম	লেখখ/ তাফসীরকারক	অনুবাদক
১	তাফসীরে ইবনে কাছীর	আল্লামা ইবনে কাছীর	অধ্যাপক আখতার ফারুক
২	তাফসীরে তাবারী শরীফ	আবু জাফর ইবন জারীর তাবারী	ইফাবা অনুবাদকমন্ডলী
৩	তাফসীরে মাযহারী	কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ	ইফাবা অনুবাদকমন্ডলী
৪	তাফসীরে ইবনে আব্বাস	আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস	ইফাবা অনুবাদক মন্ডলী
৫	আহকামুল কুরআন	আবুবকর আল জাসসাস	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম
৭	ফিঝিলালিল কুরআন	আল্লামা সাইয়েদ কুতুব	হাফেজ মনিরুদ্দীন ইউসুফ

উর্দূভাষা থেকে

১	তাফসীরে মারিফুল কুরআন	মুফতী আল্লামা মোহাম্মদ শফী	মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২	তাফসীরে আশরাফী	আল্লামা আশরাফ আলী থানবী	
৩	তাফহীমুল কুরআন	সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী	মাওলানা মুহাম্মদ আবুদর রহীম

আল হাদিসঃ [১৮]

ক্রমিক নং	হাদীস গ্রন্থের নাম	লেখক/ সংকলকের নাম	অনুবাদক
১	সহীহ আল বুখারী শরীফ	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (রঃ)	সম্পাদনা পরিষদ ও অনুবাদক মন্ডলী
২	সহীহ মুসলিম শরীফ	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রঃ)	সম্পাদনা পরিষদ ও অনুবাদক মন্ডলী
৩	আবু দাউদ শরীফ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আল আস (রঃ)	সম্পাদনা পরিষদ ও অনুবাদক মন্ডলী
৪	তিরমিযি শরীফ	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযি (র)	অনুবাদকমন্ডলী
৫	নাসাঈ শরীফ	ইমাম আহম্মদ বিন শুআইব আন নাসাই (রঃ)	অনুবাদকমন্ডলী

[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৯।
[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬	সুনানে ইবনে মাজাহ	মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ	সম্পাদনা পরিষদ ও অনুবাদকমন্ডলী
৭	মুআত্তা ইমাম মালিক	ইমাম মালিক	মাওঃ রিজাউল করীম ইসলামা বাদী
৮	তাহাবী শরীফ	ইমাম জাফর আহমদ তাহাবী	মাও: জাকির হোসেন
৯	মা' আরিফুল হাদীস		মুহাম্মদ নূরুজ্জামান
১০	আততারগবি ওয়া তাহরীব	হাফিজ যাকি উদ্দিন আল মুনজিরী	মাও: রিজাউল করীম লামাবাদী
১১	মুসনাদে ইমাম আহমদ	ইমান আহমদ	সম্পাদনা পরিষদ
১২	মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানিফা	ইমান আবু হানিফা	মুহাম্মদ সিরাজুল হক
১৩	রিয়াদুস সালিহীন	ইমান মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আননববী	
১৪	মিশকাতুল মাসাবীহ	ওলীউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ	সম্পাদনা পরিষদ

ফিকহ দর্শন, বিজ্ঞান

ফিকহ,দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, মাসআলা মাসায়েলসহ অন্যান্য বিষয়ে বহুগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার ফলে বাংলা ভাষার পাঠক সমাজ উপকৃত হয়েছে। আবার বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। উপমা হিসেবে কিছু বইয়ের নাম দেয়া হল।[১৯]

বইয়ের নাম	লেখকের নাম	অনুবাদক
সৌভাগ্যের পরশ মনি (১-৪ খন্ড)	ইমাম আল গাজ্জালী	মাও: আব্দুল খালেক
দুহাল ইসলাম	ড: আহমদ আমীন	মাওঃ আবু তাহের মেসবাহ
গোড়ামী অসহনশীলতা ও ইসলাম	ডঃ খুরশীদ আহমদ	আবুল আসাদ
ইসলামী আদাব		ড: মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
পারিবারিক জীবনে দায়িত্ব	ডঃ খুরশীদ আহমেদ	এবি এম কামাল উদ্দিন
পয়গামে মুহাম্মদী	ডঃ খুরশীদ আহমেদ	আবদুল মান্নান
কিতাবুল কাবায়ের	ইমাম হাফিজ শামসুদ্দিন	আবু সালেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান
ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ	মুসতাফা হসনী আস সুবায়ী	এ এম সিরাজুল ইসলাম

[১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ	আফিফ আব্দুল্লাহ ফাত্তাহ	রিজাউল করীম
ইসলাম কি ও যুগে অচল	মুহাম্মদ কুতুব	
ইসলামের অর্থনীতি মতাদর্শ	ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফ উদ্দিন	আব্দুল মতিন জালালাবাদী
ইসলামে অর্থবণ্টন ব্যবস্থা	মুফতী মুহাম্মদ শফী	ফরিদউদ্দিন মাসউদ
ইসলামী আইন বনাম মানবরচিত আইন।	শহীদ সাইয়্যেদ আবদুল কাদের আওদাহ	কারামত আলীত নিযামী
ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি	অধ্যাপক হাসান আইউব	মাওঃ আবুল কাসেম ছিফাতুল্লাহ
শরীয়াতের দৃষ্টিতে অংশিদারী কারবার	ডঃ নাজহাতুল সিদ্দিকী	কারামত আলী
উপমহাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজ	আই এইচ কোরেশী	আবদুস সাত্তার
গৌরব দীপ্ত জিহাদ	লেঃ কর্নেল এম. এম. কোরেশী	লুতফুল হক

উল্লেখিত বইসমূহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশের আরো অন্যান্য প্রকাশনা বিভিন্ন বই পুস্তক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

সীরাত / রাসূল এর জীবনী সংক্রান্ত

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের বিশাল অংশ জুড়ে আছে সীরাত বা রাসূল (সাঃ) এর জীবনী ভিত্তিক গ্রন্থসমূহ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ । তাঁর জীবনী সকল মানুষের অনুকরণীয়, দৃষ্টান্ত, তাঁকে অনুসরণে জন্য তার জীবনী জানা চাই। সেজন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশে প্রতিটি ভাষায় তাকে কেন্দ্র করে বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সেসব সীরাত সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে এদেশের ভাষা ও সাহিত্য কে খুবই সমৃদ্ধ করেছে। সীরাত সংক্রান্ত অনুদিত গ্রন্থাবলি পর্যালোচনা পৃথক ভাবে গবেষণার দাবী রাখে। এখানে কতিপয় গ্রন্থাবলির নাম দেয়া হল।[৪৩]

গ্রন্থের নাম	লেখক/ অনুবাদক/প্রকাশক
১.সাহারাতে ফুটলরে ফুল	মূল:আবুল কালাম আজাদ (১৮৭০-১৯৫৮)। অনুবাদকঃ মোশাররফ হোসেন। প্রকাশকঃ সিটি পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৬০।
২. বিশ্বনবীর আর্বিভাব	মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। অনুবাদকঃ নূরুদ্দীন আহমদ (১৯০৬-৮৬)। শর্ষিণা আলীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৬০।
৩.রহমতে আলম	মূলঃ আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩),অনুবাদকঃমাজহারউদ্দিন আহমদ। প্রকাশকঃ ইসলামিয়া লাইব্রেরী,

[৪৩]. মো: আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪-১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

	ঢাকা, ১৯৬০।
৪. খতমে নবুয়াত	মূলঃ কাজী মুহাম্মদ নাযির লায়েলপুরী, মুহাম্মদ সুলায়েমান কর্তৃক অনুবাদটি ১৯৬২ সালে ঢাকা হতে প্রকাশিত।
৫. বিশ্বনবীর তিরোভাব	মূলঃ আবুল কালাম আজাদ, অনুবাদকঃ মাজাহার উদ্দিন আহমদ। প্রকাশকঃ আমীর পাবলিকেন্স, ঢাকা, ১৯৬২।
৬. রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন	মূলঃ আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই অনুঃ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রকাশকঃ ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৩।
৭.মোহসীনে আযম (দঃ) ও মোহাসেনীন	মূলঃ আবুল কালাম আজাদ, অনুঃ নূরুদ্দীন আহম্মদ ও ওয়ালীউল্লাহ। প্রকাশকঃ লায়ন আর্ট প্রেস,করাচী,১৯৬৪
৮. বিশ্বনবী ওফাত	মূলঃ আবুল কালাম আজাদ, অনুঃ নূরুদ্দীন আহমদ। প্রকাশক ইসলামীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৫।
৯. বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)	মূলঃ আল্লামা আবদুল কাদির আজাদ সোবহানী (১৮৯৬-১৯৬৩)। প্রকাশকঃ ইলামিক একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬।
১০. পয়গামে মুহাম্মদী	মূলঃ সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুঃ আব্দুল মান্নান তালিব। প্রকাশকঃ ইলামাকি রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭।
১১. বিপ্লবী নবী	মূলঃ আল্লামা আজাদ সোবহানী (১৮৯৬-১৯৬৩) , অনুঃ মাওলানা মুজিবর রহমান (১৯৩৮-৯৩), প্রকাশকঃ ইসলামিয়া একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮।
১২. বেলাদাতে নবী বা রাসূলুল্লাহর আর্বিভাব	মূলঃ আবুল কালাম আজাদ, অনুবাদকঃ অধ্যাপক আখতার ফারুক (জঃ ১৯৩৫)। ইসলামীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৮।
১৩.সীরাতুন নবী (তিনখন্ড)	মূলঃ আল্লামা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৫) ও আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী। অনুবাদক মন্ডলীর পক্ষে প্রধান অনুবাদক ও সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। প্রকাশকঃ প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ঢাকা।
১৪.সীরাতুন নবী (৮খন্ড)	মূলঃ আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী। অনুবাদকঃ মওলানা এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্সী। প্রকাশকঃ তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
১৫. আদাবুন্নবী বা মহানবী (স) এর আদর্শ	মূলঃ ইমাম গাজ্জালী (মৃঃ ১১১১ খৃঃ), অনুবাদকঃ কাজী আসাদুল্লাহ মাজহারী, হাবিবিয়া বুক ডিপো, ঢাকা,১৯৭৭।
১৬.নূরে মোহাম্মদী	মূলঃ মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১৮০০-৭৩)। অনুবাদকঃ শাহ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। সীরাত লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৭।
১৭.মহানবীর শাশ্বত পয়গাম	মূলঃ আবদুর রহমান আযযাম, অনুবাদকঃ আধ্যাক আবু জাফর (জঃ ১৯৫২), প্রকাশকঃ ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।
১৮.যে ফুলের খুসবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা (নসরুল্লীব' এর অনুবাদ)	মূলঃ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩),অনুবাদঃ মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। প্রকাশকঃ গাওসিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা,১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. সীরাতে সরওয়ারের আলম	মূলঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (১৯০৩-৭৯), অনুঃ আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২।
২০. সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া	মূলঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (১৩১৪-৯৬ হিঃ), অনুবাদঃ মু. সিরাজুল হক প্রকাশকঃ ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৪।
২১. রাসূল মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম)	মূলঃ জয়নাল আবেদীন রাহনুমা (ফারসী বই পয়গম্বর' এর ইংরেজী অনুবাদ হতে) অনুবাদকঃ অধ্যাপক আবু জাফর, সিদ্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪। ('পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (দঃ)' নামে ই.ফা.বা. প্রকাশ করেছে)।
২২.রসুলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন	মূলঃ ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ (১৯১০-৯৮), অনুঃ আবদুল মতিন জালাবাদী (জঃ ১৯৩৬), প্রকাশকঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫, ঢাকা।
২৩.খতমে নবুওত	মূলঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (১৩১৪-৯৬হিঃ), অনুঃ মুহাম্মদ সিরাজুল হক।
২৪. নবীভাস্কর	মূলঃ ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব (১৮৯৭-১৯৮৩), অনুঃ আবদুল হামিদ আল খতীব, আবু আশরাফ ও অন্যান্য। প্রকাশকঃ প্রতিদিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩।
২৫.মহানবী	মূলঃআবদুল হাই আরিফবিল্লাহ (১৮৯৬-১৯৮৬), অনুঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৫।
২৬.সীরাতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) (ইংরেজী অনুবাদ হতে)	মূলঃ ইবনে ইসহাক (মৃঃ৭৬৮খৃ), অনুবাদকঃ শহীদ আকন্দ (জঃ১৯৩৫)। প্রকাশকঃ ই.ফা.বা. ঢাকা। ১ম খন্ড, ১৯৮৭ ২য় খন্ড, ১৯৯০, ৩য় খন্ড, ১৯৯৩।
২৭. যাদুল মাআদ	মূলঃ হাফেজ ইবনে কাইয়িম (মৃঃ ৭৫১হিঃ), অনুঃ আখতার ফারুক (জঃ ১৯৩৫), প্রকাশকঃ ই.ফা.বা. ঢাকা, ১ম খন্ড, ১৯৮৭ এবং ২য় খন্ড, ১৯৯০।
২৮.সীরাতে ইবনে হিশাম (সংক্ষিপ্ত)	মূলঃ ইবনে হিশাম (মৃঃ ২১৮ হিঃ), অনুবাদঃ আকরাম ফারুক। প্রকাশকঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৮।
২৯.এক নজরে সীরাতুন্নবী (সঃ)	মূলঃ আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আমিনুল এহসান মোজাদ্দেদী (১৯১১-৭৪), অনুঃ অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদির (জঃ১৯২২), প্রকাশকঃ হিকমাহ দারুত্তাসনিফ, নেছারাবাদ, ঝালকাঠি।
৩০.হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড)	মূলঃ আফজালুর রহমান (লন্ডন), অনুবাদঃ ইফাবা অনুবাদ কমিটি। প্রকাশকঃ ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৮৯।
৩১. জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ(সঃ)	মূলঃডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ (১৯১০-৯৮), অনুঃ মুহাম্মদ লুৎফল হক। প্রকাশকঃ ই.ফা.বা.ঢাকা, ১৯৯১।
৩২. সীরাতুল মুস্তফা (সঃ)	মূলঃআল্লামা মোঃ ইদ্রিস কান্দালভী (১৩১৭-৯৪হিঃ) অনুঃ মাওলানা বশির উদ্দীন
৩৩.কাছাছোল কোরআন, ৫ম খন্ড	মূলঃ আল্লামা হিফযুর রহমান (মৃঃ১৯৬৭) অনুঃ মাওলনা নূরুর রহমান,

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	প্রকাশকঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯১।
৩৪.শানে হাবিবুর রহমান (দঃ)	মূলঃ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, অনুঃ মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন জুবাইর, মোহাম্মদী কুতুবখানা, চট্টগ্রাম, ১৯৯১।
৩৫. বিশ্বনবীর (স) মু'জিযা	মূলঃ ওয়ালিদ আল আযামী, অনুঃ আবদুল কাদের। প্রকাশকঃ আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
৩৬.সীরাতুন্নবী (সাঃ) (জীবনী অংশ)	মূলঃ আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান প্রকাশকঃ আনসারনগর জনকল্যাণ ট্রাস্ট, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, ১৩৯৯ (১৯৯২) এবং কলকাতার মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৩।
৩৭.প্রিয় নবীজির অন্তরঙ্গ জীবন	অনুঃ সম্পাদনায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (জঃ ১৯৩৬), সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩৮. শানে মাহবুব	মূলঃ মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (মৃঃ ১৪১৭হিঃ) অনুবাদকঃ মাওলানা মুহাম্মদ শাকাওয়াতুল্লাহ। প্রকাশকঃ তাবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৯২।
৩৯. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিচারালয়	মূলঃ ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল কুরতবী, অনুবাদঃ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন। প্রকাশকঃ আল মা'রুফ পাবলিকেশন্স, ঢাকা,১৯৯৩।
৪০.দি প্রফেট	মূলঃ কবি খলিল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১) অনুঃ সালাদীন, প্রকাশকঃ অনিবার্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩।
৪১.মহানবী	মূলঃ আবদুল হামিদ সিদ্দিকী অনুবাদঃ মিজান রশীদ, আলীগড় লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩।
৪২. আখলাকুন নবী (সঃ)	মূলঃ হাফেজ আবু শায়খ আলী ইসফাহানী (মৃঃ৩৬৯হিঃ), অনুবাদকঃ ইফা বা অনুবাদ কমিটি। প্রকাশকঃ ই.ফা.বা.ঢাকা, ১৯৯৪।
৪৩.সীরাতুননবী (সঃ) (চারখন্ড)	মূল ঃ আবুদল মালিক ইবনে হিশাম (মৃঃ ২১৮ হিঃ/৮২৮খৃঃ), অনুবাদঃ ই.ফা. বা অনুবাদ কমিটি। প্রকাশকঃ ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৯৯৪, ১৯৯৫-৯৬।
৪৪. আর রাহীকুল মাখতুম বা মোহরাংকিত স্বর্গীয় সুধা	মূলঃ শায়ক সফিউর রহমান মুবারকপুরী, অনুবাদকঃ মাওলানা আবদুল খালেক রহমানী। প্রকাশকঃ আল হিলাল বুক হাউস, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৫।
৪৫.তোমার স্মরণে হে রাসূল	মূলঃ মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাসী (মৃঃ ১৯৭৯), অনুবাদকঃ ইয়াহিয়া ইউসুফ নদভী, দারুল কাউসার, ঢাকা, ১৯৯৫।
৪৬.সীরাতে রাহমাতাল্লিল আলামীন	মূলঃ আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (১৭০২-৭৩ খৃঃ), অনুবাদঃ নজরুল ইসলাম, আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা,১৯৯৫।
৪৭. মোযেজায়ে রসূলে আকরাম	মূলঃ মাওলানা সাঈদ আহমদ দেহলভী অনুবাদকঃ আঃ কাঃ মোঃ আবদুল

Dhaka University Institutional Repository

	লতিফ চৌধুরী, এমদাদিয়া, লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৫।
৪৮. শেষ নবী	মূলঃ ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব (মৃঃ ১৯৮৩), অনুঃ কারামাত আলী নিজামী, প্রকাশকঃ কারামাতিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা,১৯৯৫।
৪৯.সীরাতে সাইয়েদুল মুরছালীন	মূলঃ তালেবুল হাশেমী, অনুবাদক, মুফতী মোহাম্মদ নূরউদ্দীন। প্রকাশকঃ আল হেরা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬।
৫০. মুজিযাতুন্নবী (সঃ)	মূলঃ আল্লামা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদকঃ আখতার ফারুক। প্রকাশকঃ রাশিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।
৫১. আসাহুস সিয়ার	মূলঃ মাওলনা আবুল বারাকাত আবদুর রউফ আলকাদিরী দানাপুরী (১৮৬৬-১৯৪৮), অনুঃ আ.ছ.ম.মাহমুদুল হাসান খান ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, প্রকাশকঃ ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৬।
৫২. শাওয়াহেদুন নবুওয়াত	মূলঃ আল্লামা আবুদর রহমান জামী (১৪১৪-৯২), অনুবাদকঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। প্রকাশকঃ সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬।
৫৩.ইরশাদে রাসূল (ছাঃ)	মূলঃ মাওলানা মোহাম্মদ তাকী উসমানী, অনুবদঃ মাওলানা সাঈদ আল মেছবাহ, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা,১৯৯৬।
৫৪.সীরাতে রসূলে আকরাম (সাঃ)	মূলঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৭।
৫৫.রাহমাতুল্লীল আ'লামীন ১ম খন্ড	মূলঃ মাওলানা কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মনসূরপুরী (মৃঃ ১৯৫০), অনুবাদকঃ ডঃ মু, মুজীবুর রহমান, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, রাজশাহী, ১৯৯৭।
৫৬. মুহাম্মদ (সাঃ) নাটক (ইংরেজী হতে অনুবাদ)	মূল তাওফীকুল হাকীম (মিশরী) (জঃ১৮৯৮), অনুবাদকঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী,প্রকাশকঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা কার্যালয়, ১৯৯৭।
৫৭.হুকুকুল মোস্তফা (সঃ)	মূলঃ মাওলানা মাহমুদর হাসান গাংগুহী (১৩২৫-১৪১৭ হিঃ), অনুঃ মুফতী উবাইদুল্লাহ, প্রকাশকঃ দারুল কিতাব, ঢাকা, ১৯৯৭।
৫৮.মহানবীর (সাঃ) অন্তিম জীবন	মূলঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, অনুঃ মাওলানা মাজহারউদ্দীন। প্রকাশকঃ উজ্জল প্রকাশনী, ঢাকা,১৯৯৭
৫৯. নবীয়ে রহমত	মূলঃ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী। অনুবাদকঃ এ. এস. এম. ওমর আলী প্রকাশকঃ মজলিসে নাশরিয়াত ই- ইসলাম ঢাকা,১৯৯৭।
৬০. হযরত রাসূলে করীম(সাঃ) জীবন ও শিক্ষা	অনুবাদকবৃন্দ, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৯৯৭।
৬১.মহানবী (স) জীবন চরিত	মূলঃ ডঃ মুহম্মদ হোসাইন হায়কাল, অনুঃ মাওলানা আবদুল আউয়াল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮।
৬২. তোমাকে ভালবাসি হে নবী	মূলঃ গুরুদত্ত সিংহ। অনুবাদকঃ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ। দারুল কাউসার, ঢাকা, ১৯৯৮।
৬৩. হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবনী	মূলঃ পরিকল্পনাকারীঃ এস. কে. আহমদ, অনুঃ শেখ মোহাম্মদ ইসমাইল ও আবদুর কাদির মল্লিক। প্রকাশকঃ জয় বুকস ইন্টারন্যাশর, ঢাকা, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. খাসায়েসুল কুবরা (১ম খণ্ড)	মূলঃ আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১হিঃ)। অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৮।
৬৫. মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)	মূলঃ নঈম সিদ্দিকী। অনুঃ আকরাম ফারুক সম্পাদনায় আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা,১৯৯৮।

বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের কিছু নামঃ

অনুবাদক (পদ্য ও গদ্য)

মনিরউদ্দীন ইউসুফ, আশরাফ আলী খান, আজহারুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন, সৈয়দ আবদুল মান্নান, আবদুর রশীদ খান, আবদুল হাফিজ, মাওলানা নূরুদ্দীন আহমদ, আবদুস সাত্তার, এ বি এম আবদুল মান্নান, সৈয়দ নূরুল হুদা, আবদুল মজিদ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, মোহাম্মদ আবু তালিব, অধ্যাপক আবদুল মান্নান তালিব, আতোয়ার রহমান, আবদুল আজীজ আল আমান, আখতার ফারুক, আ যা ম শামসুল আলম, নুরউদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম আহমদ, মোবারক হোসেন খান, আল কামাল, আবদুল ওহাব, রাজিয়া মজিদ, মোসলেম উদ্দীন, নূরুল আবসার, গাজী শামসুর রহমান, রেজাউল করিম ইসলামাবাদী, শেখ ফজলুর রহমান, আবুল খায়ের মোসলেহউদ্দীন, আবুল খায়ের, আহমদ আলী, ফরিদউদ্দীন মসউদ, শহীদ আখন্দ, সালেহ চৌধুরী, হোসনে আরা, শাহেদ জামান, মনির, তিতাস চৌধুরী, মাসুদ আলী, আবদুল মান্নান, গোলাম সাকলায়েন (ডক্টর), হাসান আবদুল কাইয়ুম, মসউদাউশ শহীদ, মাহমুদউল্লাহ, খালেক বিন জয়েন উদদীন, আবদুল মুকীত চৌধুরী, লুৎফুল হক, এম রুহুল আমিন, মনওয়ার হোসেন , ওমর রায়হান, আবু সাঈদ জুবেরী, আমীর রহমান জোবেদ আলী, নয়ন রহমান, নাজমূল হক, হারুন অর রশীদ, জামাল উদ্দীন মোল্লা, খন্দকার নুরুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম, নজরুল হক, মাহবুবুল হক, সাবিহ-উল-আলম, এ. এফ এম আব্দুর রহমান, শাহ আলম, আজিজুল হক বান্না, ইসমাইল হোসেন, এনায়েত রসুল, তরীকুল ইসলাম, মকবুলা মঞ্জুর, সালমা চৌধুরী, জোলেখা খাতুন, এ এন সালামত উল্লাহ, অনীক মাহমুদ, আব্দুল মান্নাফ, মোহাম্মদ তৌফিক, আবু জাফর, মোহাম্মদ নূরুদ্দীন, জমির উদ্দীন আহমদ, মুস্তাফা মাসুদ, কামরুল ইসলাম খান, নূরুল আমিন আনসারী, আবুল কাসেম আশেকী, শাহানা ফেরদৌস, নুরজাহান খানম, মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, ফেরদৌস ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মাসুদ, সিকান্দার মোমতাজী, কালাম আযাদ, শামসুল হাসান, তোরাব আলী, আফসার আহমদ, এন এম হাবীবুল্লাহ, বেগম জেবু আহমদ , সাঈয়েদ আতেক, মোঃ সালাহউদ্দীন, মতিউর রহমান গাজ্জালী, হেলেনা সুলতানা, কাজী কানিজ ফাতিমা, আবদুল কাদের তালুকদার, সালেহ আহমদ খান, সালমা সুলতানা, এ কে মহীউদ্দীন, নূরুল ইসলাম মানিক, শহীদুর রহমান, কাজী আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, এ কিউ এম আবদুল্লাহ, মোঃ আবদুর রহীম , আবুল কাশেম, আবু নসরত রহমত উল্লাহ, সাবিনা ইয়াসমীন, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, শেখ আখতার হোসেন, মুহাম্মদ খুরশীদ আলী, সৈয়দ আশেকুল হাই, মীর আশফাকুজ্জামান, আলী ইমাম, জহুরুল আলম সিদ্দিকী, মোহাম্মদ নূরুদ্দীন, মোহাম্মদ আবদুল মজীদ, সৈয়দ নাজমূল আবদাল, এ বি এম কামালউদ্দীন, শামীম, গোলাম রহমান, ফজলুল কাদের, সাজ্জাদ হোসেইন খান, বেলুঈন সামাদ, মোঃ আনোয়ার আলী, হেলাল মোহাম্মদ, আবু তাহের, আবুল হোসেন মিয়া, শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আবুল হাসানাত, সুফী নজর মুহাম্মদ সাইয়ান, সেলিম বাহার জামান, গাজী আবদুস সালাম, মুহাম্মদ আকরাম হোসেন।

Dhaka University Institutional Repository

চর্তুদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী ভাবপুষ্ট কবি সাহিত্যিকদের যে তালিকা উপরে দিলাম তার বিস্তারিত ইতিহাস এই প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু আমরা এতটুকু জানতে পারছি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলাম বাংলাদেশের মুসলিম মানসে প্রভাব ও প্রেরণা জাগিয়ে চলেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী ধর্ম ও দর্শন তার সংঘাতে এসেছে কিন্তু তাতে ইসলমকে নিস্তেজ করতে সমর্থ হয়নি রাষ্ট্র যখন ইসলামের পথে ছিল তখন ও সে যেমন মনীষার মানসে জীবন্ত জীবন দর্শন ছিল, তেমনি রাষ্ট্র বৈরী হয়েও তাকে বিপন্ন করতে পারেনি, বরং আঘাত পেয়ে সে প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন আগুন বাতাসের ফুয়ে অনেক সময় প্রবল হয়-গর্জন করে ওঠে। ইংরেজ রাজত্বের শুরুতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক দিক দিয়ে মুসলমানদের যেমন অধঃপতন হয় তেমনি তারা আহত হৃদয়ে তার সুপ্ত ধর্ম চেতনা দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে জেগে উঠতে চেষ্টা করে। সে জন্যে পূর্বের যে ইসলামী সাহিত্যকে আমরা দেখি, ইংরেজ পূর্ব ইসলামী সাহিত্য তার সঙ্গে ইংরেজ পরবর্তী ইসলামী সাহিত্য ভিন্নরুপে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলাম ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর কবি সাহিত্যিকদের লেখায় রাজনৈতিক চিন্তার রূপ নিয়ে বিকশিত হতে থাকে ।[২১]

[২১]. শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলামী ভাবপুষ্ট বাংলা ভাষার কবি সাহিত্যিক, বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান গ্রন্থে সংকলিত (ঢাকা ঃ ইসলাম, ২০০৩) ১ম সংস্করণ, পৃ ১১৪-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় :
১৯৪৭-২০০০ সময়ে ইসলামী গদ্য সাহিত্যের বিকাশের পর্যালোচনা

ভূমিকা :

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্র হল গদ্য সাহিত্য। ১৯৪৭-২০০০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ইসলামী গদ্য সাহিত্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়। ১৯৪৭ খ্রিঃ দেশ বিভাগের পর ঢাকায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পের সার্বিক জাগরণ সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ একশত নব্বই বছরের গোলামীর শিকল ভেঙ্গে পৃথক মুসলিম স্বাধীন ভূমি পায়। নব উৎসাহ-উদ্দীপনায় জেগে ওঠে স্বকীয় সাহিত্য- সংস্কৃতি আন্দোলনে। এ সময়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য জাতীয়বাদী চেতনা প্রসারের জন্য সৃজনশীল কর্মকান্ডের সূচনা হয়। ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও নবী জীবনীভিত্তিক অভিসন্দর্ভগ্রন্থ, চিত্তাকর্ষক হামদ না'ত সংকলন, কারবালার কাহিনী ভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস ছোটগল্প, ইসলামের ঐতিহ্য নিয়ে মহাকাব্য, খন্ডকাব্য, নাটক, গীতি কবিতা ইত্যাদির ব্যাপক চর্চা হয়। কুরআন-হাদীসের ব্যাপক অনুবাদ ইসলামী সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিকসহ বিভিন্নপত্র পত্রিকায় ব্যাপক লেখা প্রকাশ হতে থাকে। '৫২এর ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা সাহিত্য বিস্ফোরণের সুবর্ণ প্রয়াস। ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার মাইলফলক। এদেশ মুসলমানদের, বাংলা ভাষায় মুসলমানগণ কথা বলত। তাই মনের কথা, প্রেমের কথা, ধ্যানের কথা, সমাজের কথা এ ভাষাতেই প্রকাশ করেছে। যেহেতু এদেশের মানুষ ধর্মপ্রিয় তাই তাদের সামগ্রিক জীবন ও সাহিত্য কর্মে ইসলামের বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছে। এ সময়ে রচিত গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, গবেষণা ইত্যাদিতে ইসলামের সমুজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রসফুটিত হয়েছে।

বর্তমান সময় জ্ঞানবিজ্ঞানে উৎকর্ষতার যুগ। আর ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নির্দেশনা দিয়েছে। এ সময়ে ইসলামী সাহিত্যের পরিধিও ব্যাপক প্রসারিত হয়েছে। শুধু পুঁথি, নাত কিংবা বন্দনার মাঝে সীমিত নয়। জীবনের পরিধির ব্যাপকতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ইসলামী সাহিত্যের পরিধিও ব্যাপকতা লাভ করেছে। সমাজ-রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমরনীতি ও আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি পেয়েছি। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ইসলামী সাহিত্যের আরো ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামী আন্দোলনের গতি বেগবানের পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্য আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার সৃষ্টি হয়। ইসলামী সাহিত্য আন্দোলনের সংঘবদ্ধ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিভিন্ন সাহিত্য উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক-গান-গজল হামদ না'ত লিখিত-প্রদর্শিত ও পরিবেশিত হতে থাকে। বিভিন্নস্থানে ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প গোষ্ঠীর এবং সাহিত্য গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। বর্তমান সময়ে ইসলামী সাহিত্য নিয়ে পৃথক বইমেলার ও আয়োজন হয়। এ সময়ে ইসলামী গদ্য সাহিত্য বিকাশে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও ইসলামী সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

সাহিত্যিক ও সাহিত্য কর্মের পর্যালোচনা :

১) মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৮৬-১৯৬৮)

জন্ম ও জন্মস্থান : ৭ জুন ১৯৬৮ খ্রি:, গ্রাম-হাকিমুর, জিলা ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

পিতার নাম ঃ আলহাজ্ব গাজী মাওলানা আবুল বারী, মাতা বেগম রাবেয়া খাতুন।

শিক্ষা ঃ পিতা-মাতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন ১৯০০ খ্রি: ফাজিল পাশ করেন।

পেশা ঃ সাংবাদিকতা, লেখালেখি, রাজনীতি, খেলোয়ার, 'মোহাম্মদী' 'সেবক' আলইসলামসহ অনেক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রাজনীতিবিদ, মুসলিমলীগের (১৯০৬ সালে) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

মৃত্যু ঃ ১৮ আগস্ট ১৯৬৮ খ্রি: [১]

সাহিত্য সাধনা ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আরবী, উর্দু, ফার্সী ও সংস্কৃত এবং নিজ ভাষা বাংলায় গভীর পারদর্শী ছিলেন। রাজনীতি ও সাংবাদিকতার পাশা পাশি ইসলামী মূল্যবোধের পুর্নজাগরণের জন্য বহু ইসলামী সাহিত্য লিখেন। নিম্নে কয়েকটির নাম দেয়া হল: [২]

ক্র.নং	বইয়ের নাম	বইয়ের ধরণ	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	কুরআন শরীফ	অনুবাদ	১৯০৫ খ্রি.	মৌলভী মুহাম্মদ আব্বাস আলী
২.	এসলাম মিশন	ধর্মীয়	১৯১৭ খ্রি.	মুহম্মদ আকরম খাঁ
৩.	মোস্তফা চরিত	সাহিত্য	১৯২৫ খ্রি.	মুহম্মদ খাইরুল আনাম
৪.	সমস্যা ও সমাধান	প্রবন্ধ	১৯৩১ খ্রি.	মুহম্মদ খাইরুল আনাম
৫.	নয়ারাহে নাজাৎ	কবিতা	১৯৪৩ খ্রি.	মুহাম্মদ খাইরুল আনাম
৬.	মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস	ইতিহাস	১৯৬২ খ্রি.	মুহম্মদ বদরুল আলম
৭.	মুক্তি ও ইসলাম	প্রবন্ধ	১৯৬৫ খ্রি.	

[১]. সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭) ২য় সংস্করণ,পৃ-৩০৯, ৩১০

[২]. আলী আহমদ (সংকলিত),বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), ১ম সংস্করণ, পৃ: ১০-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাব ধারায় উজ্জীবিত সাহিত্যের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ হল 'মোস্তফা চরিত্র', এই অসাধারণ গ্রন্থটির কলেবর বিরাট। লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এ গ্রন্থ। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে যে সব অসত্য ও অসঙ্গত মন্তব্য করেছেন লেখক এর দৃঢ় প্রতিবাদ ও যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থটি উপক্রমনিকা ও ইতিহাস এই দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে রাসূল চরিত্রের উপাদান ও রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা এবং দ্বিতীয় অংশে ইসলামের ইতিহাসের প্রমাণ্য বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তিনি উক্ত গ্রন্থে মিরাজকে রূপক বলেছেন যা খুবই সমালোচিত।

২) এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)

জন্ম ও জন্মস্থান : ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯০, বরতাজপুর গ্রাম, শ্রীরামপুর, হুগলী ভারত।

পিতা : শেখ বেলায়েত আলী (ব্যবসায়ী)

শিক্ষা জীবন : বড়তাজপুর পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু, মোখরা হাই স্কুল থেকে ১৯০৬ সালে স্বর্নপদকসহ এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, আলীগড় কলেজ থেকে ১৯০৮ সালে আই. এ এবং এলাহাবাদ থেকে ১৯১০ সালে বিএ, তারপর ১৯১২ আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ড গমন, ১৯১৫ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ ও বারএটল ডিগ্রী অর্জন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পেশা : আইন ব্যবসা' কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরী করেন। সাংবাদিকতা, সাহিত্য চর্চা ইত্যাদিতে ব্যস্ত ছিলেন।[৩]

সাহিত্যচর্চা

বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী তথ্য অনুযায়ী তাঁর ভাষণসহ লিখিত বই/পুস্তক এর সংখ্যা ২৬টি।[৪]

ইসলামী ভাবধারায় লিখিত গ্রন্থসমূহ :

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল
১.	মাশুকের দরবারে	গল্প	১৯৩০ খ্রি:
২.	দরবেশের দোয়া	গল্প	১৯৩১ খ্রি:

[৩]. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদনা, চরিতাভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ২য় সংস্করণ ১৯৯৭), পৃ-১০৪।
[৪]. আলী আহমদ (সংকলিত) বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ১ম সং, পৃ-৩৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩.	গ্রানাডার শেষ বীর	ইতিহাস	১৯৪০ খ্রিঃ
৪.	সভ্যতা ও সাহিত্যে মুসলমানদের দান	প্রবন্ধ	১৩৫৫ (বাং)
৫.	ইকবালের পয়গাম	সমালোচনা	
৬.	মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ	প্রবন্ধ	১৩৫৩ বাং
৭.	পীর পয়গাম্বদের কথা	শিশু সাহিত্য	
৮.	ইরান তুরানের গল্প	শিশু সাহিত্য	
৯.	আল্লাহর দান	শিশু সাহিত্য	

৩) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রিঃ)

বাংলা সাহিত্যের ক্ষণজন্মা, প্রাণপুরুষ, বহুভাষাবিদ[৫] ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১০ জুলাই ১৮৮৫ সালে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বসীরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[৬]

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বাঙালী মুসলিম সমাজের সাহিত্য-চর্চার উষাকাল। শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চায় বাঙালী মুসলিম তখন কেবল তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে জাগবার চেষ্টা করছে। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ তখন শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় অনেক অগ্রসর।[৭] তাই অবহেলিত মুসলিম সমাজকে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মুসলিম সাহিত্যিকদের আহবান জানান:-

"বাংলা সাহিত্য আছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্য নেই। আমাদের ঘর ও বার, আমদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়েছে সাহিত্য তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমানী সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্যে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন, হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দু সাহিত্যরস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য রস সংগ্রহ করবে মুসলিম সমাজ থেকে।[৮]

---

[৫]. তিনি সতের-তেইশটি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। ভাষাসমূহ হল আসামী, উড়িয়া, মৈথালী, পূরবীয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠি, সিন্ধি, লাহিন্দা, কাশমিরী, নেপালী, সিংহলী, মালদ্বীপী, ফরাসী, ইংরেজী, উর্দু, আরবী, জার্মানী, লাতিন, গ্রীক, হিব্রু, তিব্বতী, আবেস্তান, প্রাকৃত। দ্রঃ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ- সম্পাদনা মুহাম্মদ আবুতালিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪৬,৪৭,২৭১।

[৬]. ব্যক্তিগত ডায়েরী, মুহাম্মদ আবু তালিব, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের স্বহস্তে লেখা। প্রাগুক্ত, পৃ-২।

[৭]. প্রাগুক্ত, ৩০২।

[৮]. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অভিভাষণ, নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলন, ১৪ অক্টোবর ১৯২৮, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শতবর্ষ পূর্তি স্মারকগ্রন্থ, ৩০৩-৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উদীয়মান বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য সেবায় ব্রতী হন। ১৯১১ সালে ৪ সেপ্টেম্বর শহীদুল্লাহ ও তাঁর সহকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি" গঠিত হয় তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মনোনীত হন। এ সমিতিকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রথম মুসলিম প্রতিষ্ঠান বলা যায়।[৯]

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ অনেক মনীষী একক প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে আলোড়ন এনেছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগত ভাবে মওলানা আকরম খাঁ প্রতিষ্ঠিত "আঞ্জুমানে উলামায় বাঙলা" ও এর মুখপত্র "আল এসলাম" এবং "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ও সমিতির মুখপত্র" বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" বাঙালী মুসলিম সমাজের মধ্যে রেনেঁসার সূত্রপাত করে। এ দুটো প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের সাথে শহীদুল্লাহ ওতোপ্রোৎভাবে জড়িত ছিলেন।

বাংলা ভাষা এদেশীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভের সহায়ক। তাই মুসলমানদেরকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা এবং বিকাশের ভেতর দিয়ে বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হতে পারে- এই আদর্শ শিক্ষিত শ্রেণী, যুবসমাজ ও ও ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রচার করাকে শহীদুল্লাহ তার প্রথম কাজ হিসেবে গ্রহণ করলেন। একাধিক প্রবন্ধ ও ভাষণে তিনি তাঁর বক্তব্য জোরালো যুক্তিপূর্ণ ভাষায় উপস্থাপন করলেন। যথা- "বাঙালী জীবনে মুসলমান প্রভাব (কোহিনূর ১৩১৮ বাং) 'আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা "(আল এসলাম ১৩২৩), বাঙলা সাহিত্য ও ছাত্র সমাজ' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ১৩২৭)' ভারতের সাধারণ ভাষা (মুসলিম ভারত ১৩২৭) প্রভৃতি এসময়ে তার উল্লেখযোগ্য রচনা।[১০]

তিনি মুসলিম সাহিত্যিকদেরকে তাদের অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য অবলম্বনে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্বাত্ত আহবান জানিয়েছেন: "হে মুসলমান সাহিত্যিক, তোমাকে তোমার অতীত গৌরব গাঁথা গাহিতে হইবে, শুধু গর্ব করিবার জন্য নয়, আত্মসম্মান জাগাইবার জন্য। তোমাকে তোমার ইসলামের মাহাত্ম্য, ঔদার্য, ঘোষণা করিতে হইবে। হিন্দুকে ঘৃণা করিবার কন্য নয়, হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য। তোমাকে আদর্শ মুসলমান চরিত্র আঁকিতে হইবে- শুধু আত্মপ্রশংসার করিবার জন্য নয়, অনুকরণ করিবার জন্য। তোমাকে দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে, শুধু অর্থ উপার্জন এর জন্য নয় তোমার প্রতিভায় জগতকে মুগ্ধ করিবার জন্য । আসিবে কি সেদিন, যেদিন বাঙালী মুসলমান তাহার স্পেনীয় মুর, আরবীয় সারাসেন বা ইরানী ভ্রাতৃগণের ন্যায় ধর্মে মহীয়ান জ্ঞানে গরীয়ান, হইয়া জগতের সভ্যতার ইতিহাসে

---

৯. আ. জ. ম. তকীয়ুল্লাহ, বাঙালী মুসলমান জাগরণে ড: মুহম্মদ শহীদুলআহ, ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থ, ইফাবা, ১৯৯০, পৃ. ৬১।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১, ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

তাহারও নাম স্বর্নাক্ষরে অংকিত করিয়া রাখিতে পারিবে, যে দিন সে শুভদিন দেখিতে পাইবে, সেদিন আমার জীবনের সফল হইবে। আমার মরণ ধন্য হইবে"।[১১]

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ইসলামী রচনাবলি

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (প্রকাশিত) ৪০টি বই রয়েছে।[১২] এই গ্রন্থসমূহ সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও লিপি সংস্কার, ধর্ম ও তত্ত্ব, অনুবাদ, শিশুতোষ, কবিতা ও সব সমসাময়িক প্রসঙ্গে জ্ঞানগর্ব আলোচনা ভরপুর। নিম্নে ইসলামী গ্রন্থাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

অমিয়বাণী শতক

'অমিয়বাণী শতক' পুস্তিকাটি মূল আরবী হাদীসের উদ্ধৃতিসহ 'সব আবে হয়াত' বা অমিয় বাণী শতক নামে প্রথম প্রাকাশিত হয় ১৩৪৪ বাংলা ১৯৪১ইং, প্রকাশনী রেনেঁসা প্রিন্টার্স, ঢাকা।[১৩]

মহাবাণী প্রকাশকাল- ১৯৪৬, বগুড়া

পুস্তকটি আল কুরআনুল কারীমের অনুবাদ সংক্রান্ত। সূরা আল ফাতিহা সহ অন্যান্য স্থানের অনুবাদ ও বিস্তৃত ভাষ্যসহ উহা প্রকাশিত হয়। আল কুরআনের অনুবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি তদানীন্তন ইসলামিক একাডেমীর পত্রিকায় (জুলাই- সেপ্টেম্বর ১৯৬১) 'কুরআন অনুবাদের মূলনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলিয়াছেনঃ "কুরআন আল্লাহর শাশ্বত বাণী, আরবী ভাষায় অবতীর্ণ । সমসাময়িক আরবের কবি ও বাগ্মীরা অবনত মস্তকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলঃ 'লাইছা হাযামিন কলামিলবাশর'- ইহাতো মানুষের ভাষা নয়। এহেন কুরআন মাজিদের অনুবাদ যে কোন ভাষাতেই হউকনা কেন অসম্ভব। তবে মূলের কিছু ছায়া দেওয়া যাইতে পারে। নূরজাহানের ছায়াতে কি নূর থাকিতে পারে? কুরআন তো আল্লাহর কালাম, কিন্তু সাধারণ আরবী ভাষায়ও এমন শব্দ আছে, যাহার প্রতিশব্দ বাংলায় দেওয়া দুঃসাধ্য।

এই পুস্তিকাটি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি তা প্রচার করতেন এবং ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল। বেশ কয়েকটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়েছিল। তাঁর অনূদিত আল কুরআন লাহোরের প্রখ্যাত 'তাজ কোম্পানী' এমনকি তদান্তিন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর মালিক সিরাজখান নুন ছাপার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।[১৪]

---

[১১]. ভাষণ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৩২৩ সালে যশোর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির ৮ম অধিবেশন। সংকলিত, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ, পৃ-১৫৯।
[১২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২-৫১৪।
[১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।
[১৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর লিখিত ইসলামী ভাবধারার সাহিত্যসমূহ :

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	আমীয় বাণী শতক	অনুবাদ/উদ্ধৃত	১৯৪১ খ্রিঃ	রেনেসা প্রিন্টার্স
২.	মহাবাণী	অনুবাদ (আল কুরআন)	১৯৪৬	রেনেসা প্রিন্টার্স
৩.	বাইঅত নামা	কুরআন হাদীসের উপদেশ	১৯৪৮	রেনেসা প্রিন্টার্স
৪.	ইসলাম প্রসঙ্গ	প্রবন্ধ	১৯৬৩	রেনেসা প্রিন্টার্স
৫.	কুরআন প্রসঙ্গ	প্রবন্ধ (সংকলন)	১৯৬৯	রেনেসা প্রিন্টার্স
৬.	শেষ নবীর সন্ধানে	প্রবন্ধ (সংকলন)	১৯৬০	রেনেসা প্রিন্টার্স
৭.	ছোটদের রাসূলুল্লাহ	ছোটদের উপযোগী গল্প	১৯৬২	রেনেসা প্রিন্টার্স

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কিছু ইসলামী কবিতা :

তিনি যখনপূর্ণ যৌবনে টলমল তখন মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি" শীর্ষক কবিতা রচনা করেন।

"হে নর / হে জীব শ্রেষ্ঠ / হে ধরা ঈশ্বর
অনন্তের বক্ষজাত তুমি অনশ্বর
ভুলে গেছ আপনার জনমের কথা
তাই হীন হীন তুমি রাজ পুত্র যথা

সমাপিয়া ব্রততব কার্য্যকাল শেষে
যেথা হতে এসেছিলে যাবে সেথা হেসে।"[১৫]

রমযানের চাঁদ

"যেন আজি প্রসারিত সহস্র নয়ন
পশ্চিম গগন পানে? খুঁজিতেছে কাহারে
সকলি আকুল এত? কার আগমন
আশায় উল্লাসে আজি মাতায় সবারে?

[১৫]. জীবনের লক্ষ্য ও পরিনতি, আল এসলাম, কার্তিক, ১৩২২ বাংলা সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা পাঠায়েছে এরে পূর্ব ঈদ বাণী,

যে মতি পাঠায় উষা শুক্র তারকায়। [১৬]

প্রার্থনা

"মহিমা তাঁহার করিছে প্রচার

চাঁদ সূর্য, তারাগণ

পৃথিবী আকাশ, আগুন, বাতাস

দরিয়া, পাহাড়, বন।

দয়ার ভান্ডার সদামুক্ত যার

ফুরায়না কভুদানে,

কিবা মহাপাপী কিবা ঘোরতাপী

ডাকিলে সবারে শোনে।" [১৭]

৪) অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)

জন্ম ও জন্মস্থান :১৮৯৪ খ্রিঃ টাঙ্গাইল জেলায় শাবাজ নগরের বিরামহীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতা: পিতা-শাবাজ খাঁ, মাতা রতন খানম।

শিক্ষা জীবন : ১৯১২ সালে পিংনা উচ্চবিদ্যালয় থেকে এন্ট্রাস পাশ, ১৯১৪ সালে আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ থেকে এফ এ পাশ, ১৯১৬ সালে কলকাতা সেন্টপলস কলেজ থেকে ইংরেজিতে বিএ. অনার্স ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (প্রাইভেট) এম. এ (ইংরেজি) পাশ করেন। [১৮]

পেশা : অধ্যাপনা ও লেখালেখিও রাজনীতি (জাতীয় পরিষদের সদস্য)

মৃত্যু : ২৯ মার্চ ১৯৭৮ খ্রিঃ।

---

[১৬] রমযানের চাঁদ, কোহিনূর, ভাদ্র ১৩২৮ বাংলা সংখ্যা।

[১৭]. প্রার্থনা, বাংলা শিল্প সাহিত্যে ও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আলমগীর জলিল সংকলনে শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ৩৯৩।

[১৮]. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬,৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সাধনা :

তিনি বাংলা সাহিত্যে মুসলিম পুর্নজাগরণবাদী লেখক হিসেব খ্যাত। অসংখ্য ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমন কাহিনী ও শিশু পাঠ্য, শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী অনুসারে তার লিখিত (ভাষণসহ) প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭৬ টি। [১৯]

ইসলামী ভাবধারা/ ইতিহাস ঐতিহ্য সম্বলিত গ্রন্থসমূহ : [২০]

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	বাদশাহ বাবর	জীবনী/ ইতিহাস	১৯২৭ খ্রি.	মুহাম্মদ শামসুদ্দিন
২.	সম্রাট সালাহউদ্দিন	প্রবন্ধ	১৯২৭ খ্রি.	মুহাম্মদ শামসুদ্দিন
৩.	সোনার শিকল	প্রবন্ধ	১৯৩৯ খ্রি.	এম. আর খান
৪.	ইসলামের ঔদার্য	ভ্রমন কাহিনী	১৯৪৮ খ্রি.	বালিয়াদি ব্রিদার্স
৫.	ইস্তাম্বুলের যাত্রী	ইতিহাস	১৩৬১ বাং	অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি
৬.	আরব জাতির ইতিহাস	প্রবন্ধ	১৯৫৯ খ্রি.	ইসলামিক একাডেমী
৭.	ইসলামের মর্মকথা	প্রবন্ধ	১৯৫৯ খ্রি.	ইসলামীক একাডেমী
৮.	ছোটদের মহানবী	জীবনী	১৯৬১	আইডিএল পাবলিকেশন
৯.	হযরত ওমর ফারুক	জীবনী	১৯৬১	আইডিএল পাবলিকেশন
১০.	ইসলাম সোপান	প্রবন্ধ	১৩৭০ বাংলা	বাংলা একাডেমী
১১.	মুসলিম জাহানের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা	প্রবন্ধ		বাশার ব্রাদার্স
১২.	গুলবাগিচা	শিশুসাহিত্য	১৩৭০	বাংলা একাডেমী বাশার ব্রাদার্স

৫) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)

জন্ম ও জন্মস্থান :২৮ ভাদ্র ১৩০৩ বাং ১৮৯৬ খ্রি:, সাতক্ষিরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে জন্ম।

পিতা : সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও গ্রামীণ ডাক্তার মুনশী মোহাম্মদ ইবরাহীম।

শিক্ষা জীবন : বাবুলিলিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাশ,
কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজেএফ এ. ক্লাশে অধ্যয়ন।

পেশা : সাংবাদিকতা ও লেখা-লেখি।

মৃত্যু : ৮ নভেম্বর ১৯৫৪ সালে বাঁশদহ গ্রামে ইন্তিকাল করেন। [২১]

---

[১৯]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০-২৮৩।
[২০]. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৭০-২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সাধনা

মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক হিসেবে পরিচিত। তিনি ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে প্রচুর লেখা-লেখি করেছেন। শিশু সাহিত্য, সাহিত্য, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেন। বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী অনুযায়ী তাঁর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা ১৩টি। এদের মধ্যে ইসলামী ভাবধারায় লিখিত গ্রন্থাদির তালিকা নিম্নরূপ : [২২]

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	মহামানুষ মুহসীন	জীবনী	১৯৩৪ খ্রঃ	মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ
২.	মরুভাস্কর	(হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর জীবনী)	১৯৪১ খ্রিঃ	মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ
৩.	ছোটদের শাহনামা	শিশুতোষ	১৯৪২ খ্রিঃ	সুবোধচন্দ্র মজুমদার
৪.	ছোটাদের হযরত মুহাম্মদ (সা:)	শিশুতোষ	১৯৪৯ খ্রিঃ	সুবোধচন্দ্র মজুমদার
৫.	ছোটদের হাতেমতাই	শিশুতোষ	১৯৪৯ খ্রিঃ	সুবোধচন্দ্র মজুমদার

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর রচিত 'মরুভাস্কর' গ্রন্থটি ইসলামী সাহিত্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থে নবী জীবনের অতিপ্রাকৃত বিষয় বর্জিত। বিচার বুদ্ধিও হৃদয়বেগের সাহায্যে তিনি রাসূল এর চরিত্রের মানবীয় মহাত্ম্য উদঘাটন করেছেন।

এই গ্রন্থের ভাষা নি:সন্দেহে চমৎকার, হৃদয়গ্রাহী ও মননশীল। তিনি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, রাসূল (সা:) দেবতা নন, ঈশ্বর নন, অবতার নন, অতিমানুষ নন, পরিপূর্ণ মানুষ। লেখকের ভাষায়: "তিনি উপাসনা করেন, দান খয়রাত করেন, ক্রীতদাসকে মুক্তিদান করেন, দাম্পত্য জীবন যাপন করেন, নিজের মাথায় পাথর বহন করেন, ব্যবসা করেন, এমনই মুহাম্মদ (সা:) নবী, রাষ্ট্রপতি, যুদ্ধবিজেতা, কুরআনের ভাষায় তিনি ওসওয়াতুন হাসানা- বিশ্বজনীন মঙ্গল আদর্শ। [২৩]

---

[২২]. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান পূর্বোক্ত পৃ. ৬১৬-৩১৭।
[২২]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬-৩১৭।
[২৩]. মো: আবুলকাশেম ভূঞা, পূর্বোক্ত পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬) আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)

জন্ম ও জন্মস্থান : ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রি: ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা+মাতা : পিতা: আবদুর রহীম ফরাজী, মাতা: মীর জাহান খাতুন।

শিক্ষা জীবন : ধানীখোলা পাঠশালা ও ধরিরামপুর মাইনর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা

- মৃত্তঞ্জয় হাই স্কুল ময়মনসিংহ থেকে ১৯১৭ ম্যাট্রিক পাশ করেন।
- জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা থেকে ১৯১৯ সালে আই এ।
- ঢাকা কলেজ থেকে ১৯২১ সালে বিএ, এবং
- কলিকাতা রিপন কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে প্রথম শ্রেণীতে বিএল পাশ করেন।

পেশা : রাজনীতি, সাংবাদিকতা- (মন্ত্রী ও অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন)

মৃত্যু: ১৮মার্চ ১৯৭৯ সালে ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন। [২৪]

সাহিত্য সাধনা ঃ

আবুল মনসুর আহমদ একজন প্রতিযশা খ্যাতি সম্পন্ন সাহিত্যিক ছিলেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি নিরলস ভাবে সাহিত্য চর্চা করেছেন। বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে তার লিখিত পুস্তকাদির সংখ্যা ১৬টি। এদের মধ্যে ইসলামী ভাবধারায় লিখিত গ্রন্থসমূহ হল: [২৫]

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	মুসলমানী কথা	শিশু সাহিত্য (ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে)	১৯২৮ খ্রি:	মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খান
২.	সত্য মিথ্যা	উপন্যাস	১৯৫১ খ্রি:	নওরোজ লাইব্রেরী
৩.	কাসাসুল আম্বিয়া (ছোটদের)	শিশুতোষ	১৩৬১ বাংলা	নওরোজ লাইব্রেরী
৪.	আবে হায়াত	উপন্যাস	১৯৬৮ খ্রি:	আহমদ পাবলিশিং হাউস

[২৪]. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
[২৫]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭-১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৭) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৯৪)

জন্ম ও জন্মস্থান : ৩ মার্চ ১৮৯৮ খ্রি: সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর গ্রামে জন্ম হয়।

পিতা : পিতা হাজী আজমত আলী ।

শিক্ষা জীবন : ১৯১৪ খ্রি: শাহজাদপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক (প্রথম বিভাগে), ১৯১৬ খ্রি: রাজশাহী কলেজ থেকে আই এ (প্রথম বিভাগে), ১৯১৮ খ্রি: বিএ অনার্স (দর্শন শাস্ত্রে), ১৯২০ খ্রি: ল' পাশ করেন।

কর্মজীবন : সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় উচ্চপদে চাকরী করেন।

মৃত্যু : ২ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৬]

সাহিত্য সাধনা : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ছিলেন সৃজনশীল সাহিত্যিক। ভাষার মনোশীলতায় উচু স্তরের গদ্য শিল্পী ছিলেন। তাঁর লিখিত ও প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৮টি ।[২৭] প্রায় সবকটি সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্যের ভাবধারায় সমুজ্জ্বল। নিম্নে বইগুলোর নাম দেয়া হল।

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	পারস্য প্রতিভা (১ম খন্ড)	প্রবন্ধ	১৯২৪ খ্রি:	গ্রন্থাকার নিজ
২.	পারস্য প্রতিভা (২য় খন্ড)	প্রবন্ধ	১৯৩২	ডা: মো: আকতার হোসেন
৩.	মানুষের ধর্ম	দর্শন	১৯৩৪ খ্রি:	Error! Not a valid link.
৪.	কারবালা	ইতিহাস	১৯৫৭ খ্রি:	মুহাম্মদ আমান উল্লাহ এন্ড ব্রার্দাস
৫.	নবী গৃহ সংবাদ	জীবনী	১৯৬০ খ্রি:	Error! Not a valid link.
৬	নয়াজাতির স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ	জীবনী	১৯৬৩ খ্রি:	গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী
৭.	হযরত ওসমান	জীবনী	১৯৬৯ খ্রি:	বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৮.	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা	সাহিত্য	১৯৬৯ খ্রি:	বাংলা একাডেমী, ঢাকা

'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থে পারস্যের খাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী, তাঁদের সাহিত্য কর্ম, ফার্সী সাহিত্যের প্রেক্ষাপট, সুফীমত দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে জগৎ ও

[২৬]. বাংলা একাডেমী চরিতাবিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩, ৩২৪
[২৭]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৭-৫৫৯

Dhaka University Institutional Repository

জীবন, ইহলোক, পরলোক, জড় প্রকৃতি ও মনোজগৎ, জীবন প্রবাহ ও আত্মা ইত্যাদি দুরুহ বিষয়ে ক্লাসিকেল বাংলা গদ্যে তিনি উপস্থাপন করেছেন।

"কারবালা" গ্রন্থে কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনাসহ তার শিক্ষা বর্ণনা দিয়েছেন।

"বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রতিভাশালী লেখকগণ সাহিত্যের জড়তা ভঙ্গ করে বাংলা সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন।

৮) কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

জন্ম ও জন্মস্থান : ২৪ মে ১৮৯৯, চুরুলিয়া, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিম বঙ্গ ভারত।

পিতা-মাতা: পিতা: কাজী ফকির আহমদ, মাতা: জাহেদা খাতুন।

শিক্ষা : গ্রামের মকতবে শিক্ষা গ্রহণ, ১৯০৯ সালে নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পিতার অকাল মৃত্যুতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত। গ্রামের মাদ্রাসায় এক বছর শিক্ষকতা। ১২/১৩ বছর বয়সে লেটের দলে যোগদান করেন।

- ১৯১১ খ্রি: মঙ্গলকোট থানার মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন।
- তারপর রাণীগঞ্জের কাছে শিয়ারশোল রাজস্কুলে ভর্তি হন।
- ধরা বাধা নিয়মে অতিষ্ট হয়ে ১৩/১৪ বয়সে স্কুল ত্যাগ করেন।
- আসানসোল শহরে রুটির দোকানে মাসিক ৫ টাকা বেতনে চাকরী গ্রহণ।
- কাজী রফিজ উদ্দিন নামে একজন দারোগা তার গানে মুগ্ধ হয়ে ময়মনসিংহে ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি করান।
- ১৯১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষার পর ত্রিশাল ত্যাগ করে রাণীগঞ্জে চলে আসেন।
- নিজের ইচ্ছায় পুনরায় শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ভাল ছাত্র হিসেবে বেতন আহারাদি ফ্রি ছিল। মাসিক ৭ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হতেন।
- ১৯১৭ সালে দশম শ্রেণীতে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দেয়ার সময় সেনাবাহিনী যোগদেন।
- সেনাবাহিনী হাবিলদার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চা করেন।
- গল্প কবিতা, লিখে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রেরণ ও প্রকাশ করতেন।
- তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদনার কাজে মনোনীবেশ হন।
- মৃত্যু : ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রি: ঢাকায় ইনতিকাল করেন। [২৮]

[২৮]. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩-১১৫

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সাধনা :

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী সাহিত্যের প্রধান রূপকার কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি বাংলা সাহিত্যে কোকিল কণ্ঠে ঘুম ভাঙ্গানীর গান গেয়ে জাগরণের সূত্রপাত করেন। কবি ও সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন। "নজরুল ইসলাম শুধু বাঙ্গালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ নন, প্রথম সাহিত্যিক ও স্রষ্টা এবং বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবনাচরণ, ধর্মাচার, আবেগ ও স্বপ্ন এই প্রথম ছন্দোবদ্ধ হল বাংলা ভাষায়।" [২৯]

তাঁর সামগ্রিক কাব্য ও সাহিত্য সাধনা কাব্য বিভাগে আলোচনা হবে।

৯) গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)

জন্ম ও জন্মস্থান: ১৮৯৭ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপার মনোহরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন : ১৯১৮ সালে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী লাভ, পরে বি.টি. পাস।

পেশা : পেশাগত জীবনে সরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

মৃত্যু : ১৩ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন।

সাহিত্য সাধনা : গোলাম মোস্তফা মূলতঃ কবি। তারপরও গদ্য সাহিত্যে তাঁর নিপুনতা ছিল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বিশ্বনবী' । বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে যা প্রসফুটিত ফুলের ন্যায় সমুজ্জল। বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী অনুসারে তাঁর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা ২৬টি । [৩০] এদের মধ্যে ইসলামী ভাব ধারার উজ্জীবিত গ্রন্থসমূহ হল :

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	রক্তরাগ	কাব্য	১৯২৪ খ্রিঃ	ওয়ারিয়েন্টাল প্রিন্টার্স
২.	হাস্নাহেনা	কাব্য	১৯৩৭ খ্রিঃ	ওয়ারিয়েন্টাল প্রিন্টার্স
৩.	খোশরোজ	কাব্য	১৯২৯ খ্রিঃ	মুহম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
৪.	সাহারা	কাব্য	১৩৪২ খ্রিঃ	ইসলামিয়া লাইব্রেরী
৫.	মোসদ্দাস-ই হালি	কাব্য অনুবাদ	১৯৪১ খ্রিঃ	
৬.	বিশ্বনবী	জীবনী সাহিত্য	১৯৪২ খ্রিঃ	মাহফুজা খাতুন

[২৯]. মো: আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
[৩০]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৫-৪০২

Dhaka University Institutional Repository

৭.	ইসলাম ও জিহাদ	রাজনীতি	১৯৪৭ খ্রি:	মাহফুজা খাতুন
৮.	মরু দুলাল	জীবনী	১৯৪৮ খ্রি:	মাহফুজা খাতুন
৯.	বুলবুলিস্তান	কাব্য	১৯৪৯ খ্রি:	মাহফুজা খাতুন
১০.	ইসলাম ও কমিউনিজম	ধর্মীয়	১৯৪৯ খ্রি:	মাহফুজা খাতুন
১১.	তারানা-ই পাকিস্তান	কাব্য অনুবাদ	১৯৫৬ খ্রি:	মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী
১২.	কালাম-ই ইকবাল	কাব্য (অনুবাদ)	১৯৫৭ খ্রি:	বেগম মাহফুজা খাতুন
১৩.	আল কুরআন	অনুবাদ	১৯৫৭ খ্রি:	বেগম মাহফুজা খাতুন
১৪.	বনি আদম	কাব্য	১৯৫৮ খ্রি:	বেগম মাহফুজা খাতুন
১৫.	বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য	জীবনী	১৯৬০ খ্রি:	বেগম মাহফুজা খাতুন
১৬.	আমার চিন্তাধারা	প্রবন্ধ	১৯৬২ খ্রি:	শ্রী রাখালচন্দ্র
১৭.	হযরত আবু বকর	জীবনী	১৯৬৫ খ্রি:	আবদুল কাদির
১৮.	পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা	রাজনীতি	-	গ্রন্থাকার

কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' রাসূল চরিত্রের এক অবিস্মরণীয় কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থখানি বাংলার সর্বমহলের পাঠকের হৃদয় দখল করে আছে। কবির অসাধারণ শিল্প সৌকর্যের কারণে গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের রত্ন স্বরূপ। বিষয়বস্তু, ঘটনা ও বর্ণনায় তিনি যে স্বভাব সুলভ সাহিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে গ্রন্থখানি বার বার পাঠে কোন অনীহা আসেনা। 'বিশ্বনবী' (সা:) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছেন বলে কবি যে সত্য ভাষণ দিয়েছেন ক্ষুরধার লিখনি ও যুক্তির নিরিখে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। লেখকের দার্শনিকতা, ভাবুকতা, গবেষণা, ভাষার গাথুনী, বর্ণনার বাচনভঙ্গি শৈল্পিক উপস্থাপনা পীরমুরীদ, ঋষি-মনীষী সকল স্তরের মানুষকে মুগ্ধ করেছে।

১০) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২)

জন্ম ও জন্মস্থান: ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০২ খ্রি:, বখতপুর গ্রাম, ফটিকছড়ি চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

পিতা-মাতা: পিতা: মাওলানা আমিন উল্লাহ, মাতা: ওহাবের নেছা।

শিক্ষা জীবন: ১৯২৩ খ্রি: রাউজান উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস।

১৯২৫ খ্রি: চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাস ।

১৯২৭ খ্রি: চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আরবীতে অনার্স দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হন ।

১৯২৯ খ্রি: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্ডিয়ান ভার্নাকুলার বিভাগ থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করে এম.এ.পাস করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৯-১৯৩৪ সালে "History of Sufism in Benglal" বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন : স্কুলে শিক্ষকতা-পরবর্তীতে কলেজে অধ্যাপনা, তারপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

- ১৯৬৯-১৯৭৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক।
- ১৯৭৩-১৯৭৫ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য।
- ১৯৭৭ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
- ১৯৮১ থেকে আমৃত্যু ঢাকা যাদুঘরের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো।

মৃত্যু : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।[৩১]

সাহিত্য সাধনা : ড: মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন থেকে '৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর সফল পদচারনা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "বাংলাকে ছাড়িয়া উর্দুকে রাষ্টভাষা রূপে পূর্ব পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করিলে, তাহাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য।"[৩২] বাংলা মুসলিম ঐতিহ্যের আলোকে রচিত গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	বঙ্গে সুফী প্রভাব	গবেষণা	১৯৫৩ খ্রি:	মোহসিন এন্ড কোং
২.	বঙ্গে ইসলাম বিস্তার	ইতিহাস	১৩৪৪ বাং	মাসিক মোহাম্মদী
৩.	তারানাঈ হিজাজী	ধর্মীয়	১৯৩৮ খ্রি:	মুহম্মদ আবদুল আজিজ
৪.	পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম	পাঠ্য পুস্তক	১৯৫০ খ্রি:	আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং
৫.	দীন ইসলাম	অনুবাদ	১৯৫০ খ্রি:	সৈয়দ আবদুল আলী
৬.	মুসলিম বাংলা সাহিত্য	সমালোচনা	১৯৫৭ খ্রি:	পাকিস্তান পাবলিকেশন
৭.	বাংলায় ফারসী আরবী উপাদান	সম্পাদিত	১৯৫৭ খ্রি:	মুক্তধারা
৮.	মনীষা মঞ্জুষা	-	১৯৭৫	মুক্তধারা

[৩১]. বাংলা একাডেমী চরিতা ভিধান পূর্বোক্ত- পৃ- ২৯৭-২৯৮।
[৩২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

১১) মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭)

জন্ম ও জন্মস্থান: ৩১ জানুয়ারি ১৯০৪ খ্রি: পাবনা জেলার সুজানগর থানার মুরারীপুর গ্রামে।

পিতা : জয়ধর আলী মন্ডল।

শিক্ষাজজীন : ১৯২১ খ্রি: খলিলপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস,

- ১৯২৩ খ্রি: পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে আই. এ পাস,
- ১৯২৬ খ্রি: রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে বি এ এবং
- ১৯২৮ খ্রি: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান ভার্নাকুলার বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণী এম এ পাস করেন।

পেশা :

- ১৯২৯ খ্রি: সহকারি স্কুল পরিদর্শক,
- ১৯৩২ খ্রি: ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিয়েটেড কলেজে স্কুল শাখায় সহকারী শিক্ষক,
- ১৯৩৮ খ্রি: চট্টগ্রাম ইন্টারমিয়েটেড কলেজে বাংলার প্রভাষক
- ১৯৪৮ খ্রি: পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা সার্ভিসে যোগদান
- ১৯৪৮ খ্রি: সিলেট এমসি কলেজ বাংলার প্রফেসর পদে যোগদান
- ১৯৫২ খ্রি: ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতা এবং লেখা লেখির মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেন।

মৃত্যু: ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ খ্রি: ঢাকায় মত্যুবরণ করেন। [৩৩]

সাহিত্য সাধনা :

তিনি প্রায় ২০টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ১০ খন্ডে সমাপ্য বাংলা লোক সঙ্গীতের সংকলন 'হারামণি'। এই গ্রন্থ সংকলন করে তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাঁর লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে ইসলামী ভাবোজ্জ্বল সাহিত্যসমূহ নিম্নরূপ : [৩৪]

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	আগরবাতি	জীবনী ও গল্প	১৯৩৮ খ্রি:	আহসান উল্লাহ বুক হাউস

[৩৩]. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯-৩০০।
[৩৪]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮০-৫৮৪

Dhaka University Institutional Repository

২.	আওরঙ্গজেব	ইতিহাস	১৯৪৩ খ্রি:	আহসান উল্লাহ বুক হাউস
৩.	মুশকিল আহসান	শিশু সাহিত্য	১৯৪৭ খ্রি:	বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স
৪.	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা ১ম খন্ড	সাহিত্য সমালোচনা	১৯৬০	হাসি প্রকাশনালয়
৫.	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা ২য় খন্ড	ভাষার ইতিহাস	১৩৭১ বাং	হাসি প্রকাশনালয়
৬.	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা ৩য় খন্ড	ভাষা ও সাহিত্য	১৯৮১ খ্রি:	রতন পাবলিকেশন

'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' গ্রন্থটিতে তিনি বাংলা ভাষায় মুসলমানদের সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

১২) ডক্টর আবদুল কাদির (১৯০৮)

পরিচয়: লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার মধ্যপাড়া গ্রামে ১৯০৮ সালে আবদুল কাদির জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে বি এ পাস করার পর বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে তৎকালীন বেঙ্গল সুপিরিয়ার সার্ভিসে যোগদান করেন।

তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন। [৩৫]

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	ইসলাম ও বহু বিবাহ	ধর্ম	১৯২৯ খ্রি:	মুহম্মদ শামসুদ্দীন
২.	ইসলাম ও পর্দা	ধর্ম	১৯০০ খ্রি:	মুহম্মদ শামসুদ্দীন
৩.	মোসলেম কীর্তি	ইতিহাস	১৯৩১ খ্রি:	ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী
৪.	টিপু সুলতান	ইতিহাস	১৯৩২ খ্রি:	কাজী হাসিবুদ্দিন
৫.	ছোটদের সালাহ উদ্দিন	ইতিহাস	১৯৩৯ খ্রি:	বেগম সৈয়দা কামরুনেসা
৬.	তুরস্কের ইতিহাস	ইতিহাস	১৯৩৯	বেগম সৈয়দা কামরুনেসা
৭.	কাব্য কুরআন	কাব্য	১৯৪৮ খ্রি:	আর বি চৌধুরী
৮.	ইসলামের নীতি	প্রবন্ধ	১৯৫০ খ্রি:	আর বি চেধুরী
৯.	বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা	প্রবন্ধ	১৯৫৩ খ্রি:	এম. এইচ রহমান

[৩৫]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০-১০৭

Dhaka University Institutional Repository

১০.	ইসলাম ও তালাক	ফিকহ	১৯৫৩ খ্রিঃ	এম. এইচ রহমান
১১.	কুরআনের বাণী	কুরআন	১৯৫৩	বীণা প্রেস দিনাজপুর
১২.	বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তালাক	প্রবন্ধ	১৯৫৩	
১৩.	নারী স্বাধীনতা	প্রবন্ধ	১৯৫৩	
১৪.	.সোনালী যুগের ইসলাম	ইতিহাস	১৯৫৩	

১৩) আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০)

- পরিচয় : তিনি পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার ওয়ারী গ্রামে ১ জুন ১৯০৮ খ্রিঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩১ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ এবং ১৯৩২ সালে এ. এল এল বি ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ১৯৩৬ সালে মুন্সেফ হিসেবে নিযুক্ত হন। পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকায় আগমন করেন। সাব জজ, জেলা জজ, হাইকোর্টের বিচারপতিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন।
- মৃত্যুঃ ২১ জুলাই ১৯৭০ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।
- সাহিত্য সাধনা : তিনি সুবক্তা ও মননশীল লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর লিখিত বইয়ের সংখ্যা ৯এর মধ্যে ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের আলোকে লিখিত গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ : [৩৬]

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	ইসলাম যা ইউরোপকে শিখিয়েছে	প্রবন্ধ	১৩৫৪ বাং	কমরেড পাবলিশার্স
২.	কামেল নবী	জীবনী	১৩৫৫ বাং	মোসাম্মৎ হিদায়তুন্নেসা
৩.	মুসলিম মনীষা	জীবনী	১৯৫৫ খ্রিঃ	নবযুগ প্রকাশনী
৪.	দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস	ইতিহাস	১৩৭০ বাং	বাংলা একাডেমী,
৫.	হযরত ওমর	জীবনী	১৯৬৭ খ্রিঃ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৬.	ওহাবী আন্দোলন	ইতিহাস	১৯৬৯ খ্রিঃ	আহমদ পাবলিশিং হাউস

[৩৬]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-১৩২

Dhaka University Institutional Repository

১৪) সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯১৪-১৯৮০)

- পরিচয় : সৈয়দ আবদুল মান্নান বরিশালের চাচইর গ্রামে ১৯১৪ খ্রি: জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম: মৌলভী সৈয়দ আবদুল রাজ্জাক, মাতার নাম: সফুরা বেগম। ১৯৩১ খ্রি: প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করার পর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে লেখা-পড়া বন্ধ করে চাকুরীতে যোগদান করেন। তারপর সাংবাদিকতা ও লেখালেখি শুরু হয়। [৩৭]

- **সাহিত্য সাধনা ঃ** আবদুল মান্নান একজন ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত সাহিত্যিক ও অনুবাদক ছিলেন। ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মসী শক্তি পরিচালনা করেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুটন হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লিখিত অনূদিত পুস্তকের সংখ্যা ৩৩টি। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল: [৩৮]

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	আবু বকর সিদ্দীক	জীবনী	১৯৪৬ খ্রি:	আলহামারা লাইব্রেরী
২.	মহাকবি ইকবাল	সমালোচনা	১৯৪৬ খ্রি:	আলহামারা লাইব্রেরী
৩.	কায়েদে আযম	জীবনী	১৯৫২ খ্রি:	ডায়মন্ড লাইব্রেরী
৪.	যেমন কর্ম তেমন ফল	উপন্যাস	১৯৫৫ খ্রি:	প্যারাডাইজ লাইব্রেরী
৫.	সোনালী যুগের কাহিনী	গল্প	১৯৫৬ খ্রি:	ওমানিয়া বুক ডিপো
৬.	পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা	রাজনীতি	১৯৫৯ খ্রি:	ইকবাল একাডেমী
৭.	ইসলাম পরিচিত	অনুবাদ	১৯৬৩ খ্রি:	ইসলামিক পাবলিশার্স
৮.	ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর দায়িত্ব	অনুবাদ	১৯৬৩ খ্রি:	ইসলামিক পাবলিশার্স
৯.	সংঘাতের মুখে ইসলাম	অনুবাদ	১৯৬৩ খ্রি:	মাহফুজ পাবলিকেশন
১০.	.শেষ প্রান্তর	উপন্যাস	১৯৬৩ খ্রি:	পাকিস্তান কো- অপরেটিভ বুক সোসাইটি
১১.	নবীদের কিসসা	জীবনী	১৯৬০ খ্রি:	ইসলামিক পাবলিকেশন
১২.	ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা	প্রবন্ধ অনুবাদ	১৯৬৩ খ্রি:	মদীনা পাবলিকেশন
১৩.	মরণ জয়ী	উপন্যাস (অনু)	১৯৬৪ খ্রি:	পাকিস্তান কো: অপা
১৪.	খুন রাঙা পথ, ভেঙ্গে গেল তলোয়ার	উপন্যাস (অনু	১৯৬৫ খ্রি:	পাকিস্তান কো: অপা

[৩৭]. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭
[৩৮]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থাপঞ্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭-১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

১৫.	ইসলামে মুক্তপন্থা	প্রবন্ধ (অনুবাদ)	১৯৫৯ খ্রি:	সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ
১৬.	বালাকোটের শহীদ শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল	জীবনী	১৯৭০ খ্রি:	সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ

১৫) মনিরউদ্দীন ইউসুফ (১৯১৭-২০০০)

- জন্ম ও জন্মস্থান : ১৯১৭ কিশোরগঞ্জ জেলার প্রসিদ্ধ বৌলাই জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতা-মাতা : পিতা: মৌলভী মেসবাহ উদ্দিন আহমদ, মাতা: সানজিদা খাতুন।
- শিক্ষা : বাড়ীতে আলিমের নিকট আরবী, উর্দু, ফারসী, বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর কিশোরগঞ্জ রাম আনন্দ স্কুলে ৭ম, ৮ম পাস। ১৯০৮ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস ঢাকা ইন্টার মিয়েট কলেজ থেকে আই এ পাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি, কিন্তু সমাপ্ত হয়নি।
- পেশা : জমিদারী তদারকী-সাংবাদিকতা।
- মৃত্যু : ২০০০ সালে মৃত্যু বরণ করেন। [৩৯]
- সাহিত্য সাধনা : তিনি একজন ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ২২টি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসিদ্ধ কয়েকটি :

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/ প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	হযরত ফাতেমা	জীবনী	১৩৭১ বাং	ওসমানিয়া বুক ডিপো
২.	উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস	সাহিত্য	১৩৭৫ বাং	বাংলা একাডেমী
৩.	হযরত আয়েশা (রা:)	জীবনী	১৩৭৫ বাং	সাজেদা খাতুন
৪.	আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি	প্রবন্ধ	১৯৭৮ খ্রি:	সাজেদা খাতুন
৫.	৬. ফেরদৌসী শাহনামা	অনুবাদ	১৩৮৬ বাং	বাংলা একাডেমী
৬.	কারবালা একটি সামাজিক ঘূর্ণাবর্ত	প্রবন্ধ	১৯৭৯ খ্রি:	ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্ট:
৭.	ঈসাখা	নাটক	১৯৮০ খ্রি:	ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
৮.	বাংলা সাহিত্যে সুফী প্রভাব	গবেষণা	১৯৮০ খ্রি:	ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
৯.	সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ	গবেষণা	১৯৮০ খ্রি:	ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
১০.	সংস্কৃতি চর্চা	গবেষণা	১৯৮০ খ্রি:	ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

[৩৯]. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, প, ৫৮৬-৫৮৮

Dhaka University Institutional Repository

১৬) মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭)

- জন্ম ও জন্মস্থান : ২ মার্চ ১৯১৮ খ্রিঃ পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার শিয়াল কাঠিগ্রামে মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।
- শিক্ষাজীবন : ১৯৩৮ খ্রিঃ শর্ষিনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস,
  ১৯৪০ খ্রিঃ কলকাতা আলিয়া থেকে ফাজিল এবং
  ১৯৪২ খ্রিঃ কলকাতা আলিয়া থেকে কামিল ডিগ্রী অর্জন করেন।
- পেশা : লেখা-লেখি ও রাজনীতি।
- মৃত্যু : ১ অক্টোবর ১৯৮৭ খ্রিঃ ইনতিকাল করেন।
- **সাহিত্য সাধনা :** মওলানা আবদুর রহীম বর্তমান শতকের এক অনন্য সাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্বদানের পাশাপাশি লেখনীর মাধ্যমে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ আবদুর রহীম পথিকৃৎ ছিলেন। ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তার প্রায় ৬০টিরও বেশী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সার্থক অনুবাদক। সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী, মুহাম্মদ কুতুব ও ইমাম আবুবকর আল জাসাসের বহু দুর্লভ ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাহিত্য :

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশক
১.	ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা	রাজনীতি	খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা
২.	ইসলামের অর্থনীতি	অর্থননীতি	খায়রুন প্রকাশনী
৩.	মহাসত্যের সন্ধানে	গবেষণা প্রবন্ধ	খায়রুন প্রকাশনী
৪.	বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব	গবেষণা প্রবন্ধ	খায়রুন প্রকাশনী
৫.	আজকের চিন্তধারা	গবেষণা প্রবন্ধ	খায়রুন প্রকাশনী
৬.	পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি	গবেষণা প্রবন্ধ	খায়রুন প্রকাশনী
৭.	কমিউনিজম ও ইসলাম	গবেষণা প্রবন্ধ	খায়রুন প্রকাশনী
৮.	সুন্নাত ও বিদয়াত	গবেষণা প্রবন্ধ	খায়রুন প্রকাশনী
৯.	নারী	গবেষণা প্রবন্ধ	খায়রুন প্রকাশনী
১০.	ইসলামী অর্থনীতি বাবস্তবায়ন	গবেষণা	খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

১১.	পরিবার ও পারিবারিক জীবন	গবেষণা	খায়রুন প্রকাশনী
১২.	আল কুরআন রাষ্ট্র ও সরকার	গবেষণা	খায়রুন প্রকাশনী
১৩.	বিজ্ঞানও জীবন বিধান	গবেষণা	খায়রুন প্রকাশনী
১৪.	ইসলামও মানবাধিকার	গবেষণা	খায়রুন প্রকাশনী
১৫.	অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম	গবেষণা	খায়রুন প্রকাশনী
১৬.	তাফহীমুল কুরআন	তাফসীর অনুবাদ	খায়রুন প্রকাশনী
১৭.	আহকামুল কুরআন	তাফসীর অনুবাদ	খায়রুন প্রকাশনী

১৭) তালিম হোসেন ১৯১৮

- পরিচয় : ১৯১৮ খ্রি: নওগাঁ জেলার বদলগাছি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম তৈয়ব উদ্দিন চৌধুরী। ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বিএ সম্মান পাশ করেন। পেশাগত জীবনে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সাধনায় সময় অতিবাহিত করেন।
- **সাহিত্য সাধনা :** তালিম হোসেন আধুনিক সময়ের লেখক হলেও তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কম। তার অনন্য গ্রন্থ 'দিশারী' (প্রকাশ কাল-১৯৫৬) 'শাহীন' (প্রকাশকাল ১৯৬২), "ইসলামী কবিতা" (প্রকাশকাল ১৯৮৯), 'নূহের জাহাজ' (প্রকাশকাল ১৯৮৩) উল্লেখযোগ্য। আবদুল মান্নান সৈয়দ "বাংলা সাহিত্য মুসলমান' গ্রন্থে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তালিম হোসেনের প্রবন্ধসমূহের (অগ্রন্থিত) বর্ণনা দিয়েছেন।[৪০]

"কবি- পরিবারে সংরক্ষিত, পত্র-পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি (কপি-পত্নী কথাশিল্পী বেগম মাফরুহা চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত) এবং বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কবির গদ্য রচনার একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা গেছে। আমার ধারণা, কম লিখলেও সন্ধান করলে তালিম হোসেনের গদ্যরচনা বর্তমান তালিকার দ্বিগুণেরও বেশি হবে। তবু আপাতত আমরা তালিম হোসেনের গদ্যরচনার ঐ অসম্পূর্ণ তালিকাটিই এখানে উপস্থিত করছি এই ভরসায় যে, ভবিষ্যতে কোনো সুমনা সন্ধিৎসু এটি সম্পূর্ণ করবেন। তালিম হোসেনের বক্ষ্যমান গদ্য-বিবেচনাও এই রচনাগুচ্ছের পরিপ্রেক্ষিতে গড়া হয়েছে। তালিকাটি এই :

১. কবি গোলাম মোস্তফা। ২) ফররুখ আহমদ, কবি ও আদর্শ। ৩) আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি। ৪) পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দুনিক সংকট। ৫) গণমানুষের শিল্পী

[৪০]. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলাসাহিত্যে মুসলমান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ জুন-১৯৯৮), পৃ. ২৪৫-২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসউদ্দীন। ৬) ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু। ৭) পত্র। ৮) বাংলাদেশের জাতীয় কবি। ৯) সাম্প্রতিক নজরুল-বিতর্ক। ১০) রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। ১১) শিল্প : জীবন : নজরুল ইসলাম। ১২) ফররুখ-রচনাবলী (গ্রন্থালোচনা) ১৩) ভূমিকা : নজরুল-গীতি (প্রথম খণ্ড)। ১৪) মুক্তবুদ্ধি : আদর্শবাদ : পরমতসহিষ্ণুতা। ১৫) একান্ত (এক-চার) ১৬) একুশে ফেব্রুয়ারী : ভাবনার দিগন্তে। ১৭) অসাম্প্রদায়িকতার সার্টিফিকেট। ১৮) আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান। ১৯) শওকত ওসমানকে চিঠি। ২০) জাতীয়তা। ২১) হুজুর আপনাকে বলছি। ২২) বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ২৩) ধর্ম : ধর্মান্ধতা: সাম্প্রদায়িকতা। ২৪) প্রাচ্যের নবজাগরণ : বার্টাণ্ড রাসেল। ২৫) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ২৬) ফররুখ আহমদ ও আমি। ২৭) যখন ছোট ছিলাম। ইত্যাদি।

১৮) সৈয়দ আলী আহসন (১৯২২-২০০২)

- জন্ম ও জন্মস্থান : ২৬ মার্চ ১৯২২ খ্রি: মাগুরা জেলার আলো কাদিরা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।
- শিক্ষা জীবন : ১৯৩৭ খ্রি: আরমানিটোলা হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস ।
  ১৯৩৯ খ্রি: ঢাকা কলেজ থেকে আই এ পাস ।
  ১৯৪৩ খ্রি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি স্নাতক সম্মান এবং
  ১৯৪৪ খ্রি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর পাস।
- কর্মজীবন : বাংলা একাডেমীর পরিচালক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন, রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানসহ দেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। [৪১]
- **সাহিত্য সাধনা** : সৈয়দ আলী আহসান একজন শিক্ষাবিদ, বহুভাষাবিদ, বাগ্মী সমালোচক প্রাবন্ধিক, গবেষক, অনুবাদক ও কবি। তিনি বাংলা সাহিত্যে একের বহু। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও আধুনিক দেশজ ও বৈদেশী সাহিত্য ও কবিতায় সমান উৎসাহ, অনায়াস তৎপরতা ও তীক্ষ্ণ কুশলতার সঙ্গে সঞ্চারণ করেছেন। ভাষা ও সাহিত্যে তিনি অবিরলভাবে মননের চর্চা করেছেন। তিনিই সমালোচনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল প্রফেসর মুনীর চৌধুরী তাঁর অসামন্য গ্রন্থ তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯) সৈয়দ আলী

[৪১]. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২১৩-২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আহসানকে উৎসর্গ করে বলেন। "অগ্রজ্য প্রতীম সৈয়দ আলী আহসানকে, যিনি আমাদের মধ্যে প্রথম/ গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সাহিত্য সমালোচনার অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে/ অনুরূপ অনুশীলন-অনুসন্ধান ব্রতী হবার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেন।[৪২]

তাঁর লিখিত সম্পাদিত অনুদিত পুস্তকের সংখ্যা অনেক। তার সব পাণ্ডুলিপি এখনো প্রকাশিত হয়নি। তাঁর লিখিত বইসমূহ থেকে নিম্নোক্ত পুস্তকসমূহ ইসলামী ঐতিহ্যের নির্দেশক-

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরন/প্রকৃতি	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	হে প্রভু আমি উপস্থিত	ভ্রমন	১৯৮৮	-
২.	নাহজুল বালাঘা	অনুবাদ	১৯৯৫ খ্রিঃ	১৯৮৮ খ্রিঃ
৩.	মহানবী	ধর্ম সাহিত্য	১৯৯৫ খ্রিঃ	১৯৯৫ খ্রিঃ
৪.	শাহ আলী বোগদাদী	ধর্মীয় সাহিত্য	১৯৯৫ খ্রিঃ	১৯৯৫ খ্রিঃ
৫.	আল্লাহর অস্তিত্ব	ধর্মীয় সাহিত্য	১৯৯৫ খ্রিঃ	১৯৯৫ খ্রিঃ
৬.	ইকবালের কবিতা	অনুবাদ	১৯৫২ খ্রিঃ	১৯৫২ খ্রিঃ

১৯) সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৮)

- জন্ম ও জন্মস্থান: ৩১ জানুয়ারী ১৯২৪ খ্রিঃ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানা আগলা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।
- পিতা : সৈয়দ আলী হামেদ।
- শিক্ষা : ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতক (সম্মান),
  ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর পাস,
  ১৯৫২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতক (সম্মান),
  ১৯৫৬ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।
  ১৯৬৪ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।
- পেশা : অধ্যাপক ভিজিটিং প্রফেসর ইংরেজি বিভাগ, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য (১৯৮২-১৯৯২ খ্রিঃ), প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
- সাহিত্য সাধনা : ,সৈয়দ আলী আশরাফ একজন প্রতিয়শা খ্যাতিমান সাহিত্যিক।তিনি ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে লিখনির মাধ্যমে সদা সচেষ্ট ছিলেন। মুসলমানদের শিক্ষায় অগ্রসরের জন্য তিনি ব্যাপক গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করেন। তাঁর লিখিত

[৪২]. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় প্রতিটি সাহিত্যই ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক। নিম্নে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেয়া হল : [৪৩]

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল
১.	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য	সাহিত্য	১৯৬১ খ্রি:
২.	চাহার দরবেশ	সাহিত্য	১৯৮২
৩.	Muslim Traditions in Bengali literature	গবেষণা	১৯৮২
৪.	Crisis of Muslim Education	গবেষণা	১৯৭৯
৫.	New Horizons in Muslim Education	গবেষণা	১৯৮৪

২০) গোলাম সাকলায়েন (১৯২৬-)

- জন্ম ও জন্মস্থান: ১ এপ্রিল ১৯২৬ খ্রি: সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন।
- পিতার নাম: মুহম্মদ আবদুল হামিদ খন্দকার।
- শিক্ষা জীবন : - মাধ্যমিক-উল্লাপাড়া মার্চেন্টস হাইস্কুল।
  - উচ্চমাধ্যমিক এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।
  -স্নাতক কুষ্টিয়া কলেজ।
  -স্নাতকোত্তর (বাংলা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
  -পিএইচডি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।
- পেশা: অধ্যাপনা- বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
- সাহিত্য সাধনা: গোলাম সাকলায়েন বর্তমান সময়ের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিমদের অবদান বিষয়ে গবেষণাধর্মী বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে সব মুসলিম মনীষী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের অন্যতম একজন তিনি। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির অন্যতম কয়েকটি হল: [৪৪]

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল
১.	পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক	গবেষণা	১৯৬৪ খ্রি:
২.	বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য	গবেষণা	১৯৬২ খ্রি:

৪৩. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ-২১৩।
৪৪. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পৃ-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.	মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক	গবেষণা	১৯৬৭ খ্রি:
৪.	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান	গবেষণা	১৯৬৯ খ্রি:
৫.	বাংলাদেশের সুফী সাহিত্য	গবেষণা	১৯৮০ খ্রি:
৬.	পশ্চিমবঙ্গের পীর ও সাধু সন্ত প্রসঙ্গ	গবেষণা	১৯৮৭ খ্রি:
৭.	শেখ ফজলুল করীম	জীবনী	১৯৭১ খ্রি:
৮.	মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	জীবনী	১৯৮৭ খ্রি:
৯.	বঙ্গীয় মুসলমান	সাহিত্য	১৯৮৫ খ্রি:
১০.	খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী	জীবনী	১৯৮২ খ্রি:

২১) ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭- -)

- জন্ম ও জন্মস্থান: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ খ্রি: নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানা রূপসী নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।
- পিতার নাম : কাজী আলীমুদ্দীন ।
- শিক্ষা জীবন: ১৯৪৩ খ্রি: ইসলামিক এন্টারমিয়েট কলেজ থেকে মাধ্যমিক,
  ১৯৪৫ খ্রি: ইসলামিক ইন্টারমিয়েট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক,
  ১৯৪৮ খ্রি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান বাংলায়
  ১৯৪৯ খ্রি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।
  ১৯৬১ খ্রি: লন্ডন থেকে The Verb Strusture in Colloqial Bengali বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।
- পেশা : অধ্যাপনা বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।[৪৫]
- **সাহিত্য সাধনা :** ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একজন কিংবদন্তী পুরুষ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে তার অব্যাহত প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বাংলা সাহিত্যের নিবেদিত প্রাণ পুরুষ। তাঁর ভাষা শৈলী ও ভাবের গভীরতা খুবই চমৎকার। আমাদের মাতৃভাষা 'বাংলা' সংস্কৃত থেকে উৎপত্তি নয়, একথা তিনি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছেন। ইসলাম ও ইসলামী আদর্শকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি মসী শক্তি পরিচালনা করেন। তাঁর অধিকাংশ সাহিত্য কর্মই ছিল ভাষা ও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে। নিম্নে কয়েকটি সাহিত্য কর্মের নাম উল্লেখ করা হল :

[৪৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	ধরণ/প্রকৃতি	প্রকাশকাল
১.	সাহিত্য সম্ভার	গবেষণা	১৯৬৫ খ্রিঃ
২.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১-৪ খন্ড)	গবেষণা	১৯৬৮ খ্রিঃ
৩.	সাহিত্য শিল্প	গবেষণা	১৯৭০ খ্রিঃ
৪.	সাহিত্য ও আদর্শ	গবেষণা	১৯৬৯ খ্রিঃ
৫.	পাকিস্তানী সংস্কৃতি	গবেষণা	১৯৬৯ খ্রিঃ
৬.	ইসলামী সংস্কৃতি	গবেষণা	১৯৭০ খ্রিঃ
৭.	মানব জীবন	গবেষণা	১৯৭০ খ্রিঃ
৮.	সুফীবাদের গোড়ার কথা	গবেষণা	১৯৮০ খ্রিঃ
৯.	বাংলাদেশে ইসলাম আর্বিভাব	গবেষণা	১৯৯০ খ্রিঃ
১০.	আল কাউসার	গবেষণা	১৯৯১ খ্রিঃ
১১.	নাস্তিকতা আস্তিকতা	প্রবন্ধ	১৯৯১ খ্রিঃ
১২.	মানব মর্যাদা (সম্পাদনা)	প্রবন্ধ	১৯৫৮ খ্রিঃ
১৩.	সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ	প্রবন্ধ	১৯৬৯ খ্রিঃ

২২. আবদুস সাত্তার (জন্ম ১৯২৭) :

- জন্ম ও জন্মস্থান : ২০ জানুয়ারি ১৯২৭ খ্রিঃ টাঙ্গাইলের কালোহার এর গোলরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতার নাম ঃ আবদুস সোবহান
- শিক্ষাজীবন ঃ ১৯৪৮ খ্রিঃ গোপালদিঘী কে.পি ইউনিয়ন হাই ইংলিশ স্কুল থেকে মাধ্যমিক,
  ১৯৪৯ খ্রিঃ সা'দত কলেজ করটিয়া, টাঙ্গাইল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক,
  ১৯৫১ খ্রিঃ সা'দত কলেজ করটিয়া, টাঙ্গাইল থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।
- পেশা : চাকরী- সাবেক সম্পাদক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
- **সাহিত্য সাধনা :** আবদুস সাত্তার একজন কবি, সাহিত্যিক ও দক্ষ অনুবাদক। আরবী কবিতার অসামান্য অনুবাদক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। পরে তিনি আরবী, ফারসী, উর্দু, তুর্কি ভাষা থেকে ব্যাপক ভাবে কবিতা, গল্প, নাটক ইত্যাদি অনুবাদ করেন। ইমরুল কায়েসের (৪৭০-৫৪০) মত প্রাচীন কবি, খলিল জিবরান (১৮৮০-১৯৩১) এর মত আধুনিক আরবী কবি, তাওফিক আল হাকীমের আধুনিক নাটক বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করেন।তাঁর অনুবাদ কর্ম তৈল ধারাবৎ সসৃণ

Dhaka University Institutional Repository

স্বচ্ছল ও সাবলীল। গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, "ব্যক্তি আবদুস সাত্তার এমন এক স্বচ্ছ দর্পণ, যার অন্তস্থল অবধি পরিষ্কার দেখা যায়। সরল, অকপট, অকৃত্রিম, মজলিশ, আনন্দময়। কিন্তু নিজস্ব বিশ্বাসের প্রশ্নে অবিচল। গ্রামীণ মজলিশী মানসতার সঙ্গে নাগরিক জ্ঞানার্জনের একটি সমন্বয় ঘটেছে তার মধ্যে। তাই বলে আবদুস সাত্তার ভারবাহী পন্ডিত নন, তার জ্ঞান প্রজ্ঞায় পরিণত হয়েছে, নৃতত্ত্ব কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে, ইমেজ সন্ধান শেষ পর্যন্ত তাকে প্রবৃত্ত করেছে স্রষ্টা সাধনায়। মানুষকে ভালবেসেই তিনি হয়েছেন অধ্যাত্মঅন্বেষী। একটি নির্ভর প্রযুক্ত আনন্দে এক হয়ে মিশেছে তার জীবন ও সাহিত্য সাধনা।"[৪৬] তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ [৪৭]

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১.	অরণ্য জনপদ	প্রবন্ধ গবেষণা	১৯৬৬ খ্রিঃ
২.	আধুনিক আরবী সাহিত্য	সাহিত্য গবেষণা	১৯৭৪ খ্রিঃ
৩.	Tribesmen of Maymensingh	গবেষণা	১৯৬৯ খ্রিঃ
৪.	In The Sylvan Shadows	গবেষণা	১৯৭১ খ্রিঃ
৫.	আরবী লোক সাহিত্য	প্রবন্ধ	১৯৭৪ খ্রিঃ
৬.	Tribal culture in Bangladesh	গবেষণা	১৯৭৫ খ্রিঃ
৭.	অরণ্য সংস্কৃতি	গবেষনা	১৭৭৭ খ্রিঃ
৮.	আরবী সাহিত্যের লৌকিক উপাদান	গবেষণা	১৯৭৮ খ্রিঃ
৯.	গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	গবেষণা	১৯৮০ খ্রিঃ
১০.	নামের মৌমাছি	কাব্য	১৯৭৩ খ্রিঃ
১১.	ঢাকায় ঢাকা আছি	কাব্য সাহিত্য	১৯৭৬ খ্রিঃ
১২.	বালি ও ফেনা	কাব্য অনুবাদ	১৯৯০ খ্রিঃ
১৩.	আধুনিক আরবী কবিতা	কাব্য অনুবাদ	১৯৭৩ খ্রিঃ
১৪.	ফারসী আরবী তুর্কী কবিতা	কাব্য অনুবাদ	১৯৭৬ খ্রিঃ
১৫	সোনার সিংহ	রূপকথা	১৯৯০ খ্রিঃ

[৪৬]. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮।
[৪৭]. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পৃ. ২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

২৩. মুহম্মদ আবু তালিব (১৯২৮-)

- জন্ম ও জন্মস্থান : ১ এপ্রিল ১৯২৮ খুলনা জেলার গোয়াল খালী নামকস্থানে জন্মগ্রহণ।
- পিতা নাম : শাহ মোহাম্মদ এমরান উদ্দীন।
- শিক্ষা : ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।
- পেশা : অধ্যাপনা বাংলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
- **সাহিত্য সাধনা :**

  মুহম্মদ আবু তালিব বর্তমান সময়ের একজন সাহসী লেখক। সহজ সরল ভাষা ও উপমা শৈলী তাঁর লিখনীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইসলামের মহান আদর্শকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে পরিস্ফুটনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ নিম্নরূপ:[৪৮]

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১.	সাহারার ফুল	সাহিত্য	১৯৪১ খ্রিঃ
২.	ছোটদের মাওলানা কারামত আলী	জীবনী	১৯৬৪ খ্রিঃ
৩.	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী জীবন ও সাহিত্য	গবেষণা	১৯৫৫ খ্রিঃ
৪.	মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা	সাহিত্য গবেষণা	১৯৬৬ খ্রিঃ
৫.	বাংলা সাহিত্যের ধারা: প্রাচীন ও মধ্যযুগ	সাহিত্য গবেষণা	১৯৬৮ খ্রিঃ
৬.	হযরত শাহ মাখদুম রূপোশ এর জীবনেতিহাস	জীবনী	
৭.	উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচারের গোড়ার কথা: হযরত শাহ মাখদুম ও তার সঙ্গীগণ	জীবনী	১৯৬৯ খ্রিঃ
৮.	বাংলা সনের জন্ম কথা	গবেষণা	১৯৭০ খ্রিঃ
৯.	উপেক্ষিত সাহিত্য সাধক সাতজন	সাহিত্য গবেষনা	১৯৭৫ খ্রিঃ
১০.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কুরআনের প্রভাব	সাহিত্য	১৯৮০ খ্রিঃ
১১.	খুলনা জেলায় ইসলাম	গবেষণা	১৯৮১ খ্রিঃ
১২.	যশোর জেলায় ইসলাম	গবেষণা	১৯৮৮ খ্রিঃ

[৪৮]. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪০

Dhaka University Institutional Repository

২৪. অধ্যাপক আবদুল গফুর (১৯২৯-)

- জন্ম ও জন্মস্থান : ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ খ্রিঃ ফরিদপুর জেলার দাদপুর পাংশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতা নাম : মরহুম হাজী হাবিল উদ্দীন মুন্সী, মায়ের নাম মরহুমা শুকুন্নেসা খাতুন।
- শিক্ষা : ১৯৬২ খ্রিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ কল্যাণ বিষয়ে এম.এ পাস করেন।
- পেশা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর আবাসিক পরিচালক বর্তমানে সাংবাদিকতা ও লেখালেখী করে সময় অতিবাহিত করেন।[৪৯]
- তিনি একজন আদর্শ ভাষা সৈনিক।
- **সাহিত্য সাধনা :**

  আবদুল গফুর বাংলাদেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের অন্যতম একজন। ভাষা আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে বাংলা ভাষা ও ইসলামী সাহিত্য উন্নয়নে ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বহু গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেন। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য কর্ম ইসলামী আদর্শ পুনর্জাগরণে নিবেদিত। কালজয়ী ইসলামী জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠাই তাঁর লিখনীর প্রেরণা শক্তি। জাতির নৈতিক মানবীয় মূল্যবোধ বিকাশ ও মেধার মননশীলতা উৎকর্ষ সাধনে তিনি সারা জীবন লিখেছেন বর্তমানে অবিরত লিখছেন। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ১৮।[৫০] এদের মধ্যে নিম্মোক্ত গ্রন্থসমূহ ইসলামী সাহিত্যের পরিচায়ক।

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১.	বিপ্লবী ওমর	জীবনী	১৯৫১ খ্রিঃ
২.	কর্মবীর সোলায়মন	জীবনী	১৯৫৬ খ্রিঃ
৩.	সংশয়ের ঘুর্ণাবর্তে ইসলাম	অনুবাদ	-
৪.	পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন	জাগরণ মূলক	-
৫.	ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ইসলাম	অনুবাদ	-
৬.	আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম	গবেষণা	-
৭.	খোদার রাজ্যে বিএন আর	গবেষণা	১৯৭১ খ্রিঃ
৮.	কুরআনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য	গবেষণা	১৯৭১ খ্রিঃ

[49] সম্বর্ধিত গুনীজনদের পরিচিতি, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ৫ম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন-২০১০, পৃঃ ৫-৬

[50] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯.	ধর্ম কি অচল হয়েছে?	অনুবাদ	১৯৭১ খ্রিঃ
১০.	ইসলামের শান্তি নীতি	অনুবাদ	১৯৭১ খ্রিঃ
১১.	ইসলামের পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি	অনুবাদ	১৯৭১ খ্রিঃ
১২.	ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তার স্বাধীনতা ও সত্যতা	অনুবাদ	১৯৭১ খ্রিঃ

২৫. শফিউদ্দিন সরদার (১৯৩৫ -)

- জন্ম ও জন্মস্থান : ১ মে ১৯৩৫ খ্রিঃ নাটোর সদরের হাটবিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতা/মাতার নাম : পিতার নাম- রহমতুল্লাহ সরদার এবং মায়ের নাম- মরহুমা খুকী বেগম।
- শিক্ষা : ১৯৫০ খ্রিঃ মেট্রিকুলেশন পাশ করেন তারপর কারমাইকেল কলেজ থেকে আই.এ, ঢাকা টিটি কলেজ থেকে বিএড, ইংল্যান্ড থেকে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন ডিগ্রী লাভ করেন।
- পেশা : শিক্ষকতা-কয়েকটি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক, তারপর রাজশাহী সরকারি কলেজ, সরদহ ক্যাডেট কলেজে অধ্যাপনা, বানেশ্বর কলেজ, রানী ভবানী মহিলা কলেজ এবং নাটোর গ্রীন একাডেমীর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন। তাছাড়া রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিলেন। বর্তমানে সাহিত্য চর্চা লেখালেখিতে ব্যস্ত আছেন।[৫১]
- **সাহিত্য সাধনা :**

  ছাত্র জীবন থেকে শফিউদ্দীন সরদার লেখালেখি শুরু করেন। নাটকে অভিনয় এবং নাটক রচনার মধ্যদিয়ে নায়ক এক সময় হয়ে ওঠেন ইতিহাসের নায়কে। রাজশাহী বেতার থেকে তাঁর অনেক নাটক প্রচারিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে তিনি একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত। বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয়ের সময় থেকে আজ অবধি ইতিহাসের প্রায় সকল বিষয়কে তিনি তাঁর উপন্যাসে ঠাই দিয়েছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে শ্যামল বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য রূপরস ও ভাবের ব্যাঞ্জনা দিয়ে পাঠক সমাজে উপস্থাপিত করেছেন।

  'ঝড়মুখী ঘর' নামক উপন্যাসে ১৯৪৭-১৯৭১; অবৈধ অরণ্যে' নামক গ্রন্থে ১৯৭১-১৯৯০ এবং 'দখল' নামক উপন্যাসে ১৯৯০ এর পরবর্তী সময় কে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলি বাংলাদেশের তথা এদেশের মুসলমানদের সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। কয়েটি গ্রন্থের নাম:[৫২]

[৫১]. প্রাগুক্ত পৃ: ১১-১২।
[৫২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১.	বখতিয়ারের তলোয়ার	ঐতিহাসিক উপন্যাস		
২.	গৌড় থেকে সোনারগাঁও	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা
৩.	যায় বেলা অবেলায়	উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
৪.	বিদ্রোহী জাতক	উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
৫.	বার পাইকার দুর্গ	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
৬.	রাজ বিহঙ্গ	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
৭.	শেষ প্রহরী	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
৮.	প্রেম ও পূর্ণিমা	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
৯.	বিপন্ন প্রহর	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১০.	সূর্যাস্ত	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১১.	পথ হারা পাখী	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১২.	বৈরী বসতি	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১৩.	অন্তরে প্রান্তরে	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১৪.	দাবানল	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১৫.	ঠিকানা	ঐতিহাসিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১৬.	অবৈধ অরণ্য	সামাজিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১৭.	অপূর্ব আপেরা	সামাজিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১৮.	শীত বসন্তের গীত	সামাজিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
১৯.	চলনবিলের পদাবলি	সামাজিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী
২০.	মুসাফির	সামাজিক উপন্যাস		আধুনিক প্রকাশনী

২৬. মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ (১৯৩৬-)

একুশের পদকপ্রাপ্ত প্রখ্যাত কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য-সমালোচেক ও নজরুল গবেষক এবং নজরুল ইন্সটিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী পরিচাল (১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদ) মোহাম্দ মাহফুজউল্লাহর (বাংলা একাডেমী ফেলো) সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত নিম্নে দেওয়া হল :

- নাম : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

- জন্ম : পহেলা জানুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রিঃ।
- জন্মস্থান : গ্রাম নাওঘাট, পোঃ তালশহর, উপজেলা- আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মনবাড়িয়া।
- পিতা নাম : মরহুম আব্দুল আউয়াল, মাতাঃ মরহুমা লুসিয়া খাতুন।
- শিক্ষা : ম্যাট্রিক- ১৯৫০ সাল, তালশহর হাইস্কুল, ব্রাহ্মনবাড়িয়া। আই,এ-১৯৫২ সাল, ঢাকা কলেজ, ঢাকা। বি.এ-১৯৫৫ সাল, ঢাকা কলেজ, ঢাকা। এম. এ (বাংলা) প্রথম পর্বঃ ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- পেশা : কর্মজীবন সহ-সম্পাদক মাসিক 'মাহে-নও' (১৯৫৬-১৯৬১)। সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক 'জেহাদ' (১৯৬১-১৯৬২), সহযোগী সম্পাদক, মাসিক 'পূবালী' (১৯৬১-১৯৬৭)। সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, 'দৈনিক বাংলা' (১৯৬৪-১৯৯৭) সাবেক দৈনিক 'পাকিস্তান'। নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইনস্টিটিউট (১৯৮৫-১৯৯৫), প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিভিন্ন মেয়াদে চুক্তির ভিত্তিতে দশ বছর।[৫৩]
- **সাহিত্য সাধনা :**

  বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য-সমালোচক ও নজরুল-গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ গত অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে নিবেদিত চিত্তে এবং অব্যাহতভাবে সাহিত্য চর্চা করে আসছেন। তাঁর দীর্ঘ সাধনা, শ্রম ও সৃজনশীল প্রতিভার অবদানে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি হয়েছে সমৃদ্ধ এবং ঐশ্বর্যমন্ডিত। তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক, সাহিত্য-সমালোচক ও নজরুল-গবেষক হলেও, মূলত কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান। কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি কবিতা ও কাব্য শিল্প এবং কতিবার ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতি নিয়ে গত পঞ্চাশ বছরে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং লিখেছেন বিচিত্র বিষয়ে। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ তাঁর রচনার বিষয়বস্তু, ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মূলত রোমান্টিক মানসপ্রবণতা এবং স্বপ্ন ও সৌন্ধর্যবোধের রূপকার হলেও তাঁর বিচিত্রিধর্মী প্রেম, প্রীতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্যমহিমার পাশাপাশি দেশ, মাটি, মানুষ ও জনজীবনের আলেখ্য। স্বদেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর রচনায় স্বদেশের মানুষের সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা এবং সংগ্রাম-সাধনার পাশাপাশি বিধৃত হয়েছে দৈশিক ও সামাজিক সংকট সমস্যা, তিনি রূপায়িত করেছেন আন্তর্জাতিক সমস্যা-সংকটের অনেক আলেখ্য, তাঁর রচনার রূপ পেয়েছে মানবিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র, যুদ্ধ, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, নদী-ভাঙ্গন ইত্যাদি। প্রাকৃতিক

[৫৩]. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি মানব সৃষ্ট দুর্যোগের বিরুদ্ধে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদী সুর।[৫৪]

এ পর্যন্ত তাঁর ৮টি কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ গ্রন্থ ২৪টি, সম্পাদিত গ্রন্থ ৭টি প্রকাশ হয়েছে। ২টি অপ্রকাশিত উপন্যাস রয়েছে। তার অধিকাংশ লিখনির মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ উজ্জীবিত হয়েছে। ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১.	সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়তা	গবেষণা	১৯৭০ খ্রি:
২.	সাহিত্য ও সাহিত্যিক	গবেষণা	১৯৭৮ খ্রি:
৩.	বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁর আন্দোলন	গবেষণা	১৯৮০ খ্রি:
৪.	বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য	গবেষণা	১৯৮২ খ্রি:
৫.	বাঙ্গালী মুসলমানদের মাতৃভাষা প্রীতি	গবেষণা	১৯৮০ খ্রি:
৬.	Muslim Tradition in Bengali literature	গবেষণা	১৯৮১ খ্রি:
৭.	মুসলিম বাংলার সাংবাদিকও আবুল কালাম শামসুদ্দিন	গবেষণা	১৯৮৩ খ্রি:
৮.	গোলাম মোস্তফা	জীবনী	১৯৮৭ খ্রি:
৯.	সুফী মোতাহার হোসেন	জীবনী	১৯৮৮ খ্রি:
১০.	জোলেখার মন	কাব্য	১৯৮৯ খ্রি:
১১.	ফররুখ রচনাবলি (সম্পাদিত)	কাব্য	-
১২.	ফররুখ আহমদের কাফেলা	কাব্য	-

২৭. আবদুল মান্নান তালিব (১৯৩৬ -)

- জন্মস্থান ও জন্ম : ১৫ মার্চ ১৯৩৬ খ্রি: ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার থানা মগরাহাটের অর্জনপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।
- পিতা মাতা: পিতা মরহুম তালেব আলী, মাতা: মরহুমা মেহেরুন নেছা।
- শিক্ষাজীবন: ১৯৬৬ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচ এস সি পাস করেন। অতপর জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর থেকে দাওরা-ই-হাদীস শাস্ত্রে তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

[৫৪]. সম্বর্ধিতগুণীজনদের পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

- ভাষাজ্ঞান: তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবী, উর্দু, ফারসি, হিন্দি- ৬টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ সকল ভাষা থেকে তিনি সাহিত্যসহ গবেষণা ধর্মী অনেক বিষয় অনুবাদ করেন।
- কর্মজীবন: সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু অদ্যবধি সাহিত্য ও সাংবাদিকতা কাজে জড়িত। তিনি দৈনিক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকার দীর্ঘদিন সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করছেন।[৫৫]
- **সাহিত্য সাধনা:** আবদুল মান্নান তালিব বহুমুখী প্রতিভার ব্যক্তিত্ব। তিনি কুরআন-হাদিসের সুবিজ্ঞ এবং সাহিত্য সাধনায় অন্যতম পথিকৃৎ ব্যক্তি। তিনি শিশুদের মানস গঠনে যেভাবে ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য কেমন হবে তার দিক নির্দেশনামূলক বহুমূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছে। তিনি ইসলামী সাহিত্য নির্মাতার সুবিজ্ঞ প্রকৌশলী। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেয়া হল।[৫৬]

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১.	অবরুদ্ধ জীবনের কথা		১৯৬২ খ্রি:
২.	মুসলমানদের প্রথম কাজ	গবেষণা ধর্মী	১৯৭৫ খ্রি:
৩.	বাংলাদেশে ইসলাম	গবেষণা ধর্মী	১৯৭৯ খ্রি:
৪.	ইসলামী সাহিত্য: মূল্যবোধ ও উপাদান	সাহিত্য	১৯৮৪ খ্রি:
৫.	আমল আখলাক	ধর্মীয়	১৯৮৬ খ্রি:
৬.	ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন	জীবনী	১৯৮৭ খ্রি:
৭.	ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ	ইসলামী জাগরণ	১৯৮৮ খ্রি:
৮.	সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	সাহিত্য	১৯৯১ খ্রি:
৯.	ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন	ইসলামী জাগরণ	১৯৯৪ খ্রি:
১০.	সত্যের তরবারি ঝলসায়	ইসলামী জাগরণ	২০০০ খ্রি:
১১.	আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম	ইসলামী জাগরণ	২০০১ খ্রি:
১২.	সত্য সমুজ্জল	গল্প	১৯৮১ খ্রি:
১৩.	রাসূলের যুগে নারী	সম্পাদিত	১৯৯৫ খ্রি:
১৪.	ছোটদের ইসলাম শিক্ষা	শিশুতোষ	১৯৮০ খ্রি:

[৫৫]. সম্বর্ধিত গুনীজনদের পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১০১৯৭৫
[৫৬]. প্রাগুক্ত, পৃ: ৯, ১০।

Dhaka University Institutional Repository

১৫.	আমাদের প্রিয় নবী	শিশুতোষ	১৯৭৫ খ্রিঃ
১৬.	খতমে নবুয়ত	অনুবাদ সাহিত্য	১৯৬২ খ্রিঃ
১৭.	পয়গামে মোহাম্মাদী	অনুবাদ সাহিত্য	১৯৬৭ খ্রিঃ
১৮.	ইসলামে দৃষ্টিতে জীবন বীমা	অনুবাদ	১৯৬৬ খ্রিঃ
১৯.	আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি	অনুবাদ	১৯৭৬ খ্রিঃ
২০.	রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা	অনুবাদ সাহিত্য	১৯৯৪ খ্রিঃ
২১.	সহীহ আল বুখারী (৩য় খন্ড) (অনুবাদ)	হাদিস	১৯৯৪ খ্রিঃ
২২.	তাফহীমুল কুরআনে (১-৩ খন্ড) (অনুবাদ)	তাফসীর	১৯৯১ খ্রিঃ
২৩.	প্রত্যয়ের সূর্যোদয়	-	২০০০ খ্রিঃ

২৮. শাহাবুদ্দীন আহমদ (১৯৩৬)

- জন্ম ও জন্মস্থান : ২১ মার্চ ১৯৩৬ খ্রিঃ। ভারতের পশ্চিবঙ্গের বশিরহাটের আরশুলা গ্রামে।
- পিতা-মাতা: পিতা: মরহুম আফিল উদ্দিন আহমদ, মাতা: মরহুমা মোমেনা খাতুন।
- শিক্ষা : ১৯৫১ খ্রিঃ বাদুড়িয়া মডেল ইন্সটিটিউটশন থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাস। ১৯৫৩-১৯৫৪ সালে খুলানা বিএল কলেজে আই এ পড়াশুনা। পারিবারিক কারণে একাডেমীক লেখাপড়ায় এর বেশী অতিক্রম করতে পারেননি।
- কর্মজীবন : ১৯৬১ খ্রিঃ পূর্ব পাকিস্তানের লেখক সংঘের মুখপাত্র লেখক সংঘ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, 'পরিক্রম' এর সহকারী সম্পাদক, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'নাগরিক' এর সম্পাদনা সহযোগী, ১৯৭৩ সালে "নজরুল একাডেমী পত্রিকার সম্পাদক, ১৯৭৫-১৯৭৭ 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থার খন্ডকালীন সম্পাদক, ১৯৮০ সালে ঢাকা ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রকাশনা বিভাগের সাপ্তাহিক 'অগ্রপথিক' (বর্তমানে মাসিক) নির্বাহী সম্পাদক। 'দৈনিক আল মুজাদ্দেদ' এর প্রথমে সহকারী সম্পাদক পরে প্রধান সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫৭]
- **সাহিত্য সাধনা:** পত্রিকা আর লেখালেখি এ নিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সাহিত্য চর্চায় সদা সচেতন ছিলেন। সহজ-সরল অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি লিখেন। ১৯৬৮ সাল থেকে তিনি নজরুল চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকে তার প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। নজরুল গবেষক হিসেবে তিনি

[৫৭]. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পৃ: ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যাঙ্গনে সুপরিচিত হয়ে উঠেন। নজরুল বিশেষজ্ঞ নামে তিনি সর্বমহলে স্বীকৃত। তিনি বাংলাদেশে বর্তমান সময়ের প্রধান সমালোচক সাহিত্যিক কাব্য রসিক এবং অনুবাদক।[৫৮] তার লিখিত কিছু বইয়ের নাম নিম্নরূপ:

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১.	শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম	গবেষণা	১৯৭০ খ্রি:
২.	সাহিত্য চিন্তা	গবেষণা	১৯৭৫ খ্রি:
৩.	নজরুল সাহিত্য বিচার	গবেষণা	১৯৭৬ খ্রি:
৪.	ইসলাম ও নজরুল ইসলাম	গবেষণা	১৯৮১ খ্রি:
৫.	নজরুল সাহিত্য দর্শন	গবেষণা	১৯৮৩ খ্রি:
৬.	দ্রষ্টার চোখে স্রষ্টা	গবেষণা	১৯৮৯ খ্রি:
৭.	কবি ফররুখ ও তার মানস মনীষা	গবেষণা	১৯৯৩ খ্রি:
৮.	বহুরূপে নজরুল	গবেষণা	১৯৯৯ খ্রি:
৯.	মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ	গবেষণা	২০০২ খ্রি:
১০.	চতুদর্শ শতাব্দীর বাংলা কবিতা	গবেষণা	-
১১.	বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফা	গবেষণা	-
১২.	তিন বোন	অনুবাদ	-

২৯. আল মাহমুদ (জন্ম ১৯৩৬)

- জন্ম ও জন্মস্থান : ১১ জুলাই ১৯৩৬ খ্রি: ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার মৌড়াইলে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতা: পিতার নাম - আবদুর রব মীর।
- শিক্ষা : ব্রাহ্মনবাড়িয়া ভার্জ সিল্কথ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস।
- পেশা : সাংবাদিকতা ও চাকরী পরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। দৈনিক গণকণ্ঠ, দৈনিক কর্ণফুলি (চট্টগ্রাম) এর সম্পাদক।
- **সাহিত্য সাধনা** :আল মাহমুদ বর্তমান সময়ের শীর্ষস্থানীয় কবি সাহিত্যিকদের অন্যতম একজন। প্রথম জীবনে জড়বাদী ও বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সময়ের পরিবর্তনে জীবনেরও পরিবর্তন হয়। বর্তমানে তিনি তাঁর মেধা, চিন্তা ও মসী শক্তি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ ইসলামের জন্য নিবেদিত। ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ কবির লালিত স্বপ্ন । তিনি বলেন, "ইসলামের

[৫৮]. সম্বর্ধিত গুণীজনদের পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-৪

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করি। করব। কারণ ইসলামী আন্দোলন একটা চমৎকার সুন্দর স্বপ্ন দেখায়। বাস্তবতার স্বপ্ন। আমিও ইসলামের মধ্যে একটি স্বপ্ন দেখি। কবিতায় সৃষ্টি করি Dream. আমি আমার কবিতা, উপন্যাসে ইসলামের মধ্যে মানুষের জন্য মমতাবোধ সৃষ্টি করি। আমি একটা গল্প লিখে সমস্ত মুসলমানকে স্বপ্ন দেখিয়ে দিতে পারি। যে ইসলাম একটা সত্য সুন্দর পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। [৫৯]

কবি আল মাহমুদ লিখেছেন এবং লিখবেন- বিরামহীনগতিতে তাঁর লেখা চলছে। নিম্নে তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম দেয়া হল : [৬০]

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১.	লোক লোকান্তর	কাব্য	১৩৭০ খ্রি:
২.	কালের কলস	কাব্য	১৩৭৩ খ্রি:
৩.	সোনালী কাবিন	কাব্য	১৯৭৩ খ্রি:
৪.	মায়াবী পর্দা দুলে ওঠে	কাব্য	১৯৭৬ খ্রি:
৫.	অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না	কাব্য	১৯৮০ খ্রি:
৬.	বখতিয়ারের ঘোড়া	কাব্য	১৯৮৪ খ্রি:
৭.	আরব্য রজনীর রাজহাঁস	কাব্য	১৯৮৯ খ্রি:
৮.	মিথ্যাবাদী রাখাল	কাব্য	১৯৯৭ খ্রি:
৯.	আল মাহমুদের কবিতা সমগ্র	কাব্য	১৯৯৭ খ্রি:
১০.	পানকৌড়ির রক্ত	গল্প	১৯৭৫ খ্রি:
১১.	সৌরভের কাছে পরাজিত	গল্প	১৯৮৩ খ্রি:
১২.	প্রেমের গল্প	গল্প	১৯৯১ খ্রি:
১৩.	ডাহুকী	উপন্যাস	১৯৯২ খ্রি:
১৪.	কাবিলের বোন	উপন্যাস	১৯৯৫ খ্রি:
১৫.	কবির আত্ম বিশ্বাস	প্রবন্ধ	১৯৯০ খ্রি:
১৬.	দিন যাপন	প্রবন্ধ	১৯৯০ খ্রি:

[৫৯]. মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদিত) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৮৩।

[৬০]. বাংলা একাডেমীর লেখক অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান (জন্ম ১৯৩৭)

- জন্ম ও জন্মস্থান ঃ ১৯৩৭ খ্রিঃ ১৩৪৪ বাং ৩ পৌষ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার চরনারিনা (মাতুলালয়) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- শিক্ষাজীবন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রিঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন।
- কর্মজীবন ঃ ১৯৬২-১৯৭৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করটিয়া সরকারি কলেজে অধ্যাপনা, ১৯৭০ খ্রিঃ পর্যন্ত দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। তারপর কিছুদিন দুবাই প্রবাস জীবন। বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান ও বিভিন্ন বিষয় লেখালেখি করেছেন। [৬১]
- **সাহিত্য সাধনা ঃ** অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ১৯৫৮ সাল থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে আসছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন মননশীল লেখক। তিনি সহজ-সরল ভাষা-ভাষাও সাহিত্যের কথা পাঠক সমাজে উপহার দিয়েছেন। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তার ক্ষুরধার কলমিশক্তি পরিচালনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু বই :

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১.	বাংলা সাহিত্যের ধারা	সাহিত্য গবেষণা	১৯৭০ খ্রিঃ
২.	বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন	সাহিত্য গবেষণা	১৯৭৫ খ্রিঃ
৩.	সাহিত্যের কথা		১৯৭৬ খ্রিঃ
৪.	ভাষা ও সাহিত্য		১৯৮১ খ্রিঃ
৫.	সমাজ সংস্কৃতি ও মানবতা		১৯৮৩ খ্রিঃ
৬.	ফররুখ প্রতিভা	গবেষণা	১৯৮৯ খ্রিঃ
৭.	ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি	গবেষণা	১৯৯৩ খ্রিঃ
৮.	ইবাদত	ধর্মীয় জীবনী	১৯৯৯ খ্রিঃ
৯.	মহানবী (সাঃ)		২০০২ খ্রিঃ
১০.	মহৎ যাদের জীবন কথা	শিশুতোষ	-

[৬১]. ফররুখ প্রতিভা, মুহম্মদ মতিউর রহমান, (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১), শেষ পৃষ্ঠায় লেখকের জীবনী।

Dhaka University Institutional Repository

- **৩১. আবদুল মান্নান সৈয়দ (জন্ম ১৯৪৩-২০১০ খ্রি:)** [৬২]
- জন্ম ও জন্মস্থান ঃ ৩ আগষ্ট ১৯৪৩ খ্রিঃ গ্রাম- জালালপুর, বশিরহাট (মহকুমা), চব্বিশ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতা-মাতা ঃ পিতা-মরহুম আলহাজ্ব সৈয়দ এ. এম বদরুদ্দোজা (১৯১০-২০০৩) মাতা- মরহুমা আলহাজ্ব কাজী আনোয়ারা মজিদ (১৯২০-২০০৩)
- শিক্ষাজীবন ঃ নিজগ্রাম- জালালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় লেখাপড়া শুরু। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকায় আগমন। ১৯৫৮ সালে নবাবপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস, ১৯৬০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস, ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেন।, ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর (বাংলা) ডিগ্রী অর্জন করেন।
- পেশা ঃ অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতা, লেখালেখি।
- **সাহিত্য সাধনা ঃ** আব্দুল মান্নান সৈয়দ বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে তাঁর সফল পদচারনা রয়েছে। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, জীবনী, সমালোচনা, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহুগ্রন্থ লিখেছেন। সম্পাদনাও তাঁর কর্মক্ষেত্রের বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে নজরুল রচনাবলী, ফররুখ-রচনাবলী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবি গোলাম মোহাম্মদ রচনাসমগ্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া এগারটি ছোট বড় পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সেমিনারে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে পড়ানো হচ্ছে। ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি, উর্দু, জাপানি ও সুইডিস প্রভৃতি ভাষায় তার একাধিক লেখা অনুদিত হয়েছে। আমেরিকা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে তাঁর একটি গল্প পড়ানো হয়। গল্পের নাম: অধঃপতন-The Fall.
- তিনি সাহিত্যের একজন গবেষক। বাংলা সাহিত্যের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাস, মানিক বন্দোপাধ্যায়, কায়কোবাদ, শাহাদাৎ হোসেন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুস সাত্তার প্রমুখ নিয়ে তিনি গবেষণা করেনছেন। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্য। তিনি আধুনিক সাহিত্যের একজন গবেষক বটে- তাঁর সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধের

[৬২]. ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ খ্রি ইফতারের সময় বাংলা সাহিত্যের এই মনীষী ইন্তিকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি আল্লাহর একত্ববাদে প্রগাঢ় বিশ্বাসী। আর তাই জীবনের সকল গুণগান মহান আল্লাহর সমীপে নিবেদন করে লিখেছেন 'সকল প্রশংসা তাঁর' কাব্যগ্রন্থ। তিনি একজন রাসূল প্রেমিক তাই লিখেছেন- বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। ইসলামী সাহিত্যের সার নির্যাস নিয়ে রচনা করেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান'। ইসলামী সাহিত্য বিকাশের অনন্য মুখপত্র অগপথিকেও তিনি লিখেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে লিখেছেন।[৬৩] আবদুল মান্নান সৈয়দ এর লিখিত প্রকাশিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক।[৬৪] নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া হল :

ক্র. নং	বইয়ের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১.	জন্মান্ধ কবিতা গুচ্ছ	কাব্য	১৯৬৭ খ্রি:
২.	জোৎস্না রোগের চিকিৎসা	কাব্য	১৯৬৯ খ্রি:
৩.	মাতাল মানচিত্র	কাব্য	১৯৭০ খ্রি:
৪.	সংবেদন ও জলতরঙ্গ	কাব্য	১৯৭৪ খ্রি:
৫.	কবিতা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড	কাব্য	১৯৮২ খ্রি:
৬.	পরাবাস্তব কবিতা	কাব্য	১৯৮২ খ্রি:
৭.	মাছ সিরিজ	কাব্য	১৯৮৪ খ্রি:
৮.	আমার সনেট	কাব্য	১৯৯০ খ্রি:
৯.	সকল প্রশংসা তাঁর	কাব্য	১৯৯৩ খ্রি:
১০.	নীরবতা গভীরতা দুই বোন কথা বলে	কাব্য	১৯৯৭ খ্রি:
১১.	কবিতা সমগ্র	কাব্য	২০০২ খ্রি:
১২.	সত্যের মত বদমাশ	গল্প	১৯৫৮ খ্রি:
১৩	চলো যাই পরোক্ষে	গল্প	১৯৭৩ খ্রি:
১৪	মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা	গল্প	১৯৮৮ খ্রি:
১৫	উৎসব	গল্প	২০০২ খ্রি:
১৬	নির্বাচিত গল্প	গল্প	২০০২ খ্রি:
১৭	পরিপ্রেক্ষিতের দাসদাসী	উপন্যাস	১৯৭৪ খ্রি:
১৮	পোড়ামাটির কাজ	উপন্যাস	১৯৮২ খ্রি:

[৬৩]. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭
[৬৪]. সম্বর্ধিত গুনীজনদের পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯	হে সংসার হে লতা	উপন্যাস	১৯৮২ খ্রিঃ
২০	ভাঙ্গা নৌকা	উপন্যাস	২০০৬ খ্রিঃ
২১	ঢাকার আলিবাবা	উপন্যাস	২০১০ খ্রিঃ
২২	শুদ্ধতম কবি	প্রবন্ধ	১৯৭২ খ্রিঃ
২৩	নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা	প্রবন্ধ	১৯৭৭ খ্রিঃ
২৪	দশ দিগন্তের দ্রষ্টা	প্রবন্ধ	১৯৮০ খ্রিঃ
২৫	নজরুল ইসলাম কালজ কালোত্তর	প্রবন্ধ	১৯৮৭ খ্রিঃ
২৬	বাংলা সাহিত্যে মুসলমান	প্রবন্ধ	১৯৯৮ খ্রিঃ
২৭	ফররুখ আহমদ জীবন ও সাহিত্য	গবেষণা	১৯৯৩ খ্রিঃ
২৮	শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা	গবেষণা	১৯৮৩ খ্রিঃ
২৯	সৈয়দ মুর্তজা আলী	জীবনী	১৯৯০ খ্রিঃ
৩০	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	জীবনী	১৯৯৪ খ্রিঃ
৩১	বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)	জীবনী	২০০২ খ্রিঃ
৩২	নজরুল রচনাবলি (১-৬ খন্ড)	সম্পাদনা	১৯৯৩ খ্রিঃ
৩৩	কায়কোবাদ রচনাবলি (১-৪ খন্ড)	সম্পাদনা	১৯৯৭ খ্রিঃ
৩৪	ফররুখ আহমদ রচনাবলি	সম্পাদনা	১৯৯৬ খ্রিঃ
৩৫	সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলি	সম্পাদনা	১৯৯৭ খ্রিঃ
৩৬	কাজী নজরুল ইসলাম তিন অধ্যায়	জীবনী	২০১০ খ্রিঃ
৩৭	আমার বিশ্বাস	আত্মজীবনী	১৯৮৪ খ্রিঃ
৩৮	স্মৃতির নোট বুক	আত্মজীবনী	২০০০ খ্রিঃ
৩৯	ভেসেছিলাম ভাঙ্গা ভেলায়	আত্মজীবনী	২০০৯ খ্রিঃ
৪০	ডায়েরী (১৯৭৮-২০০৮)	আত্মজীবনী	২০০৯ খ্রিঃ

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে বিশেষত: গদ্য সাহিত্য বিকাশে উল্লেখিত সাহিত্যিকগণ ব্যতীত আরো অনেক সাহিত্যিক রয়েছেন-যাঁরা কম-বেশী অবদান রেখেছেন। বর্তমান সময়েও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক লেখক রয়েছেন-যাঁরা আজোও ইসলামী জীবন দর্শন নিয়ে বিভিন্ন রূপে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উল্লাসে ব্যস্ত রয়েছেন। ১৯৪৭-২০০০খ্রিঃ অবধি অসংখ্য কবি সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন--যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন। তাঁদের লিখিত অনেক লেখা ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিকে সমৃদ্ধ করেছে। ওপর আলোচিত হয়নি অথচ ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁদের অবদান রয়েছে এমন ক'জন সাহিত্যিকের নাম নিম্নে দেওয়া হল:

(১) **খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ** (১৮৭৩-১৯৬৫ খ্রি:): তাঁরা লিখিত পুস্তকসমূহ "বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য (১৯১৮), ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (১৯২৬), হযরত মুহাম্মদ (সা:) (১৯৩১) ইসলামের ইতিবৃত্ত (১৯৩৪), পেয়ারা নবী (১৯৪০), কোরানের সার (১৯৪০), কোরানের শিক্ষা (১৯৪১) ইসলামের মহতী শিক্ষা (১৯৬৩) ইত্যাদি।৭৫[৬৫]

(২) **মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানব ইসলামাবাদী** (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রি:) : তিনি একজন রাজনীতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক মাওলানা। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ: ভারতে মুসলিম সভ্যতা (১৯১৪), নিজামুদ্দিন আওলিয়া (১৯১৬), তুরস্কের সুলতান (১৯১৮), ভারতে ইসলাম প্রচার মুসলমানদের অভ্যুত্থান, ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, মোসলেম বীরঙ্গনা, কুরআনের স্বাধীনতার বাণী, ইসলামের পুর্ণ্যকথা ইত্যাদি।[৬৬]

(৩) **মুহম্মদ এমদাদ আলী** (১৮৯১-১৯৬৯ খ্রি:) : প্রাবন্ধিক, গ্রন্থসমূহ : তরিকুল ইসলাম (১৯১৭), মোসলেম মালা (শিশুতোষ) (১৯২০), স্বভাব দর্পণ (১৯৩৫), আমার সৌভাগ্য জীবন (১৯৫৪)[৬৭]

(৪) **মাহবুবুল আলম** (১৯৯৮-১৯৮১ খ্রি:): সাংবাদিক, কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। রচিত উল্লিখযোগ্য গ্রন্থাবলী: মোমেনের জবানবন্দী (১৯৫৩), চট্টগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭), ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৯), সৌদি আরব (১৯৬০) ইত্যাদি।

(৫) **কাজী আকরাম হোসেন** (১৮৯৬-১৯৬৩) : কবি ও প্রবন্ধকার। গ্রন্থসমূহ : ইসলাম কাহিনী (১৯৩১), ইসলামের ইতিকথা (১৯৩২), কাব্য-নওরোজ (১৯৩৮), মসনবী ও রূমী (১৯৪৩), দিওয়ানে হাফিজ (১৯৪৩) ইত্যাদি।[৬৮]

(৬) **শইখ শরফুদ্দীন** (১৯০০-১৯৮৪ খ্রি:) : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী তত্ত্বতিবদ ও লেখক। গ্রন্থসমূহ: পবিত্র জীবন (১৯৭৮), বাংলাদেশে সুফী প্রভাবও ইসলাম প্রচার, আরবী ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি।[৬৯]

(৭) **শামসুর রহমান চৌধুরী** : (১৯০২-১৯৭৭) : সাংবাদিক, কথা সাহিত্যিক প্রবন্ধকার। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ: বেহেশতের সওগাত (১৯২৫), ইমাম আজম (১৯২৬) ইসলাম প্রচার (১৯২১)

---

[৬৫]. শেখ তোফাজ্জল হোসেন (সম্পাদিত) বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান, (ঢাকা: ইকাষা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩), পৃ. ৫৮
[৬৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
[৬৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
[৬৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
[৬৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আলী (জীবনী) (১৯৩২), মুসাফীর (ভ্রমন) (১৯৫৫), নিষিদ্ধ ফল (উপন্যাস) (১৯৬০) ইত্যাদি।[৭০]

(৮) **দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ** (১৯০৬-১৯৯৯): ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও প্রবন্ধকার। উল্লেখযোগ্য রচনাবলি: তমুদ্দনের বিকাশ (১৯৪৯), ইতিহাসের ধারা (১৯৫২), সত্যের সৈনিক আবুজর (১৯৫২), জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম (১৯৫৯), দর্শনের নানা প্রসঙ্গ (১৯৭৭), নতুন সূর্য (গল্প) (১৯৫৯) ইত্যাদি।

(৯) **ডক্টর এম আবদুল কাদের** (১৯০৬-১৯৮৪ খ্রি:) : ইসলাম ও ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণেতা। রচনাবলি- ইসলাম ও বহুবিবাহ (১৯২৯), ইসলাম ও পর্দা (১৯৩০), মোসলেম কীর্তি (১-৩ খন্ড) (১৯৩৪), টিপু সুলতান (১৯৩২), স্পেনের ইতিহাস (১৯৩৫), মূর সভ্যতা (১৯৩৬), ইসলামের নীতি (১৯৫০), বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা (১৯৫৩) ইত্যাদি।[৭১]

(১০) **নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান** (১৯০৬-১৯৮২): প্রবন্ধকার সাহিত্য সমালোচক। রচনাবলি- গল্প সোনালী স্বপন (১৯৩৩), পয়সা, স্বর্গীয় পলিটিকস, উপন্যাস-জীবনের জয়যাত্রা (১৯৩৯) দুর্বিপাক। সমালোচনা গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস ইত্যাদি।[৭২]

(১১) **মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী** (১৯০৬-১৯৬৬): সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ-মন্ত্রী, বুলবুল পত্রিকার সম্পাদক। রচনাবলি-জীবনী: মরুভাস্কর, ওমর ফারুক, আমীর আলী, কবি ইকবাল, কায়েদে আজম, ইতিহাস, মিশর বিজয়, বন্দী বীর, সাহিত্য: ওমর খৈয়াম, গুলিস্তার গল্প, আমাদের সাহিত্য, সাহিত্য সমিতির কথা, শিক্ষা বিজ্ঞান ইত্যাদি।৮৩[৭৩]

(১২) **আবদুল কাদির** (১৯০৬-১৯৮৪ খ্রি:) : কবি, ছান্দসিক গবেষক, মননশীল প্রবন্ধকার। রচিত গ্রন্থ: বাংলা কাব্যের ইতিহাস, মুসলিম সাধনার ধারা (১৯৪৪), কবি নজরুল (১৯৭০), লোকায়ত সাহিত্য (১৯৮৫) ইত্যাদি।

(১৩) **আলী আহমদ** (১৯১০-১৯৮৭) : গবেষক, পুঁথিবিশারদ। গ্রন্থসমূহ : ইতিহাস মুকুলিকা, সম্পাদনা: ওফাতে রাসূল, ইমাম বিজয়, নূর নামা, বাংলা মুসলিম গ্রন্থাপঞ্জী (১৯৮৫) ইত্যাদি।[৭৪]

(১৪) **মুজিবর রহমান খাঁ** (১৯১০-১৯৮৪): সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। গ্রন্থসমূহ সাহিত্যের সীমানা (১৯৬৭), সাহিত্যের বুনিয়াদ, গাজী ও শহীদ, সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৯৭১), মহানবী (১৯৮০) ইত্যাদি।

---

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৭৪. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) **আসকার ইবনে শাইখ** (জন্ম ১৯২৫ খ্রিঃ) : প্রফেসর, সাহিত্যিক ও গবেষক। তিনি অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা। ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ হল-তিতুমীর (১৯৫৭), কর্ডোভার আগে (১৯৮০) ইত্যাদি।[৭৫]

(১৬) **শাহেদ আলী** (জন্ম ১৯২৫----) কথাসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার। ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত গ্রন্থসমূহ: গবেষণা: পাকিস্তান রূপায়নে তরুণ মুসলিমের ভূমিকা (১৯৪৬), ফিলিস্তিনে রূশ ভূমিকা (১৯৪৮) একমাত্র পথ। (১৯৪৮) তাওহীদ (১৯৬৪), মুক্তির পথ (১৯৬৯), গল্প জিবরাইলের ডানা। প্রবন্ধ: ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি (১৯৬৬), মক্কার পথ (১৯৮৪) ইত্যাদি।[৭৬]

(১৭) **আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন (১৯৩৪-)** পুলিশের আওরিক্ত আইজি (অব:) সাহিত্যিক, ইসলামী সাহিত্য সোনালী দিনের কাহিনী (১ম - ২য় খন্ড) (১৯৯৪).

(১৮) **আবদুল মতিন জালালাবাদী (১৯৩৫-)** লেখক, সাহিত্যিক ও সরকারী (অবসরপ্রাপ্ত)কর্মকর্তা। ইসলামী গ্রন্থাবলি গবেষণা: ইসলামও সমাজ কল্যাণ (১৯৭৯) 'কুরআন নির্দশিকা (১৯৭০), ইসলাম ও কৃষি (১৯৭০), জীবন মৃত্যু পরকাল (১৯৮৪), অনুবাদ: ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (১ম ২য় খন্ড) (১৯৮০, ১৯৮৩) ইসলাম মানবতার ধর্ম (১৯৮০), 'বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন' (১৯৮৫), 'আধুনিক চিন্তাধারা বনাম ধর্ম (১৯৮৮), 'কাসাসুল কুরআন' (১৯৯০) ইত্যাদি।[৭৭]

(১৯) **ওয়াকিল আহমদ (জন্ম ১৯৪১-)** শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক। ইসলামী ভাবধারার প্রকাশক সাহিত্যসমূহ: 'উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা (পিএইচডি গবেষণা) (১৯৮৩), 'বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী' (১৯৮৫), 'সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৮), সম্পাদনা- দি ইনডেক্স অবদি মোহামেডান অবজারভার এ্যান্ডদি মুসলিম ক্রনিকল: ১৯৪৫-১৯৫০ (১৯৮৮), ইত্যাদি। [৭৮]

(২০) **ড: এস. এম. লুৎফর রহমান (১৯৪১-)** প্রফেসর-শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক সমালোচক ও গবেষক। বাউল সাধনা ও লালন শাহ এর উপর পিএইডি লাভ। ইসলামী সাহিত্যের বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ যথা- 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানদের দান "মুসলমানরাই বাংলা ভাষার আদি ওয়ালেদ' ইত্যাদি।[৭৯]

---

[৭৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
[৭৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
[৭৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
[৭৮]. বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯
[৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

(২১) আবদুল মুকীত চৌধুরী (জন্ম ১৯৪২ খ্রি:) কবি সাহিত্যিক ও গবেষক। রচনাবলী: 'বাংলাদেশে নজরুল বিদায়ী সালাম (১৯৮২), 'ছড়ায় সচিত্র আরবী হরফ' (১৯৮০); সুলতান গিয়াস উদ্দিন (১৯৮৫), 'মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, 'আওরা সংস্কৃতির লালন ভূমিতে (১৯৯৭), সম্পাদনা: 'নজরুল ইসলাম: ইসলামীগান '(১৯৮০), 'নজরুল ইসলাম, ইসলামী কবিতা' (১৯৮২), ইত্যাদি। [৮০]

(২২) আজহার ইসলাম (১৯৪৪) সাহিত্যিক, গবেষক, তাঁর লিখিত অনেক গ্রন্থের মধ্যে 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি (১৯৯২), উল্লেখ যোগ্য।

(২৩) আতা সরকার (জন্ম ১৯৫২) একজন সাহিত্যিক ও ব্যাংকার। শিশু ও গোয়েন্দা রহস্য বিষয়ক উপন্যাসিক। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'সুন্দর তুমি পবিত্রতম, (গল্প), তিতুর লেঠেল উপন্যাস (১৯৯৭), 'আপন লড়াই (১৯৯৭), 'গ্রহলোকের গোয়েন্দা (কিশোর উপন্যাস)ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত গ্রন্থ। [৮১]

তাছাড়াও ইসলামে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইসলামী গদ্য সৃষ্টিকারী সাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছেন:

২৪) আনম বজলুর রশীদ, ২৫) কাজী আবুল হোসেন, ২৬) এস. আকবর আলী ২৭) আবুল কাসেম, ২৮) মোস্তাফিজুর রহমান ২৯) ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ৩০) এবনে গোলাম সামাদ ৩১) সানাউল্লাহ নূরী ৩২) মোবারক হোসেন খান ৩৩) সুসাহিত্যিক আবুল আসাদ ৩৪) আফজাল চৌধুরী ৩৫) মাওলানা আখতার ফারুক ৩৬) মাওলানা আমিনুল ইসলাম ৩৭) মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী ৩৮) মাওলানা জুলফিকার আলী কিসমতি ৩৯) মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ ৪০) আযম শামসুল আলম, ৪১) কাজী গোলাম আহমদ ৪২) আবদুল আজিজ আল আমান ৪৩) সাবিউল আলম, ৪৪) মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, ৪৫) জামেদ আলী, ৪৬) মিন্নত আলী, ৪৭) হাসান আলীম, ৪৮) মোশাররফ হোসেন খান ৪৯) শাহ আবদুল হান্নান, ৫০) আবদুস শহীদ নাসিম, ৫১) ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ৫২) মুহাম্মদ নূরুল আমীন, ৫৩) মুহাম্মদ আনওয়ার হুসাইন, ৫৪) এ. এন এম সিরাজুল ইসলাম, ৫৫) বজলুর রহমান, ৫৬) ডঃ মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, ৫৭) সালমান আযামী, ৫৮) ডঃ জাফর আহমদ ভূঁয়া, ৫৯) আবদুস সালাম মিতুল, ৬০) মুকুল চৌধুরী, ৬১) গাজী আবদুস সালাম, ৬২) শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ৬৩) সাজ্জাদ হোসেন খান, ৬৪) আসম বাবর আলী, ৬৫) আবদুল হালিম খাঁ, ৬৬,) আবুল কাসেম ভূঁঞা, ৬৭) নাসির হেলাল, ৬৮) সাইফুল্লাহ মানসুর, ৬৯) ফিরোজা খাতুন, ৭০) আসাদ বিন হাফিজ প্রমুখ।

---

[৮০]. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

[৮১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

১৯৪৭-২০০০ এর মধ্যে ইসলামী ভাবপুষ্ট

কবি ও কাব্যের পর্যালোচনা

ভূমিকাঃ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার কাব্য সাহিত্যে রয়েছে। বাংলা ভাষার কাব্য শাখা খুবই সমৃদ্ধ। ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল দেশে, সকল ভাষায় সাহিত্য বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম অবলম্বনে প্রচুর কাব্য রচিত হয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগীর থেকে অদ্যাবধি ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এ ধারা অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

১৯৪৭-২০০০খ্রিঃ পর্যন্ত সময় কাল বাংলা সাহিত্যে কাব্য চর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হয়েছে। ১৯৪৭সালে ব্রিটিশ বেনিয়া থেকে উপমহাদেশর স্বাধীনতা লাভ, ১৯৫২সালের মহান ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১সালে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে। নব উৎসাহ উদ্দীপনায় নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে দেশবাসী ব্রতী হয়। এসময় ইসলামী জীবন ব্যবস্থ পরিপূর্ণতা সাধনে কবি সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন ভাবে লিখতে থাকেন। ধূমকেতুর ন্যায় বাংলা সাহিত্যাকাশে আগমন ঘটে কাজী নজরুল ইসলাম, বেনজীর আহমদ, ফররুখ আহমদ তালিম হোসেন, সাবির আহমদ চৌধুরী, আবদুস সাত্তার, আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মতিউর রহমান মল্লিক, হাসান আলীম, আসাদ বিন হাফিজসহ অন্যান্য প্রতিযশা কবি সাহিত্যিকগণ। তাঁরা বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের নব দিগন্তের সূচনা করেন।

মধ্য যুগের বন্দনা স্তুতির মাঝে ইসলামী সাহিত্যকে সংকীর্ণ না করে ইসলামের ব্যপকতর বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। তাঁরা হতাশার কুয়াশা কেটে আশার আলো সৃষ্টি করেন। স্থবিরতা থেকে গতির সৃষ্টি করেন। সকল আগল ভেঙ্গে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন। ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ গঠনের পথ দেখান। তাঁরা আমাদেরকে হেরার রাজতোরণের পথ নির্দেশিকা দেন। ১৯৪৭-২০০০ এর মধ্যে কবিগণ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিপুল পরিমাণ ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ইসলামী সাহিত্য কর্মের উপর পৃথক পৃথক গবেষণার দাবী রাখে । একটি গবেষণা কর্মে তাঁদের সামগ্রিক ইসলামী সাহিত্য কর্ম বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য। তবে গবেষণার শিরোনামের প্রেক্ষিতে নমুনা হিসেবে তাঁদের কিছু সাহিত্য কর্মের বিশ্লেষণ করা হল ।

Dhaka University Institutional Repository

কবি ও কাব্যের পর্যালোচনা

১ কায়কোবাদ (১৮৫৭- ১৯৫১)

প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাসেম আল কুরাইশী সাহিত্যিক নাম কায়কোবাদ

জন্ম ও জন্মস্থান ঃ ১৮৫৭ সালে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা গ্রামের পূর্ব পাড়ায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ।

পিতার নাম ঃশাহমত উল্লাহ কোরেশী ।

শিক্ষা জীবন ঃ বাল্য শিক্ষা গৃহে, তারপর সেন্টগ্রেগরি স্কুলে ভর্তি হন। তিনি ঢাকা মাদ্রাসায় ও লেখাপড়া করেন। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেবের ছাত্র ছিলেন সেখানে এট্রাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন ।

কর্ম জীবনঃ কর্ম জীবনে তিনি ডাক বিভাগে চাকরী করেন। অগলা পোস্ট অফিসে তিনি দীর্ঘ দিন পোস্ট মাস্টার পদে চাকরী করেন।[১]

সাহিত্য সাধনাঃ কবি কায়কোবাদ গীতি কবিতা রচনার মাধ্যমে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। আর মহাকাব্য রচনাতেই তিনি প্রতিভা বিকাশের স্বার্থকতা অনুভব করেছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় ছিল বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধ বিকাশের সময়। এ সময় স্বজাত্য বোধ ও স্বদেশ প্রেম মহাকাব্য রচনায় প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের উদ্ভোবন ঘটেছিল। তাতে মুসলমান সমাজের আশা আঙ্খাক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। এতে শিক্ষিত মুসলমানদের মনে যে বেদনার সঞ্চার হয়েছিল কায়কোবাদ তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে তা উপশমের প্রলেপ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ইসলামের অতীত ঐতিহ্যকে বর্তমান জীবনে উপলব্ধি করেন। সে স্বাজাত্য বোধের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে কাব্য সাধনায় মনোনীবেশ হন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি।[২]

ক্রমিক গ্রন্থের নাম	ধরণ	প্রকাশকাল
১. বিরহ বিলাপ	কাব্য	১৮৭০খ্রিঃ
২.কুসুম কানন	কাব্য	১৮৭৩খ্রিঃ
৩.অশ্রুমালা	গীতি কাব্য	১৮৯৫খ্রিঃ
৪.মহাশ্মশান	মহাকাব্য	১৯০৪
৫. শিবমন্দির	কাব্য	১৯২১খ্রিঃ
৬.অমিয় ধারা	কাব্য	১৯২৩খ্রিঃ৭

[১]. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১২

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

৭.মহরম শরীফ	কাব্য	১৯৩২খ্রিঃ
৮.শ্মশান ভস্ম	কাব্য	১৯৩৮

কাব্যিক পর্যলোচনাঃ

তাঁর এসব কাব্য গ্রন্থে মধ্যে অশ্রুমালা, মহাশ্মশান, অমিয় ধারা, মহরম শরীফ, ইসলামী ভাবধারায় রচিত। 'অমিয় ধারা' কাব্য গ্রন্থে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে কাব্যিক রূপ দিয়েছেন। 'অমিয়ধারা' ২য় খন্ডের কবিতাগুলোর শিরোনাম থেকে ইসলামী কাব্যের রূপ পরিস্ফুটন হয় ।[৩]

'মোসলেমের জাতীয় গৌরব', 'তুমি কি ঘুমায়ে শুধু রবে', ইসলাম, মহরমেরচন্দ্র, কবির প্রথম আহবান, অতীতের স্বপ্ন, ইসলামের ভঙ্কা, কবির দ্বিতীয় 'আহ্বান, আগে যাও ভাই', কবির চাবুক, কলির অদ্ভুদ জীবও স্বর্গ- এসব কবিতা ইসলামী উদ্দীপনা ও জাগরণী মূলক। তুমি কি ঘুমায়ে শুধুরবে কবিতায় কবি বলেন।[৪]

উ-ঠ জা গো মুসলমান/ কতকাল ঘুমে পড়ে রবে? কত কাল হেন ভাবে লাথি গুতাঁ জুতা খাবে/ আপনার স্বার্থগুলি কবে বুঝে লবে ?

কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে। ভারতীয় মুসলমানদের অতীত, ঐতিহ্য, শৌর্যবীর বর্ননা সম্বলিত এটাই প্রথম মহাকাব্য ।মহাশ্মাশন এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কায়কোবাদ লিখছেন:[৫]

"আমি বহু দিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্য সংবলিত এমন একটি যুদ্ব কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে, এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন। শৌর্যেবীর্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাহারা জগতের অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না। তাই তাহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীর্তিটুকু যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি, তাহাই কবিতুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে ঢাকায় প্রদত্ত

[৩]. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান (ঢাকা ঃইফাবা,১৯৯৮)প্রথম সংস্করণ, পৃ.১০১
[৪] প্রাগুক্ত পৃ ১০১
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৭.মহরম শরীফ	কাব্য	১৯৩২খ্রিঃ
৮.শ্মশান ভস্ম	কাব্য	১৯৩৮

কাব্যিক পর্যলোচনাঃ

তাঁর এসব কাব্য গ্রন্থে মধ্যে অশ্রুমালা, মহাশ্মশান, অমিয় ধারা, মহরম শরীফ, ইসলামী ভাবধারায় রচিত। 'অমিয় ধারা' কাব্য গ্রন্থে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে কাব্যিক রূপ দিয়েছেন। 'অমিয়ধারা' ২য় খন্ডের কবিতাগুলোর শিরোনাম থেকে ইসলামী কাব্যের রূপ পরিস্ফুটন হয় ।[৩]

'মোসলেমের জাতীয় গৌরব', 'তুমি কি ঘুনায়ে শুধু রবে', ইসলাম, মহরমেরচন্দ্র, কবির প্রথম আহবান, অতীতের স্বপ্ন, ইসলামের ডঙ্কা, কবির দ্বিতীয় 'আহ্বান, আগে যাও ভাই', কবির চাবুক, কলির অদ্ভুদ জীবও স্বর্গ- এসব কবিতা ইসলামী উদ্দীপনা ও জাগরণী মূলক। তুমি কি ঘুনায়ে শুধুরবে কবিতায় কবি বলেন।[৪]

উ-ঠ জা গো মুসলমান/ কতকাল ঘুমে পড়ে রবে? কত কাল হেন ভাবে লাথি গুতাঁ জুতা খাবে/ আপনার স্বার্থগুলি কবে বুঝে লবে ?

কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে। ভারতীয় মুসলমানদের অতীত, ঐতিহ্য, শৌর্যবীর বর্ননা সম্বলিত এটাই প্রথম মহাকাব্য ।মহাশ্মাশন এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কায়কোবাদ লিখছেন:[৫]

"আমি বহু দিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্য সংবলিত এমন একটি যুদ্ব কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে, এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন। শৌর্যেবীর্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাহারা জগতের অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না। তাই তাহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীর্তিটুকু যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি, তাহাই কবিতুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে ঢাকায় প্রদত্ত

[৩]. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান (ঢাকা ঃইফাবা,১৯৯৮)প্রথম সংস্করণ, পৃ.১০১
[৪] প্রাগুক্ত পৃ ১০১
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

অভিভাষণে কায়কোবাদ তাঁর প্রধান দুটি গ্রন্থ মহাশ্মশান (১৯০৩) ও 'মহরম শরিফ' বা 'আত্মবিসর্জন কাব্য'(১৯৩৩) সম্পর্কে বলেছিলেন।[৬]

মহাশ্মশান' কাব্য ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর শেষ 'পানিপথের' যুদ্ধের বর্ননা লিখিয়াছিলাম। মনে এই আশা ছিল যে হয়তো বা ইহা পাঠ করিয়া মুসলমানগণ আপনাদিগের আতীতের কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে এবং আপনাদিগকে সত্যিকার মুসলমান নামের উপযোগী করিয়া তুলিবে। 'মহরম শরিফ' কাব্যে যে যুগের কাহিনী লিখিয়াছি, তাহা বহু প্রাচীন, কিন্তু তাহার বেদনার সুর চিরকালের। মাইকেল মধুসুদন কাহিনী লইয়া কাব্য লিখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা লিখেন নাই। আমি সেই অমর কবির ইচ্ছাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমর শক্তি ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এই বিপুল বিষয় হয়তো সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই। কিন্তু সকলের চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল যে মিশইতে পারিয়ছি ইহাতেই আমি গৌরববোধ করি।"

কায়কোবাদের কবিতায় কিছু আসামান্যতা ছিলো বলেই সমকালীন ও পরবর্তী কবি-লেখক সমালোচকেরা তার প্রশংসা করেছিলেন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) বলেছেনঃ[৭]

'মহাকবি কায়কোবাদের লেখা যেমন সরল ও সরস ভাবও তেমনি পবিত্র ও উদার। তাঁহার মহাকাব্য বঙ্গ ভাষার রাণীর কোহিনূরের ন্যায় জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার মহাশ্মশান বাস্তবিকই বিশ্ববিজয়ী বিপুল গৌরবশালী মুসলমানের অনন্ত কীর্তির মহাগোরস্থান, এই মহাকাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কবিত্বের অমৃতলহরী ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। কায়কোবাদ বঙ্গীয় মুসলমানের গৌরবের উন্নত পতাকা, অন্ধ তমসাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জল নব শশিকলা।" মাসিক মোহাম্মদী শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায় আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) মহাশ্মশান প্রকাশ মাত্রই গ্রন্থটিকে অভিনন্দিত করে লিখেছিলেন ঃ[৮]

"মহাশ্মশান কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে যাহা কিছু গৌরবের জিনিস আছে তন্নধ্যে 'মহাশ্মশান'-এর স্থান বোধ হয় সকলের উপরে। কেবল মুসলমান সাহিত্য কেন-সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের ভিতরে 'মহাশ্মশান' একটা গৌরবময় আসন দাবি করিতে পারে। এরূপ দাবি করিলে যে ইহার পক্ষে কোনরূপ অন্যায় হইবে আমাদের তা মনে হয় না।" এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান লেখক' প্রবন্ধে নিঃশব্দ হয়ে যাওয়া লেখক কবিদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করেছিলেন কায়কোবাদের কথা (এয়াকুব আলী চৌধুরীঃ অপ্রকাশিত রচনা, আমিনুর রহমান সম্পাদিত ১৯৯৩ ।কোথায় সেই মোসলেম কবিকুল কেশরী কায়কোবাদ? যাহার অশ্রুমালা মুক্তা ঝলক দেখিয়া সমবেদনার অশ্রু মুছিতে মুছিতে বিস্ময়ে ও আনন্দে নয়ন বিস্ফোরিত করিয়াছিলাম, যাহার

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহো আকবরের আহবানে জাগরিত হইয়া 'পানিপথের' বিজয়মাল্য কণ্ঠে ধারন করিয়াছিলাম, দিল্লী ও আগ্রার বুকে মোসলেম গৌরবের সমাধিশয্যা দর্শন করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলাম, তাহার স্বর্গীয় বীণা নীরব হইল কেন? 'কোহিনুর' ও 'নবনূর' এর প্রভাত আলোকে জাগরিত হইয়া যাহার সাধা গলার মোহন ঝংকারে ওবাঁশরীর বিচিত্র মধুর রাগিণী শুনিয়া পাঠককুল অপূর্ব রসাভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, মুসলমানের সেই চিরপ্রিয় কায়কোবাদ অজ্ঞাতবাসে প্রস্থান করিল কেন ?[৯]

কবি কায়কোবাদের আগেও মুসলিম কবিগণ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কাব্যিক সুর, শব্দ চয়ন, বাচন ভঙ্গি, উপাস্থাপনা, ভাষা ও ভাবের দ্যোতনায় অতিউচ্চ মানের ছিলনা। তখনকার সময়ে মুসলিম কবিদের লেখাকে দুভাষী বাংলা নামে আখ্যা দেয়া হত। বাঙ্গালী মুসলমান রচিত এই দোভাষী বাংলার পরিপ্রেক্ষিতেই কায়কোবাদের আবির্ভাব। কী ধরনের ছিলো সেই কবিতা? তার দু একটি নমুনা দেখা যেতে পারেঃ

১.সূর্য্য উজাল বিবি যদি সূর্য্য পানে চায়,
দেখিয়া আসমানের সূর্য্য সেই লজ্জা পায়।
সূর্য্য উজাল বিবির এয়ছাই অঙ্গ লাল।
আসমানের চন্দ্র দেখে হয় ময়লা হাল।
হানিফার পরদাশেতে আল্লা ছিল সখা।
কোনো ছলে সেই বিবির সাথে হৈল দেখা।

২. পাহাড়ের চূড়া খসে হাকের ধমকে
আজদাহা লুকায় গড়ে পড়িয়া চমকে
হাকের আঘাতে কেহ বেহুশ হইল
ভয়েতে ইহুদীগণ কাপিতে লাগিল
এমন সময় আলী হানে জুলফিকার
এক চোটে মারা গেল হারেস গোণ্ডার।
(জঙ্গে রসূল ও জঙ্গে আলী ঃআজহার আলী)

৩. আসমানের দরওয়াজা গিয়াছে খুলিয়া
বেহেস্ত সাজানো হলো মোদের লাগিয়া

[৯]. প্রগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

হুরগণ আসিতেছে নিকটে চলিয়া

আর কেন দেরী যাও তৈয়ার হইয়া

এ বলি খালেদ বীর হয় আগুয়ান

রুমীদের দলে পড়ে বাঘের সমান ।।[১০]

মজমুয়ে ফতুহশ্শাস ঃ আজিমদ্দিন আহমদ)কায়কোবাদের কবিতা এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে । লক্ষনীয় উদ্বৃত কবিতাগুলির বিষয় ইসলামী এই ইসলামী বিষয়কেই কায়কোবাদ আধুনিক ও দু একটি উদাহরণ ১.কে ওই শুনাল মোরে/ আজানের ধ্বনি/ মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর/ আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী/ কি মধুর আজানের ধ্বনি ! (আজান অমিয় ধারা)

২. আজি পুণ্য প্রেমের পুণ্য পরশে

হাসিছে জগৎ অমিয় হাসি

আজি কুঞ্জকাননে সৌরভ বিলায়ে ফুটেছে অযুত কুসুমরাশি

আজি কাননে

গাইছে কোকিল মধুর স্বরে আজি আসিবে সে জন

এ সৌরজগৎ বাধা আছে যার প্রেমের ডোরে ![১১]

(শব কদর অশ্রুমালা)

দোভাষী পুথির সমতল উচ্চারণের পরে এই ধ্বনিরণন আমাদের কাছে সুমধুর মনে হয়। মনে হয় এতো দিনে বাঙালি মুসলমানের উপেক্ষিত ফুলবাগানে অযুত 'কুসুমরাশি' ফুটে উঠলো। আর যেন পাপিয়া কোকিলের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। কবিদেরই গুরু হিশেবে দেখেছেন কায়কোবাদকে কায়কোবাদ-মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর)। এরাই আমাদের আধুনিকতার প্রথম দীক্ষাগুরু। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস বাঙালি-মুসলমান কোন কবি দিয়ে শুরু হবে? কায়কোবাদের পূর্ববর্তী আমাদের কবিদের মধ্যে আছেন খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮-৭০), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) , করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২২), মোহাম্মদ দাদ আলী (১৮৫৬-১৯২৯) প্রমুখ । নিঃসন্দেহ এঁদের মধ্যে কায়কোবাদই কবি হিশেবে শ্রেষ্ঠ। বাংঙালি-মুসলমানের মধ্যে কায়কোবাদই প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা প্রথম সনেট রচয়িতা, উত্তীর্ন লিরিক রচয়িতা। আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহারেও কায়কোবাদ নজরুলের পূর্বসূরি। আধুনিক বাংলা কবিতায় কায়কোবাদই প্রথম বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন। যেমনঃ আল্লা, খোদা, আল্লাহো আকবর, লা ইলাহা ইল্লালাহ, নুরনবী, ফাতেহা ই দোয়াজ দহম ,কোরান

[১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৯৮

[১১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

,নামাজ উম্মত, ইসলাম, মোসলমান, মোসলেম, দীন, মৌলনা, মসজিদ, মিনার, মুয়াজ্জিন, ঈদ, শবেকদর, মহরম, আজান, রমজান, জান্নাত, জাহাপনা, কাফের, নিমকহারাম, আমির, ওমরাহ, ক্বারী, ইমাম প্রভৃতি আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহারে নজরুলালের পূর্বসূরি হিশেবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ও মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) নাম নেওয়া হয়। এখন থেকে আশা করবো কায়কোবাদের নামও উল্লিখিত হবে। কাব্যপ্রকরণের দিক থেকে এইসব আর কাব্যবিষয়ের দিক থেকে কায়কোবাদের ব্যাপ্তি বিশাল, ইতিহাস, পুরাণ, লোকচার, প্রেম, প্রকৃতি, ধার্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা, স্বদেশ, স্বজাতি, হিন্দু, মুসলমান সম্পীতি, স্বভাষা আত্মজীবন প্রভৃতি ।

২.শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩ খ্রিঃ)

জন্ম ঃ ১৮৯৩ খ্রিঃ আগস্ট, ১৩০০ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ মাসে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার দেগঙ্গা থানার পন্ডিত পোল গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতার নাম বাহার উদ্দিন। ছয় সন্তানের মধ্যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ।

শিক্ষা ঃ হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

জীবিকা/ কর্ম জীবনেঃ হাড়োয়া এম.ই স্কুলে ৫ বছর, তার পর লডলো ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন। তার পর থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা ও সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন।

মৃত্যুঃ ১৫ পৌষ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৩ ইং বুধরবার রাতে কবি নিজ বাড়ীতে মৃত্যু বরণ করনে। ১ জানুয়ারী ১৯৪৫ সালে কোলকাতা গোবরা গোরস্থানে সমাহিত হন।[১২]

সাহিত্য সাধনা ঃ

তিনি একজন কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মুসলিম ঐতিহ্য সচেতন কবি। শব্দ, ধ্বনি ও ছন্দ বিন্যাসের নিপুনতায় ও ভাবগাম্ভীর্যে তার কবিতা খুবই সমৃদ্ধ। এ পর্যন্ত কবির ১৪৯টি কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস, শিশুতোষ সাহিত্য বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তার অধিকাংশ লেখাই ছিল প্রকৃতি ও সমাজ কেন্দ্রিক। তিনি ইসলামের চিরায়ত বিষয়সমূহ নিয়ে ব্যাপক সাহিত্য চর্চা করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক আবদুল মান্নান সৈয়দ ও পর্যন্ত শাহাদাত হোসেন ৫০টি ইসলামী কবিতার সংখ্যা উল্লেখ্য করেছেন। তিনি শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা

[১২]. শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, (ঢাকা: ইফাবা,২০০২), চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ১৪৩-১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

নামে একটি বই সম্পাদনা করেছেন।[১৩] তিনি কবির ইসলামি সাহিত্য ও কবিতাসমূহের প্রকাশের তারিখ পত্রিকাসহ বিশাল উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

উল্লেখ যোগ্য কিছু কবিতার নাম ' মহাপয়হগাম' রমজান, ঈদবোধন, কারবালা, মহরম, ইয়ারমুক, কোরবানী, ঈদুউল ফিতর, সুধীবরণ, স্বাগতম, তসলিম, বেদুঈন, হযরত মোহাম্মদ (স) নাত, জিন্দাবাদ, নব জীবনের গান, বিদায়, রমজান, ঈদের চাঁদ ইত্যাদি।[১৪]

শাহাদাৎ হোসেন বিশেষতঃ ইসলামের ঐতিহাসিক বিষয়াদি ভাষার সুর ঝংকার ও কাব্যিক ছন্দে অলংকিত করেছেন। নিম্নে কিছু কাব্যিক রূপ উপস্থাপন করা হল।

মহাপয়গাম

" সহসা হেরার তুঙ্গ শিখরে কে গো বীর নির্ভয় !
উদার কম্বুকণ্ঠে ঘোষিলে নিখিলের বরাভয়।
শিহরি চকিতে দেখিলে চাহিয়া নিখিলের নরনারী
দীপ্ত মূরতি কে মহামানব যুগের তিমির বারি
জ্যোতির রশ্মি মন্ডলে বসি, ঘোষিতেছে পয়গাম
শাশ্বতবাণী পূর্ণ কণ্ঠে মন্দ্রিছে অবিরাম।
মরুদিগন্ত গিরিকন্দর ধ্বনি ওঠে বার- বার
সত্য মহান একক আল্লা, এ তিন ভুবনে আর
নহে পূজনীয়, নহে বরণীয়, নহে কেহ মহীয়ান
তিমির যুগের প্রভাতে আজিকে আসিয়াছে ফরমান।
.....
বিস্ময়- হত নরনারী সব চেয়ে রহে অনিমেষে
সহসা রদত ফুটিল কণ্ঠে অজ্ঞাতে অবশেষে,
লক্ষ কণ্ঠে উঠিল ধ্বনিয়া আলাইকাস সালাম
ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহো আলাইকাস সালাম"।[১৫]

---

[১৩]. ১৩. প্রাগুক্ত - পৃঃ -১৩
[১৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
[১৫]. শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা, আবদুল মান্নান সৈয়দ,পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৫-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

এই কবিতায় কবি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আর্ভিভাব কালে সমকালীন বিশ্বের অবস্থা বিশেষতঃ আরব জাহানের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট ও মুক্তির বাণী নিয়ে মহানবী (স) এর আগমন প্রসঙ্গে লিখেছেন। কবিতাটি মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা কার্তিক ১৩৩৪ বাং সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ হয়েছিল।

শহীদে কারবালা

রক্তের নহর বয় কারবালার বক্ষে
অশ্রুর ধারা ঝরে প্রকৃতির চক্ষে।
সন্ধ্যার আসমান উঠিয়াছে রাঙিয়া
শহীদের খুন যেন দিয়াছে কে ঢালিয়া।
০০ ০০ ০০
ওই শোন, ক্রন্দনে বেজে ওঠে দুনিয়া
হায় ! হায়! হা হোসেন ! আসমান চুনিয়া-
খুন ঝরে প্রাস্তরে জান্নাত নিওাড়ি,
কল্লোলে কাঁদে নদী সৈকতে আছাড়ি"।[১৬]

- কবিতাটি ১৩২৭ বঙ্গাব্দে কোলকাতা রেডিওতে পঠিত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা) শাহাদাৎ স্মৃতি বিজরিত ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

মহরম

"রক্তে নহর বয় কোথা জয়- পরাজয়
নিষ্ঠুর তান্ডবে রুদ্র সে নেচে ঘুরে
খাত-উনে জান্নাত আসমানে আঁখি ঝুড়ে!
আল্লার বাঁধা শের
হুকাংর ছাড়ে রোষে, খুন চায় জালেমের।
.....

[১৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই সেই মহরম সে দিনের সেই গম্
ভুলেছে কি মুসলিম! দীন তবে ইসলাম,
সত্যের উপাসক তুমি ন্যায়- পয়গাম'
মুক্তির পন্থায়----
ছুটে চলো নাশি এই মিথ্যা ও অন্যায়" ।[১৭]

কোরবানী

"দাড়াঁইয়া ইব্রাহিম- তুঙ্গ মহামেরু
সম্মুখে হাজেরা সতী- সাবধী নিরূপমা
কিশোর সন্তান কলি
মাঝে শুয়ে ইসমাইল
দুনিয়ার আদর্শ কোরবান ।

.....

সেই মীনা ময়দান- সেই ইব্রাহিম
জননী হাজেরা সেই-
ইসমাইল কিশোর- কলিকা
জনে জনে প্রতিবাত নয়নে আমার ।
ত্যাগ মন্ত্রে মহাদীক্ষা লয়ে
আজিকার জিলহজ্জে
নব- মিনা ময়দানে দাড়ায়েছি আসি" ।[১৮]

কবিতায় তিনি হযরত ইবরাহীম, হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) ত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন ।

ঈদ-উল- ফিতর

"নব বাসে নববেশে বিচিত্র রঙিন
সুগন্ধি গোলাব মেস্ক আতরের গন্ধে ভরপুর

---

[১৭]. শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫৫-৫৬।
[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০ ।

Dhaka University Institutional Repository

চোখে মুখে উচ্ছল উল্লাস

দলে দলে চলে ঈদগাহে।

০০ ০০ ০০

সাম্যের দিশারী আমি- আমি মুসলমান

দেশ কাল- পাত্র মোর সর্ব এককার-

বহুত্বে একক আমি

আত্মার আত্মীয় মোর দুনিয়া জাহান"।[১৯]

এই কবিতায় তিনি ইসলামী আনন্দ উৎসবের প্রধান পর্ব ঈদের মহিমা জ্ঞাপন করেছে।

হযরত মোহাম্মদ (স)

" সোনার তরণী দিয়েছ দেখায়ে জীবন- তটিনী মাঝারে তুমি,

ভ্রান্ত মানব বাহিয়া তাহারে লভিসে সুদুর আলোক- ভূমি।

কল্যাণে তুমি অঙ্গ নরের বিলালে নিজের জগৎময়,

দেখালে সাধ্য ধর্ম প্রভাবে শত্রু সেজন আপন হয়।

মূর্ত সাধনা তুমি গো সত্যে জগৎ পাতার মহান দান,

আর্য মানব, সিদ্ধ তাপস, বিশ্ব কবির প্রাণের গান।"[২০]

না'ত

" তুমি আরবের নবী

কোরানের কবি

কোকাফ আঁধারে জাগ্রত রবি

লও তসলিম হুজুরে সালাম

সাল্লাল্লাহ আলাই হে আসাল্লাম।"[২১]

দুটো কবিতায় তিনি রাসূল (সাঃ) আগমন এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রভাব তুলে ধরেছেন

নব জীবনের গান

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

" আবর্জনার স্তূপ তল হতে নব বলে আরবার
জেগে ওঠ ওরে বেদুঈন জেগে ওঠ একবার।
চরণে মৃত্যু দলিয়া দম্ভে উর্দ্ধে তুলিয়া শির-
আগুয়ান হয়ে মহা সৃষ্টির বিপুল পন্থে বীর।
নব প্রভাতের উৎসব আজি, আসিয়াছে সেই দিন-
ওই শোন দূরে প্রাচীর তোরণে হাকিছে মোয়াজ্জিন"।[২২]

কবি শাহাদাৎ হোসেন বসন্তের ও আনন্দের স্বপ্নের ও কল্যাণের কবি। তিনি যতোই স্বপ্নচারী হোন তার নিজস্ব ধর্ম ও সমাজ কে বিস্মৃত হননি, বরং ইসলাম ও মুসলমানকে তিনি তার স্বপ্নের অংশ করে তুলেছিলেন। শাহাদাৎ হোসেন ইসলাম ও মুসলমানের চিন্তা যে কতখানি দখল করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার প্রবন্ধ ধর্মীয় রচনা থেকে। তাঁর প্রবন্ধসমূহের মধ্যে- ইয়ারমুক, দামেস্ক বিজয়, হযরত আবু বকরের জীবন মাহাত্ম্য, ইসলামের বিশেষত্ব, ইসলামের পরমত সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। প্রায় সব লেখাই ইসলাম ও মুসলমান কেন্দ্রিক।

শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা কে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ[২৩]

ক. মহত্তম মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা) ও ইসলামের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কবিতাগুচ্ছ।

খ. ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্যের আলোকে রচিত কাব্য।

গ. মুসলিম মনীষীবৃন্দ নিয়ে লেখা।

তার কাব্যে ইসলামের মহিমা, হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য মুসলমানদের আহবান, জাগরণ বাণী ইত্যাদি ফুটে ওঠেছে। একই সঙ্গে এদের বর্ণনা এবং আহবানে সুন্দর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার কবিতার মৌন কল্পনার বিষয়টি বোধ হয় আরো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম শাহাদাৎ সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাকে অভিহিত করেছেন: সৌন্দর্য পাগল কবি"।[২৪]

শাহাদাৎ হোসেনের কবিতারবিশ্ব তার নিজস্ব নির্মাণ। যেখানে নেই অন্য কারো একচ্ছত্র দাপট, সেখানকার অধিশ্বর তিনি নিজেই। প্রেম, প্রকৃতি ইতিহাসি, ব্যক্তিবোধ, ইসলাম ও মুসলমান এই ছিল তার কবিতার কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু।

---

[২২]. শাহাদাৎ হোসেন ইসলামী কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।
[২৩]. শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা, পুর্বোক্ত, পৃ- ২২৮
[২৪]. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

কবি শাহাদাৎ হোসেন বাংলা ভাষায় আধুনিক ইসলামী সাহিত্য নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সম্মেলন ইসলামী সাহিত্যের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত। ইসলামি সাহিত্য সম্মেলন' উদ্বোধন তিনিই করেন। তার লিখনির মাঝে উপমা-উৎক্ষেপা, শব্দ গাথুনি ও সুর ঝংকার ছিল খুবই চমৎকার। তাই গবেষক আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেনঃ "কবি শাহাদাৎ হোসেনের স্থান মুসলিম বাংলা কাব্য সাহিত্যে অতি উচ্চে। তার ভাষা ওপর অগাধ দখল, উন্নত কল্পনা শক্তি এবং সর্বোপরি তার তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যগ্রাহিতা তাকে বাংলার একজন উচ্চ শ্রেণীর স্বভাব কবির পর্যাপ্ত উন্নীত করেছে।[২৫]

৩. কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রিঃ)

কবি গোলাম মোস্তফার মোট ৭টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থসমূহ হলঃ (১) রক্তরাগ (১৯২৪), ২। হাস্নাহেনা' (১৯২৭), ৩। খোশরোজ' (১৯২৯), 'সাহারা' (১৯৩৬), 'কাব্য কাহিনী' (১৯৩৮), 'তারানা- ই পাকিস্তান' (১৯৪৮) ও 'বনী আদম' (১৯৫৮)।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী ধারা সৃষ্টি করাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। পৃথিবীর সকল মুসলমান কে তিনি একই জাতি হিসেবে মনে করতেন। সংকট মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা ইসলামী পুনর্জাগরণ কামনা করতেন।[২৬]

তাঁর 'রক্তরাগ' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'পরিচয়' । এ কবিতায় তিনি তিমির আঁধার ভেদকরে সকল বাধা অতিক্রম করে ইসলামের অগ্রযাত্রার কামনা করেছেন। কবির ভাষায়-

" আবার যাদের মরুভূমি ছেয়ে ডাকিল প্রেমের বান,
বিশ্বপ্রেমিক উদারপন্থী আমরা মুসলমান।
হৃদয় যাদের ঘিরিয়া রাখিল অজ্ঞানান্ধকারে।
স্বর্গ হইতে আলোক নামিয়া দেখিল বন্ধদ্বারে।
আবার যাহারা আলোক নদীতে গাহন করিয়া সুখে
আলোক হস্তে ছুটিয়া চলিল বিশ্বের অভিমুখে।

[২৪]. শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামি কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ-. ১৪৬।
[২৫]. শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামি কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ-. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

আঁধার জগতে করিল যাহারা দিব্য আলোকদান,

আলোকে রাজা বিশ্বে সে যে গো- আমরা মুসলামন।"

' মরুর মহিমা' কবিতায় তিনি নিপীড়িত নির্যাতিত অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব জাতিকে সত্যের আলোক শিখা প্রজ্বলনে মহানবী (সা) এর আগমনের ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

" ঘনতম সাবৃত চেতনা- বিবর্জিত

লাঞ্চিত নিপীড়িত বিশ্ব,

তার মাঝে তুমি একা ফুটাইলে আলো রেখা,

খুলে দিল প্রভাতের দৃশ্য।[২৭]

বইয়ের অপর কবিতা ঈদ উৎসব' সেখানে তিনি ইসলামের সাম্য ও ঐক্যের প্রতীক ' ঈদ মহামিলনের বিজয় বার্তা বলে ঘোষণা করেন:

"আজিকে আমাদের জাতীয় মিলনের পূণ্য দিবসের প্রভাতে

কে গো ঐ দ্বারে দ্বারে ডাকিয়া সাবাকারে ফিরিয়াছে বিশ্বের সভাতে!

পুলকে সদা তার চরণ চঞ্চল

উড়িছে বায়ু ভরে বসন অঞ্চল,

সকল তনু তার শুভ্র- সুকুমার, স্নিগ্ধ স্বর্গের আভাতে।

কণ্ঠে মিলনের ধ্বনিছে প্রেম- বাণী, বক্ষে ভরা তার শান্তি,

চক্ষে করুনার স্নিগ্ধ জ্যোতিবার বিশ্ব- বিমোন ক্লান্তি,

প্রীতি ও মিলনের মধুর দৃশ্যে।"

এসেছে নামিয়া সে নিখিল বিশ্বে,

দরশে সবাকার ঘুচেছে হাহাকার বিয়োগ - বেদনার শ্রান্তি।" [২৮]

---

[২৭]. আব্দুল কাদির সম্পাদিত গোলাম মোস্তফা: কাব্য গ্রন্থাবলী।(১ম খন্ড), (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭১), পৃ-৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি খোশরোজ' গ্রন্থের মুসলিম কবিতায় মুসলমান জাতিকে নির্ভিক চিত্তে জেগে উঠার আহবান জানিয়েছেন। " ফাতেহা দোয়াজ দহম" কবিতায় রাসূল (সা) এর আগমন কে বিশ্ববাসী মহামুক্তির অমীয় নিয়ামত বলে ঘোষণা করেছেন। 'শবেবরাত' কবিতায় তিনি মুসলিম বিশ্বের নব জাগরণ ও মুক্তির জন্য বিশ্ববিধাতা সমীপে প্রার্থনা করেছেন কবির ভাষায়ঃ[২৯]

' শবে বরাতের রাত্রিতে আজি চাহিনা কো শুধু ধন ও মান

সবার ভাগ্যে দিও যাহা খুশী জাতিরে দিও গো মুক্তি - দান।

জাগরণ লিখো নসিবে তার

দিও সাধ প্রাণে বড় হবার,

নব গৌরবে বিশ্বে আবার দাঁড়ায় যেন এ মুসলমান।"[৩০]

গোলাম মোস্তফা রচিত **'কাব্যকাহিনী'** কাব্যগ্রন্থে- ১৭টি কবিতা রয়েছে। এ কবিতাগুলো অধিকাংশই মুসলিম বীরগণের শৌর্যবীর্য, মহত্ব ও ত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীগুলো তিনি ইসলামের ইতিহাস, কুরআন এবং হাদীস থেকে তথ্য উপাত্ত নিয়ে কাব্যিকরসে উপস্থাপন করেছেন। যেমন- "মানুষ" কবিতায় কবি বলেন:

"ডাকি সবে ফের

কহিলেন খোদা তা'য়ালা" এই যে আদম

নিখিলের সার সৃষ্টি-- শ্রেষ্ঠ অনুপম

ইহারে সালাম করো।"

শুনি সে আদেশ

---

[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-৭

[৩০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

তামাম ফেরেস্তা জীন ধরি ক্ষুদ্রবেশ

প্রণতি করিয়া ধীরে আদমের পায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি করিল প্রদান।"[৩১]

" মক্কা বিজয়" কবিতায় তিনি বিজয়ের পর ক্ষমার যে নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন- তা কবির ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে–

"এত বড় ক্ষমা? অসম্ভব।

দুনিয়ার কোন মহানুভব

করেছে কোথায়? কবে কখন?

যার প্রতি এত করুণা তার ?

স্তম্ভিত হলো ফেরেশতাগণ।" [৩২]

এইভাবে কুরবানী কবিতায় হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর ঐতিহাসিক ত্যাগের দৃষ্টান্ত, কুরবানীর বর্ণনা, হযরত উমর ফারুকের মহানুভতার দৃষ্টান্ত ইত্যাদি তিনি কাব্যিক সুরে বন্দনা করেছেন। " বনী আদম" কাব্যগ্রন্থ তিনি হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টি তাদের জান্নাতে অবস্থান, শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো, শয়তান ও মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অনুপম ছন্দে বর্ণনা দিয়েছেন।

হযরত আদম(আঃ) এর সৃষ্টি প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

" আল্লাহ কন: 'আমি এক, সর্বশক্তিমান।

তবুমোর খলিফার আছে প্রয়োজন।

পরম নির্গুন রূপ চির সুপ্ত হয়ে

থাকিতে চাহিনা আমি আমার মাঝারে

---

[৩১]. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।
[৩২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সে হবে কান্ডারী, তারি, তারি স্বর্ণতরী বেয়ে

অসীম নামিয়া যাবে সীমার মাঝারে,

সীমা সে মিশিবে এসে অসীমের ধারে।"[৩৩]

কবি গোলাম মোস্তফা সূরায়ে আল ফাতিহা অবলম্বনে যে কবিতা রচনা করেছেন- তা সর্বকালে সর্বযুগে মুনাজাত স্বরূপ পঠিত একটি কবিতা। কবিতাটি এক সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে পঠিত ছিল। তাঁর এ কবিতার সুর, আবেদন সত্যিই প্রশংসিত। কবিতাটিঃ

"অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী

যত গুণগান, হে চির- মহান, তোমারি অর্ন্তযামী।

দ্যুলোকে ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া

তোমারি কাছে পড়ি লুটাইয়া

তোমারি কাছে যাচি হে শকতি, তোমারি করুণাকামী।

সরল সঠিক পূণ্য পন্থা মোদের দাওগো বলি

চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি।

যে পথে তোমার চির অভিশাপ

যে পথে ভ্রান্তি চির পরিতাপ

হে মহাচালক, মোদেরে কখনো করো না সে পথগামী।"[৩৪]

কবি অতিপ্রত্যুষে মহান স্রষ্টার প্রার্থনায় তার সবকিছু নিবেদন করেনঃ

"আজি প্রভাতে প্রথম তোমারে ডাকি, তোমারি চরণে প্রণতি রাখি।

তোমারি করুণা কিরণ- পরশে খুলিল আমার এ অন্ধ আঁখি।

তোমার বিশ্ব বীণার তানে

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।

৩৪. আসাদ বিন হাফিজ সম্পাদিত, নির্বাচিত হামদ, (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৬), ১ম সং, পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

পুলক লাগিল আমার প্রাণে

জীবন কুঞ্জে গাহিয়া উঠিল তাই যে আমার পরাণ পাখি।"[৩৫]

এইভাবে 'বল আলহামদুলিল্লাহ', 'বল আল্লাহ সে এক', 'বাদশাহ তুমি দ্বীন ও দুনিয়ার হে পরোয়ার দেগার,'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,' 'প্রভু' 'সেইতো তোমার জয়,' রাব্বানা, 'শোন শোন আমার মুনাজাত' লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদ রাসূল" ইত্যাদি তাঁর ইসলামী সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর হে খোদা দয়াময় রহমান ও রহীম আজো গ্রাম- বাংলায় গজল আকারে পঠিত হচ্ছে। কবিতার কয়েক লাইনঃ

" হে খোদা দয়াময় রহমান ও রহিম

হে বিরাট, হে মহান, হে অনন্ত অসীম।

নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি

তুমি নিত্য ও সত্য পবিত্র অতি

চির অন্ধকারে তুমি ধ্রুব জ্যোতি

তুমি সুন্দর মংগল মহামহিম।" [৩৬]

কবি গোলাম মোস্তফার কাব্যসমূহ পর্যালোনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর কাব্যসমূহ অতি সহজ -সরল ভাষায় ইসলামী ইতিহাস- ঐতিহ্য ও ইসলামের বিভিন্ন পর্বসমূহ চিত্রায়িত হয়েছে। তিনি ইসলামী ভাবধারা বজায় রেখে মুসলিম পাঠক সমাজের হৃদয়ের খোরাক যুগাতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের এক ক্রান্তিলগ্নে তিনি সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা বজায় রাখার আমরণ সাধনা করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান গোলাম মোস্তফার কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে লিখেছেন, " বাংলা কবিতায় যে সময় পাশ্চত্যের নাস্তিকতার নৈরাজ্য বাসা বাধবার চেষ্টা করেছিল, সে সময় গোলাম মোস্তফা একটি ধর্ম বিশ্বাসের চেতনা কাব্য ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন। যার ফলে পরবর্তিতে ফররুখ আহমদের আবির্ভাব সহজ

[৩৫]. আসাদ বিন হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।
[৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। গোলাম মোস্তফার সমসাময়িক কবিগণ হারিয়ে গেছেন বললেই হয়, যেমন শাহাদাৎ হোসেন এবং বেনজীর আহমদ। কিন্তু গোলাম মোস্তফা কে এখনো স্মরণ করা যায় এবং এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।[৩৭]

৪. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

(জীবনী ঃ গদ্য সাহিত্যের পর্যালোচনা অংশে আলোচিত)

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী সাহিত্যের প্রধান রূপকার কাজী নজরুল ইসলাম। গদ্য-পদ্য, গীতি- গজল, হামদ না'তসহ সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তাঁর সামগ্রিক কাব্যে ইসলামী ভাবধারা মহাসমুদ্রের মতো। স্বল্প পরিসরে সামগ্রিক কাব্যগ্রন্থের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন অসম্ভব। কেননা তিনি ইসলাম ধর্মের প্রায় সকল বিষয় নিয়ে ইসলামী কাব্য রচনায় প্রায়সী হয়েছেন এবং সফল ও সার্থক হয়েছেন। বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ **ডঃ প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ** এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

> "নজরুল শরীআতের পুরোপুরি পাবন্দ না হলেও ঈমানী জোশের দিক থেকে' তিনি ছিলে পাক্কা মুমিন। তাই তো তিনি এত বেশি পরিমাণ ইসলামী ভাবধারামূলক সাহিত্য রচনায় সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ইসলামী সাহিত্যের ভাষার মধুময়তা, গতিশীলতা ও সাবলীলতায় এটাই প্রতীয়মাণ হয় যে, মনেপ্রাণে আবেগ- আবেশ সহকারেই তিনি এ সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তাঁর এই আবেগ ও আবেশের মধ্যে কোন রকম কৃত্রিমতা বা খুঁত ছিল না। এরূপ উপমা ও রূপকসমৃদ্ধ এত হামদ ও না'ত আর কোন কবি রচনা করেছেন বলে আমার মনে হয় না।" [৩৮]
>
> অনেক মুসলমান কবিই তাঁদের কাব্যকর্মে আল্লাহ- রাসূলের গুণ-গান করেছেন, অনেক ওলী-দরবেশের জীবনচরিত ও আধ্যাত্মিকতা তুলে ধরেছেন ভক্তি গদগদ চিত্তে। তাঁরা নিজ নিজ রচনায় ইসলামী ভাবধারার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন কায়মনোবাক্যে। কিন্তু নজরুল

---

[৩৭]. খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক), প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, (এপ্রিল-জুন), ৯৮তম সংখ্যা, পৃ. ৬১।

[৩৮]. ডঃ প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৫), ১ম সং, পৃ- ২০, ২১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের মতো আর কোন যুগের মুসলমান কবিই তাঁদের কাব্যে ইসলামী ভাবধারার রূপায়ণে এতটা বিস্তৃত অংশ ব্যয় করেননি, আর ইসলামের এত দিকের উপরও কলম ধারণ করেননি। নজরুলের 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ,' ' খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুশ হয়ে রই পড়ে', ' তোমারে ভিক্ষা দাও', আল্লাহ পরম প্রিয়তম মোর', একিআল্লার কৃপা নয়'?, ' চির- নির্ভয়', 'জয় হোক', আল্লা-র রাহে ভিক্ষা দাও', ইত্যাদি আল্লাহ বিষয়ক হামদ পাঠ করে পাঠক আল্লাহর একত্ববাদ ও আল্লাহর রহম ও করম উপলব্ধি করে বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে পারে না। অনুরূপভাবে ইসলামের মূলনীতি তথা আল্লাহর আদেশ- নিষেধ, ইসলামের উৎসব অনুষ্ঠান, সাম্য ও শান্তি, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিধৃত হয়েছে। নজরুলের 'আজাদ' নিত্য প্রবল হও', ভয় করিও না হে মানবাত্মা', 'আজান', 'মোহররম', কৃষদের ঈদ', 'ঈদ মোবারক', ফাতেহা-ই- দোয়াজ- দহম', 'চাঁদ', ঈদের চাঁদ', বকরীদ' ' কোরবানী' 'শহীদি ঈদ', বহুসংখ্যক কবিতা ও গানে। মোটকথা, নজরুল আল্লাহ- রাসূলের প্রতি অটুট বিশ্বাস রেখে ইসলামের জীবন- বিধান যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেমনি তিনি সেসব তাঁর কাব্যে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন।

এ ছাড়া যেসব ইতিহাসি খ্যাত মুসলিম ব্যক্তিত্বে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য, স্বদেশপ্রীতি ও মুসলিম জাগরণের সবক রয়েছে, নজরুল সেসব ব্যক্তিত্ব তাঁর কাব্যে তুলে ধরে মুসলিম মানসে একটা আলোড়ন সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এরূপ ব্যক্তিত্বসমূহের মধ্যে রয়েছেন উমর ফারুক, খালেদ, কামাল পাশা, আনোয়ার, জগলুল পাশা, আমানুল্লাহ, রীফ সর্দার, মোহসিন, জামাল উদ্দিন, মওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিরাজির মাঝে আল্লাহর অস্তিত্ব দর্শন ও ইসলামী কবিতা সৃষ্টি ঃ

মহান আল্লাহ আল-কুরআনে ঘোষণা করেনঃ "নিশ্চয়ই আকাশ- জমিনের সৃষ্টি ও দিবা- রাত্রির পরিবর্তনের মাঝে বুদ্ধিমান (চিন্তাশীল)দের জন্য আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে।[৩৯] নজরুল ইসলামের কাব্যে আল কুরআনের সে বাণীর সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি সৃষ্টির রাজির প্রত্যেক বস্তুতে আল্লাহর স্বাক্ষর খুঁজে পেয়েছেন। অ- নামিক' কবিতায় তিনি ব্যক্ত করেন- কোন নামে ডাকব তোমায়? জলেস্থলে, ফুলে ফলে সবখানে তোমার নাম লেখা। কবির ভাষায়ঃ

"কোন নামে হায় ডাকব তোমায়
নাম- না জানা অ- নামিকা।
জলে স্থলে গগণ- তলে
তোমার মধুর নাম যে লিখা।
গ্রীষ্মে কনক- চাঁপার ফুলে
তোমার নামের আভাস দুলে,
ছড়িয়ে আছে বকুল মূলে
তোমার নাম হে ক্ষণিকা।"[৪০]

নজরুলের ভাষায় কেবল সৃষ্টির প্রতিটি অংগে নয়, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে ও চরিত্রে, ফুলের গন্ধে, মানব- মনের আনন্দ প্রকাশে, শ্যামল পল্লবে, সাগর- তরঙ্গে, পাখির গানে আল্লাহর দেহের সুবাস, তাঁর হৃদয়ের হাসি, তাঁর রূপ লাবণী ও মধুর কাকলি অনভূত হয়ঃ

"দেহের সুবাস তব কুসুম- গন্ধে,
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে,
জননী রূপে তুমি আমাদের যাও চুমি'

---

[৩৯]. আল-কুরআন, ৩:১৯০।
[৪০]. অনামিকা, ঝড়, নজরুল রচনাবলী (৩), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

তব স্নেহ- প্রেমরূপ- কন্যা-জায়া।

হে বিরাট শিশু! এ যে তব খেলনা-

ভাঙা গড়া নিতি নব, দুখ শোক বেদনা।

শ্যামল পল্লবে সাগর- তরঙ্গে

তব রূপ লাবণী দুলে ওঠে রঙ্গে,

বিহঙ্গের কণ্ঠে তব মধুর কাকলি,

মায়াময়! শত রূপে বিছাও মায়া।"[৪১]

নজরুল আল্লাহকে খুঁজেছেন রূপে রূপে। সৃষ্টির যেখানেই রূপ দেখেছেন, সেখানেই আল্লাহ- কে স্মরণ করে তাঁরই বন্দনা করেছেন। কবির প্রেম তো এক, কিন্তু প্রেম করার স্থল তো বহু, প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু। তাই তিনি শত কামনায় নিয়ে বিভিন্ন পাত্রে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর প্রেম- শরাব পান করতে চেয়েছেন। তাই বলেছেনঃ

" প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,

চিনেছি তোমায়,

যাহারে বাসিক ভালো- সেই তুমি,

ধরা দেবে তায় !"[৪২]

আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ঃ

মহান আল্লাহ আল কুরআনে ঘোষণা করেনঃ– "যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।"[৪৩] অন্য স্থানে আল্লাহ বলেনঃ "চিন্তা করোনা আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"।[৪৪] কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা ও গানে মহান আল্লাহর সে বাণীর প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেনঃ-

---

৪১. ভজন, গুলবাগিচা, নজরুল রচনাবলী (২), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।
৪২. অ-নামিকা, সিন্ধু হিন্দোল, (১ম খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

" ও মন, কারো ভরসা করিস্‌নে তুই

এক আল্লার ভরসা কর।

আল্লা যদি সহায় থাকেন

ভাবনা কিসের, কিসের ডর।"[৪৫]

নজরুলের অন্য একটি ইসলামী গানেও কুরআনের এ আয়াতটি ভাবপ্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহর উপর ভরসা ক'রে কোন কাজ করলে শত বাধা- বিপত্তির মধ্যেও তা সহজে হাসিল হয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের আশ্রয় নিলে তা সরে যায়ঃ

" খোদা তোমার ভরসা করি'

নামি যখন কোন কাজে,

সে কাজ হাসিল হয় সহজে

শত বিপদ- বাধার মাঝে।

(খোদা) তোমায় ছেড়ে অন্য জনে,

স্মরণ নিলে, যায় সে সরে"।[৪৬]

প্রিয়নবীর ভালবাসায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভঃ

মহান আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে হযরত মুহাম্মদ (স) কে ভালবাসতে হবে। এ মর্মে আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ "(নবী) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার (নবীজির) অনুগত হও, আল্লাহ তোমাদের কে ভালবাসবেন।"[৪৭]

আলকুরআনের উক্ত আয়াতের কাব্যিক রূপ দিয়েছেন কবি নজরুলঃ

---

[৪৫]. আল-কুরআন, ৬৫:৩।
[৪৬]. আল-কুরআন, ৯:৪০।
[৪৭]. নজরুল রচনাবলী, পূর্বোক্ত, (৩য় খন্ড), পৃ. ৩৩১।
[৪৮]. জুলফিকার (২), নজরুল রচনাবলী, (৩), পৃ. ২৮৫।
[৪৯]. আল-কুরআন, ৩:৩২

Dhaka University Institutional Repository

" আল্লাহকে যে পাইতে চায় হযরতকে ভালবেসে-

আরশ কুর্সি লওহ কালাম না চাইতেই পেয়েছে সে।

রসুল নামের রশি ধরে

যেতে হবে খোদার ঘরে,

নদী- তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই,

দরিয়াতে সে আপনি মেশে।

তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস অবিশ্বাসী,

কী পাওয়া যায় দেখনা বারেক হযরতে মোর ভালবাসি? "[৪৮]

[৪৮]. কবিতা ও গান, নজরুল-রচনাবলী (৩), পৃ. ৪৮১-৪৮২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত ভোগঃ

আল্লাহর নিয়ামতের শেষ নেই। অফুরন্ত তার নিয়ামত। ফুল, ফল, বৃক্ষ, লতা, খাদ্য, শষ্যাদি- অগনিত নিয়ামত। আল্লাহ বলেনঃ "তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য; তাতে রয়েছে ফলমূল এবং খেজুর বৃক্ষ, যার ফল আবরণযুক্ত, আর খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধময় ফুল। অতএব, তোমরা উভয়ে (জীন ও মানুষ) তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"[৪৯]

নজরুল সংযোজন ও বিয়োজন সহকারে কুরআনের এভাবটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর সুন্দর, ফুল, সুন্দর ফল, শস্য শ্যামল ভরা মাটির ডালিখনিএত সব নেয়ামত আল্লাহ মেহেরবানী করে প্রদান করেছেন।

কাব্যিক সুরেঃ

"এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি

(খোদা) তোমার মেহেরবানী।

শস্য- শামল ফসল ভরা মাটির ডালিখানি

(খোদা) তোমার মেহেরবানী।

তুমি কতই দিলে রতন

ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন

ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগাও

মানি চাই, না মানি।"[৫০]

---

৪৯. আল-কুরআন, ৫৫: ১০-১৩।

৫০. নজরুল রচনাবলী (৩), পৃ. ৪০৮-৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতার উৎস আল্লাহ্ তা'য়ালাঃ

সমস্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে খুশী রাজত্ব দান করেন, আবার কারো থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আল্লাহ কুরআনের ঘোষণাঃ " হে আল্লাহ! আপনি বাদশাহীর মালিক, যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দান করেন, যাকে ইচ্ছা তার নিকট থেকে বাদশাহী ছিনিয়ে নেন; যাকে চান ইজ্জত দিয়ে থাকেন, যাকে চান লাঞ্ছিত করে থাকেন। আপনার হাতে রয়েছে মঙ্গল।"[৫১]

অর্থাৎ ইজ্জত- সম্মান, লাঞ্ছনা- গঞ্জনা, এসবই আল্লাহর কাজ। এক ব্যক্তি আজ বাদশা, কিন্তু কাল ফকির- এই তো বিধির খেলা। নজরুল এ সত্যটি নদীর খেলার সাথে উপমা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। নদীর এ কূল ভাঙ্গে, ওকূল গড়ে- এই তো নদীর খেলা ঃ

"এ- কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে
এইত নদীর খেলা
(রে ভাই) এইত বিধির খেলা
সকাল বেলা আমির রে ভাই
ফকির সন্ধ্যাবেলা।।
রাতে রাজা সাজে নাট- মহলে,
দিনে ভিক্ষা মেগে পথে চলে,
শেষে শ্মাশান ঘাটে গিয়ে দেখে
সবাই মাটির ঢেলা।
এইত বিধির খেলা রে ভাই
ভব- নদীর খেলা।"[৫২]

---

৫১. আল কুরআনে, ৩:১৬।
৫২. বুলবুল (২), নজরুল রচনাবলী (৩), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

জান্নাতের প্রতিচ্ছবি

মানুষের কাঙ্খিত শেষ মনজিল জান্নাত। যা অনাবিল সুখ সাচ্ছন্দ ও প্রশান্তিময় স্থান। আলকুরআনের আলোকে জান্নাতের দৃশ্যঃ "তোমরা তোমাদের সহধর্মিণীগণ সমভিব্যাহারে মহানন্দিত হয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর। তাদের সামনে খাবারের সোনালী পাত্র ও পানিপাত্রসমূহ চক্রাকারে পরিবেশিত হতে থাকবে এবং মনে যা-ই সাধ জাগবে, চোখে যা-ই ভাল লাগবে, তার সব কিছুই ঐ বেহেশতে থাকবে।"[৫৩] কুরআনের উক্ত আয়াতে ব্যক্ত ভাবটি অবলম্বনে নজরুল **"আয় বেহেশতে কে যাবি আয়"** শীর্ষক কবিতাটি লিখেন। তাতে তিনি বলেন, এ বেহেশতে শহীদ প্রেমিক ভিড় করবে। ওখানে যুবক-যুবতীর আনাগোনা হবে এবং মনে যা-ই সাধ জাগবে, বা চোখে যা-ই ভাল লাগবে, সব কিছুই ওখানে থাকবে। কবির ভাষায়ঃ

"আয়, বেহেশতে কে যাবি, আয়
প্রাণের বুলুন্দ্ দরওয়াজায়
"তাজা-ব-তাজা" -র গাহিয়া গান
চির-তরুণের চির-মেলায়!
সেথা হর্দম খুশির মৌজ,
তীর হানে কালো-আঁখির ফৌজ,
পায়ে পায়ে সেথা আর্জি পেশ,
দিল চাহে সদা দিল্-আফরোজ,
পিরানে পরান বাঁধা সেথায়।
আয়, বেহেশতে কে যাবি আয় ॥"[৫৪]

মুসলমান সর্বোৎকৃষ্ট জাতি

আল কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ

"তোমরা (মুসলমান) সর্বোৎকৃষ্ট জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের মঙ্গল সাধনে জন্য।"[৫৫]

উক্ত আয়াতের মর্মানুসারে নজরুল বলেছেন, মুসলমান স্বতন্ত্র একটি জাতি। এই জাতি ধর্মের জন্য লড়াই করে শহীদ হওয়ার শিক্ষা দেয়। এই জাতি সমাজে শীতল শান্তি –ধারা প্রবাহিত করে; উচ্চ–নীচের

---

৫৩. আল কুরআন, ৪৩:৭১।
৫৪. জিঞ্জীর, নজরুল রচনাবলী-(১), পৃ. ৪৫৭-৪৫৮
৫৫. আল কুরআন, ৩:১১০।

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্য মুছে দেয় এবং বিশ্বের সবাইকে তার বক্ষে জায়গা দেয়। ইসলাম কেবল মুসলমানদের জন্য আসেনি। ইসলাম সত্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যে কেউ ইসলামের এই দর্শন মেনে নেয়, তাকে মুসলমান বলা হবে। এই জাতি আমির –ফকিরের ভেদাভেদ ভেঙ্গে সবাইকে ভাই ও সাথীরূপে গ্রহণ করে। মুসলিম জাতির এ দর্শনটি নজরুল নিম্ন ভাষার বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছেনঃ

"ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি ।
সাম্য–মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি
আমরা সেই সে জাতি।
পাপ বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়ে আনিল যারা,
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি' শীতল শান্তিধারা
উচ্চ–নীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ পাতি'
আমরা সেই সে জাতি।
কেবল মুসলমানের লাগিয়ে আসেনিক ইসলাম
সত্যে যে চায়, আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।
আমির–ফকিরে ভেদ নাই সবে ভাই সব এক সাথী
আমরা সেই সে জাতি"।[৫৬]

মানুষ সৃষ্টি সেরা

মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব 'আশরাফুল মাখলুকাত'। ধনী-গরীব, ছোট-বড়, ধর্ম–বর্ণ, শুভ্র-কালো নির্বিশেষে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। আল্লাহ 'মানুষ' নামক ক্ষুদ্র প্রাণী পৃথিবী পরিচালনা যোগ্যতা দিয়েছেন। আল কুরআনের ঘোষণাঃ "আমি মানুষ কে ইজ্জত দিয়েছি এবং জল–স্থলে চলার বাহন দিয়েছি। আর পরিস্কার –পরিচ্ছন্ন বস্তু থেকে রুজি দিয়েছি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে অনেকের উপর মানুষকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। [৫৭]

নজরুল কাব্যের ভাবধারার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানবতা। তিনি তাঁর কাব্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, দায়–দায়িত্ব. মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, অবহেলা, ভণ্ডামি, সংকীর্ণতা ইত্যাদি তুলে ধরেছেনঃ

---

৫৬. বুলবুল (২), নজরুল রচনাবলী (৩), পৃ. ২৪৩।
৫৭. আলকুরআন, ১৭:৭০।

Dhaka University Institutional Repository

গাহি সাম্যের গান–

"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই, নহে কিছু মহীয়ান!
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়ত উহারই বুকে ভগবান জাগিয়েছেন দিবারাতি!
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল
তারাই আনিল অমর বাণী–যা আছে র'বে চিরকাল
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা –মথিত –সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা।"[৫৮]

আত্মত্যাগের মহোৎসর কুরবানী

ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ। আত্মত্যাগের মহিমায় জীবন উঠে যখন ভাস্বর তখনই জীবনের সার্থকতা। পশুকুরবানী প্রতীকমাত্র । নিজের কু প্রবৃত্তি দমন করাই প্রকৃত কুরবানী।

কুরবানীর গোশ্‌ত বা রক্ত খোদার কাছ পৌছায় না। তার কাছে যায় কেবল আল্লাহর রাহে তোমাদের আত্মত্যাগের মহিমা। এর মানে আমরাও তোমার রাহে কুরবান তথা শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। কুরবানীর এই দর্শন নজরুল তাঁর কাব্যে ব্যক্ত করেছেন নিম্নরূপ ভাষায়ঃ

"খেয়ে খেয়ে গোশ্‌ত রুটি তো খুব
হয়েছ খোদার খাসি বেকুব,
নিজেদের দাও কোরবানী।
বেঁচে যাবে তুমি, বাঁচিবে দ্বীন,
দাস ইসলাম হবে স্বাধীন
গাহিছে কামাল এই গানই!
মনের পশুরে কর জবাই,
পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।
কশাই–এর আবার কোরবানী"![৫৯]

মুসলিমের পরিচয়!

ইকবালের ন্যায় নজরুলও মনে করতেন, একমাত্র ইসলামই শান্তি ও সাম্যের ধর্ম। তাই ইকবালের ন্যায় নজরুলও তাঁর বেশির ভাগ কবিতা ও গযল–গানে মুসলমানকে সম্বোধন করেছেন। উভয় কবি দুনিয়ায়

---

[৫৮]. মানুষ, সাম্যবাদী, নজরুল রচনাবলী (১) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪-৩৬।
[৫৯]. ভাঙার গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব মুসলমানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন। নজরুল **'জুলফিকার'** কাব্য গ্রন্থে বলেছেনঃ

"শহীদি ঈদগাহে দেখ্ আজ জমায়াত্ ভারি।
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি।
তুরান-ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ্ মোরক্কো ইরাক,
হাতে হাত মিলিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে সারি সারি।" [৬০]

ইসলামী পর্ব

নজরুল ইসলাম ঈদ, কোরবানী, মোহররম, ফাতিহা-ই-দোয়ায-দহম তথা রবিউল্-আউওয়াল সম্পর্কে প্রচুর গযল/কবিতা লিখেছেন।

ঈদ

দুই ঈদ মুসলমানের বড় দু'টি উৎসব। এই উৎসবে মুসলমানরা দেশ, কাল, বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। নজরুল তাঁর বিস্তর কবিতা ও গযল-গানে এই উৎসবের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দেনঃ

" ও মন রমযানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশির ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন্ আসমানী তাকিদ।
তোর সোনাদানা বালাখানা
সব রাহে লিল্লাহ্
দে জাকাত্ মুর্দা মুসলিমের আজ
ভাঙাইতে নিদ॥
তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন
সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ॥
আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত-দুশমন
হাত মিলাও হাতে,

[৬০]. জুলফিকরে, নজরুল রচনাবলী (২) পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

তোর প্রেম দিয়ে কর্ বিশ্ব নিখিল

ইসলামে মুরীদ"।[৬১]

এ গানটি রোজার ঈদের/ঈদউল ফিতরের একটি প্রিয় গান। এ গানের আবেদন যুগ যুগ ব্যাপী দেদীপ্যমান।

মোহররম

১০ মোহররম কারবালায় হযরত হোসাইনের সেই দুঃখজনক শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়। মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে হযরত হোসাইনের সেই ত্যাগ, তিতিক্ষা স্মরণ করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'মোহররম দিবস' পালন করে আসছে। এই দিনটি শিয়া –সুন্নী সকল মুসলমানই পালন করে থাকে। কারবালার এই মর্মদন্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরাট মর্সিয়া সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যে কবি নজরুলের বিশেষ অবদান রয়েছে। ভাষা, বর্ণনা, পদ্ধতি, আবেশ, আবেগের দিক থেকেও এই সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। তাঁর মোহররম বিষয়ক গযল–কবিতাসমূহ থেকে কিছু উদ্ধৃতিঃ

"মোহর্রমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়।
কাঁদিয়া জয়নাল আবেদীন বেহুঁশ হ'ল কারবালায়।
বেহেশ্‌তে লুটিয়া কাঁদে আলি ও মা ফাতেমায়।
'আজও শুনি কাঁদে যেন কুল মুলুক আসমান জমিন।
ঝরে মেঘে খুন লালে–লাল শোক–মরু সাহারায়"। [৬২]

মহরম বিষয়ক অন্য কবিতায় কবি বলেনঃ

মোহর্রম

"নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া
"আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"
কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,

[৬১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
[৬২]. জুলফিকার, নজরুল রচনাবলী (২), পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও হোরাতে!
রুদ্র মাতম ওঠে দুনিয়া–দামেশ্‌কে
"জয়নাল পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে?"
'হায় হায় হোসেনা' ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়,
তলোয়ার কোঁপে ওঠে এজিদেরো পাঞ্জায়।[৬৩]

রবিউল আউওয়াল

নবীজীর জন্ম ও ওফাত–একই তারিখে ১২ই রবিউল–আউওয়াল, সোমবার। ফার্সী ভাষায় এটাকে বলা হয় "ফাতেহা–ই–দুয়ায দহম"। এই নাম বাংলাদেশে এবং বাংলা ভাষায় প্রচলিত নজরুল নবীজীর জন্ম ও ওফাত সম্পর্কে বেশি কবিতা/গযল–গান রচনা করেনি। যে দু' চারটি লিখেছেন, তন্মধ্যে বিষের বাঁশি' –তে স্থান পেয়েছে 'ফাতেহা –ই দোয়াজ–দহম (আবির্ভাব)' এবং 'ফাতেহা–ই–দোয়াজ–দহম (তিরোভাব)'। তিনি তিরোভাব কবিতায় লিখছেনঃ

"নকীবের তুরী ফুৎকারি' আজ বারোয়াঁর সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খান খান করে চোট মারে দূরে চাঁদে?
আবুবকরের দর দর আঁসু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাত আয়েষার কাঁদনে মূরছে আসমানে তারা ডরে!
শোকে উন্মাদ ঘুরায় উমর ঘূর্ণির বেগে ছোরা,
বলে "আল্লাহ আজ ছাল তুলে নেবো মেরে তেগ, দেগে কোঁড়া" [৬৪]

মুসলিম ব্যক্তিত্ব

আযাদী, সাম্য, সৎসাহস, সুবিচার ও শান্তি–শৃঙ্খলার প্রতীকরূপে অনেক মুসলিম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নজরুল কলম ধারণ করেছেন। বিভিন্ন গযল–গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে এসব ব্যক্তিত্বের গুণ–গরিমা আলোচনা করেছেন তিনি। তবে স্বতন্ত্র শিরোনাম দিয়ে গুটিকতক ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক তিনি তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে কামাল পাশা, আনোয়ার, খালেদ, চিরঞ্জীব জগলুল, আমানুল্লাহ, উমর ফারুক, রীফ সর্দার 'বাংলার' "আজিজ", জামাল উদ্দীন, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, গাজী আবদুল করীম, ওমর খৈয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে **'ওমর ফারুক'** শীর্ষক কবিতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি পেশ করছি।

---

৬৩. অগ্নিবীণা, নজরুল, রচনাবলী (১), পৃ. ৩৮।
৬৪. কবিতা ও গান, নজরুল রচনাবলী (৩) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০২-৪০৩।

Dhaka University Institutional Repository

উমর ফারুক

"রোজ-কিয়ামতে আল্লাহ যেদিন কহিবে, 'উমর! ওরে,
করিনি খলিফা মুসলিম -জাহাঁ তোর সুখ তরে তোরে।'
কি দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই?
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু! মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের,-মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা।
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা!
ভৃত্য চড়িলে উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী!" [৬৫]

এইভাবে নজরুল ইসলামের ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত কবিতা, হামদ, নাত, গজল-গান ইত্যাদি নিয়ে হাজার পৃষ্ঠায় লিখেও শেষ করা যাবে না। তবে এ স্বল্প পরিসরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কাজ নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির যুগ সষ্ট্রা ।

৫. বে নজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩)

জন্ম পরিচিতিঃ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে, ১৯০৩খ্রি. ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সুবহে সাদিকের সময় বাংলা সাহিত্যের প্রতিযশা কবি ও সাহিতিক/ বে নজীর আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নামঃ মৌলভী সজুদের রহমান, মাতার নামঃ মাহমুদা খাতুন। পৈর্তৃক নিবাস বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার ইলমদী গ্রাম ।

শিক্ষা জীবন ঃ মামার বাড়ী ধনুয়াতে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তারপর আড়াইহাজর হাই স্কুলে এক দুয়ারিয়া এফ-ই স্কুল, শিমুলিয়া এম ই স্কুল এবং শিবপুর হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। তারপর জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়ন করেন ।

কর্ম জীবন ঃ বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদনা ও রাজনীতিতে জীবন আতিবাহিত করেন। রাজনীতির কারণে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বারংবার কারাবরণ করতে হয়।

---

[৬৫]. ওমর ফারুক, জিঞ্জীর, নজরুল রচনাবলী (১), পৃষ্ঠা ৪৬৯-৪৭০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মাননা ঃ ১৯৬৩- ৬৪ সালে বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯সালে একুশে পদক ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (মরণোত্তর)লাভ করেন।

মৃত্যুঃ ১৯৮৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ৯-১৫মিঃ ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন, ঢাকার শাহজানপুরস্থ কবি মরহুম ফররুখ আহমদের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[৬৬]

সাহিত্য সাধনা ঃ তিনি ছিলেন মুসলিম পুনজাগরণের কবি। তাঁর সাহিত্য চর্চার পরিধি ব্যাপক। স্বীয় জীবনের প্রতিচ্ছায়া রূপে তাঁর রচিত কাব্যের প্রধান সুর দেশাত্ববোধ ও বিদ্রোহমূলক হলেও কাব্যের বিভিন্ন শাখায়, যথা: নবজাগরণীও ইসলাম ভাব উদ্দীপনামূলক কবিতা, প্রেম বিরহমূলক কবিতা, শিশু কিশোর উপযোগী কবিতা, গদ্য-পদ্য গজল ইত্যাদি ক্ষেতে তিনি সফল হয়েছেন ।

তাঁর লিখিত ৭টি গ্রন্থের মধ্যে এপর্যন্ত ৫টি প্রকাশ হয়েছে। ১) 'বন্দার বাঁশী '(১৩৩৯ বাং ২)' বৈশাখী (১৩৫১ বাং), ৩) জিন্দেগী (২০০৩ইং), তিনটিই কাব্য গ্রন্থ। ৪) হেমন্তিকা (কাব্য) ৫) বাংলা সাহিত্য (পাঠ্য) ১৯৫৬। ৬) ইসলামও কমিউনিজম (১৯৮৪) ৭), প্রবন্ধ পুস্তক ইত্যাদি ।[৬৭]

প্রচার বিমুখ কবি বে-নজীর আহমদ ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ এক তৌহিদবাদী মানুষ। লিখনির মাধ্যমে ঘুমন্ত মুসলিম মিল্লাতকে জাগ্রত করার আমরণ চেষ্টা করেছেন। ইসলামী আদর্শ ও দর্শনই মানবমুক্তির একমাত্র পথ। তিনি ইসলামী আদর্শকে কাব্যিক রূপে মুর্তিমান করেছেন। তাঁর ইসলামী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন "জিন্দেগী" কাব্য গ্রন্থ। কবি ও সাহিত্যিক শাহবুদ্দীন আহমদ জিন্দেগী কাব্য গ্রন্থকে ইসলামী সাহিত্য আন্দোলন পথপ্রদর্শক রূপে আখ্যায়িত করেছেন।[৬৮] 'জিন্দেগী কাব্যগ্রন্থে মোট ৬৩টি কবিতা রয়েছে। সবকটি কবিতাই ইসলামী ভাবধারা ও ঐতিহ্যের আলোকে রচিত এবং ভাষাও সুর-ছন্দে উন্নত মানের ইসলামী সাহিত্য। নিম্নে কতিপয় কবিতার অংশ বিশেষ দেয়া হল।

---

৬৬. 'জিন্দেগী' সম্পাদনা শাহাবুদ্দীন আহমদ, (ঢাকা: কবি বে নজীর আহমদ ট্রাস্ট, শততম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থ-২০০৩), পৃ. ১৭৭।

৬৭. জিন্দেগী, বেনজীর আহমদ, সম্পাদনা শাহাবুদ্দীন আহমদ, কবি বেলজীর আহমদ ট্রাস্ট, (ঢাকা=প্রকাশকাল ২০০৩), পৃ. ১৩ (সম্পদকের কথা)

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দেশা

"হে জিন্দা জোয়ান,

তোমারে করেছে নিত্য নব জন্মদান-

তোমার ঈমান।

= = = = = = =

আল্লাহর কোরান তব, তোমার শক্তির কোথা শেষ,

অনন্ত অপার-

তোমার রয়েছে জানি জেহাদের খুন রাঙা বেশ

শাহাদাৎ- যার।

সত্যের বাহন তুমি -- শোন বন্ধু -- তোমারি জাহান,

তুমি অধিশ্বর-

তুমি শুধু বহ বুকে জ্যোতিঃ জালা আল্লাহর ফরমান,

অর্পিত অন্তর।" [৬৯]

একবিতায় কবি জাতির যুব সমাজকে ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে অনন্ত শক্তির উৎস আল কুরআনকে বুকে ধারণ করে সত্যের পথে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

নুতন দিনে

"জাগে প্রাণ হিন্দোলা -

বন্দী কাফেলা আজ পুনঃ চলো মঞ্জিল দ্বার খোলা।

মোয়াজ্জিন কই ? জাগাও জাহান আজানের আহবানে ,

সুবে সাদেকের আলো সয়লাবে দোলা দাও প্রাণে

দোলা দাও আজ ঘুমের অতলে সেথা যারা আছে শুয়ে ,

---

[৬৯], প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

জীবিত-মৃতেরা - চেতনা তাদের যাও তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

শুনিনি আমরা বেলালের ডাক কত যুগ-গেছি ভুলে ,

নব তৌহিদ আজানে আবার জাহানের কুলে কুলে,

তারি জয় বানী ফুকারি চলো চির উল্লাসে,

আবার আনরে জ্যোতির জোয়ার জীবনের পাশে পাশে।

প্রাণের রাজ্যে বাদশা যে জন সে-ই প্রাণ দিতে পারে ,

তাই নত শিরে নিখিল দুনিয়া কুনির্শ করে তারে ।

নিহত রাতের রাঙাখুনে জাগে রাঙা রাগউষা ভালে

শহীদের লহু জাতির জীগরে জীবনের আলো জ্বালে।

উষা কি জেগেছে ? জেগেছে জোহরা সেতারার আঁখি আলো ?

ওরে ঘুমন্ত জাগো জাগো ত্বরা আজাদির জোতি জ্বালো ।"[৭০]

কবি তন্দ্রাচ্ছন্ন মুসলিম জাতিকে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন। বেলাল (রাঃ) এর মত একত্ববাদের ধ্বনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়া দিতে চেয়েছেন। জীবনের বিনিময়ে হলেও বিশ্বে লা-শারিক আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তাই কবি বার বার ডাকছেন :

"জাগো হিয়া হিন্দোলা - -

মুক্তি কাফেলা, আজ চলো চলো মঞ্জিল দ্বার খোলা" ।[৭১]

বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের আজ করুণ অবস্থা । বিশেষত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালীন অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ । অলসতা ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তির ফলেই মুসলিম বিশ্বের এ দুর্দশা । তাই কবি **"যুগের আজান"** কবিতায় বলেন :

"বেহুঁশ গাফেল কাফেলা যে দিন আরামের সুর পিয়া

---

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬, ২৭।
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

হারাম করিল জাহানের রাহা, হেরেমের রল নিয়া

খায়েসী বিধির আয়েশে ডুবিয়া গজলে ও গানে মজি

বিবি আর কবি বেবাক মজালো কামনারে শুধু ভজি ।

খোদেরে ভজিয়া খোদারে হারালো ধন লাগি দ্বীন ভুলি ,

দুনিয়া ও দ্বীন হারালো সকলি- তাই আজি কাঁধে ঝুলি।

মোমেনেরা যবে গিয়াছে তখন মুক্তির লহু ভুলি

কমিনের মতো নিদালীতে শুধু 'বহু' নিয়া কোলাকোলি ।

সেই নিদঁ। মোহে হারালো সে তার তখত তাজ সবি হায়

মোজাহেদ সেনা আজাদী ভুলিল জিঞ্জির বাঁধা পায় ।"[৭২]

কবি শুধু হতাশার বাণী শুনিয়ে জাতিকে আধাঁরে নিমজ্জিত রাখতে চায়নি । তিনি জাতির মাঝে আশার প্রদীপও জ্বেলেছেন:

" দ্বীনের আজান রনিছে আবার বিশ্বের দিকে দিকে

তারি ধ্বনি জাগে হিন্দের [৭৩] বুকে- জিন্দারা নিলো শিখে ।

নব উল্লাসে জঙ্গী জোয়ান বীর সেনা ফের চলে

নব বাদশাহী নিবে আজ জিনে সব বাধা পায়ে দলে ।

তারি জয় উৎসবে - -

কিষাণ মজুর, বাদশাহ ফকির মিলিয়াছে আজ সবে ।"[৭৪]

রাতের আধাঁর যত গভীর হয় ভোরের প্রভাত তত নিকটবর্তী হয় । তাই কবি "নিরাশার চাদর ছিড়ে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানিয়েছেন । কবির ভাষায় ঃ

" নিরাশা তিমির রাতি হয়ে এলো যারা

মোয়াজ্জিন জাগো জাগো --

---

৭২. যুগের আজান, জিন্দেগী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮, ২৯।
৭৩. হিন্দ-ভারত বর্ষ।
৭৪. যুগের আজান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

আকাশে দিয়েছে দেখা জোহরা-সেতারা

মোয়াজ্জিন জাগো জাগো ।

মোয়াজ্জিন ! মোয়াজ্জিন !

চিত্তের মিনারে তুমি দাও পুনর্বার -

সত্যের আজান ----

হয়ত খুলিবে ---- শত চির বন্ধদ্বার

গাহি বিভু গান।

রাতের তিমির কালো হতেছে সফেদ [৭৫]

আলোক রাঙিন ,

করুক আধার-নিদ তীর সম ভেদ

তব কণ্ঠ বীণ [৭৬]।

মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির জন্য কবি খুবই ব্যাকুল । তাই ঐতিহ্যহারা মুসলিম জাতির ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কবি মুক্তির পয়গাম কামনা করেন:

আমরা ভুলিয়া গেছি সোনালী দিনের ভুলে গেছি নিজেদের নাম।

হে দিশারী । আমাদের কারাগার ঘিরে ভুলে গেছি নিজেদের নাম । আনো আজ মুক্তির পয়গাম।[৭৭]

কবির আকুল আবেদন বৃথা যায়নি । কবির জাতীয় মুক্তির আহবানে সাড়া দিয়ে আর্বিভূত হন আল্লামা ইকবাল, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ সহ বহু কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ । তাই কবির চোখে ফোটে ওঠে জাগরণের নতুন স্বপ্ন ঃ

" এমনি তিমির রাতে - -

কে যেন হাঁকিলো উষার আজান মসজিদ মিনারাতে।

বাংলার কোটি কুটিরে কুটির মূর্ছিত নর নারী

শতবরষের তন্দ্রার শেষে নব প্রাণ সঞ্চারী

---

[৭৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২.৩৩, ৩৪.৩৫।
[৭৬]. সফেদ-সাদা ভোরের আলো।
[৭৭]. পয়গাম, জিন্দেগী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

আজানের সেই সুরের পরশে চকিতে নয়ন মেলি

হেরিলো উষসী[৭৮] পরিতেছে পুনঃ রক্ত সাহানা চেলী।[৭৯]

" দামাল কামাল দেখালো আবার ঈমানের যোশ জ্বলে

গেহ কোণে নয় ----জঙ্গ -ময়দানে আর অসি ছায়া তলে ।

মোমেন সাচচা --- শেরের[৮০] বাচ্চা ---- শহীদের লাল বেশে

মৃত্যুরে বরি মৃত্যু জয়ের উল্লাসে ওঠে হেসে।

মউতেরে এরা ফউত[৮১] করিয়া মাতে জঙ্গ মৌতাতে[৮২]

এক হাতে ধরে গাজীর ঝান্ডা শাহাদাৎ আর হাতে।[৮৩]

অন্যত্র কবি গাহিতেছেন :

" এমনি নিভিড় ব্যথার আঁধারে সহসা পূবালী নভে

সুবে সাদেকের উন্মিদ বহি জাগিল জোহরা তারা

মিনারে মিনারে জাগর আজান জাগিল কুজন রবে,

নিদালী বেঁহুশ মানুষের দেহে শিহরে জীবন সাড়া ।

দেখিল তাহারা চাহি

যুগের নকীব এল মসজিদে হৃদি মিম্বর বাহি।" [৮৪]

কবি হতাশবাদী নয়। ইসলামের বিজয় বিলম্বিত বলে হতাশার রাহু গ্রাসে আচ্ছাদিত হয়ে বসে থাকা যাবেনা । দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হলে জালিমের জুলুম বিদায় নিবে।

"এখনো রয়েছে আশা জাগিবে ইনসাফ

নিঃশেষিত হবে হেথা

---

৭৮. উষসী- উষা।
৭৯. চেলী=এক ধরনের পোষাক।
৮০. শের (ফারসী শব্দ)= বাঘ, সিংহ (সাহসী অর্থে)
৮১. ফউত=বাতিল, বেপরোয়া, ছুটিয়া
৮২. মৌতা=মৃত্যুর যুদ্ধ
৮৩. মোয়াজ্জিন কবি, জিন্দেগী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।
৮৪. যুগের নকীব, জিন্দগী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায় আর অত্যাচারের পাপ

জুলুমের শোষণের লক্ষ অভিশাভ

সব হবে শেষ-

মজলুম দুনিয়াময় মুক্তির কোশেশ [৮৫]

হবেই সফল। [৮৬]

ইসলামের বিজয় অনিবার্য বিশ্বব্যপী তারি আয়োজন কবির চোখে প্রতিয়মান:

"শুন শুন আজ বাজিছে ফের

নব রণ ভেরী ইসলামের

মুজাহিদ সেনা বাহিনী ঢের

করিছে আবার কুচকাওয়াজ ,

নব খয়বর[৮৭] ফিলিস্তিন

আনলো ফিরায়ে জেহাদী দিন,

আজো ইসলাম হয়নি ক্ষীণ

হাঁক সে দিনের হাঁক আওয়াজ

ত্রাস-কম্পিত জুলুমরাজ।"[৮৮]

বীর সাহসী মুসলিম সেনাদলের হুঙ্কারে জালিম শাহীর তখত নড়বর। শাদ্দাদ, নমরুদ, ফেরআউন কেউ আজ বেচেঁ নেই। নেই তাদের জুলুম রাজ। সত্যের সেনানীরা নির্ভিক চিত্তে অগ্রসর হলে ধূলির গর্ভে মিশে যাবে জুলুম অন্যায় ।

"কণ্ঠে আবার জাগছে নারা আল্লাহু আকবার ,

হস্ত-বাহুর শক্ত মুঠে চমকে তলোয়ার

জুলুম শাহীর বন্দী শালা ভাঙরে বারম্বার ,

---

৮৫. কোশেশ = প্রচেষ্টা।
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
৮৭. আরবের একটি স্থান, যেখানে খাইবরের যুদ্ধ হয়েছিল।
৮৮. খুনেরা ঈদ, জিন্দেগী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

ভয় কোথা রে আর ?

দেখনা চেয়ে জালিম ভয়ে ফেলছে আখি জল

জোর কদমে চল

জঙ্গী জোয়ান দল।" [৮৯]

দেখেছে দুনিয়া এখানে অনেক জালেমের বাদশাহী

দেখেছে অনেক নমরুদ আর ফেরাউন-শাদ্দাদ

দেখেছে অনেক কুফরী কুয়ৎ[৯০] বেদায়াৎ[৯১] গোমরাহী

খোদারে ভুলিয়া খোদেরেই [৯২] খোদা বানানোর বৃথা সাধ।

আজ তারা কেউ নাই

ধূলির গর্ভে গেছে মিলে মিশে হয়ে গেছে ধূলি ছাই।"[৯৩]

মুসলমানগণ পরস্পর সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ । বাদশাহ-ফকির, ধনি-গরীব, সবায় এক সাথে এক নিয়তে এক আল্লাহর দরবারে সমবেত হয়। কবির ভাষায় :

" আজি ময়দানে চাহিয়া দেখ,

লাখো মুসলিম নিরুদ্বেগ,

মিছিলে মিলন মফিলে এক - -

বাধিঁ জামাতে এক নিয়ত,

লুটে সিজদায় একই সে মাথ

একই সে সামিলে তুলেছে হাত,

পড়িছে একই সে দরুদ নাত

একই মোনাজাত, একই সে পথ।[৯৪]

কুরবানী ইসলামী ঐতিহ্যের এক চিরায়ত বিষয়। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করার স্মৃতি বিজড়িত ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বে প্রতিবছর

---

৮৯. জঙ্গী জোয়ান দল জিন্দেগী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।
৯০. কুয়ৎ শক্তি
৯১. বেদায়াৎ ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ।
৯২. খোদেরে=নিজকে।
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

কুরবানী করে থাকে। পশু কুরবানী একটি প্রতীকি মাত্র । নিজের মাঝে বিরাজমান পশুপ্রবৃত্তি দমন করাই প্রকৃত কুরবানী। কবির ভাষায় :

"চাহেনা আল্লাহ হেলার দান - -
গরু ভেড়া আর ছাগলের প্রাণ - -
মিসকিন নহে মাগিবে ভিখ
সকলের চেয়ে পেয়ারা চিজ
সাধ সাধনার স্বপন নিজ,
কামনা সুখের গোপন বীজ
পারে যদি কেউ তবে সে দিক
কোরবানী শুধু খেলা যে নয়
চলেনা হেথায় ছলনা ভয়
খুদিরে চির করিলে লয়
খোদারে তবেই মিলিবে ঠিক। [৯২]

কবি অন্যত্র বনের পশু নয় মনের পশুকে কোরবান করার আহবান জানিয়েছেন:

"আজ আত্মশুদ্ধির আহবান
বনের পশুরে নহে - -
মনের পশুরে
লোভের অসুরে
করো বদ্ধ করো কোরবান।[৯৩]

সিয়াম সাধনা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রোজা পালন দ্বারা পাপের নাশ হয় । তবে ধনী-দরিদ্রের মাঝে গভীর সমবেদনা সৃষ্টি না হলে সে পুণ্য অর্থহীন । কবির ভাষায়:

"দেখেছি বরষে মাসভরি ওহে বান্দারা উপবাস ,

---

৯২. খুনেরা ঈদ জিন্দেগী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

তাহারি পরশে হবে নাকি যত সঞ্চিত পাপনাশ।

মাহে রমজান শুনিয়াছি নিতি সোয়াব ও পুন্যময় - -

এই পাক মাহে অনশন দাহে সব গুনাহ হবে লয়।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

দীনের দৈন্য ঘুচিল না যদি দুখীর অশ্রু-জল

না যদি মিলায় হাসির আভায় কোথায় পুণ্য বল ?

রোজা সে তো শুধু উপবাস নহে-ক্ষুধিতের ব্যথা শোক

সমবেদনার পরশ দোয়ায় নিখিল মানস-লোক

মুছে দেবা হেথা তাহারি লাগিয়া রোজার সাধনা চাই

তবেই জাহানে জাগিবে শান্তি মিলনের মহা ঠাঁই।" [১৭]

ইসলামের রবি বিশ্বের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আগমন ছিল বিশ্ববাসীর জন্য মহাআর্শিবাদ। তাঁর আগমনে শত জনমের আধাঁর কেটে প্রভাত রবির উদয় হয় । কবির ভাষায় :

" বর্ণ গোত্র দেশজাতি গড়া ভেদের বাঁধন টুটি - -

মহামানবাতার বাণীর মন্ত্রে জাগালে বিশ্বে সারা - -

বিত্ত-রক্ত-রচিত দম্ভ পরিল মাটিতে লুটে

চির সাম্যের পরশে জাগিল মূর্ছিত আত্মারা।

নিখিল মানুষ জাতি - -

হে নবী তোমার আলো ইঙ্গিতে পার হলো কাল রাতি।"[১৮]

চিরপথ, হে দিশারী, ইয়াদগার ই ইকবাল, মারহাবা, লিয়াকত, যুগের নকীব, শহীদ স্মরণে, মুয়াজ্জিন, কবি, ঈদুজ্জোহা, সে হলো তপ্ত, শহিদী খুন, জুলফিকার, বালাকোট, শহীদ রাজ, ঈদের হেলাল, নব ঈদ উৎসব, জিন্দাঈদ, হামদ, নাত, মহরম, কারবালা, নবতর, মিনার, আল্লাহ তুমি দাও নাজাত, রোজার দিন, জাহান্নাম, নও তারানা, জঈফ জাহান ইত্যাদি শিরোনামে (প্রায়)৭০টি কবিতা লিখেছেন।

---

[১৭]. এলো কি রমজান, জিন্দেগী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮।
[১৮]. মহানবীর আর্তিবাব পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকটি কবিতায় ইসলামী ঐতিহ্যের পরিস্ফুটন ঘটেছে । তাই আমরা বলব তার এ সব সৃজনশীল কবিতা ইসলামী সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।

৬. ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

কবি পরিচিতি ঃ

জন্মঃ ইসলামী রেনেঁসার কবি ফররুখ আহমদ ১০জুন ১৯১৮খ্রিঃ যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ হাতেম আলী, মাতাঃ রওশন আখতার জাহান। তিনি পিতা মাতার দ্বিতীয় সন্তান।

কৈশোরঃ ১৯২৭সালে ভ্রাতার সাথে কলকাতা গমন করেন

শিক্ষাঃ কলকাতার তালতলা মডেল স্কুল, বালিগঞ্জ হাইস্কুলে, তারপর ১৯৩৭সালে খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৩৯সালে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই এ পাশ করেন। তারপর স্কটিশ চর্চকলেজ দর্শনে আনার্স পরে সেন্টপল কলেজ ইংরেজিতে অনার্সে ভর্তি হন।

কর্ম জীবনঃআইজি প্রিজন অফিসে (১৯৪৩) সিভিল সাপ্লাই, (১৯৪৪) জলপাই গুড়িতে একটি ফার্মে, (১৯৪৫-১৯৪৭) মোহাম্মদী পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে, তারপর ১৯৪৭-১৯৭৪সাল ঢাকা বেতার কেন্দ্রে স্টাফ রাইটার পদে চাকরী করেন।

পুরস্কার ১৯৬১সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, ১৯৬৬সালে আদমজী পুরস্কার, ১৯৬৬সালে ইউনেস্কো পুরস্কার, ১৯৬০সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন ।[৯৯]

লিখিত গ্রন্থসমূহ:

১. 'সাত সাগরের মাঝি', প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪, খন্ড কবিতা সংকলন

২. 'সিরাজাম মুনীরা', তমুদ্দন প্রেস (১৯৫২), খন্ড কবিতা সংকলন

৩. নৌফেল ও হাতেম, নওরোজ কিতাকিস্থান, (১৯৬১), কাব্য নাট্য

৪. 'পাখির বাসা', বাংলা একাডেমী (১৯৬৫), শিশু কিশোর কবিতা সংকলন

[৯৯]. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৫. মুহূর্তের কবিতা, বাডস এন্ড বুকস (১৯৬৩), সনেট কাব্য সংকলন

৬. 'হাতেমতায়ী,' বাংলা একাডেমী (১৯৬৬) কাহিনী কাব্য

৭. 'হরফের ছড়া', বাংলা একাডেমী (১৯৭০), শিশু কবিতা সংকলন

৮. 'ছড়ার আসর', বাংলা একাডেমী (১৯৭০) শিশু কবিতা সংকলন

৯. 'কাফেলা', ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০

১০. মহফিল ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭।[১০০]

মৃত্যুঃ ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪সালে। ঢাকার শাহজান পুরে দাফন করা হয়।

কবি প্রতিভাঃ

কবি ফররুখ আহমদ একজন ঐতিহ্যানুসারী কবি। তাঁর ঐতিহ্যভাব, ভাষা, বিষয় এবং উপমা, রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর সাহিত্য কর্ম ইসলামী ভাবাদর্শ ও ঐতিহ্যের আলোকে রচিত। তবে কোন অবস্থাতেই তিনি বিশেষ সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রসূত নন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক **ডক্টর সুনীল কুমার** মুখোপাধ্যায় বলেনঃ "ফররুখ আহমদের শিল্প প্রচেষ্টাকে নিছক ইসলামী ধর্মাদর্শ ওঐতিহ্য ভিত্তিক বিশেষ সম্প্রদায়িক চেতনা প্রসূত কাব্য সাধনা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। ধর্ম বোধ তাঁর মজ্জাগত, কিন্তু সাধারণ ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যে যে জীবন দৃষ্টির সংকীর্নতা পরমত অসহিষ্ণুতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি উপেক্ষা দেখা যায়, ফররুখের সাহিত্য কর্ম তার থেকে আশ্চর্যরূপে মুক্ত।"[১০১]

ইসলামী ঐতিহ্যচেতনা ফররুখ আহমদের কবি প্রতিভা ইসলামের প্রাণবায়ু। তিনি তাঁর প্রগার বিশ্বাসের আলোকেই মসী পরিচালনা করেছেন। সৈয়দ আলী আশরাফ[১০২] তার সম্পর্কে বলেছেনঃ "ফররুখ আহমদে এসে আমরা মুসলিম চেতনার এক নতুন এলাকায় প্রবেশ করি। ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবনাদর্শ ও ঐতিহ্য রূপায়ণের একজন সার্থক শিল্পী। তিনি বাংলা কাব্য ইসলামী ঐতিহ্য ভিত্তিক সাহিত্য সাধনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। ডক্টর সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

---

[১০০].ফররুখ রচনাবলি মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ ও আবদুল মামুন সৈয়দ সম্পাদিত, আহমদ পাবলিসিং হাউস, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ ৩৫৯

[১০১]. কবি ফররুখ আহমদ, ডঃ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, (ঢাকাঃ নসাস, ২০০০), ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৫।

[১০২]. সৈয়দ আলী আশরাফ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স সহ এম পাশ বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠতা উপচার্য

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থ বলেছেন: "আহমদের কাব্য সাধনাকে বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের সাধনা না বলে প্রকৃত পক্ষে বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম জীবনাদর্শ ও ঐতিহ্যের সার্থক সাহিত্যিক রূপায়ণের চেষ্টা তথা বাঙলার মুসলমানদের সাহিত্যের দৈন মোচনের সাধনা বলা উচিত। তার সাহিত্য সাধনা একদিকে আধুনিক মুসলমানের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার কাজকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে; অপরদিকে বাঙলা কাব্য ইসলামী ঐতিহ্য ভিত্তিক সাহিত্য-সাধনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ফলে তা সামগ্রিক ভাবে বাঙলা কাব্যের ঋদ্ধি ঘটিয়েছে।"[১০৩]

কবি ইসলামের পুনর্জাগরণ, ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন, অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের আমরণ সাধনা করেছেন। ইসলামী পুনর্জাগরণ ও আদর্শবাদ যদি ও কবির কাব্য রচনার মূলগত প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বে মানবিক চেতনা তার কাব্যের সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। মূলত: ইসলামী আদর্শবাদ ও মানবিক চেতনাকে কবি একাত্মা করে ফেলেছেন। মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যে ভরপুর। আমরা অতীত ঐতিহ্য ভুলে যাওয়ার কারণেই বর্তমানে এ দুর্দশা। আমাদের সোনালী অতীত অনুসরণ করে বর্তমানে দৃঢ়তার সাথে আগ্রসর হলে, বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদের জয় অনিবার্য। ডঃ **সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের** ভাষায়ঃ "অপরূপ অভিজ্ঞতার আলোকে ফররুকের কবি প্রতিভা আপনার পথ খুজে নিয়েছে। অতীত ঐতিহ্যের অভিসারে বেরিয়ে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন, তা তার মনে এই দৃঢ় প্রত্যয়ই জাগিয়ে তুলেছিল যে, ইসলামী ধর্মাদর্শের অনুসৃতি ছিল অতীত যুগের মুসলমানদের সর্বাত্মক জীবন মহিমার মূল, আর তা থেকে বিচ্যুতিই তার বর্তমানের চূড়ান্ত অধঃপতিত অবস্থার কারণ। মুসলমানকে যদি আবার স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, তবে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে সেই মহান আদর্শের, আবার তাকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে হেরার রাজ তোরণের দিকে।"[১০৪]

---

[১০৩]. কবি ফররুখ আহমদ, ডঃ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

[১০৪]. কবি ফররুখ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

কবির কিছু কাব্যের মূল্যায়ন:

সাত সাগরের মাঝি

'সাত সাগরের' মাঝি কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪৩ সাল।[১০৫] এ সময়ে উপমহাদেশের নবজাগ্রত মুসলিম জাতির মন ও মানস আশা-আকাঙ্খা বিচিত্র প্লাবনে হয়ে উঠেছিল উচ্ছসিত ও উদ্বেলিত। সে সময়ে পাকিস্তান আন্দোলন চলছিল। পাকিস্তানের লক্ষ্যে মুসলিম জনতাকে পৌছতে হবে। সকল বাধা বিপত্তি উপক্ষো করে জাতিকে লক্ষ্য স্থলে পৌছাতে হবে। দুস্তরদুর্গম, অথৈ পাথার জাতিকে পাড়ি দিতে হবে। এই জাতির অন্তরে আশা আকাংখার অন্তছিল না। সেই স্বপ্ন ও সাধের, আশা ও আন্দোলনের ইঙ্গিতময় প্রতীক ছিল 'সাত সাগরের মাঝি'।

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায়ই কবির ঐতিহ্য প্রীতি ও ইসলামী ধর্মাদর্শের মহত্বে অকুণ্ঠবিশ্বাস ও অনুরাগের পরিচয় পরিস্ফুট। স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্ভাসিত মুসলিম জাতির জন্য 'সাতসাগরের মাঝি' যেন শতাব্দীর মরাগাঙে আবার সমদ্রকল্লোলের ধ্বনি প্রতিষ্ঠিত হয়। **ডঃ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের** ভাষায়- আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনায় উদ্বেল ত্রিশোত্তর কালের নবজাগ্রত মুসলমানদের জন্যে অতীত জীবন-সমুদ্রের মহাকল্লোল ধ্বনি বহন করে যে দিন 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্য আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেদিনটি বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। শতাব্দীর মরাগাঙে আবার তারা সমুদ্র কল্লোল শুনতে পেল, শুনতে পেল নোনা দরিয়ার বুকে নতুন করে জীবন জাহাজ ভাসানোর আহবান। এমন বলিষ্ঠ কণ্ঠ ও প্রত্যয় দীপ্ত সুরে আর কোন কবিই কোনদিন বাঙালি মুসলমানকে আহবান করেননি। জীবনের সমুদ্র বেলায় ইতিপূর্বে নজরুলের জাগরণী গানে মুসলমানের জড়তা কেটে এসেছিল, ফররুখ এবার তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন কর্মের পথে, সাধানার পথে, আদের্শর পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে, আপন জীবন মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কঠোর সাধনার শপথ গ্রহণ করতে।"[১০৬]

---

[১০৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
[১০৬]. কবি ফররুখ আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাপ্নিক কবি আদর্শ-জীবন পন্থীর ন্যায় সজ্ঞান আদর্শের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হয়ে অতীত মহিমায় প্রত্যাবর্তনের পথ নির্ধারণের চেষ্টা পেয়েছেন। তাই 'সাত সাগরের মাঝি' বাণী আমাদের চেতনালোকের একটা দিগন্তের অন্ধকারকে যে দূরীভূত করেছে তাকে সন্দেহ নেই।

ফররুখ আহমেদ উপর লিখিত সর্ব প্রথম পূর্ণগ্রন্থের রচয়িতা ডঃ **সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়** ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক বিচার করে 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অর্ন্তভূক্ত উনিশটি কবিতাকে মোট চার ভাগে বিশ্লেষণ করেছে।[১০৭]

এক. ইসলামী ভাব, ঐতিহ্য ও জাতীয় জাগরণমূলক কবিতা, উহা আবার ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা-

ক. অতীত মুসলমানদের দুর্বার কর্মচঞ্চল প্রাণোচ্ছল জীবনের ঐশর্য্যময়রূপ। কবিতাসমূহ হল: 'সিন্দাবাদ', 'বার দরিয়ায়', 'দরিয়ার শেষ রাত্রি', 'বন্দরে সন্ধ্যা'-৪টি।

খ. অতীত গৌরবের অধিকারী মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয় ও তার কারণ ও মুক্তির উদ্বেলতা প্রকাশ মূলক কবিতা, যথা: 'আকাশ- নাবিক', 'স্বর্ণঈগল', 'তুফান', 'এইসব রাত্রি', 'পাঞ্জেরী', 'পুরানো মাজারে'-৬টি।

গ. অধ:পতন থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণ ও সম্ভব কর্মপন্থা নির্দেশক মূলক কবিতা, যথা- 'হে নিশানবাহী', 'নিশা', 'নিশান বরদার', 'সাত সাগরের মাঝি'- ৪টি কবিতা।

দুইঃ বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ কবিতা যথা: লাশ ও আউলাদ -২টি।

তিনঃ রোমান্টিক কবি চিত্তের ব্যাকুলতা বিষয়ক কবিতা, যথা- 'ডাহুক'

চারঃ প্রেম বিষয়ক কবিতা, যথা- শাহরিয়া ও ঝরোকা -২টি।

সিন্দাবাদ

এখানে 'সিন্দাবাদ' কে কবি অতীতের কর্মচঞ্চল প্রাণোচ্ছল, দুঃসাহসী ও প্রত্যায়ীদীপ্ত মুসলমানদের প্রতীক রূপে সমুপস্থিত করেছেন। 'সিন্দাবাদ'- কাহিনীর প্রতীকী আধারে কবি মুসলমানাদের অতীত ঐতিহ্য, গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করিয়ে তারেদকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান ও নব জাগরণের মন্ত্রে

[১০৭]. কবি ফরুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫,৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দীপ্ত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। সিন্দাবাদের মতই দুর্দমনীয় প্রাণাবেগে চঞ্চল হয়ে নতুন পানিতে নতুন জীবনের অভিযাত্রায় মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন । কবির ভাষায়ঃ

"কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক,
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ।"[১০৮]

কবি কল্পনা অতীতের স্বপ্নময় জগৎ কত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অতীত যেন বাস্তবের প্রেক্ষিতে এসে বর্নাঢ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে।

"আহা সে নিকষ আকীক বিছানো কতদিন পর ফিরে ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে।"

স্বাধীনতার পথ ফুল বিছানোর নয় কন্টকাকীর্ণ। নব জাগরণের পথে রয়েছে হাজারো অন্তরায়। এ যাত্রায় রয়েছে বাধা- বিপত্তি, রোষে ফুলে ওঠা কালাপানি, সুবিশাল আজদাহার মত দন্ত বিস্তার করে তার শ্বেত কিশতি কে গলধঃ করণ করে ফেলতে পারে, কিন্তু সিন্দাবাদ কোন বাধাতে ভীত সন্ত্রস্ত হবার নয়। নীলদরিয়ার ডাক শুনে সে মাল্লার নীল বেশ পরিধান করে 'নওল উষার সপেদে রশ্মিধারার দিকে ছুটে চলছে। তার চোখে মুখে নতুন জীবনের স্বপ্ন উদ্ভাসিত । কেননা সে নির্ভিক দুর্বার সৈনিক। কবির ভাষায়ঃ-

" রোষে ফুলে ওঠ কালাপানি যেন সুবিশাল আজ্‌দাহ
মউজের মুখে ভাসছে কিশতী শ্বেত
০০ ০০ ০০
কোথায় জাহাজ হবে ফিরে বানচাল,

---

[১০৮]. ফরুখ রচনাবলী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৯), ১ম খন্ড, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

তক্তায় ভেসে কাটবে আবার দরিয়ার কতকাল;

জংগী জোয়ান দাঁড় ফেলে করি দরিয়ার পানি চাষ,

আফতাব ঘোরে মাথার উপরে মাহভাব ফেলে দাগ,

তুফান ঝাড়িতে তোলপাড় করে কিশতীর পাটাতন,

মোরা নির্ভিক সমুদ্রস্রোতে দাঁড় ফেলি বারোমাস।[১০৯]

কবি ফররুখ আহমদ মুসলমানকে আত্মশক্তিতে আস্থা অর্জনে সাহায্য করেছেন। আত্মশক্তিতে আস্থাহীন দুর্বল আধুনিক মুসলমানদের কাছে কবির 'সিন্দাবাদ' এক আশ্বাস ও ভরসার আলোকজ্জ্বল দীপ্তবর্তিকা রূপে উপস্থিত হয়েছেন। সিন্দাবাদের স্মৃতি কবিকে আবার নোনা দরিয়ার ডাক ও শুনতে সাহায্য করেছে। কবি যেন আবার অতীতের স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়:

'কিসতী ভাসায়ে স্রোতে আমারা পেয়েছি নিত্য নতুন জীবনের তাজা ঘ্রান।'[১১০]

যে আদর্শ ও জীবন অভিজ্ঞতা মরুচারী বর্বর মানুষের জীবনে একদিন নতুন বিপ্লব নিয়ে এসেছিল, তাদের জীবনকে সামগ্রিক সাফল্যের ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল, তারই পদাংকনুসরণ করে মুলমানগণ আজো উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। আবার পৃথিবীর দিকদিগন্তে সাত সাগরের উথল বুকে বিজয় পতাকা নিয়ে ধাবিত হতে পারে। ইসলামী আদর্শবোধ কবিকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কবির আশাআকাংখা, স্বপ্ন, সাধ ব্যর্থ হতে পারে না। তাই কবির অন্তরের সাধ সিন্দাবাদের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ঃ-

বজ্র আওয়াজ থামায়ে গভীর দরিয়ায় উঠে চাঁদ,

দিলের দুয়ারে মাথা ঠুকে মরে নাবিক সিন্দাবাদ।

ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,

দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙ্গছে বালুর বাঁধ।

---

[১০৯]. ফররুখ রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৬।

[১১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ

নতুন পানিতে হালখুলে দাও, হে মাঝি 'সিন্দাবাদ'।[১১১]

বার দরিয়ায়

" বার দরিয়ায়" কবিতায় কবি অতীত যুগের মুসলমানদেরক সমুদ্র যাত্রার দুর্বার দুঃসাসিক বর্ণনা দিয়েছেন। ঝড়ঝঞ্জা, পাহাড়সম ঢেউ, ঘুর্ণাবর্ত সাইক্লোন, মৃত্যুর করালগ্রাস কোন কিছুই তাদেরকে সীমাহীন সমুদ্রের সুদূরের দুর্বার অভিযান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তুফানের মাঠ পারি দিয়ে তারা বিজয় গৌরবের শিরোপা ছিনিয়ে এনেছে। কবির ভাষায় ঃ-

"জমা হয় কালো টাইফুন মেঘ

পাটাতনে লাগে দোলা,

শংকায় নীল থেমে যায় মৃদু আবর্ত কল্লোল,

.....

আঁধির পাহাড় অজগর ঢেউ, শোন

শব্দিত ঐ সাপের ফণার ত্রাস,

চমকালো ঐ মৃত্যু সর্বনাশ

পাল খুলে নাও, যেতে হবে ঝড় ঠেলে

চমকাক পাশে কালো আজদাহা লোল জিভ ঘন ঘন..."[১১২]

জীবনের মায়ায় যারা ঘর আকড়ে পড়ে থাকে, জীবনের বিচিত্র আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত, সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢুলে পরে বিস্মৃতির অতল গহীনে হয় তারা নিমজ্জিত। পক্ষান্তরে যারা মৃত্যু তুচ্ছ করে প্রত্যয়দীপ্ত চিত্তে অগ্রসর হয় তারা সাফল্যের রাজটীকা পরে তারা হয় মৃত্যুঞ্জয়ী-অমর। অতীত মুসলমানগণ সেই চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মর্দে

[১১১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
[১১২]. কবি ফররুখ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুমিনের দল চিরঅকুতোভয়। কোন বাধাই তাদেরকে ব্যহত করতে পারে না। সেই ঈমানী চেতনায় জাগ্রত হতে পারলে আজকেও আমাদের বিজয় অনিবার্য। কবির ভাষায়ঃ

"দূর বন্দরে দীপ্ত সূর্য, আমাদের গতিমান
জাহাজের পাল স্রোতের নেশায় ভরা,
যেথা দিগন্তে সবজা হেরেমে ভাসে পরীদের গান,
নেকাব দোলায়ে আদিম বনানী গাছে নৃত্যপরা,
.....
দরিয়ার মাঝি! তোমার ওজুদে পাথর গলানো খাক
পাথার পরানো কুঅত তোমারে দিয়েছে আল্লাপাক।"[১১৩]

চলো বেশুমার দরিয়ার ঢেউ ছিঁড়ে
আলবুরজেরমত[১১৪] এ মউজ[১১৫]ঘিরে
.....
হাজার জীবন যদি হয় পয়মাল
মানবা না পরাজয়।
ধরো অপচল আবার হালের মুঠি
শেষ ঢেউয়ে আর করব না সংশয়।
.....
দেখ আসমানের ফোটে সেতারর কলি,
আরশির মত নিটোল পানিতে মুখ দেখে বকাওলি।
এসেছি এখন তুফান বিজয়ী খিজিরের[১১৬] এলাকায়

---

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
১১৪. আল বুরূজ আরবী শব্দ, সুউচ্চ, সুরক্ষিত দুর্গ,
১১৫. মউজ সাগরের ঢেউ
১১৬. খিজির ইতিহাস খ্যাত পানিতে বসবাসকারী ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

দেখ আমাদের নিশান উড়ছে নীল আকাশের গায়।

কেশর ফোলানো পাল নিয়ে ফের ছুটছে সফেদ[১১৭] তাজী।" [১১৮]

দরিয়ার শেষ রাত্রি।

এ কবিতায় সিন্দাবাদ ও মাঝি মাল্লাদের কথোপকথেরন মধ্য দিয়ে কবি অতীত যুগের অভিযাত্রি মুসলমানের নির্ভিক, বলিষ্ট, কর্মচঞ্চল চরিত্র মহিমাকে পরিস্ফুটন করেছেন। দারুন ঝড়- তুফান, টাইফুন অগ্রাহ্য করে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে রাত্রির আধাঁরে কিভাবে অবলীলাক্রমে তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। কবির ভাষায়ঃ-

"বুক চেপে ধরে কাল সেই ঝড়ে পাটাতনে পেতে কান

শুনেছি সুদূরে আম্ভির শাখে টাঙানো দোলারগান,

দুধের বাচ্চা কেঁদে উঠেছিল আমার বুকের' পরে,

শুনেছি আমি সে শিশুর কান্না কাল রাত্রির ঝড়ে।

= = = = = = = = = = = = = = = = =

কাল মওতের মুখোমুখি হয়ে জঙ্গী জোয়ান ফিরে

দরিয়া সোঁতায় টেনে তুল চলো তুফানের মাতামাতি।

কাল মাস্তুলে ঝরেড় কান্না শুনেছি একলা জেগে

শুনেছি কান্না রাত জেগে দূর মরুভুর কূলে কূলে,

বাদামের খোসা এসেছিল এক ভেসে তুফানের বেগে

আমার বুকের সকল পর্দা উঠেছিল দুলে দুলে।"[১১৯]

দ্বিতীয় স্তরের ছয়টি কবিতাঃ 'আকাশ' 'নাবিক', 'স্বর্ণ ঈগল' 'তুফান', 'এই সব রাত্রি', 'পাঞ্জেরী' এবং 'পুরানো মাজারে'।

---

[১১৭]. সাদা

[১১৮]. ফররুখ রচনাবলী (১ম খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১, ১২।

[১১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১২।

Dhaka University Institutional Repository

আকাশ নাবিক

আকাশ নাবিক কবিতায় অপরাজেয় মুসলিম আত্মার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। দুর্বার গতি ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান অতীত মুসলমানের অপরাজেয় আত্মাকেই কবি 'আকাশ নাবিক' পাখীর সাথে তুলনা করেছেন। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত নির্ভয়ে দিগ- দিগন্তে অবাধে বিচরণ করেছে অতীতের মুসলমান, পাখার পাল তুলে ভেসে বেড়িয়েছে নীল সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তৃতিতে। ছড়িয়ে পড়েছে দেশ দেশান্তরে, দ্বীনের দাওয়াত সর্বত্র পৌছে দিয়েছে। কবির মতে মুসলমানদের জীবনাদর্শ এমনি মহৎ, এমনি বলিষ্ট, তার কর্মপ্রেরণায় যে তার পক্ষে পরাজয় বরণ করা সম্ভব নয়। কবির ভাষায় :

" দিতে হবে ফের আঁধারের বুকে চাষ
ভরাতে আনারকলিতে বন্ধ্যা মরুভূর অবকাশ,
আনতে নতুন বীজ যেতে হবে অভিযানে,
ভরাতে মাটির রুক্ষতা সেই প্রবল জোয়ার টানে।
কথা ছিল তুমি হে পাখী! কখনো মানবোনা পরাজয়,
তোমার গানের মুক্ত নিশান উড়ছে আকাশময়,
হে বিহঙ্গ ! তুমি তো জীবনে কখনো পাওনি ডর
কখনো তো তুমি মানো নাক পরাজয়
তবে কেন আছে পড়ে? "[১২০]

স্বর্ণ ঈগল

"স্বর্ণ ঈগল" কবিতাটি প্রতীকী তাৎপর্যপূর্ণভাব সমৃদ্ধ একটি রসঘন সনেট। অতীত মুসলিম গৌরব ও কীর্তির স্মৃতিভাবে জর্জরিত কবি এ কবিতায় মুসলমানদের অধ:পতিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে আপন মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। গৌরব সমুন্নত মুসলিম জাতিকে আলোচ্য কবিতায় আল বুরূজের চুড়ায় "স্বর্ণ ঈগল" বলে অভিহিত করেছেন। এই স্বর্ণ ঈগলরূপী মুসলমান একদিন গতির বিদ্যুৎ নিয়ে নদী-গিরি, দরিয়া, বন, প্রান্তর অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী আপন মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

[১২০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

আজ সে মৃত্যুর পথযাত্রি। মুসলমি বিশ্বের বিপর্যয়কে কবির হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করেছে। তার দুঃসহ চিত্র কবি অংকন করেন:

আল-বোরজের চূড়া পার হল যে স্বর্ণ ঈগল
গতির বিদ্যুৎ নিয়ে, উদ্দাম ঝড়ের পাখা মেলে,
ডানা ভাঙ্গা আজ সে ধূলায়, যার তারে পায়ে ঠেলে
কঠিন হেলায় কোটি গর্বোদ্ধত পিশাচেরদল। [১২১]

মুসলমানদের গৌরব দীপ্ত সোনালী-অতীত বর্ণনা করে বর্তমানে ফিরে এসে কবি যেন গুলিবিদ্ধ বিহঙ্গের মত হঠাৎ স্তব্ধও হতবাক হয়ে পড়েছেন। মুসলিম বিশ্বের শোচনীয় দুর্গতি দেখে যন্ত্রনাদগ্ধ কবি-চিত্তবিষন্ন, নির্বাক। কবির বিষন্ন চিত্তের বিক্ষুব্ধ আর্তির রূপ পরিগ্রহ হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় :

সূর্য আজ ডুব দিল অক্সাসের তটরেখা পারে
আসন্ন সন্ধ্যায় কালি নিয়ে এল পুঞ্জিভূত শোক,
পাহাড় ভুলের বোঝা রুদ্ধ পথে দাঁড়ালো নির্মম।
এখন বহেনা হাওয়া এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ধারে,
এই আজগর রাত্রি গ্রাসিয়াছেসকল আলোক,
সোহরাবের লাশ নিয়ে জেগে আছে নিঃসঙ্গ রুস্তম। [১২২]

তুফান ঃ

তুফান কবিতাটি একটি রূপকধর্মী কবিতা। মুসলমানদের দুর্দমনীয় সাহসিকতা কে কবি মরুভূমির সাইমুন ঝড় হাওয়াব সাথে তুলনা করেছেন। তারা দিগ্বিজয়ী। মুসলমানের প্রাণ শক্তিতে কবির অটল বিশ্বাস রয়েছে। মুসলমান পরাজয় বরণ করতে পারে না। এ হচ্ছে কবির দৃঢ় প্রত্যয়। 'সে বিপুল প্রাণশক্তি তবুও আজ মরে নাই জানি। কবির বিশ্বাস মুসলমান যদি আবার বিজয়ের নেশায় সক্রিয় হয়ে

[১২১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
[১২২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

সঠিক কর্মস্পৃহায় জাগ্রত হয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়, তবে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত । তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রত্যয় দীপ্ত আহবান:

"হে বলিষ্ঠ ! যদি তুমি নেমে এসো এ পথে বারেক
এই মৃত্যুমরু তটে যদি তুমি দাড়াতে সন্ধানী।
মানুষের এ মিছিলে দিতে পারো যদি গতিবেগ
অনায়াসে সেই ঝড় আবার তুলিবে তারা টানি।
মৃত মাঠ দিয়ে যাবে সাহারার উদ্দাম আবেগ।"[১২৩]

এভাবে হে নিশানবাহী, নিশান, নিশানবরদার, আওলাদ, সাত সাগরের মাঝি, সবকটি কবিতাই রূপকের আশ্রয় নিয়ে ইসলামের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন ইসলামী রেনেঁসার কবি ফররুক আহমদ।

'সাত সাগরের মাঝি' গ্রন্থে কবির যা ছিল কল্পনা 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থে তা বাস্তবে রূপনেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা:) থেকে শুরু করে ইসলামের চার খলীফা হযরত আবু বরক (রা), হযরত উমর (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা) সহ ইসলামের ঝান্ডাবাহী অন্যান্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তার এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে একটি সৃষ্টিধর্মী ইসলামী পদ্য সাহিত্য।

পাঞ্জেরী ও সাত সাগরের মাঝি ঃ

কবি ফররুখ আহমদের বিখ্যাত দুটো কবিতা 'পাঞ্জেরী' এবং "সাত সাগরের মাঝি" এ দুটো কবিতা পর্যালোচনা খুবই প্রয়োজন।

এ দুটি কবিতা সম্পর্কে **ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী** লিখেছেনঃ-

" পাঞ্জেরী' ও সাত সাগরের মাঝি' সিন্দাবাদ কবিতাগুচ্ছের সম্পুরক। এই দুটি কবিতায় আছে ক্লান্তি, প্রতীক্ষা, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, আর আছে মানুষের উদ্বেগ। দুটি কবিতার ছন্দে একই অবসন্নতার আভাস। 'পাঞ্জেরী'তে ক্লান্তি ও জিজ্ঞাসার সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনি হয় ধুয়ার মতো বার বার ঘুরে আসা একটি চরণেঃ 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী।' এ আকুল প্রশ্ন, অতল ক্লান্তির অনবদ্য লিরিক

[১২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিমূর্তি এই কবিতা সম্ভবত গীতিকবিতাবলীর মধ্যে ফররুখের শ্রেষ্ঠ রচনা। সাত সাগরের মাঝি একই তারে বাধা, তবে দীর্ঘতর এবং উচ্চাকাংখী সামগ্রিক বিচারে সম্ভবত কবির শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। কল্পনার প্রসার এবং অর্থ গভীরতায় এ কবিতা সিন্দাবাদ গুচ্ছকে ছাড়িয়ে যায় এবং অনবদ্য পংক্তির সমাবেশ একই একটি কবিতায় যতো বেশী এমন আর কোথায়ও নয়। প্রশ্ন ও প্রত্যয়, ব্যথা ও ব্যাকুলতা, স্মৃতি ও আশ্বাসএর স্তবকে স্তবকে তুলেছে এক ধ্বনির হিল্লোল একে উত্তীর্ণ করেছে এক সমুজ্জল কল্পনার জগতে।"[১২৪]

'পাঞ্জেরী' কবিতায় ঐতিহ্যচেতনা ও অতীত চিন্তার সাথে বর্তমানের ভাবনা- কল্পনা যেন এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। প্রতীকী কল্পনার মাধ্যমে কবি এখানে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের অন্তরঙ্গ আবেদন ব্যক্ত করেছেন। 'পাঞ্জেরী' নামটিও তাৎপর্যবহ। পাঞ্জেরী অর্থে জাহাজের মাস্তুলের কাছে পাহারায় নিযুক্ত নাবিক বুঝায়। জাহাজের গতিবিধির নিরূপণ করা তার দায়িত্ব। তার পরিচালনা ও নির্দেশনায় কোন ত্রুটি ঘটলে জাহাজারে দিক ভ্রান্তহওয়া বা বিপর্যয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ কবিতায় পাঞ্জেরী প্রতীকি কল্পনায় ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করেছে। দুরন্ত সাগরের বুকে মুসলমানরা এক সময় ছিল দুঃসাহসী অভিযাত্রী । সে ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি হয়ে তারা আজ দুঃসহ গ্লানিময় জীবন যাপন করছে। কবি চিত্ত তাই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। মুসলিম জাতির ভাগ্যা কাশ থেকে এ দুর্ভাগ্য রজনী অবসান হয়ে কবে আবার সৌভাগ্যসূর্য উদিত হবে। সে জিজ্ঞাসা কবিকে অস্থির করে তুলেছে।

এখানে 'রাত পোহরা কত দেরী পাঞ্জেরী'? চরণটি কবিতার শুরুতে এবং প্রত্যেক স্তবকের শেষে একবার উচ্চারিত হয়েছে। ফলে কবি মনের ব্যাকুলা আরো প্রবলতর হয়ে উঠেছে। অন্ধকার সাগরের বুকে জাহাজের যাত্রীদল নব উষার আলোর প্রতীক্ষায় যেমন অধীর, চঞ্চল হয়ে ওঠে, অধঃপতি মুসলিম জীবনেও তেমনি তিমির রজনীর অবসান হয়ে কবে আলোকজ্জ্বল দিনের আবির্ভাব হবে কবি তারই প্রতীক্ষায় অধীর প্রহর গুণছেন । তাই পাঞ্জেরী রূপ জাতির লক্ষ্য- নির্দেশকারী কান্ডারীকে উদ্দেশ্য করে কবি ঐ একই প্রশ্ন বার বার উচ্চারণ করেছেন। কবিতার প্রথম ছয়টি লাইনঃ

"রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

---

[১২৪]. ফররুখ প্রতিভা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?

সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?

তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে,

অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?"[১২৫]

কবি যেন সারা মন দিয়ে আগামী দিনের আলোকজ্জ্বল সম্ভাবনা স্পষ্ট অনুভব করেছেন। সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিতই এখানে 'রাত পোহাবার কত দেরী" চরণটিতে প্রত্যয় দৃপ্ত সুরে ব্যক্ত হয়েছে। কবির প্রত্যাশা এখনো বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নাই, কিন্তু সে প্রত্যাশাকে বাস্তবে করার উদগ্র বাসনা কবিমনে সজহাতাই ঐ ব্যাকুল প্রশ্নটি বার বার উচ্চারিত হয়েছে।

আদর্শ বিচ্যুত মুসলিম জাতি জীবনসমুদ্রে দিক ভ্রান্ত জাহাজের দাঁড় টেনে চলেছে অবিশ্রাম, কিন্তু কূলের ঠিকানা পাচ্ছেনা। সম্মুখে এখনো তাদের ভ্রান্তির দিগন্তপ্রসারী কুয়াশা ও মেঘ দৃষ্টিকে কেবল আচ্ছন্ন করে আনে। কবি এই দুঃসহ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেনঃ

"দীঘল রাতে শ্রান্ত সফর শেষে

কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে?

.....

তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে

সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।"[১২৬]

কবি লক্ষ্যচ্যুত, আদর্শহারা, হতাশাগ্রস্থ মুসলিম জাতির অবস্থা কত অন্তরঙ্গ আবেগে বর্ণনা করেছেন ! কিন্তু হতাশার মধ্যেও কবির মনে এক নতুন প্রত্যাশার ব্যঞ্জনা ফুটে উঠে। ভুলের মাশুল তো দীর্ঘকাল দেয়া হয়েছে, আর কত? বন্দরে এখন দূরের যাত্রীরা এসে প্রতীক্ষারত। মৌসুমী হাওয়ায় তারা জাহাজের

[১২৫]. ফরুখ রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪,৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আগমনী ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, নব যাত্রায় বেরিয়ে পড়ার জন্য তারা এখন অস্থির-চঞ্চল-সে পেরেশানগ্রস্থ মুসাফির দলের কথা ভেবেও এরবার অন্ততঃ দিক ভ্রান্ত জাহাজকে কূলের ঠিকানা পেতে হবে।

যুগে যুগে মানুষ জীবনের সঠিক লক্ষ্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সীমাহীন দুর্দশা ও জাহেলিয়াতের আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছে। ইতিহাসের সে শিক্ষা সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ অবহিত । একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে নতুন ভোরের আলোয় সে জায়েলিয়াতের তমসারাশি এক সময় বিদূরিত হয়। ইতিহাসের পাতায় সে দৃষ্টান্তও কবি বারবার প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই ইতিহাস বোধের কারণেই কবির আত্মসমালোচনাঃ শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে/ দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে" কিন্তু সে তো বহু যুগ আগের কথা। মুসলিম জাতি আদর্শ বিচ্যুত হয়ে এক সময় তাদের জাতীয় গৌরব হারিয়ে বসেছিল --- যে ভুলের মাশুল তারা তিল তিল করে পরিশোধ করেছে দীর্ঘকাল। তাদের সেই ভুলের জন্য নতুন যুগের নব অভিযাত্রী দল প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করবে; তাদের সূর্যোজ্জল জীবন-সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে-সেটা চিন্তা করে কবি ব্যথাক্লিষ্ট হয়ে পড়েছেনঃ-

"আমাদের ভুলের পানির কিনারে মুসাফির দল বসি'
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী'
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি'
কেদেছে তাদের দূভাগ্যের বিশ্বাদ শর্বরী"।[১২৭]

অতীতের ভুলে বর্তমান সম্ভাবনাকে বিনষ্ট হতে দেয়া যায় না। তাছাড়া বর্তমানের এই নবাজাগরণের সঙ্গে জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত। মুসলিম জাতি আদর্শ- বিচ্যুত হয়ে কেবল তার পূর্ব গৌরবকেই হারায় নাই, ক্ষুধা, দারিদ্য, রোগ, লাঞ্ছনা, দুর্গতি তাদের জীবনকে আজ চারদিক থেকে অক্টোপাশের মত ঘিরে ফেলেছে। এই অক্টোপাশ ছিন্ন করে মৃত্যুর কালো বিবর থেকে জীবনের নব অভ্যুত্থান ঘটাবার উদ্দেশ্যে আজ দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে। কবির তাই উদ্বেল আহবানঃ-

"সওদাগারের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।
ওকি বাতাসের হাহাকার- ওকি

---

[১২৭].প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

রোণাজারি ক্ষুধিতের।

ওকি দরিয়ার গর্জন, ওকি বেদনা মজলুমের।

ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী!

পাঞ্জেরী !

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি;

জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকটি হেরি;

দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী।"[১২৮]

মুসলিম নব জাগরণের উদ্দীপ্ত কামনা ফুটে উঠেছে এই কবিতায়; আর 'পাঞ্জেরী' যেন সেই নব জীবনের প্রত্যাশায় দীপ্ত আলোর সারথি।

'পাঞ্জেরী' কবিতায় মুসলিম নবজাগরণের যে ব্যাকুল প্রত্যাশা ফুটে উঠেছে 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় যেন তা আশ্বাস ও আস্থার দৃঢ় ভূমিতে স্থাপিত হয়েছে। এই কবিতাটির নামানুসারেই 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের নামকরণ হয়েছে।

কাফেলা

মোহাম্মদ মাফজুল্লাহ রচিত ভূমিকা সংবলিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'কাফেলা' কাব্যে সর্বমোট ৩৩টি কবিতা অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। কবিতাগুলো হলোঃ 'কাফেলা', 'কাফেলা ও মনিজল', 'তায়েফের পথে', মদীনার মুসাফির, 'খলিফাতুল মুসলেমিন', 'এজিদের ছুরি', 'বেলাল', 'আলমগীর', 'কোন বিয়াবানে? নতুন সফর, নতুন মিনার, চতুর্দশপদী, দুই মৃত্যু, হে আত্মবিস্মৃত সূর্য, জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে, বৈশাখ, ঝড়, বর্ষায় পদ্মা, আরিচা পারঘাটে, দ্বীপ নির্মাণ , সৃষ্টির স্বর্ণঈগল, ইনকিলাব, কিসসাখানির বাজার, পুথির কাহিনী অবলম্বনে , ঈদের স্বপ্ন, ঈদের কবিতা, নয়া সড়ক, শেরে বাংলার মাজারে, শিকল, বিরান সড়কের গান, ইবলিস ও বনি আদম।

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ বিষয়বস্তুর বিবেচনায় ' কাফেলা' কাব্যের অর্ন্তগত কবিতাবলীকে প্রধান দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তা হলোঃ (১) মুসলিম ইতিহাস পুরান, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য ভিত্তিক

---

[১২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫, ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা এবং (২) স্বদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-- মহিমা, মাটি মানুষ কেন্দ্রিক কবিতা। এ সম্পর্কে কবি সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ তার ভূমিকায় বলেনঃ

"ফররুখ আহমদের কবিতার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, আদর্শ আশ্রিতপ্রতিভাসে বক্তব্য বিষয় ফুটিয়ে তোলা, রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার, তা 'কাফেলার অর্ন্তগত কবিতাবলীতেও দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভববোগ্য। মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব জাহানের পটভূমিতে রচিত কবিতাবলীতে যেমন, তেমনি বাংলাদেশের পটভূমিতে রচিত কবিতাবলিতেও এ ব্যাপারটি লক্ষ্য ও অনুভব করা যাবে। এ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত নদী, নিসর্গ, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতীকরূপেই ফররুখ আহমেদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে এবং তিনি আদর্শ আশ্রিত প্রতিভাসেই তা রূপায়িত করেছেন।"[১২৯]

[১২৯]. ফররুখ প্রতিভা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : রাসুলের শানে নিবেদিত বিভিন্ন কবির কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা:

৬.১. ভূমিকা :

কবি হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীর মানুষ। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর মতো এমন এক আধুনিক মানুষের জীবনাদর্শে কবির হৃদয় যদি উদ্বেলিত ও উন্মোচিত না হয়, তাহলে আর কার হবে? এই আবেগ আর ভালবাসা কবিতায় উপমা আর চিত্রকল্প হয়ে যুগে-যুগে, দেশে-সর্বভাষায় কবিকে আলোড়িত করেছে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর কবি অপেক্ষা করেছেন কবিতার একটি পংক্তির জন্য। অপেক্ষায় অপেক্ষায় কবি আত্মবিনাশের নিকটবর্তী হয়েছেন। অবশেষে স্বপ্নাদিষ্ট অবস্থায় নিবেদিত মানুষটির মুখ নিসৃত হয়ে অপূর্ণ কবিতার পংক্তিটি (সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী) সম্পূর্ণ বাণীরূপে পেয়েছে। অবিশ্বাসী কবি (কা'ব বিন যুহাইর) মৃত্যু দন্ড শিরোধার্য করে কবিতা নিয়ে হাজির হয়েছেন মহান মানুষটির দরবারে। কবিতার পংক্তিমালার নিকট মৃত্যুদন্ডাদেশ পরাভব মেনেছে। পক্ষাঘাত গ্রস্থ কবি কবিতা রচনা করে সুস্থতা কামনা করেছেন এবং আশ্চার্যজনক ভাবে সুস্থ্যও হয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি কবিতার উপমা হয়েছেন। শোকে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় কবির নিত্য সঙ্গীরূপে তিনি সেখানে এক মহানায়করূপী মানুষবৈ আর কিছুই নন। আজও তাঁর জীবনাদর্শ থেকে অর্জিত মহত্ত্ব, মানবিকতা, আদর্শবাদ কবির চিরকালীন আকাঙ্খা হয়ে রাণীরূপ লাভ করছে। কবির কবিতায় আজও কখনও তিনি হুশিয়ার যুগ সমস্যা ছায়াপাত, কখনো বা জাতীয় মহাজাগরণের কলতান, কখনো বা যুগ-যন্ত্রণা মোকাবেলায় অমিয়-স্পৃহা কখনো প্রেমানুভূতিসম্পন্ন এক প্রেরণাদায়ী সত্তা, কখনোবা যুগ যন্ত্রাণার ক্ষালনে আসমানী মদদেব মাধ্যম, কখনো মানব মুক্তির মহানায়ক, আবার কখনো অসুস্থ কবি হৃদয়ের সাধনা ও সুস্থতার কারণ হয়ে উঠছেন।

কবির কলমে তাঁর এই যে নানা বর্ণ ও বিভা, নানা পরিচয় ও উদ্দীপনা তা আজ আর কোন বিশেষ ভাষায় সীমাবদ্ধ নেই। বহু ভাষার বহু শব্দের এই যে বিস্তৃতি।

বাংলার কাব্য ও সাহিত্যাঙ্গনে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এসেছেন নানা ঐতিহাসিক সূত্রে। নানা প্রসঙ্গে ও বিচিত্ররূপে মহানবী (সাঃ) পুঁথি সাহিত্যে উল্লেখিত হয়েছেন। শুধু ধর্ম প্রবর্তক রূপেই নন, তিনি চিত্রিত হয়েছেন মানুষ মুহাম্মদ (সাঃ) রূপেও । সার্বজনীন মানব ধর্ম ইসলামের প্রবর্তক হিসেবে এবং সত্যের ও ন্যায়ের অতন্দ্র সাধক নবীরূপে তিনি যেমন বাঙ্গালী কবিদের চিত্তস্পন্দন জাগায়েছেন, তেমনিভাবে তাদের মনে এই বোধটিও অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে যে, বস্তুতঃ হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)হলেন। সৃষ্টির আদি ও মূল কারণ। তাঁকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি বিকাশ লাভ করেছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

তা পরিপূর্ণতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। পুঁথিয়ালদের সার্বিক চেতনায় এই বোধটি প্রখর হয়ে আছে যে, যেহেতু হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) আদি সৃষ্টি এবং তাঁর কারণেই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূচনা; সুতরাং তাঁর প্রশংসাগীতে আত্মনিয়োগ এবং তাঁর আনীত বিধানে সমর্পিতচিত্ততাই আল্লাহর ইবাদতের শ্রেষ্ঠতম পন্থা।

৬.২ রাসূলের শানে নিবেদিত কবিতার বর্ণনা:

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ইসলামের নবীর নাম অঙ্কিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। রামাই পন্ডিত তাঁর 'শূন্য পুরাণ'-এ সর্বপ্রথম 'মহামদ' শব্দটি ব্যবহার করে লেখেন:

'ব্রহ্মা হৈল্যা মঁহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদক্ষ হৈল্যা শুলপাণি।
গনেশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজি
ফকির হৈল্যা যত মুনি।" [১]

সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের (১৯৯৭-১৪১০) সমসময়িক প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৩৯-১৪০৯) 'ইউসুফ জোলেখা'য় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান এভাবেই বাঙ্ময় হয়েছিলো এ পংক্তি কয়টি ঃ

"জিবাত্মা পরমাত্মা মোহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথা হৈল য়নুপাম।
যথ ইতি জিব আদি কৈল ত্রিভোবন।
তারপরে মোহাম্মদ মানিক্য সৃজন।"[২]

৬.৩ আধুনিক সময়ে :

আসা যাক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে। এ পর্যায়ে নাত রচয়িতা হিসেবে প্রথমেই যে তিন পথিকৃৎ-এর নাম উচ্চারণ করতে হচ্ছে তাঁরা হচ্ছেন: মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯৩৩)। আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক অভিধায় অভিষিক্ত মীর মশাররফ হোসেন মূলত: গদ্য লেখক হলেও গদ্য ও পদ্যে বাঙলা মৌলুদ শরীফ' (১৯০২) নামে একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেন। কায়কোবাদ লেখেন 'গওছপাকের প্রেমের কুঞ্জ' (১৯০৯) এবং মোজাম্মেল হক লেখেন হযরত মোহাম্মদ কাব্য (১ম খন্ড)। একই সময়ে শেখ ফজলুল করীমের 'পরিত্রাণ কাব্যও (১৯০৩৩) প্রকাশিত হয়। মীরের কিছু কিছু নাত আজও মিলাদ মাহফিলে গীত হয়। যেমন:

---

[১]. আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী (সম্পাদিত) রাসূলের শানে কবিতা, (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৬), পৃ. ভূমিকা-২২।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি হে এসলাম রবি
হাবিবুল্লাহ শেষ নবী
নতশিরে তোমায় সেবি
মোহাম্মদ এয়া রাসূল্লাহ।"[৩]

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য নাত রচয়িতাদের মধ্যে আরও আছেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), শেখ মোহাম্মদ জমির উদ্দিন, মোহাম্মদ দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), খান বাহাদুর তসলিমুদ্দিন আহমদ (১৯৫২-১৯৩৬), মুনশী আজহার আলী, সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯২৯) প্রমুখ। মুন্সী মেহেরুল্লাহর 'মোহেরুল ইসলাম' (১৯০৪), শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিনের 'আসল বাঙ্গালা গজল' (১৯০৭), মোহাম্মদ দাদ আলীর 'আশেকে রসূল' (১৯০৮), তসলিমুদ্দিন আহমদের 'জন্মোৎসব বা মৌলুদে নফীসা' (১৯১৫) মুনশী আজহার আলীর 'সোনার খনি' এবং সৈয়দ আবুল হোসনের 'বাংঙ্গালা মৌলুদ শরীফ' (১৯২৪) প্রভৃতি সাহিত্যরসযুক্ত ধর্মীয় অনুসঙ্গ হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বটতলার বিপরীতে শালীন সাহিত্য হিসেবে প্রভূত ভূমিকা পালন করে।

বিশ শতকের যাত্রারম্ভে এ পরম্পরায় নাত রচনায় এগিয়ে এসেছেন অন্যান্য মুসলিম কবিবৃন্দও । এ ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) আবির্ভাব বাংলা নাত সাহিত্যে এক সুরময় অধ্যায়। ভক্তিমার্গের এক গীতল পৃথিবী রচনা করেছেন তিনি তাঁর নাত সমষ্টিতে। এ প্রসংগে শাহাদাৎ হোসেন, বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-১৯৭৯), জসীম উদদীন (১৯০৩-১৯৭৬), বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), সৈয়দ আলী আহসান, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আশরাফ, আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৬), আহসান হাবিব (১৯১৭-১৯৮৫), মাহমুদ লশকর (১৯১৮), মতিউল ইসলাম, নূরুল ইসলাম, আনিসুলহক চৌধুরী, মনিরুদ্দীন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭), কাজী গোলাম আকবর, মোহাম্মদ সুলতান, আজিজুর রহমান (১৯১৫-১৯৭৬) প্রমুখের নামও স্মর্তব্য।

আধুনিক বাংলা কাব্যে 'হৈ হৈ রৈ রৈ' বাধিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাব। নাত সাহিত্যে তিনি নিয়ে এলেন এক নতুন উদ্দীপনা। আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায়ঃ

নজরুল কেবল এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী মুসলমান কবিই নন; রাসূল প্রশস্তি রচয়িতা হিশেবেও এই সময়কালের তিনি শ্রেষ্ঠ। কবি হিশেবে তাঁর আবির্ভাবের পরের বছরই অর্থাৎ ১৯২০ সালে নজরুল লেখেন 'খেয়াপারের তরণী', যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে তাঁর এমন শ্রদ্ধা নিবেদনঃ

---

৩. প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

'নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও;/ কান্ডারী আহমদ, তরী ভরা পাথেয়'। কয়েক মাসের মধ্যেই নজরুল লেখেন 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' (আবির্ভাব) '(মোসলেম ভারত', অগ্রহায়ণ ১৩২৭)। ঠিক এক বছর পরে লিখলেন "ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম" (তিরোভাব) ('মোসলেম ভারত অগ্রহায়ণ ১৩২৮)। তিনটি কবিতাই স্থান পেলো কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) ও তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' (১৯২০৪) তে।... উত্তরকালে নজরুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু 'মরু ভাস্কর' নামের সেই কাব্যগ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি, ১৯৫০ সালে তা প্রকাশিত হয় অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই।... তবে নজরুলের রাসূল প্রশস্তি চূড়া স্পর্শ করেছে তাঁর রচিত শ খানেক নাত-এ। এর প্রত্যেকটি এক একটি হীরক খন্ড। কয়েকশো বছর ধরে লেখা হলেও বাংলা নাতে 'মুসলমানী ঢং' নজরুল যেভাবে এনেছেন, আর কারো দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। 'ইসলামী সাহিত্য'কে নজরুল বাংলা সাহিত্যের অবশ্যিক অংশ করে তুলেছেন।" নজরুলের উল্লাস আর আনন্দ ধ্বনির সুর মুর্ছনার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই অপরিহার্য হয়ে বাংলা কবিতার 'হাসসান' হয়ে এলেন কবি ফররুখ আহমদ। তিনি নবী জীবন নিয়ে রচনা করলেন পৃথক কবিতাগ্রন্থ "সিরাজাম মুনীরা" (১৯৫২), রাসূলের বিপ্লবী চেতনায় স্নাত ও কাব্য গ্রন্থ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় হাজার বছরের রাসূল প্রশস্তি সমৃদ্ধ ধারাটিকে। যে ধারা এখনো ধারাবাহিক, অবিরল এবং ক্লান্ত হীন"।[৪]

বর্তমান সময়ের সাহসী কবিকণ্ঠ হচ্ছেন: মতিউর রহমান মল্লিক (১৯৫৬-২০১০)আবদুল হাই শিকদার (জ ১৯৫৭), সোলায়মান আহসান (জ ১৯৫৭) মোশাররফ হোসেন খান (জন্ম ১৯৫৭), আসাদবিন হাফিজ (জন্ম ১৯৫৮), মুকুল চৌধুরী (জ-১৯৫৮), তমিজ উদ্দিন লোদী (জন্ম ১৯৫৯), গোলাম মোহাম্মদ (১৯৫২-২০০২), আবদুল হালিম খাঁ, তারিক মুহাম্মদ মনওয়ার হোসাইন, সাবির আহমদ চৌধুরী, সাজ্জাদ হোসেন খান, আশম বাবর আলী (১৯৪৮), বুলবুল সরওয়ার (১৯৬১) ও হাসান আলীম প্রমুখ।

৬.৪ তুলনামূলক আলোচনা ঃ

বাংলা ভাষায় রচিত রাসূল (সা:) প্রশস্তি মূলক কাব্য সম্ভার ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার। রাসূল (সা:) নিবেদন মূলক কবিতা, গান ইত্যাদি পর্যালোচনা খুবই ব্যাপক পরিধির বিষয়। শত-সহস্র পৃষ্ঠা লিখলেও রাসূলের শানে লিখিত কাব্য সম্ভারের আলোচনা শেষ হবে না। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখিত কবিদের কয়েকজন কবির কিছু কবিতা নিয়ে আলোচনা করা হল।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

১. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী সাহিত্যের প্রধান রূপকার, মুসলিম বাংলার কণ্ঠস্বর কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৪২) সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিস্ময়কর প্রতিভা।

পুঁথি সাহিত্য প্রভাবিত মুসলিম বাংলা কবিতাকে তিনি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে প্রাণ সঞ্চার করেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র প্রভাবে জাঁকালো বাংলা কবিতাকে তিনি প্রথম প্রচন্ড ঝাঁকুনি দেন নতুন উদ্যোমে। গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ আরো বলেছেন ঃ "এক হাজার বছরের বাংলা কবিতার শান্তশীল জ্যামিতি ভেঙে-চুরে বেড়ে উঠলো এক পাগল প্রতিভাবান কণ্ঠস্বর। নজরুল নিজেই বাংলা কবিতার সেই শিব, যার কথা তিনি তাঁর অনেক কবিতায় বলেছেন .....।[৫]

বাংলা সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সংক্রান্ত রচনায় নজরুলের নাম একজন প্রকৃত পথিকৃতের মর্যাদাপ্রাপ্ত। গজল, কবিতা, না'ত এবং জীবনী কাব্যে তিনি মহানবীকে অনুপমভাবে তুলে ধরেছেন। কবি, সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেন। ঃ "নজরুল ইসলাম শুধু বাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ নন, প্রথম সাহিত্যিক স্রষ্টাও । বাঙালী মুসলমানের জীবনাচরণ ও ধর্মাচার, আবেগ ও স্বপ্ন এই প্রথম ছন্দোবদ্ধ হলো বাংলা ভাষায়।"

১৯২০ সালে নজরুলের আবির্ভাবের শুরুতেই তিনি মহানবীর (সাঃ) আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে লিখলেন "ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' নামক বিখ্যাত কবিতা। তাঁর প্রথম কাব্য 'অগ্নিবীণা'র অন্তর্ভুক্ত রূপকল্পে রচিত 'খেয়াপারের তরণী' এক অসাধারণ সৃষ্টি । ১৯২০ সালে 'খেয়াপারের তরণী' ও 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' কবিতা দুটি প্রকাশিত হতেই নবী বিষয়ক খন্ড কবিতার সাফল্য হয়ে উঠে যুগান্তকারী। এতকালের কিংবদন্তী আখ্যান কথা, দোয়া দরূদ, মৌলুদ শরীফ অধ্যুষিত বাংলা সাহিত্যে নবী চর্চার এক হীরক দিগন্ত উন্মোচন হলো। কী শব্দ চয়ন, কী রূপকল্প, দক্ষতার অনিন্দ্য ভুবনে ভক্ত হৃদয়ের সৌম্যস্তোত্র বিরচনে, এক উজ্জ্বল উৎক্রান্তি দান করলেন এই কবি। এখানে স্মরণযোগ্য যে, খন্ড কবিতায় নজরুলের অসাধারণ রূপায়ণের পর হতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য নবী প্রশস্তিমূলক নিবেদিত কবিতা রচিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে না'তের একটা স্বতন্ত্র তৈরী করেন নজরুল। ১৯৩১ সালে তাঁর রচিত প্রথম না'ত- "দেখে যা রে দুলা সাজে সেজেছেন মোদের নবী" এবং 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর' 'মাসিক জয়তী'র কার্তিক ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রাকশিত হয়। নজরুল গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ কবির রচিত ৯১টি না'তের তালিকা দিয়ে লিখেন ঃ "নজরুল ইসলামের রসূল (সাঃ)-কে

---

৫. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা, (ঢাকা: তাওহীদ প্রকাশন, ১৯৯৮) প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদিত গীতিগুচ্ছ বা না'তসমূহে যেমন সমুচ্চভাব, অসামান্য কল্পনা শক্তির প্রকাশ আছে, তেমনি আছে নজরুলী কাব্য কুশলতার বিস্ময়কর সব প্রয়োগ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের প্রয়োগ, এমনকি কবিতার ছন্দের প্রয়োগ, আরো সব বিচিত্র কুশলতা। ..... সমগ্র বিচারে নজরুল ইসলামই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ না'ত রচয়িতা।" কয়েকটি জনপ্রিয় না'তের কিছু অংশ-

"আমি যদি আরব হ'তাম, মদিনারই পথ:

" আমি যদি আরব হতাম মদীনারই পথ।
এই পথে মোর চলে যেতেন নূর-নবী হযরত।
পয়জার তাঁর লাগতো এসে আমার কঠিন বুকে,
ঝর্ণা হয়ে গলে যেতাম অমনি পরম সুখে।
সেই চিহ্ন বুকে পুরে
পালিয়ে যেতাম কোহ-ই-তুরে,
সেথা দিবানিশি করতাম তাঁর কদম জিয়ারত।"

তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম :

"তৌহিদেরী মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম
ঐ নাম জপলেই বুঝতে পারি, খোদায়ী কালাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥
ঐ নামেরই রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে
ঐ নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে
ঐ নামের বাতি জ্বেলে দেখি আরশের মোকাম
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥"

আল্লাহকে যে পাইতে চায় হযরতকে ভালবেসে :

"আল্লাহকে যে পাইতে চায় হযরতকে ভালবেসে
আরশ কুরসী লৌহ কালাম না চাইতেই পেয়েছে সে ॥
রাসূল নামের রশি ধরে যেতে খোদার ঘরে
নদী তরংগে যে মিশেছে ভাই দরিয়াতে সে আপনি মেশে ॥
তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস অবিশ্বাসী

Dhaka University Institutional Repository

কি পাওয়া যায় দেখ না বারেক হযরতে মোর ভালবাসি ॥
এই দুনিয়ায় দিবা রাতি, ঈদ হতে তোর নিত্য সাথী
তুই যা চাস তাই পাবি হেথায়, আহমদ কন যদি হেসে ॥"

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায় :

"ত্রিভুবনে প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় ॥
ধূলির ধরা বেহেশতে আজ জয় করিল দিলরে লাজ
আজকে খুশীর ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায় ॥"

মোহাম্মদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে

"মোহাম্মদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে।
ঐ নামেরই মধু চাহি
মন-ভোমরা বেড়ায় গাহি
আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি, ঐ নামের অনুরাগে ॥"

মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে :

"মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
তাই কিরে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে ॥
ওরে গোলাব নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি
তাঁর কদমের খোশবু আজও আতরে জাগে ॥"[৬]

নজরুলের রচিত অনেক না'ত, গজল এবং কবিতা গীত রূপ পেয়েছে। এদিক দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে সম্রাটের আসনে দেদীপ্যমান। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ জানিয়েছেন "তাঁর অজস্র গান ও কবিতায় হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর প্রশস্তি রূপ পেয়েছে। সমালোচকদের ধারণা, ফারসী সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যে হযরত মুহম্মদ (সঃ) সম্পর্কিত এমন মনোরম গানের সন্ধান মেলে না। নজরুল ইসলাম নবী প্রশস্তিমূলক গজল-গান রচনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যে একটি নতুন ধারার সূচনা

৬. আসাদ বিন হাফিজ (সম্পাদিত), নির্বাচিত না'তে রাসূল, (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৬), প্রথম সংস্করণ পৃ. ১১৯-১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। পরবর্তী কবিদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত এবং নবী প্রশাস্তিমূলক রচনায় এ ধারার প্রভাব অপরিসীম।[৭]

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নজরুল গবেষক আব্দুল মান্নান সৈয়দ কবি নজরুল ইসলামের রচিত রাসূল (সাঃ) কে নিবেদিত গীতি গুচ্ছ বা নাতসমূহের একটি তালিকা তৈরী করেছেন এখানে ৯১টি গীতি গুচ্ছের প্রথম লাইন দেয়া হল ঃ[৮]

১. আজি আল কোরায়শী প্রিয় নবী এলেন ধরাধাম
২. আবে-হায়াতের পানি দাও, মরি পিপাসায়
৩. আমার ধ্যানের ছবি আমারই হজরত
৪. আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়
৫. আমার প্রিয় হজরত নবী কমলীওয়ালা
৬. আমার হৃদয়-শামাদানে জ্বালি মোমের বাতি
৭. আমি বাণিজ্যেতে যাবে এবার মদিনা শহর
৮. আমি যদি আরব হতাম, মদিনারই পথ
৯. আমি যেতে নারি মদিনা, হে প্রিয় নবী
১০. আমিনা-দুলাল এসো মদিনার ফিরিয়া আবার
১১. আমিনা-দুলাল নাচে হালিমার কোলে
১২. আমিনার কোলে নাচে হেলে-দুলে
১৩. আল্লাহকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালেবেসে
১৪. আল্লা নামের দরখ্‌তে তাই ফুটেছে ফুল
১৫. আল্লাহ থাকেন দূর আরশে
১৬. আসিছেন হাবীবে-খোদা, আরশ পাকে তাই উঠেছে শোর
১৭. আয় মরু-পারের হাওয়া, নিয়ে যা রে মদিনায়
১৮. ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর
১৯. ইয়া মোহাম্মদ, বেহেশত হতে
২০. উম্মত আমি গোনাহগার
২১. ইয়া রাসূল্লাহ ! মোরে রাহা দেখাও সেই কাবার
২২. এ কোন মধুর শারাব দিলে, আল-আরবী সাকি

---

৭. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ-৭১।
৮. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৮), পৃ. ২১১-২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ঐ হেরো রসূলে-খোদা এলো ঐ

২৪. ও কি ঈদের চাঁদ গো

২৫. ও কে সোনার চাঁদ গো

২৬. (ওরে) ও চাঁদ ! উদয় হলি কোন জোছনা দিতে

২৭. ওরে কে বলে আরবে নদী নাই

২৮. ওরে ও মদিনা বলতে পারিস কোন সে পথে তোর

২৯. ওরে ও দরিয়ার মাঝি ! মোরে

৩০. ওগো আমার প্রিয় নবী আল-আরবী

৩১. ওগো মুর্শিদ পীর ! বলো বলো

৩২. ওগো আমিনা ! তোমার দুলালে আনিয়া

৩৩. কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়

৩৪. কুল-মখলুক গাহে হজরত

৩৫. কেন তুমি কাঁদাও মোরে হে মদিনাওয়ালা !

৩৬. খোদার হাবিব হলেন নাজেল খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে

৩৭. খোদার রহম চাহো যদি নবীজীকে ধরো

৩৮. চল রে কাবার জেয়ারতে চল নবীজীর দেশ

৩৯. তোমার নামে একি নেশা

৪০. তোমার বাণীকে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত

৪১. তোমার যেমন করে ডেকেছিল আরব মরুভূমি

৪২. তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।

৪৩. তোরা যা রে এখনি হালিমার কাছে

৪৪. তৌহিদের বান ডেকেছে

৪৫. তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম

৪৬. ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ

৪৭. দীন দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আমি

৪৮. দীনের নবীজী শোনার একাকী কোরানের মধু-বাণী

৪৯. দেখে যা রে দুলা সাজে সেজেছেন মোদের নবী

৫০. দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে

Dhaka University Institutional Repository

৫১. নবীর মাঝে রবির সম/ আমার মোহাম্মদ রসূল

৫২. নাম-মোহাম্মদ বোল রে মন, নাম-মোহাম্মদ বোল

৫৩. নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনি আজান

৫৪. নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া

৫৫. পাঠাও বেহেশত হতে, হযরত, পুন সাম্যের বাণী

৫৬. পূবাল হাওয়া, পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া

৫৭. প্রিয় মুহরে নবুয়ত- ধারী হে হজরত

৫৮. বহে শোকের পাথার আজি সাহারায়

৫৯. ভালোবাসা পায় না যে জন

৬০. ভেসে যায় হৃদয় আমার মদিনা পারে

৬১. মদিনাতে এসেছে সই নবীন সওদাগর

৬২. মদিনার শাহানশাহ কোহ-ই-তুর বিহারী

৬৩. মদিনায়ায় যাবি কে আয় আয়

৬৪. মরুর ধুলি উঠল রেঙে রঙিন গোলাপ-বাগে

৬৫. মরু-সাহারা আজি মাতোয়ারা

৬৬. মেষ-চারণে যায় নবী কিশোর রাখাল বেশে

৬৭. মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবী

৬৮. মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে

৬৯. মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে

৭০. মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লোআলা

৭১. মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি

৭২. যে রসূল বলতে নয়ন ঝরে

৭৩. যেয়ো না যেয়ো না মদিনা-দুলাল

৭৪. রসূল নামের ফুল এনেছি রে

৭৫. রাঙা পিরহান রে শিশু-নবী গেলেন পথে

৭৬. রাখিসনে ধরিয়া আমায় ডেকেছে মদিনা আমায়

৭৭. লহ সালাম লহ দ্বীনের বাদশাহ

৭৮. সাহারাতে ডেকেছেআজ বান দেখে যা

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লালা

৮০. সেই রবিয়ল আউয়লেরই চাঁদ এসেছে ফিরে

৮১. সুদূর মক্কা মদিনার পথে আমি রাহী মুসাফির

৮২. সৈয়দ মক্কী মদনী পথে আমি রাহী মুসাফির

৮৩. হায় হায় উঠিছে মাতব

৮৪. হেরা হতে হেলে-দুলে

৮৫. হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে

৮৬. হে প্রিয় নবী, রসূল আমার

৮৭. হে মদিনা-বাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম

৮৮. হে মদিনার বুলবুলি গো

৮৯. হে মদিনার নাইয়া ! তব নদীর তুফান, ভারী

৯০. হে মোহাম্মদ এসো এসো আমার প্রাণে আমার মনে।

নজরুল ইসলামের রসূল (সা:)-কে নিবেদিত গীতিগুচ্ছ বা না'তসমূহে যেমন সমুচ্চ ভাব, অসামান্য কল্পনাশক্তির প্রকাশ আছে তেমনি আছে, নজরুলী কাব্যকুশলতার বিস্ময়কর সব প্রয়োগ- উপমা-উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্পের প্রয়োগ, এমনকি কবিতার ছন্দের প্রয়োগ, আরো সব বিচিত্র কুশলতা। 'উপমাতেই কবিত্ব', বলেছিলেন জীবনানন্দ। বৃহত্তরভাবে উপমার অধীন উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প। নজরুলের কবিতার মতোই গানে এবং না'তেই অবিরল উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত। কবি নজরুল তাঁর না'তগুচ্ছে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যহার করেছেন। এই ব্যবহারে (সুর ও সমগ্র বাণীতেও বটে) পূর্বসূরি না'ত-রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন বা মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ থেকে আলাদা হয়ে গেছেন তিনি। সমগ্র বিচারে নজরুল ইসলামই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ না'ত-রচয়িতা। অফুরন্ত বৈচিত্রময় ও পরীক্ষাশীল কবি নজরুলের একটি অসাধারণ গানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শেখ সাদীর অজরামর না'ত- এর ('বালাগালউলা বেকামালিহি') আশ্চর্য পূনর্ব্যবহার : [৯]

"কুলমখলুক গাহে হজরত
বালাগালউলা বেকামালিহি।
আধার ধরায় এলে আফতাব
কাশাফাদ্দুজা বেজামালিহি।

---

৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ, ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

রৌশনিতে আজো ধরা মশগুল
তাই তো ওফাতে করি না কবুল
হাসনাতে আজো উজালা জাহান
সাল্লু আলাহি ওয়া আলিহি।
নাস্তিরে করি নিতি নাজেহাল-
জাগে তৌহিদ দ্বীন-ই-কামাল
খুশবুতে খুশি দুনিয়া বেহেশত-
সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি।"

২. কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)

কবি গোলাম মোস্তফা 'বিশ্বনবী' (গদ্য সাহিত্য) লিখে বিশ্বখ্যাত হয়েছে। তাছাড়া তিনি হযরত মোহাম্মদ (সা:) মানব মুকুট মণি, নূরে মোহাম্মদ, নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি আমার রাসূল মরু দুলাল-ইয়ানবী সালামু আলাইকা ইত্যাদি কবিতা লিখে রাসূল (সা:) এর প্রশস্তিকীর্ত্তন করেছেন। কবি গোলাম মোস্তফা চতুর্মাত্রা পার্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচনা করেন 'হজরত মোহাম্মদ' (দঃ) কবিতাটি। এখানে কবির মানব কল্যাণ ও সমাজবাদী মনের অন্তরালে প্রবাহিত হয়েছে ভক্তির ফল্গুধারা। আলোক পিয়াসী ভক্ত-চিত্তের কামনা ফুটে উঠেছেতাঁর 'মরুদুলাল' কবিতাটিতে ঃ-

"আমার হৃদয় আজি আঁধারে কাঁদে
বাধা আমি মোহজালে মায়ার ফাঁদে;
আমার আকাশে এস হে প্রিয় আমার !
খুলে দাও জিঞ্জির মনের দুয়ার।"[১০]

কবি গোলাম মোস্তফার রচিত রাসূলের শানে নিবেদিত আরো কিছু কবিতার নমুনা :

[১০]. মো: আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

নিখিলের চিরসুন্দর সৃষ্টি আমার মোহাম্মদ রাসূল :

"নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি আমার মোহাম্মদ রাসূল
কুল মখলুকাতের গুল বাগে যেন একটি ফোটা ফুল ॥
নূরের রবি যে আমার নবী
পূর্ণ করুণা ও প্রেমের ছবি
মহিমা গায় তার নিখিল কবি, কেউ নয় তার সমতুল" ॥

হে মানব-মুকুট-মণি নূরে মুহাম্মদ :

"হে মানব-মুকুট-মণি নূরে মুহাম্মদ।
ধরণীর তুমি চির-প্রিয়, চির-প্রেমাস্পদ।
সারা সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি তুমি খোদার হাবীব
এই দুনিয়াতে তুমি বেহেশতেরি নিয়ামত।
তুমি জন্মিলে সবার আগে, এলে সবার শেষ
কোন দূরপথে যাত্রী তুমি চির-পথিক বেশ
তোমার নয়নে নূরের আলো, হাতে কোরআন পাক
চির সাধনারি ধন তুমি অতুল সম্পদ।"[১১]

কবি গোলাম মোস্তফা বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টির এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর অসংখ্য গজল গান, হামদ, না'ত, মৌলুদের অবিস্মরণীয় পংক্তিগুলো তাঁকে সুরময় ভূষণের অমর বাসিন্দা করে রেখেছে। তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় না'ত দুরূদের সুরে পঠিত "তুমি যে নূরেরি রবি/ নিখিলের ধ্যানের ছবি/ তুমি না এলে দুনিয়ায়/ আঁধারে ডুবিত সবি... "সর্বাধিক জনপ্রিয়। সমকালেও এর জনপ্রিয়তা স্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত । তাঁর এসব কালজয়ী না'ত আজো গীত হয়।

৩. সুফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭

তিনি ১৯৪৮ সালে ৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপী "ফাতেহা-ই দোয়াজ-দহম" নামে একটি কাব্য রচনা করেন। এতে রাসূলের মহিমা প্রকাশিত হয়।

"ঈমানের আলোক আলোকিত প্রাণ

---

[১১]. আসাদ বিন হাফিজ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

আজো যারা আনেনি ঈমান
শুদ্ধ পূত কামনার সাথে
বিশ্বমানবের হাতে।"[১২]

৪. মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)

তিনি একজন দার্শনিক,,প্রাবন্দিক ও সাহিত্যিক। এই অ-কবির হৃদয় রাসূলের আবেগে আপ্লুত হয়ে কাব্যের বান ছুটে এসেছে। ১৯১৭ সনে হযরতের প্রতি নিবেদন করেন তাঁহার হৃদরে অর্ঘ্যভার। 'অর্ঘ্যভার' কবিতায় তিনি বলেন-

" করুণায় দেখ চেয়ে,
হে আদিম, হে প্রাচীন, হে নবীন, হে তাপস
হে জাগ্রত সনাতন ধর্মদূত মহামহীয়স-
কাঙ্গাল এনেছে আজি অর্ঘ্যভার দুয়ারে তোমার,
রিক্ত করে, লয়ে শুধু ভক্তি আর দুটি আঁখি ধার।
স্পন্দনে ধ্বনিছে ওই বিশ্বুকে প্রতি রেনুকায়
সেই সত্য যাহা তব সনাতন মন্ত্র মহিমায়।"[১৩]

৫. আ.ন.ম বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬)

আনম বজলুর রশীদের ইসলামী সাহিত্যের অনন্য দৃষ্টান্ত "মরুসূর্য" কাব্য। সমালোচক এটাকে 'ঐশী শক্তির দাক্ষিণে্য রচিত মুহাম্মদ (সা:) চরিতকাব্য নামে অভিযোজিত করেছেন।

'মরুসূর্য' ১৫ জুন ১৯৬০ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা হতে। ১৯৭৫ সালে 'কত যে সুন্দর ছিলে' শিরোনামে পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণে নবীজীর প্রতি অসাধারণ ভালোবাসার নিবেদন প্রকটিত হয়েছে। রচনা রীতি ও শিল্প সুষমায় তাঁর কাব্যটি সফল। ভক্তের আবেগ, ভালোবাসার সাথে শৈল্পিক কারুকাজের সমন্বয় গ্রন্থটিকে স্মরণযোগ্যতা দান করেছে। একজন সমালোচকের ভাষায়, "নবীর জীবন বর্ণনায় ভাষার এমন কারুকার্য বিরল। অপরূপ আধ্যাত্ম পরিমণ্ডল রচনার পর কবি রসূলের সংগ্রামী জবিনের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধ বর্ণনায় কবি বীর রসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।... 'মরুসূর্য' কাব্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীবনের পরিচয়। এ জীবন দুঃখে সুখে ভরা, বিজয়ের আনন্দে উজ্জ্বল। পরিপূর্ণতার রসে

[১২]. মো: আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।
[১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

সংযমিত, অলৌকিক চেতনায় গম্ভীর, কর্ম ও সংগ্রামের সাধনায় অপূর্ব, বিদায়ের কারুণ্যে বেদনা ঘণ। কবি মনের সৌন্দর্যবোধ, প্রকৃতিপ্রীতি, ভক্ত মনের প্রেম আকুতি আবেগের নিবিড়তায় ও ভাষার লালিত্যে হয়েছে অপরূপ উপভোগ্য।"

কাব্যে সংলাপ বা নাট্যধর্মী একটি পরিবেশও লক্ষ্য করা যায়। মহানবীর (সঃ) মক্কা বিজয়ের অসাধারণ ক্ষমা ও মহিমামন্ডিত দিনের কথা কবির উক্তিতে-

"হিজরীর অষ্টম সাল নম্রনত আবু সুফিয়ান,
পূর্ব শত্রু ভক্ত আজ, অবিশ্বাস্য। নজীবীর প্রাণ
কোমল কুসুম হেন, ক্ষমাশীল করুণা সুন্দর।
চাচাজী আব্বাস, তার অবিচল ভক্তি নিরন্তর
এই সত্যে। মক্কাবাসী অসহায়, সমূলে বিনাশ
অথবা দয়া ও মুক্তি। মনে ভয় শংকা অবিশ্বাস।" [১৪]

৬. কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)

তাঁর লিখিত ইসলামী কবিতাসমূহ ১৯৮৩ সালে আবদুল মান্নান সৈয়দ এর সম্পাদনায় 'শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা' নামে প্রকাশিত হয়। আর তাঁর না'ত বিষয়ক কবিতা ১৯৭৫ সালে কবি ব'নজীর আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'খাতামুন নাবিয়ীন' সংকলনে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি উদ্ধৃতি: [১৫]

১। "পাপের ঘূর্ণি থামিল সহসা সিন্ধুর কলরোল
স্বেচ্ছাচারের রুদ্র নটন কোলাহল কল্লোল
থেমে এর সব স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসি ধরনীরে
মহাধর্ম্মের নবারুণ ফুটে প্রাচী'র তিমির শিরে।"

২। "সুদুর অতীতে শুনালে যে গান কবি বরণ্যে জগতে, তুমি
লক্ষ কণ্ঠে ঝংকৃত আজি মুখরি' গগন, পবন, ভূমি।
খোদার করুণা মানব মূর্তি ধরিয়া মর্ত্যে উদিলে তুমি,

[১৪]. মো: আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৪।
[১৫]. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

বহালে পূণ্য শান্তি নির্ঝর, ধরা নামিল স্বরগ ভূমি।

মূর্ত্ত সাধনা তুমি গো মর্ত্ত্যে জগৎ পাতার মহান দান,

আর্য্য মানব সিন্ধ তাপস, বিশ্ব কবির প্রাণের গান।

গভীর দৃষ্টিতে এই দু'টি উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কতো শক্তি ও শিল্পজ্ঞান দিয়ে কবি রাসূলকে (সাঃ) চিত্রিত করেছেন। রাসূলকে (সাঃ) নিয়ে এতো সফল গুরুগম্ভীর কাব্য সম্পদ আধুনিক বাংলা কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে রয়েছে। বৃহৎ কাব্য লিখেও যা ব্যক্ত করা যায় না, শাহাদাৎ হোসেন তাঁর কয়েকটি মাত্র দীর্ঘ কবিতায় সে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

৭. পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীন

পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীন তাঁর চিরায়ত ভাষায় রাসূল (সা:) স্মরণ করেছেন:

রাসূলনামে কেএল মদীনায় :

রাসূল নামে কে এল মদিনায়,

আকাশের চাঁদ কেড়ে ওকে আনল দুনিয়ায়।

গলেতে তছবির মালা

কে চলে ওই কমলিওয়ালা রে

আমার বুকের দরগাতলা

ও তারে ডেকে নিয়ে আয়।[১৫]

নবী দ্বীনের রাসূল, তারে হয় না যে ভুল :

'নবী দ্বীনের রাসূল,

তারে হয় না যে ভুল।

শিরেতে খঞ্জর ঝলে

কপালে হেলাল জ্বলে

বদনে কলেমা বলে এ কোন বুলবুল।" [১৬]

৮. আজিজুর রহমান (১৯১৪-১৯৭৮)

ত্রিশ দশকের কবি প্রখ্যাত গীতিকার আজিজুর রহমান (১৯১৪-১৯৭৮) অসংখ্য গান ও গজলে মহানবী (সা:) এর প্রশংসা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি "মরু নির্ঝর" ও মরুদুলাল" নামক কবিতায়

[১৫]. আসাদবিন হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত কে নিবেদিত গীতি নকশা রচনা করেন। রেডিও বাংলাদেশ থেকে এগুলো প্রচারিত হয়। তাঁর অপ্রকাশিত গীতিকাব্য দিলরুবা'য় হামদ না'ত গজল সংকলিত হয়েছে। তার রচিত ইসলামী কবিতা-হামদ, নাত, গজলের সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। কিছু নমুনা ;

আকাশ থেকে চাঁদ নেমেছে মা আমিনার কোলে :

"আকাশ থেকে চাঁদ নেমেছে মা আমিনার কোলে
আঁধার রাতে উঠলো যেন নূরের চেরাগ জ্বলে।
হাসিন উষায় দিক রাঙিয়ে
বিরাণ বাগে গুল ফুটিয়ে
জরীণ খোয়াব ঝিল মিলিয়ে মন ভরিয়ে তোলে।
গুলশানে আজ বুলবুলিরা গাইছে, শিরীণ কালাম;
তামাম জাহান নবীর পায়ে জানায় হাজার ছালাম।" [১৭]

মরু সাহারায় তুমি মরু-নির্ঝর :

"মরু সাহারায় তুমি মরু-নির্ঝর,
দরুদ সালাম লাখ তোমার উপর।
আকাশের চাঁদ তুমি মাটির ধরায়,
নিখিল পেয়েছে প্রাণ তোমার ছোঁয়ায়;
ব্যথিতের তুমি প্রিয়, প্রেম সুন্দর"।

আরব দেশের মরুর হাওয়ার হারিয়ে যায় মন :

"আরব দেশের মরুর হাওয়ায় হারিয়ে যান মন
শুনি যেন নামের দরুদ কানে অনুখন।
সেই নামেরই মোহাব্বাতে
অশ্রু আসে আঁখিপাতে
পাখীর মত পাখনা মেলে আমার এ নয়ন"।[১৮]

৯. ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

ইসলামী পুনর্জাগরণে প্রয়াসী সৌন্দর্য দীপ্ত শিল্পসাধক চল্লিশ দশকে প্রধান কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) । তিনি ইসলামী ভাবধারার কবি নামে সুবিদিত। কাব্যে তিনি হযরত মহাম্মদ

[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ-২২।
[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩,২৪।

Dhaka University Institutional Repository

(সা:) কে অত্যন্ত গতিশীল আপ্লুত ভাষায় বিম্বিত করেছেন। তাঁর সাড়া জাগানো-আলোড়নকারী সৃষ্টিধর্মী কাব্য 'সিরাজাম মুনীরা' ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যকে অনেক সমালোচক ফররুখ মানসলোকের দর্পণ বলে চিহ্নিত করেছেন। দার্শনিক চিন্তাবিদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেনঃ "সিরাজাম মুনীরা কবির কাব্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। ঐ পর্যায়ে কবি জীবনপথের স্পষ্ট দিশা পেয়ে ছুটে চলেছেন সুদূর অতীতের এক অধ্যায়ে মহানবীর জীবনে যে আদর্শ হয়েছিলো পুর্ণ বিকশিত। যে আদর্শের রূপায়ণ হয়েছিলো ইসলম জগতের মহামানবের জীবনে তাঁকে আবার দুনিয়ার বুকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার আকুল বাসনায় কবি আলোর জন্য ছুটে চলেছেন 'হেরার রাজতোরণে।"

যে প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে ফররুখ 'সাত সাগরের মাঝি' নিয়ে এসেছিলেন, তারই বাস্তব রূপ এবং ব্যাখ্যা দিলেন 'সিরাজাম মুনীরা'য় এসে। সমালোচক ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন ঃ "সাত সাগরের মাঝি'তে যা ছিলো রূপসীকৃত ও প্রতীকীকৃত, যেন তারই বাস্তব দৃশ্যপট রচিত হলো 'সিরাজাম মুনীরা'য় । সাত সাগরের মাঝিতে যা ছিলো রোমান্টিক উৎসারণ যেন তারই ইতিহাসভূমি দেখা দিলো 'সিরাজাম মুনীরা'য় । কবি নজরুলের "মরু ভাস্কর" কাব্যগ্রন্থ আর ফররুখের "সিরাজাম মুনীরা' মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কবিতা কল্পনার ঐশ্বর্য্যে উজ্জ্বল।"[১৯]

'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যের প্রথম কবিতাটি দীর্ঘ ৩০০ লাইনের। হযরত মুহাম্মদকে (সাঃ) এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। যার বাংলা অর্থ প্রদীপ্ত 'প্রদীপ'। বাকী আঠারটি কবিতা খোলাফায়ে রাশেদীন, সাধক সূফী এবং ধর্মীয় আবহে গঠিত। শব্দ ব্যবহার, ছন্দ এবং চিত্রকল্প নির্মাণে ফররুখ এক অনন্য স্থানের অধিকারী। আরবী, ফার্সী এবং নতুন বাংলা শব্দ তাঁর হাতে নতুন ছোঁয়া লাভ করেছে। ফররুখ আহমদের কাব্য মানস কোন কোন মহলে সমালোচিত হলেও বাংলা কবিতায় তাঁর অসাধারণ শক্তিমত্তা প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন অসাধারণ শক্তিমান কবি এবং কালোত্তীর্ণ প্রতিভা।

"সিরাজাম মুনীরা' হতে কিছু লাইন তুলে ধরছি-

"কে আসে, কে আসে সাড়া প'ড়ে যায়
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত

[১৯]. মো: আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

তব বিদ্যুৎ কণা স্ফুলিঙ্গে লুকানো রয়েছে লক্ষ দিন।"[২০]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) মানব জাতির সামনে আলোকবর্তিকার সমতুল্য। যে আলোক-বর্তিকা দিব্য নক্ষত্রের ন্যায় আজো পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আলোর দীপ্ত প্রবাহের মত অস্তিত্বমান থাকবেন। মানবজাতি সে শুভ্র-অমলিন আলোক-সম্পাতে কল্যাণব্রতে অনুপ্রাণিত হবে। বিভিন্ন পর্যায় ভাগের মধ্য দিয়ে 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যে মানব-ইতিহাসের সেই বিশাল কাহিনীকেই সংক্ষিপ্ত কাব্যাকারে রূপায়িত করা হয়েছে।

আজকের সমাজে মানবতা যেখানে ধূল্যবলুণ্ঠিত সেখানে মানবতার সর্বোত্তম আদর্শের কথা প্রচার করে মানবতার পুনর্জাগরণ ঘটানোর প্রয়োগ নিঃসন্দেহে মহৎ প্রচেষ্টা । কবি বলেন ঃ

"দেখেছি তোমার মানবতা চলে সাথে জনগণ বিপুল দেহ
ক্লেদাক্ত পথে ফোটায়ে মুকুল সাজানো তাদের ধরণী গেহ,
যে মরুতে জানি ফুল ফোটে নাকো, যেখানে উষর পৃথ্বীতল,
সেখানেও তুমি জাগালে শস্য, আনলে অঝোর ধারা বাদল।"[২১]

"সিরাজাম মুনীরা"র কোথাও এতটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। নির্দ্বিন্দ্ব মনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি কবির চিন্তা ও কল্পনাকে এখানে সহজ ঋজুতা দান করেছে।

কবির জীবন-ভাবনা এখানে মুক্ত বিহঙ্গের মত পক্ষবিস্তার করে অনন্ত দিগন্তের পথে ক্ষান্তি হীন অভিযাত্রায় নিয়োজিত। কিন্তু এ অভিযাত্রা নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, চৈতন্যের প্রখর দীপ্তিতে কবি তাঁর ভাবনাকে অতিশয় তাৎপর্যময় অথচ স্পষ্টগ্রাহ্য করে তুলেছেন।

"সিরাজাম মুনীরা" কাব্যের প্রথম এবং নাম কবিতা হলো "সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)" নানা দিক থেকে এই কবিতাটি কবির একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসাবে পরিগণিত। বাবের ঋজুতা, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও গভীরতা এবংপ্রকাশ ভঙ্গির মাধুর্য্য এই কবিতাটিকে এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কাব্যের ভাব যেমন সনাতন, তেমনি চিরন্তন জীবন-সত্য। বিশ্ব-ইতিহাসে এই সত্যের স্বাক্ষর চির অম্লান হয়ে আছে।

কিন্তু কবি এখানে ইতিহাসকে হুবহু তুলে ধরেননি; প্রতীকী ব্যঞ্জনায় কবি ইতিহাসকে জীবন্ত অভিব্যক্তি দান করেছেন। ফররুখের এটা সহজ বৈশিষ্ট্য যে তিনি সহজ বিষয় ও স্পষ্ট বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য সর্বদাই প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ফলে তাঁর সহজ বক্তব্য এক অসাধারণ তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়।

---

[২০]. মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ প্রতিভা, (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, প্রথম সংস্করণ-১৯৯১), পৃ-১১৩।
[২১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট গবেষক ও কবি আসাদ বিন হাফিজ "নির্বাচিত না'তে রাসূল' নামক গ্রন্থে ফররুখ আহমদের লিখিত রাসূলে শানে রচিত আরো ১৯টি না'ত উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া হল।

ও গো নূর নবী হজরত, আমরা- তোমারি উম্মত

" ওগো-নূর নবী হজরত
আমরা তোমারি উম্মত
তুলি দয়াল নবী
তুমি নূরের রবি
তুমি-বাসলে ভাল জগত জনে দেখিয়ে দিলে পথ।"

খোদার হাবীব এলেন যখন ধুলির ধরণীতে :

"খোদার হাবীব এলেন যখন ধূলির ধরণীতে
জাগলো সাড়া সকল পথে, সকল সারণীতে
চিরজীবন দুখী যারা
নবীর অভয় পেল তারা,
সামনে এলো সবাই তারা প্রাপ্য তাদের নিতে।'

কুল আলমের রহমত- যাঁর প্রশস্তি গাহে কাল:

"কুল আলমের রহমত- যাঁর প্রশস্তি গাহে কাল,
স্মৃতি নিয়ে তাঁর আসিল আবার রবিউল আউয়াল।
সে দিনের কথা পড়ে আজ মনে
মহামানবের জাগরণ ক্ষণে।
মানবিকতার চিহ্ন ধরার পথে যবে পয়মাল।[২২]

১০. সাবির আহমদ চৌধুরী (জন্ম-১৯২৪)

সাবির আহমদ চৌধুরী আধুনিক সময়ের একজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক। তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর শানে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। 'শত হামদ শত নাত' নামে তার একটি গ্রন্থ 'প্রীতি প্রকাশন' ১৯৯৭ সালে প্রকাশ করে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি না'ত।

আশা ছিল মনে যাবো মদিনায় :

"অনেক আশা ছিল মনে যাবো মদিনায়

[২২]. আসাদ বিন হাফিজ, নির্বাচিত না'তে রাসূল, পূর্বোক্ত, পৃ-২০০-২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

দরুদ সালাম পৌঁছে দিবো নবীর রওজায়।

সেদিন আমার আসবে কিনা

আমিতো ভাই তা জানি না

দিনে দিনে এদিকে যে দিন ফুরিয়ে যায়।"

আরব মরুর ফুল বাগিচায় ফুটলোরে আজ একটি ফুল :

"আরব মরুর ফুল বাগিচায় ফুটলোরে আজ একটি ফুল

সে আমাদের প্রিয় নবী আল্লাতায়ালার শেষ রসূল।

সেই ফুলেরই গন্ধে সারা

আকাশ বাতাস মাতোয়ারা

হুর গেলেমান ফেরেশতারা সেই খুশীতে রয় মশগুল।"

আল আরবী বিশ্বনবী রাসূল মোহাম্মদ :

"আল আরবী বিশ্বনবী রাসূল মোহাম্মদ

আমরা সবাই ধন্য রে ভাই হয়ে তাঁর উম্মত।

আব হায়াতের ঝরণা ধারা নেমে এলো মাটির ধরায়

কুল আলমে জাগলো সাড়া, আল কোরআনের ছন্দ সুধায়

দ্বীন দুনিয়ার মহান রবি

ফেরেশতাদরে ধ্যানের ছবি

খোদার প্রেমাস্পদ।"[২৩]

১১. সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৮)

সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-৯৮) এর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হিজরত'। কাব্যটির বিষয়বস্তুতে স্বভাবাতই রাসূল (সাঃ) এসেছেন। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "তাঁর 'হিজরত' নামক কাব্য গ্রন্থ মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফে তার অবস্থানের অনুভূতি থেকে

[২৩]. আসাদ বিন হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬০-২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভূত। এ কাব্য গ্রন্থে আল্লাহ ও রসূলের পথে সমগ্র সত্তা বিলিয়ে দেয়ার একটি আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।" তিনি লেখেন ঃ

"হে সত্যজয়ী ---
অন্তর্দ্বন্দ্বে সমস্ত পথচারী হৃদয়ের উপর
তোমার রহমত কওসর বর্ষণ কর।
আজ এই দ্বিধাভক্ত পৃথিবীর বর্বর দ্বন্দ্বে
সাহারার কাঠিন্য জয়লাভ করেছে,
দাজ্জালের মিথ্যাচার ইথারের তরঙ্গ কণ্ঠে
অন্য মনস্ক হৃদয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছে---" [২৪]

১৯৯১ সালে "সৈয়দ আলী আশরাফের নির্বাচিত কবিতা" নামক যে কাব্যগ্রন্থ প্রাকশিত হয়, তাতেও একাধিক রাসূল (সঃ) বিষয়ক কবিতা রয়েছে। এ সম্পর্কে গবেষক সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ (জঃ ১৯৩৬) লিখেন ঃ "১৯৯১ এর নভেম্বরে 'সৈয়দ আলী আশরফের নির্বাচিত কবিতা' নামে যে কাব্য গ্রন্থ প্রাকশিত হয়েছে, তার শেষাংশের ইসলামী কবিতাগুলো সম্ভবত ষাটোত্তর সময়ের কবিতা। আর অপরিহার্য বিষয় হিসেবে সেখানে এসছে রসূল প্রশস্তি। এই লেখার আঙ্গিকেও সময়ের আধুনিকতা তার স্পর্শ রেখেছেন।"

১২. আবদুল হাই মাশরেকী (১৯১৯-১৯৮৮)

কবি আবদুল হাই মাশরেকী (১৯১৯-৮৮) তাঁর "স্বদেশের প্রতি হযরত মোহাম্মদ" শীর্ষক খণ্ড কবিতায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় তুলে ধরেছেন-

"নির্জনতা হেরা গহ্বরে আর তার আকাশের
ধূসরতা ছেড়ে যাব। খর্জুর বীথির দূর
হাওয়ার আওয়াজ
বালির তুফান কিংবা কৃষ্ণশিলা সঙ্গীদের কলরব
কাল থেকে শুনব না আর
নিশীথের দিবসের ধ্যানস্থ আরব

[২৪]. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মহাজগতের কোন ইঙ্গিতময়তা নিয়ে

করবে না উজ্জীবিত আমাকে এখানে" [২৫]

১৩. আব্দুল লতিফ (১৯২৭)

আব্দুল লতিফ একজন রাসূল প্রেমিক কবি। নবী দু'জাহান রাসূলে মকবুল (সা:) এর জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশংসা করে তিনি অসংখ্য নাত রচনা করেন।তার মোট ৫২টি নাত আসাদ বিন হাফিজ 'নির্বাচিত না'তে রাসূল' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। কিছু না'তের নমুনা ঃ

বড় আশা ছিল যাব মদীনায়

সালাম আমি করবো গিয়া নবীজীর রওজায়।

আরব সাগর পাড়ি দেবো নাইকো আমার তরী

পাখি নইগো উড়ে যাবো ডানাতে ভর করি

আমার আশা আছে সম্বল নাই, করি কি উপায়।"[২৬]

আমার নবী মিরাজেতে পেয়েছে দীদার :

"আমার নবী মিরাজেতে পেয়েছেনে দীদার,

খালিক ও মখলুকে মিলন সেই তো প্রথমবার।

দেখে মুসা একটি পলক

খোদার নূরের সেই সে ঝলক

হারায়ে হুঁশ হয়ে বেহুঁশ হোল বেকারার।" [২৭]

আমার নবী কমলীওয়ালা মুহম্মদ রসূল :

"আমার নবী কমলীওয়ালা মুহম্মদ রসূল,

ত্রি-ভুবনে নাই যে কেহ তাঁহার সমতুল।

মুহম্মদ নাম মধু মাখা

---

[২৫]. মো: আবুল কাসেম ভূঁঞা, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৪।
[২৬]. আসাদ বিন হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।
[২৭]. আসাদ বিন হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

ওই নামেতে সুধা রাখা

যে নাম নিলে অন্ধ মনের ভাঙে সকল ভুল।"

মদীনার চাঁদ অস্ত গেল, দুনিয়া হ'ল অন্ধকার

"মদীনার চাঁদ অস্ত গেল, দুনিয়া হল অন্ধকার

কান্না ওঠে জগৎ জুড়ে, চতুর্দিকে হাহাকার।

সূর্য যেন অস্তাচলে

মুখ লুকিয়ে পড়লো ঢলে

জীন ইনসান আর ফিরিশতারা শোকে সবাই বে-কারার।[২৮]

তাঁর কবিতাসমূহ ছিল সহজ সরল অথচ ভাষায় প্রাঞ্জল। তিনি বিভিন্ন উপমা শৈলীর মাধ্যমে রাসূল (সা:) কে চিত্রিত করেছেন।

১৪. সৈয়দ শামসুল হুদা (জন্ম ১৯৩৪)

সৈয়দ শামসুল হুদা (জন্ম ১৯৩৪) আধুনিক কালের একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও কবি। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন "আলোর আলো"। গ্রন্থটি ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মানবতার আলোকবর্তিকা মহানবী (সা:)"আলোর আলো" ছিলেন কবি যে সুদৃঢ় প্রত্যয় কাব্যে ব্যক্ত করেন। তার কিছু চরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

আমরা নবীর নামের সোনার ভেলা ধরি :

"আমার নবীর নামের সোনার ভেলা ধরি

আমি একাল ও কাল বিহর করি।

নবীর নমের পিযুষধারা

আয় পিয়ে যা সর্বহারা

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা যায় পিয়ে যায় মহাকাল ধরি।

আঁ হযরত ! আঁ হযরত ! পথহারা আমি মোসফির গুমরাহ্ এক গোনাহ্গার

"আঁ-হযরত ! আঁ হযরত !

পথহারা আমি মোসাফির গুমরাহা এক গোনাহগার।

দেখাও সেরাতাল মুস্তাকিম যাক মুছে কালো আঁধার।"

---

[২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমার নবীর রূপে উতল সারাটি জাহান

"আমার নবীর রূপে উতল সারাটি জাহান।
রূপের কুমার ইউসুফ ও তাঁর ছায়ার সমান।
একটু তাঁরি রূপের ছোঁয়ায়
বনভূমি সুন্দরী
সুনীল গগন দিবসরাত্তি দেয় আলোতে ভরি
অপরূপ তাঁর রূপের কথা সবার জুড়ায় প্রাণ।"[২৯]

১৫. পঞ্চাশ দশকের কবিগণ

পঞ্চাশ দশকের কবি নজীর আহমদ (১৯২৩-১৯৯৭), আবদুর রশীদ ওয়াসেক পুরী (জন্ম ১৯২৬) ফারুক মাহমুদ (জ: ১৯৩৫), আবদুস সাত্তার (১৯২৭), আবুল হোসেন মিয়া (১৯২৫-১৯৯৮), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (জ: ১৯৩৬), আল মাহমুদ (জন্ম: ১৯৩৬), ফজল শাহাবুদ্দীন জ: ১৯৩৬), আবদুল আজীজ আল আমান (১৯৩২-১৯৯৪), শেখ তোফাজ্জেল হোসেন (জ: ১৯৩৫), আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯) প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবিগণ রাসূল মুহাম্মদ (সা:) এর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কবিতা রাচনা করেন। আবদুল আজিজ আলমান রাসূলের শানে "ধবল জোছনার সম্রাট" নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, আবদুল ওমোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এর কবিতার কয়েকটি চারণ নিম্নরূপ :[৩০]

"আতপ্ত মরুতে কবে অন্তরলীলা স্নিগ্ধ ওয়েসিস ঃ
প্রাণ প্রবাহের স্রোতে বয়ে গেছে আপন লীলায়,
সঞ্চারিত করেছে সে কস্তুরী সৌরভ মর্মমূলে
রক্তিম হয়েছে ফুল ফোটার আনন্দে সাহারায়।"

(মোহাম্মদ মাফুজউল্লাহ ঃ একটি ফুলের স্মৃতি)

"এই নামে ফোটে হৃদয়ে গোলাপ কলি
যেন অদৃশ্য গন্ধে মাতাল মন,
যেন ঘণ ঘোর আঁধারে আলোর কলি
অকুল পাথারে আল্লার আয়োজন।"

(আল মাহমুদ ঃ নাতিয়া)

---

[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ-৩২২-৩৪০।
[৩০]. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

"হে নবী মোহাম্মদ হে একান্ত প্রেরিত পুরুষ
তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ
কেননা আমি জানি
বিশ্বাসহীনতা জীবন নয় সৌন্দর্যহীনতা জীবন নয়
কর্মহীনতা জীবন নয়, প্রেমহীনতা জীবন নয়,
কল্যাণহীনতা জীবন নয় অঙ্গীকারহীনতা জীবন নয়।"

(ফজল শাহাবুদ্দীন ঃ আমার জীবন, আমার অন্তরাত্মা)

"কুটিল গুহায় ঝরে অবিরাম পবিত্র কালাম
পাহাড়ের গাত্র ফেটে নেমে আসে কওসরের ঢল
কালো কাক হয়ে গেল বসন্তের মোহন কোকিল
জ্যোছনায় গোসল সেরে রাত হল জ্যোতির মহান।"

(আবদুল আজীজ আল আমান ঃ ধবল জ্যোছনার সম্রাট)

"তাঁর পূণ্যের জ্যোতি পড়ে যে ছড়ায়ে
গিরি দরি বন ভুবন ভরায়ে
হেসে উঠে যত পাপী তাপী আর সন্তাপী উম্মৎ।"

(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ না'ত)

১৬. ফজল এ খোদা (জঃ ১৯৪৯)

ফজলে এ খোদা সত্তর দশকের একজন খ্যাতিমান কবি ও গান রচয়িতা। বাংলাদেশ বেতারের একজন সুখ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক লেখা-লেখি করেছেন। তার লিখিত ইসলামী কবিতা গান নিয়ে ১৯৮০ সালে "ইসলামী গান" প্রকাশিত হয়।[৩১] রাসূল (সা:) এর শানে তিনি অসংখ্য কবিতা গান রচনা করছেন। আসাদ বিন হাফিজ তাঁর নির্বাচিত না'তে রাসূল গ্রন্থে ২২টি কবিতা সংকলণ করেছেন। নিম্ন কিছু কবিতাংশ দেখানো হলঃ

আমি মহানবীর দেশে যাব (তাঁর) কবর জিয়ারতে :

"আমি মহানবীর দেশে যাব

[৩১]. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

(তাঁর) কবর জিয়ারতে।

তাঁর ধেয়ানে রইব পড়ে মদিনাবই পথে।

নবী আমার কেমন করে

দিশা দিলেন জীবন ভরে

পুছব আমি সেই কথাটি সকল মানুষ হতে।"

'আলবিদা আলবিদা' একি উঠলো মাতম দুনিয়ায় :

"আলবিদা আলবিদা' একি উঠলো মাতম দুনিয়ায় !

হায় হায় হায় রে হায়-

দ্বীনের নবী নূরের ছবি দুনিয়া থেকে নিল বিদায়।"

আলোতে ভুবন ভরালো যে জনতারে কি ভুলিতে পারি

"আলোতে ভুবন ভরালো যে জন

তাকে কি ভুলিতে পারি,

লা-শরিক আল্লাহর বন্ধু যে জন, উম্মত (যে)আমরা তারি।

সবার ঘরে জ্বললো বাতি

আলোর শিশু উঠলো মাতি

উড়লো মনের বন্দী পাখী বন্ধ খাঁচা ছাড়ি।[৩২]

তাঁর কবিতার ভাষা ছিল সহজ-সরল প্রাঞ্জল। নবী (সা:) প্রতি যে কবির প্রগার বিশ্বাস আন্ত রিকতা গভীর প্রেম ও ভালবাসাছিল তিনি কাব্যিক ভাষায় তা যথাযথ ভাবে উপস্থাপনে স্বার্থক হয়েছেন।

১৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)

বর্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যের সুখ্যাতি সম্পন্ন লেখক, গবেষক, কবি ও সাহিত্যিক আবদুল মান্নান সৈয়দ। তিনি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে যশস্বী লেখক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর ইসলামী সাহিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর **সকল প্রশংসা তার** : (প্রকাশকাল ১৯৯৩)। সকল প্রশংসা তাঁর কাব্য গ্রন্থের 'রাহমাতুললিল আ'লামীন' একটি অনবদ্য কবিতা। গ্রন্থটি সম্পর্কে শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন ঃ "তাঁর স্বভাবসুলভ আধুনিক আঙ্গিকে কবিতা লেখার শক্তিকে সেখানে উজ্জ্বল করে তুলতে কোন নিষ্ঠাহীনতার পরিচয় দেননি। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন ধর্ম নিয়েও সকল কালে সকল

[৩২]. আসাদবিন হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪১-১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

যুগে আধুনিক কবিতা লেখা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি রসূল প্রশস্তিমূলক কবিতাও গ্রন্থটির দীপ্ত করণে সহযোগিতা করেছে।" উক্ত কবিতাটির এক নির্বাচিত অংশ ঃ

"আকাশের সূর্য কারো সাধ্য আছে ঢেকে রাখতে পারে?
চাঁদের আলোকে কারো সাধ্য আছে রাখবে থামিয়ে?
তুমি ব্যাপ্ত হ'লে এই পৃথিবীর আলো অন্ধকারে
সূর্য আর চাঁদের মতন। চৌদ্দ শো বছর গিয়ে
জ্বলবে আরো শত শতাব্দীতে দ্বিতীয় সূর্যের মতো;
দ্বিতীয় চাঁদের মতো প্রতি রাত্রে হবে বিকশিত।"[৩৩]

১৮. আবদুল মুকীত চৌধুরী (জন্ম ১৯৪২)

আবদুল মুকীত চৌধুরী বর্তমান সময়ের একজন লেখক ও গবেষক। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা ও নজরুল ইসলাম ঃ "ইসলামী গান সম্পাদনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা:) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি রচনা করেন ;

সকল শ্রদ্ধার শীর্ষে

"সকল শ্রদ্ধার শীর্ষে যে নামের প্রদীপ্ত মহিমা
বিনম্র আমার অশ্রু খুঁজে পায় যেখানে আশ্রয়
অবক্ষায় ছিন্ন করে তেঙ্গে ক্ষুদ্রতার পরিসীমা
আত্মার মিনার জুড়ে তোমার আযান ধ্বনিময়।"[৩৪]

১৯. মাওলানা রূহুল আমীন খান (জন্ম ১৪৬)

রূহল আমীন খান বর্তমান সময়ে একজন বিদগ্ধ কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিক ও গীতিকার। বিশ্বজনীন ধর্ম আল ইসলামের মহিমায় তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। বিশ্বজাহানের রহমতের প্রতীক হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর শানে "রাহমাতুল্লিল আলামীন নামে কবিতা রচনা করেন। কবিতার কিছু অংশ নিম্নে দেয়া হল :

"শব্দ শিল্পী সকল কালের সকল দেশের সব ভাষার
আহরণ করে সকল মুক্তা হৃদয় মাধুরী করে উজার
অনন্তকাল রচে যায় যদি বাণীর হার

---

[৩৩]. মোঃ আবুল কাসেম ভূঁঞা, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৭।
[৩৪]. আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী (সম্পাদিত), রাসূলের শানে কবিতা, (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশনা, ১৯৯৬), ১ম সংস্করণ, পৃ-১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার মহিমা তোমার তারিফ

তবুও কখনো হবেন শেষ

চিত্ত মাতানো বীণা ঝংঙ্কার অতল গহীন সুর আবেশ।" [৩৫]

২০. মতিউর রহমান মল্লিক (১৯৫৬ - ২০১০)

আশির দশকের যে কবিদল বহমান স্রোতের বিপরীতে মূলধারার কবিতা রচনা করেছেন মতিউর রহমান মল্লিক তাদরে মধ্যে জেষ্ঠ্য। তিনি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী কবি। তিনি ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম কারিগর। "ঝংকার" (প্রকাশ কাল ১৯৯৩), "সুর শিহরণ" যতগান গেয়েছি তার রচিত মৌলিক ইসলামী সাহিত্য।"প্রত্যয়ের গান" ইসলামী গানের সংকলন তার সম্পাদিত গ্রন্থ। তাঁর অসংখ্য না'তে রাসূলের যৎসামান্য উপমা। [৩৬]

রাসূল আমার ভালবাসা :

"রাসূল আমার ভালবাসা
রাসূল আমার আলো আশা
রাসূল আমার প্রেম বিরহের
মূল আলোচনা।
রাসূল আমার কাজে কর্মের
অনুপ্রেরণা।"

আয় কে যাকি সংগে আমার নবীর দেশে আয়

"আয় কে যাবি সংগে আমার নবীর দেশে আয়
যেথা মরুর ধুলো মুকতো হলো লেগে নবীর পায়।
সেথায় গিয়ে প্রশ্ন আমি
করবো জনে জনে
পথে চলতে আনমনে
পথে চলতে আনমনে
পথে চলতে আনমনে
কোন দিকে ভাই হেরার পাহাড় বলে দাও আমায়।"

---

[৩৫]. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬৭।
[৩৬]. আসাদ বিন হাফিজ, নির্বাচিত নাতে রাসূল, পূর্বোক্ত, পৃ-২২০।

Dhaka University Institutional Repository

ও প্রেমের নবী, ও ধ্যানের ছবি :

ও প্রেমের নবী, ও ধ্যানের ছবি
তোমার পানে চেয়ে ব্যাকুল ধরা
ও রবির রবি, ও শ্রেষ্ঠ নবী
তোমার ছোঁয়ায় ভাঙে লৌহ কারা।"

বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসূল :

"বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসূল
আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায় তোমার আশিক কুল।
তোমায় ছাড়া অন্য কারো নেতা মানিনা
তোমার জন্যে সয়ে যাব সকল বেদনা
সেই সে শপথ নিতে আমরা এই মাঠে মশগুল। [৩৭]

২১. আবদুল হাই শিকদার (জন্ম ১৯৫৭)

আবদুল হাই শিকদার (১৯৫৭) বর্তমান প্রজন্মের একজন কবি ও সাংবাদিক। এ পর্যন্ত তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মানবতার কবি। তিনি শুধু ছন্দের কাঠামো নয় বরং চিত্রল বর্ণনায় চিত্রল চিত্রকল্পে, পুষ্প অলংকারে কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। তিনি রাসূলের শানে লিখেন "জ্যোতিস্ক মেঘের বাতিঘর."

"মুহম্মদ আপনি এমন কেন
আমার উপকূল জুড়ে আপনার বেলাভূমি
তায়েফের বনে একজন রক্তাক্ত মানুষের
দুর্লভ উচ্চারণ থেকে
আমার দূরত্বকে আমি বাড়াতে পারিনি কোনোদিন

---

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ-২২০-২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমার পরমাণুর সমূহ সীমাবদ্ধতায় মুহম্মদ

কেবলমাত্র নামের বাতিঘর

প্রলুব্ধ মক্ষিকার মতো আমার গহন রক্তে ও ঘুমে

উন্মাতাল আলোর নাচনে আমাকে অস্থির করে শুধু

এই অস্থিরতার বাইরে আমি কোথায় যাবো

আপনার অধিকৃত ভূভাগ থেকে বেরুবো কেমন করে?[৩৮]

২২. সোলায়মান আহসান (জন্ম ১৯৫৭)

আশির দশকের প্রবাহমান কবি সাহিত্যেকের অন্যতম একজন হলে সোলায়মান আহসান। তিনি অত্যন্ত সচেতনতার সাথে নীরব নিঃশব্দে কাব্য সাধনা করে চলছেন। কবির বিশ্বাস একমাত্র স্রষ্টা-বিশ্বাস এবং তাঁর নির্দেশিকার মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তির স্রোতধারা প্রবাহিত হতে পারে। তিনি বিশ্বনবীর শানে দুটো কবিতা রচনা করেছেন।

এক. মানুষের বন্ধু তিনি

শোন হে মানুষ, মানুষের বন্ধু কোন সে স্বজন
সে জন জীবনপাত করে সিক্ত নোনা ঘামে হিম;
এবং সদাই কাঁদে মানুষের দুঃখের পিদিম
জ্বালিয়ে হৃদয় ব্যেপে অকাতরে নিজ মান ধন

অবশেষে, প্রভু তাঁর মহাবাণী দিয়ে যে পাঠায়
পড়হে, তাঁহার নামে.... ঐশীদূত চাপ দেন বুকে
মুহাম্মদ (সা:) বন্ধু তিনি মানুষের হলেন সহায়।

দুই. আবাবিল চাই ঃ

"আমাকে কবিতা লিখতে বলা হয়েছে। পবিত্র রবিউল আউয়াল শুভ আগমন সমাগত তাই। হে রাসূল আপনার শুভ আগমন

শুধু দু'টি হাতে ভিক্ষা প্রার্থনা করি, হে রাসূল

আপনার হাবিবকে বলুন, বসনিয়ায় আবাবিল আজ বড় বেশী প্রয়োজন।

ঐসব অসহায় বনি আদমকে মদদ করুন আল্লাহ। মদদ করুন।"[৩৯]

---

৩৮. হাসান আলীম, আশির দশক জ্যাতি জোসনার কবিকণ্ঠ, (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০০৩), পৃ-৫৯,৭০।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. হাসান আলীম (জন্ম ১৯৫৭)

চলমান সময়ের একজন কবি ও সাহিত্যিক হাসান আলীম (জন্ম ১৯৫৭)। তিনি রাসূল (সা:) এর শানে একটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যে নামে জগত আলো" তাঁর কাব্য গ্রন্থটি ১৯৯৭ সালে বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করে। রাসূল (সা:) এর শানে তাঁর রচিত কবিতা সমূহের কতিপয় উপমা:

এক. নাত-ই রাসূল

"ইয়া মোহাম্মদ ইয়া মোহাম্মদ
তোমার মহান স্মৃতির সড়কে
তোমার সোনালী সমাধি ফলকে
আমার হাজার দরুদ সালাম
ইয়া মোহাম্মদ ইয়া মোহাম্মদ ।

দুই. তোমার রওজামোবারক

"কেটে গেছে কিছু দিন তোমার রওজা মোবারকে
প্রতিক্ষণে প্রতিপলে জ্বলে ছিল আমার হৃদয়ে।
ক্ষতমন হতমন ভিজিয়েছি প্রেমের আরকে
তোমাকে নিভিড় ভাবে হে রাসূল : মৃন্ময় চিন্ময়ে।

তিন. অরণি পুরুষ

"নিস্প্রভ আকাশে জ্বলে উঠেছিল যে দিন প্রথম
মাত্র একটি নক্ষত্র জ্বলজ্বলে পুণ্য প্রভা জ্যোতি
অবাক বিস্ময়ে ফুটে উঠেছিল শুদ্ধতম মতি

সবকিছু কোরবান তুমি শুধু কেবল আমার
তুমিই আমার জীবন অনুধ্যেয় জীবন নির্যাস। [৪০]

২৪. মোশাররফ হোসেন খান (জন্ম: ১৯৫৭)

মোশাররফ হোসেন খাঁন (জন্ম ১৯৫৭) আশির দশকের একজন আলোচিত কবি। ভিন্নতর কাব্য ভাষা ও বিষয় বস্তুর নতুনত্বের কারণে তিনি আলোচিত সমালোচিত। রাসূল (সা:) এর শান তার লিখিত কবিতার অন্যতম হল **"সব মানুষের সেরা মানুষ সব মানুষের সেরা।"**

সব মানুষের সেরা মানুষ সব মানুষের সেরা

---

[৩৯]. আসাদ বিন হাফিজ ও মকুল চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ-৪১৬-৪১৭।
[৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০, ৪২১

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরই প্রেমে ব্যাকুল ধরা, তাঁরই প্রেমে সেরা।

তার প্রেমে যে সুধা কত

গন্ধ বিলায় অবিরত

হীরার চেয়ে দামী সে যে, লক্ষ আঁধার চেরা। [৪১]

২৫. আসাদ বিন হাফিজ (জন্ম ১৯৫৮)

বর্তমান সময়ের ইসলামী সাহিত্য নির্মাতাদের অন্যতম কলম সৈনিক কবি আসাদ বিন হাফিজ। তিনি নৈরাশ্য ও হাতাশার কুয়াশা বিদীর্নকারীসত্য স্বপ্ন প্রভাতের স্বাপ্নিক কবি। তিনি এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। এখানো বিরামহীন গতিতে লিখছেন। মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন "মহানবী (সা:) এর স্মরণে কবিতা', তাছাড়া তাঁর সম্পাদনায় নির্বাচিত না'তে রাসূল এবং তিনি ও মুকুল চৌধুরীর যৌথ সম্পাদনায় "রাসূলের শানে কবিতা" গ্রন্থ ১৯৯৬ সালে প্রীতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়।

তাঁর কবিতার কিছু অংশ:

আজকে যারা হয় গো নবী নাখোশ তেমার গানে :

"আজকে যারা হয় গো নবী নাখোশ তোমার গানে

হানতো যেমন আঘাত তোমায় তেমনি আঘাত হানে।

তোমার মতই তাদের ভালো চাই

তারাও মানুষ, মানুষেরই ভাই

আমার জীবন কাটে যেনো তোমার প্রেমের গানে।" [৪২]

আছো তুমি হৃদয় জুড়ে, আছো এই প্রাণে প্রাণে :

"আছে তুমি হৃদয় জুড়ে, আছো প্রাণে প্রাণে

মুমিনের অন্তরে আছো এই হৃদয়ের গানে গানে।

যতদিন বেঁচে থাকি পৃথিবীর বুকে

তোমারি ভালবাসা আঁকি যেন সুখে

তোমার প্রেমের সুর শুনি সবখানে, এই কানে কনে।" [৪৩]

---

[৪১]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৬-১০২।

[৪২]. নির্বাচিত না'তে রাসূল, আসাদবিন হাফিজ, (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন, ১৬৯৬), পৃ. ৯৭

[৪৩]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৬

Dhaka University Institutional Repository

আঁকতে গেলে প্রেমের ছবি তোমার ছবি ভাসে :

" আঁকতে গেলে প্রেমের ছবি তোমার ছবি ভাসে
গাইতে গেলে প্রেমের গান তোমারি গান আসে।
ধরার বুকে আজো ফোটে ফুল
তোমার প্রেমের টানে হে রাসূল
ওই আকাশ চন্দ্র তারা তাইতো আজো হাসে।" [৪৪]

উল্লেখিত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, রাসূল (সা:) নিয়ে সর্বযুগে সর্বকালে, সকল ভাষায় কবিতা সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছেএবং হতে থাকবে। উল্লেখিত কয়েকজন কবি তাদের হৃদয়ের সকল আকুতি দিয়ে রাসূলের প্রতি ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা নিবদনের প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা করেছেন। নিজ নিজ গন্ডিও প্রতিভা বলয়ে সবায় সফল হয়েছেন। তবে সর্বাধিক সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছেন কবি নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ আজিজুর রহমান, সাবির আহমদ চৌধুরী, মতিউর রহমান মল্লিক, হাসান আলীম, আসাদবিন হাফিজ প্রমুখ।

**. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় ঃ ইসলামী সাহিত্য বিকাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

৭.০ ভূমিকা ঃ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমিতি, স্মৃতি সংসদ, ট্রাস্ট, গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদির অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। কবি সাহিত্যিকগণ লিখেন আর প্রকাশনা সংস্থা বা প্রকাশকগণ তা প্রকাশ ও পাঠকের নিকট পর্যন্ত পৌছনোর ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব পালন করেন। আবার অনেক প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা বিভিন্ন বিষয়ে লেখার জন্য লেখকদেরকে উৎসাহিত করেন অনেক সংস্থা ইনস্টিটিউট উন্নতমানের লেখা গবেষণা ইত্যাদির জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। যার ফলে লেখক বা গবেষকগণ চেষ্টা সাধনা করে গবেষণা লব্দ ফলাফল উপহার দেন ।ইসলামী সাহিত্য বিকাশের জন্য বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমিতি, স্মৃতি সংসদ, ট্রাস্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠান কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. সরকারি খ. বেসরকারি। এ অধ্যায় কে দুটো পরিচ্ছেদে ভাগ করা যায়।

৭.১ প্রথম পরিচ্ছেদ: সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

ইসলামী সাহিত্য বিকাশে সরকারি /স্বায়ত্বশাসিত পর্যায়ে যে সব প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে /করেছে সেগুলো হল:

১. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইসলামিক একাডেমী অঙ্গীভূত ।[১]

২. বাংলা একাডেমী

৩. কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড [২] (অধুনা বাংলাএকাডেমীর সাথে অঙ্গীভূত)

৪. নজরুল ইনস্টিটিউশন

৫. শিল্প কলা একাডেমী

---

[১]. ১৯৫৯ সালে ইসলামিক একাডেমী নামে এ সংস্থা সূচনা হয়। ১৯৭৫ সালে এ সংস্থা বিলুপ্ত করে ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' নামকরণ করা হয়।

[২]. বাংলা ভাষায় উচ্চতর শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উক্ত সংস্থা বাংলা একাডেমীর নামে আত্মীকৃত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬. শিশু একাডেমী

৭. চলচ্চিত্র ও প্রকশনা অধিদপ্তর

৮. এশিয়াটিক সোসাইটি

৯. ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ (অধুনা বিলুপ্ত)

১০. ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

১৯৭৫খ্রিঃ ২৮ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গঠন করেন [৩]। একই বছর জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এ অধ্যাদেশ অনুমোদন করে এ্যাক্ট বা আইনে পরিণত করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই উহা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।[৪]

বাইতুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমী নামক তৎকালীন দুটো সংস্থার বিলোপ সাধন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। প্রথমোক্ত দুটো সংস্থার সমুদয় সম্পদ, দায়- দায়িত্ব এবং কর্মসূচী নবগঠিত ফাউন্ডেশনের আওতাভূক্ত আনা হয়। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী জীবনা দর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা এবং ইসলামিক সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও উৎসাহী বুদ্ধিজীবী ১৯৫৯ সালে ঢাকা দারুল উলুম ইসলামিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা

[৩]. এম. রুহুল আমীন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৯), পৃ. ৩৩।
[৪]. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি, (ঢাকা: ইফাবা, প্রকাশনা, ১৯১৭), পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[৫] প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন শিক্ষা ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। ১৯৭৯ সালে উহা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আনা হয়। উহা একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। **ইসলামী সাহিত্য বিকাশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভূমিকাঃ-**

ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন একটি শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশনা, অনুবাদ- সংকলন, বিশ্বকোষ, গবেষণা বিভাগ থেকে এপর্যন্ত প্রায় তিন হাজার আটশত শিরোনামে গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এসব প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও এর বঙ্গানুবাদ, বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ, সিহাহ সিত্তাহসহ হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ, মহানবী (সা) এর জীবনী, ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ, আল কুরআন বিশ্বকোষ, ইসলামী আইন ও ফিকাহ, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, নৈতিক জ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থাপত্যকলা,মনীষীদের জীবনী ও কর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য- সংস্কৃতি, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি মৌলিক ও অনুদিত গ্রন্থ।

এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে একটি গবেষণাধর্মী ত্রৈমাসিক পত্রিকা, একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা, একটি মাসিক শিশু কিশোর পত্রিকা এবং আল ইমামত নামে একটি সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।[৬]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের বিষয় ভিত্তিক তালিকাঃ[৭]

ক্রমিক নং	বইয়ের শ্রেণী বিভাগ	সংখ্যা
১.	আল কুরআন ও তাফসীর	১৪৭টি
২	হাদীস ও হাদীস সম্পর্কিত	৭৫ টি
৩	সীরাতে রাসূলিল্লাহ সম্পর্কিত	৮৫ টি
৪.	ইসলামী বিশ্বকোষ	৩২ টি
৫.	সীরাত বিশ্বকোষ	৮ টি

[৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
[৬]. মওজুদ পুস্তক তালিকা, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০৯), পৃ. ৩।
[৭]. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সমসাজকল্যাণ কার্যক্রম: একটি সমীক্ষা, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৬.	জীবনী গ্রন্থ	২১৮ টি
৭.	ইসলামী আইন ও ফিকহ	৫৯ টি
৮.	ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ	৩৪১ টি
৯.	শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি	১৯৯ টি
১০.	ইতিহাস ঐতিহ্য	১৭১ টি
১১.	অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও স্থাপত্য কলা	১৮৫ টি
১২.	ইমাম প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত	২৪ টি
১৩	শিশু সাহিত্য সম্পর্কিত	৪৪০ টি
১৪.	অন্যান্য	৯১ টি
	মোট	২০৭৫টি

উল্লেখ্য এখানে উল্লেখিত সংখ্যা ২০০৪ সালের তথ্য অনুযায়ী দেয়া। সর্বশেষ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ৩৮০০।[৮]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে নিঃসন্দেহে মহান ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের সব কটি জেলায় তাদের শাখা ও কার্যক্রম রয়েছে। সারাদেশের প্রায় মসজিদে মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করতেছে । এসব পাঠাগারের মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্যের বিকাশ হচ্ছে।

[৮]. মওজুদ পুস্তকের তালিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বাংলা একাডেমী

বাংলা ভাষায় সাহিত্য বিকাশে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলা একাডেমী। আর ইসলামী সাহিত্য বিকাশেও এ প্রতিষ্ঠানের অবদান রয়েছে। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এ সংস্থার যাত্রা শুরু। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালের তদান্তিন 'বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' বাংলা একাডেমীর সাথে একীভূত হয়। বাংলা ভাষায় জ্ঞান চর্চার ধারাকে সমৃদ্ধ করাই এ সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। জানুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত বাংলা একাডেমী থেকে মোট ৪৬৩১টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৯] এ হিসেবের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থের একাধিক মুদ্রণ ও সংস্করণ ধরা হয়েছে। এ তালিকার অর্ন্তভূক্ত বইয়ের মধ্যে রয়েছে চৌত্রিশটি বিষয় শিরোনামে ছিয়াত্তরটি বিষয়ের উপর বই । বিষয় শিরোনমা গুলো হলোঃ[১০]

১. অভিধান, পরিভাষা, রচনাপঞ্জি

২. ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা বিষয়ক বই

৩. জীবন ও সাহিত্য কর্ম

৪. রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বই

৫. নজরুল বিষয়ক বই

৬. বিবিধ প্রবন্ধ সংকলন, সাহিত্য গবেষণা ও সমালোচনা

৭. গল্প-উপন্যাস

৮. কবিতা ও কবিতা প্রসঙ্গ

৯. নাটক ও নাটক প্রসঙ্গ

১০. শিশু কিশোর সাহিত্য আনন্দপঠন

১১. রচনাবলী

১২. একুশের প্রবন্ধ ও স্মারকগ্রন্থ সংকলন

১৩. মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ

---

৯. বাংলা একাডেমী প্রকাশনা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী, ২০১০), পৃ. ১।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

১৪.প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য

১৫. লোকসাহিত্য

১৬. ইতিহাস

১৭. ধর্ম ও সংস্কৃতি

১৮. সমাজবিজ্ঞান, সমাকল্যাণ, নৃবিজ্ঞান ও আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক

১৯. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক প্রশাসন

২০. দর্শন ও মনোবিদ্যা

২১. অর্থনীতি, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা

২২. আইন, শিক্ষ প্রশিক্ষণ ও সাংবাদিকতা

২৩. চিত্রকলা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি

২৪. কীটতত্বও প্রাণীবিদ্যা

২৫. কৌলিবিজ্ঞান ও প্রজননবিদ্যা, আণবিক জীব বিজ্ঞান

২৬. অনুজীববিদ্যা, মাৎস্যবিদ্যা অনবিক জীব বিজ্ঞান

২৭. উদ্ভিদবিজ্ঞান

২৮. মৃত্তিকাবিজ্ঞান পরিবশবিজ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞান

২৯. পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিদ্যা

৩০. গণিত ও পরিসংখ্যান

৩১. পদার্থ বিদ্যা, ফলিত পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা

৩২. ভুগোল, ভূ-তত্ত্ববিদ্যা, প্রকৌশলী ও কারিগারিবিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান

৩৩. ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা

৩৪. জীবনী গ্রন্থমালা

Dhaka University Institutional Repository

৭.২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ প্রকাশনা

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনাসংস্থা, সংগঠন, সমিতি, সংসদ, ট্রাস্ট, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যবসায়িক উদ্যোগেও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ঢাকার বাংলাবাজার, মগবাজার, কাটাবনসহ সারা দেশে অসখ্য প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে। যারা প্রতি বছর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করছে। বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় আটশতাধিক সংস্থা-প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে।[১১]

স্বল্প পরিসরে আটশতাধিক প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার আলোচনা অসম্ভব। এমনকি শুধু নাম তালিকা লিখলেও কলেবর বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। তাই উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকাশনা ও তাদের প্রকাশিত শুধু বইয়ের সংখ্যা দেয়া হলোঃ

নং	প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আলকুরআন	আল হাদিস	গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস	ইসলামী বিষয়ক	অন্যান্য	মোট
১.	আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার , ঢাকা	৫২	২০	১৪	২৫১	২৮	৩৫৫[১২]
২.	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা	৫	৩০	৮	৫৫	৬	১০৬[১৩]
৩.	বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১/বি, গ্রীনওয়ে ওয়ারলেস রেল গেট, বড় মগবাজার, ঢাকা।			১৩০	৫	৩	১৩৮[১৪]
৪	আহসান পাবলিকশন, কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা	১৩	৮	১৮	৭৭	২০	১৩৬[১৫]

[১১]. মোশাররফ হোসেন খান, বাংলা ভাষা সাহিত্য মুসলিম অবদান (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮), পৃ. ১৪৩।
[১২] আধুনিক প্রকাশীনর বই, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল, ২০০৮, পৃ. ২-২২।
[১৩]. বই তালিকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৯, পৃ. ১০১৪।
[১৪]. বাংলা সাহিত্য পরিষদের বই, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, পৃ.১-৪
[১৫]. পুস্তক তালিকা, আহসান পাবলিকশেন, ঢাকা, পৃ. ১-৮

Dhaka University Institutional Repository

৫.	প্রফেসর পাবলিকেশন ৪৩৪/ক, ওয়ারলেস রেল গেট মগবাজার, ঢাকা	৮	১৫		৫৩	৪	৮০[১৬]
৬.	শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১, ওয়ারলেস গেট মগবাজার, ঢাকা	৯	৫	২৫	৭২	৫	১১১[১৭]
৭.	কামিয়াব প্রকাশন লিঃ, ৫১, ৫১/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা	৬		১১৬	৫	৫	১২৭[১৮]
৮.	প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা।	৪	৩	৭০	৪১	৪	১২২[১৯]

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নীলক্ষেত, কাটাবন, মগবাজার, পুরানো পল্টনসহ অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইসলামী পুস্তক প্রকাশকদের নিয়ে **ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক সমিতি** নামে ২০০৮সালে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়। দেশের খ্যাতনামা প্রকাশনী এ **ইসলামী সাহিত্য সমিতির** সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি হয় এ সমিতির অধীভুক্ত প্রকাশনা সংস্থাসমূহ ইসলামী সাহিত্য বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে । নিম্নে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা দেয়া হল :

ক্রমিক নং	প্রকাশনীর নাম ও ঠিকানা	আলকুর আন বিষয়ক গ্রন্থ	আল হাদীস	ইসলামের বিভিন্ন বিষয়	অন্যান্য	মোট
১.	আলহেরা প্রকাশনী, কম্পিউটার মার্কেট বাংলাবাজার, ঢাকা ।		৪টি	১০টি	৩টি	১৭টি[২০]
২.	আলফুরকান পাবলিকেশন,	১টি	১টি	১২টি	৩টি	১৭টি [২১]

[১৬]. পুস্তক তালিকা, প্রফেসর পাবলিকেশন, ঢাকা ২০০৯, পৃ. ১-৪।
[১৭]. পুস্তক তালিকা, ২০১০, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১-৪।
[১৮]. পুস্তক তালিকা ২০০৯, কামিয়াব প্রকাশন লিঃ, ঢাকা, পৃ. ১-৪।
[১৯]. বইয়ের তালিকা, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১-৪।
[২০]. পুস্তক তালিকা, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক সমিতি, (ঢাকা ঃ ২০০৮), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

	৪৯১ওয়ারলেস রেল গেট, ঢাকা।					
৩.	আল মুনীর পাবলিকেশন, ৫পুরানা পল্টন, ঢাকা ।	৪টি	৩	৭৪	৫	৮৬টি [২২]
৪.	ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা ।	৩	৮	৩৯	৪	৫৪টি [২৩]
৫.	ইশআতে ইসলাম কুতুব খানা, ২/২, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা।	১	৩	৪৯	৪	৫৭টি [২৪]
৬.	উজ্জল প্রকাশনী, ৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা ।			২২	৫	২৭টি [২৫]
৭.	এমদাদিয়া বুক হাউস, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা ।			১১	২	১৩টি [২৬]
৮.	কাটাবন বুক কর্ণার কাটাবন মসজিদ, ঢাকা।	২০	৫	৩৭	৫	৮৭টি [২৭]
৯.	খন্দকার প্রকাশনী, ৩৮/৩, বাংলা বাজাব, ঢাকা ।	৩	২	৪৯	৫	৫৯টি [২৮]

[২২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
[২৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৮।
[২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১১।
[২৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৪।
[২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।
[২৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
[২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫।
[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	প্রকাশনীর নাম ও ঠিকানা	কুরআন বিষয়ক	হাদীস বিষয়ক	ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ক	অন্যান্য	মোট
১০.	খায়রুন প্রকাশনী ৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা ।	২১টি	১২টি	১০৬টি	৫টি	১৪৪টি [২৯]
১১.	জামেয়া প্রকাশনী ৩৮/৩, বাংলা বাজার, ঢাকা ।	৪	৪	১৬	৩	২৭টি [৩০]
১২.	তাবলীগী কুতুবখানা, ৫০,বাংলা বাজার, ঢাকা।			২২		২২টি [৩১]
১৩.	দারুল হরুফ	৫	৪	২০	৩	৪২টি [৩২]
১৪.	নিহাল পাবলিকেশন্স, ৫৪/ বারিধারা, গুলশান, ঢাকা ।			২৯	৫	৩৪টি [৩৩]
১৫.	প্রকেসরস বুক কর্নার, ৪৯১ ওয়ারলেস রেল গেট, বড় মগবাজার ঢাকা ।	৮	৫	৬৩	২০	৯৬টি [৩৪]
১৬.	পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ৩৪নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা ।	৫	৪	২১	৫	৩৬টি [৩৫]
১৭.	বাড কমিপ্রন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ৫০বাংলা বাজার, ঢাকা ।	৪	৫	৬১	২৫	১১৫টি [৩৬]
১৮.	ভূঁইয়া প্রকাশনী, ৩৮/৩, বাংলা বাজার, ঢাকা ।	৮	৮	৩০	৫	৫১টি [৩৭]
১৯.	যোগাযোগ পাবলিশার্স, ৩৪ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।			২৩	২০	৪৩টি [৩৮]

[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩৪।
[৩০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
[৩১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
[৩২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।
[৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।
[৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪০।
[৩৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।
[৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৭।
[৩৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

	প্রাকাশনী নাম ও ঠিকানা	আল কুরআন বিষয়ক	হাদীস বিষয়ক	ইসলামের বিভিন্ন বিষয়	অন্যান্য	মোট
২০.	সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশন্স ৩৮.৩ বাংলা বাজার, ঢাকা।	১টি	৪টি	৭৪টি	২০টি	১০৯টি [৫৯]
২১.	সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারিদাস, রোড, ঢাকা ।	২		৬	১	৯টি [৬০]
২২.	ঢাকা বুক কর্ণার ৬০/ডি পুরানা পল্টন, ঢাকা ।	১	১	৬	১	৯টি [৬১]
২৩.	হুসাইনন আল মাদানী প্রকাশনী, ৩৮/৩, বুকস এন্ড কম্পিউটার মার্কেট, বাংলা বাজার, ঢাকা।	৫	৫	৩৬	১০	৫৬টি [৬২]

উল্লেখিত প্রকাশনা সংস্থা ব্যতীত আরো যে সব প্রকাশনী ইসলামী সাহিত্য বিকাশে ভূমিকা রাখছে সেগুলো হল : স্টুডেন্টওয়েজ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, হামিদিয়া লাইব্রেরী, মদীনা পাবলিকেশন্স, আহসানিয়া লাইব্রেরী, আল হামরা লাইব্রেরী, আইডিয়েল পাবলিকেশন্স, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বুক সাপ্লাই, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, মুক্তধারা, ঐতিহ্য, আব্বাসীয়া লাইব্রারী, খোশরোজ কিতাব মহল, আহমদ পাবলিশিং হাউস, তাজ কোম্পনী লিঃ, রহমানিয়া লাইব্রেরী, সাহিত্য কানন, সাহিত্যালোক, তাওহীদ প্রকাশনী, বাড পাবলিকেশন্স, নকীব পাবলিকেশন্স, আল কুরআন একাডেমী লন্ডন ও ঢাকা কার্যালয়, ছারসীনা লাইব্রেরী,

[৫৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।
[৬০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৯।
[৬১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
[৬২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
[৬৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

তমুদ্দন মজলিশ, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ইতিহাস পরিষদ, সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, দিনাজপুর সাহিত্য সংগ্রাম, মতিউর রহমান ফাউন্ডেশন, ফররুখ আহমদ ট্রাস্ট, বেনজির আহমদ স্মৃতি ট্রাস্ট, কায়কোবাদ স্মৃতি সংসদ ও ইসলাম প্রাচার সমিতি ইত্যাদি। এ ছাড়া ঢাকাসহ সারা দেশে বিভিন্ন দিবসে বিশেষতঃ সীরাতুননবী, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ভাষা দিবস, শহীদ দিবস, ঈদসহ অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানে অনেক সংকলন প্রকাশিত হয়। এ গুলোও ইসলামী সাহিত্য বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে । উল্লেখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক প্রকাশনা সংস্থাও সুহৃদ ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, যারা বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে নিরলস ভাবে চেষ্টা-সাধনা করতেছেন। আলোচনায় উল্লেখিত ও অনুল্লেখিত সকল প্রকাশনা সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ইসলামী সাহিত্যের বিকাশ অব্যাহত আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

ভাষা মহান আল্লাহর অফুরন্ত দান। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আমাদের ভাষা খুবই সমৃদ্ধ। ভাষার সঞ্জীবনী শক্তি সাহিত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধকরণে মুসলমানদের অবদান সবচেয়ে বেশী। এদেশ থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়িত হওয়ার পর হিন্দুরাজাদের একক আধিপত্য সৃষ্টি হয়। তারা বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা নিরুৎসাহিত করে। বাংলা ভাষা থেকে বিদেশী শব্দসম্ভার বাদ দিয়ে বাংলাকে সংস্কৃত বলয়ে গ্রাস করার অপচেষ্টা করে। মধ্যযুগে মুসলিম শাসক ও কবি সাহিত্যিকদের আবির্ভাবের ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সুদিন আসে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের ব্যাপক প্রভাব পরে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবি সাহিত্যিকগণ লিখতে থাকেন। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়। বিশেষত ঃ ১৯৪৭-২০০০ এর মধ্যে বাংলা ভাষার সাহিত্যাকাশে গুণীধর অনেক কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। কায়কোবাদ, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ থেকে বর্তমান প্রজন্মের আবদুল মান্নান সৈয়দ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আল মাহমুদ, মতিউর রহমান মল্লিক, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, আবদুল মান্নান তালিব, হাসান আলীম, আসাদ বিন হাফিজ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের নয়াদিগন্তের দ্বার উম্মোচন করেন।

এসব কবি সাহিত্যিকগণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বীয় অনুভূতির আলোকে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ইসলাম যেমন সর্বব্যাপী তাঁদের সাহিত্য কর্মও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিভাত হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোনে নয়, বরং সাহিত্যের দৃষ্টিকোণে তাঁরা সৃজনশীল ইসলামী সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টি করেছেন। শুধু প্রেম প্রনয়, বিরহ-ভালবাসা, নারীদেহ নিয়ে সাহিত্য হয়না বরং আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত, আখিরাত, মীরাত, শবে বরাত, শবে কদর, রমজান, ঈদ, কারবালা, মহান আল্লাহর সৃষ্টি নয়ানাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য-বিশাল প্রকৃতির সবকিছু নিয়ে কালজয়ী ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব- তা মুসলিম কবি সাহিত্যকগণ বাস্তবে স্বাক্ষর রেখেছেন। আমার গবেষণাকর্মে উল্লেখিত সময়ের কবি-সাহিত্যিকের ইসলামী সাহিত্যের কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে মাত্র। কেননা তাঁদের প্রত্যেকের ইসলামী সাহিত্য কর্ম নিয়ে পৃথক গবেষণার দাবী রাখে। আমি শুধু একথাই প্রমাণের চেষ্টা করেছি যে সুমহান ইসলামের আদর্শ নিয়ে কালজয়ী ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি সকল কালে সকল যুগে সকল সময়ে সম্ভব। বিশেষত ঃ বর্তমান সময়ে সাহিত্যের নামে কুরুচীপূর্ণ অশ্লীল সাহিতের সয়লাভে ভেসে গেছে আমাদের সমাজ। অপসংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে নিমজ্জিত আমাদের যুব সমাজ। নৈতিক অধঃপতনের দ্বার প্রান্তে আমাদের জাতিসত্ত্বা। অথচ এইসব কুরুচীপূর্ণ অশ্লীল সাহিত্য ও অপসংস্কৃতির যোগান মুসলিম নামধারী

Dhaka University Institutional Repository

কবি সাহিত্যিকগণই দিচ্ছেন। তাদেরকে আমাদের সোনালী অতীতের মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের অনুসরণের আহবান জানাই।

পাশপাশি অতীতের ইসলামী সাহিত্যসমূহের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার ও প্রকাশনা প্রয়োজন। তাঁদের রচিত ইসলামী সাহিত্য সম্ভার আদর্শ হিসেবে ভবিষ্যতে আরো উন্নতমানের সৃজনশীল ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবী।

ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার, প্রসার, প্রকাশনা, পাঠভ্যাস বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এইজন্য দেশী-বিদেশী মুসলিম নেতৃবৃন্দ, মনীষী, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক পাঠক, প্রকাশক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি সুধীজনসহ সর্বমহলের দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে আসা উচিত। আল্লাহ তায়ালা এ মহতী কাজে আমাদের সহায় হউন ও সফল করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গন্থপঞ্জী (আরবী)

১. আলকুরআনুল কারীম

২. হাদীস শরীফ

ক. সহীহ আল বুখারী শরীফ

খ. জামিঈ আততিরমিযী শরীফ

গ. সুনানে আবুদাউদ

ঘ. সুনানে ইবনে মাজাহ

ঙ. নাসাঈ শরীফ

চ. মিশকাত শরীফ

আরবী সাহিত্যঃ

৩। ফিল আদাবিল ইসলামী , ডঃ মোহাম্মদ সালেহ আশশানাতী, দারুল আন্দালুস প্রকাশনী, হায়েল সৌদি আরব, প্রকাশকাল ১৯৯৩ খ্রিঃ।

৪। মুহাম্মদ কুতুব , মানহাজুল ফাননিল ইসলামী, দারুর শারুক, কায়রো, মিশর, প্রকাশকাল- ১৯৯৩ খ্রিঃ.।

৫। আল মুয়জামূল ওয়াসিত, দারুদ দাওয়াত, তুরস্ক, প্রকাশ- ১৯৮৯।

৬. ডঃবাসেত বদর, মুকাদ্দাতুনলি নাজরিয়াতিল আদাবীল ইসলামী, বাইতুল মানারাহ, জিদ্দাহ, ১৪০৫খ্রিঃ।

৭.মুহাম্মদ গাল্লাব, আল আদাবুল হিলিয়ানী, দারু ইহয়াউল কুতুব আরাবিয়া, কায়রো, ১৯৫২খ্রিঃ।

৮.ড. নাজিব কিলানী, মাদাখিল ইলাল আদাব আল ইসলামী, কাতার, ১৪০৭হিঃ।

৯.আবু জামাল মুহাম্মদ কুতুল ইসলাম ও আহমদ আবদুল আজীজ, আল মাজা ল্লাতুল আরাবিয়া, ৮ম সংখ্যা, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ ২০০৭খ্রিঃ।

১০.সাইয়্যেদ কুতুব, আননাকদুল আদাবী উসলুহু ওয়ামানহিজুহু, দারুর শুরুক, কায়রো ।

১১.ড. মুহাম্মদ আদিল হাশিমী, ফিল আদাব আল ইসলামী, দারুল কলম, দামেশক, ১৪০৭হিঃ।

১২.ড. সালেহ আদম বাইলু মিনকাদায়া আল আদাব আল ইসলামী, জিদ্দাহ, ১৯৮৫খ্রিঃ।

১৩.ড. মুহাম্মদ আবদুস মাবুদ আল আদাবুল ইসলামী বাইনা নাজরিয়াতি ওয়াত তাতবিক, আল মাজাল্লাতুল আরাবিয়া, আরবী বিভাগ, ঢাঃবি, জুন- ১৯৯৬ খ্রিঃ।

১৪.ইবনে কাদির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

১৫.ইবনে হিশাম, আল সিরাতুন নাববীয়া, কায়রো, ১৪০৮হিঃ।

১৬. ইউসুফ কান্দালবী, হায়াতুস সাহাবা, লাহোর, ১৯৮৭খ্রিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান

১. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান (সম্পাদনা পরিষদ), ঢাকা: প্রকাশকাল ১৯৯৮।

২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, বাংলা একাডেমী বাঙলাউচ্চারণ অভিধান, ঢাকা: ১৯৯৯।

৩.সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমীর চরিতাবিধান বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রিঃ।

৪. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৭।

বাংলা

১. মুহম্মদ মতিউর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, প্র. ১৯৯৫ খ্রি.।

২. আজহার ইসলাম, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০০খ্রি.।

৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা-১৯৭০ খ্রি.।

৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গা ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশকাল, ২০০৯খ্রি.।

৫. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী ঢাকা, প্রকাশকাল- ২০০৯খ্রি.।

৬. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা, এম ফিল অভিসন্দর্ভ, উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭ (অপ্রকাশিত)

৭. মুজিবুর রহমান খাঁ সাহিত্যের সীমানা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৭খ্রি.

৮. আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, শতাব্দী প্রকাশানী, ঢাকা-১৯৯৭।

৯. আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামী সাহিত্য মূলবোধ ও উপাদান, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, প্রকাশ- ১৯৯১ খ্রি.।

১০. শ্রীশচন্দ্র দাস, সাহিত্য সন্দর্শন, ফাতেমা বুক সেন্টার, ঢাকা, প্রকাশ-২০০১।

১১. এ. এন এম সিরাজুল ইসলাম, সাহিত্যের ইসলামী রূপরেখা, বিশ্ব প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২খ্রি.।

১২. ডঃ মাহফুজুর রহমান, মাওকিফিল ইসলাম মিনাল আদাবী ওয়াল ফান্নি, পিএইচডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া,২০০১ খ্রি. (অপ্রকাশিত)

১৩. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, সাহিত্য, ইসলামী দৃষ্টিকোণ, ইফাবা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৯৬।

১৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্যপ্রতিভা, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩খ্রি.।

১৬. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, সাহাবীদের কাব্যচর্চা, মদীনা পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৭

১৭. ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি (সংকলিত), ইফাবা, ঢাকা,২০০৪ খ্রি.।

১৮. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, বাংলাভাষায় মুসলমানদের অবদান, ইফাবা, ঢাকা, ২০০৩খ্রি.।

১৯. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, বাঙলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, ঢাকা, ২০০৩খ্রি.।

২০. ড. এম. এ. রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা।

২১. ড. মুহাম্মদ এনামূল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮ খ্রি.।

২২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ঢাকা, ১৩৭১ বাং।

২৩. আজহার ইসলাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবি বা. এ., ঢাকা, ১৯৯২।

২৪. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, রতন পাবলিকশার্স, ঢাকা, ১৯৬৫খ্রি.।

২৫. ড. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারা, কলকাতা,১৯৬৩ খ্রি.।

২৬. ড. গোলাম সাকলায়েন, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, নওরোজ কিতাবস্থান, ঢাকা, ১৯৬৭খ্রি.।

২৭. সম্বর্ধিত গুণীজন পরিচিতি, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ২০০৮ খ্রি.।

২৮. পুস্তক তালিকা, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক সমিতি, ঢাকা, ২০০৮ খ্রি.।

২৯. মওজুদ পুস্তক তালিকা, ইফাবা, ঢাকা, ২০০৯ খ্রি.।

৩০. আলী আহমদ (সংকলিত) বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, বা. এ., ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি.।

৩১. আজম তরীকুল্লাহ, বাঙালী মুসলমান জাগরণে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শতবর্ষপুর্তি স্মারক গ্রন্থ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯০খ্রি.।

৩২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্যে মূসলমান, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৮খ্রি.।

৩৩. মোশাররফ হোসেন খান, বাংলাভাষা ও সাহিত্য মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি.।

৩৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা, ইফাবা, ঢাকা,২০০২।

৩৫. নিতাই দাস, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) গোলাম মোস্তফা কাব্য গ্রন্থাবলী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৭১ খ্রি.

৩৭. আসাদ বিন হাফিজ (সম্পাদিত) নির্বাচিত হামদ, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬খ্রি.।

৩৮. প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, কামিয়াব প্রকাশন, লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৫খ্রি.।

৩৯. নজরুল রচনাবলী, (১-৮ খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬খ্রি.।

৪০. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, বাংলা ভাষায় সীরাতচর্চা, তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।

৪১. মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ প্রতিভা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রি.।

৪২. হাসান আলীম, আশির দশক জ্যোতি জোসনার কবি কণ্ঠ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ২০০৩ খ্রি.।

৪৩. আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী (সম্পাদিত), রাসূলের শানে কবিতা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি.।

৪৪. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য মুসলিম সাধনা, স্টুডেন্ট ওয়েজ,ঢাকা, ১৯৬৯খ্রি.।

৪৫. মোঃ আবদুল রাজ্জাক, বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৮৫ খ্রি.।

৪৬. নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রি.।

৪৭. নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রি.।

৪৮. গোলাম মোস্তফা: বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রি.।

৪৯. মওলানা আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।

৫০. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, ১৯৯৬-২০০০।

৫১. সৈয়দ আলী আহসান ও মোহাম্মদ আবদুল হাই যৌথ সম্পাদনায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

৫২. ড: কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯।

৫৩. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, পুঁথিসাহিত্য মহানবী (সাঃ), তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

৫৪. ড: মুহম্মদ মজির উদ্দিন মিয়া, বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৬৪।

৫৬. ড. আহমদ শরীফ, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

৫৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ঢাকা, ১৩৭১ বাংলা।

৫৮. হোসেন মাহমুদ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৭৮।

৫৯. ফররুখ আহমদ, সিরাজাম মুনীরা, তমুদ্দন প্রেস, ঢাকা, ১৯৫২।

৬০. সাবির আহমদ চৌধুরী, শত হামদ শত নাত, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭।

৬১. হাসান আলীম, যে নামে জগৎ আলো, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৭।

৬২. সৈয়দ আলী আশরাফ, হিজরত, মোকাররম পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৪।

৬৩. ড. আবদুল করীম, বাংলার ইতিহাসঃ সুলতানী আমল, ঢাকা।

৬৪. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬।

৬৫. আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮২।

৬৬. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, সাহাবী কবি ও তাঁর বানাত সুআদ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৪।

৬৭. আসকার ইবনে শাইখ, বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা।

৬৮. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯।

৬৯. ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, বাং.এ., ঢাকা।

৭০. শাহাবুদ্দীন আহমদ, মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ আহমদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০২।

৭১. মুহম্মদ মতিউর রহমান, বাংলা সাহিত্যের ধারা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১।

৭২. তিতাস চৌধুরী, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্য, নওরোজ কিতাবিস্ত ান, ঢাকা, ১৯৯৩।

৭৩. শাহাবুদ্দীন আহমদ, কবি ফররুখ তাঁর মানস ও মনীষা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা/ সাময়িকী

খন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাদক) প্রেক্ষণ, গোলাম মোস্তফা স্মরণ, এপ্রিল -জুন সংখ্যা, ঢাকা, ৯৮ তম সংখ্যা।

মনসুর আহমদ, সাহিত্য সংস্কৃতিতে রাসূল (সাঃ) এর অবদান. দৈনিক সংগ্রাম ১০ আগস্ট, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক আদ দাওয়াহ, সংখ্যা- ১৫২৪, ৪ জানুয়ারী ১৯৯৬, রিয়াদ মক্কা।

মাসিক কলম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা। বিভিন্ন সংখ্যা।

অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। (বিভিন্ন সংখ্যা)

ত্রৈমাসিক পত্রিকা ইফাবা, ঢাকা। (বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক ইনকিলাব, সংগ্রাম, সমকাল, প্রথম আলো ইত্যাদি বিভিন্ন সংখ্যা।